সংখ্যা-৪
২৬
২৮/৩/০৩

মাওলানা নজীবুল্লাহ ঃ জীবন, কর্ম ও দ্বীনী দাওয়াত-দর্শন

pository

আরবী বিষয়ে এম.ফিল.ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
400632
400632

গবেষক
মোঃ আবু সাঈদ
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি ঃ নং-০৮/৯৮-৯৯
সেশন ঃ ১৯৯৮-৯৯

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর-২০০২

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব মোঃ আবু সাঈদ কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল কৃত **মাওলানা নজীবুল্লাহ : জীবন,কর্ম ও দ্বীনী-দাওয়াত দর্শন** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোণামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

21/12/07

(ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
সহযোগী অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

400632

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে,মাওলানা নজীবুল্লাহ : জীবন, কর্ম ও দ্বীনী-দাওয়াত দর্শন শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

২/১২/০২

(মোঃ আবু সাঈদ)
এম.ফিল. গবেষক,
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

400632

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। সালাত ও সালাম তাঁর প্রতি (হযরত মুহাম্মদ সা:) যিনি শুধু দ্বীনী দাওয়াত তথা মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন সাহাবা, তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন,ফুকাহা, মুজাদ্দেদিন, উলামা তথা দা'ঈগণ। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি এমনই একজন দা'ঈ মাওলানা নজিবুল্লাহ এর উপর রচিত ।

এম.ফিল গবেষণা করার মানসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় স্যার ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী-এর সাথে দেখা করে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে আলোচ্য শিরোনামটি নির্ধারণের পরামর্শ দেন। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা, রুপরেখা প্রণয়ন, অধ্যায় বিন্যাস তথা গবেষণা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম উৎস, যাঁর সু-চিন্তিত পরিকল্পনা, প্রাজ্ঞ পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মকে সহজবোধ্য করে দিয়েছে।
সশ্রদ্ধচিত্তে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করে অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে রচনাকর্মটি সমৃদ্ধ করার পথ সুগম করে দিয়েছেন। গবেষণাকর্মের জন্য যিনি অকৃপণ হস্তে দিয়েছেন মূল্যবান বইপত্র, জার্ণাল, সাময়িকী ইত্যাদি। শুধু আজ নয় কোনদিনই আমার পক্ষে তাঁর এ ঋণ শোধ হবার নয়। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুণ।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শহীদুল ইসলাম নূরী যাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা আমাকে গবেষণা কর্মে দারুন ভাবে উৎসাহিত করেছে তাঁর প্রতি আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁর অদম্য উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, ও সর্বাত্মক সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে ।তাঁকে আমি

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে অসম্ভব বিরক্ত করেছি। তিনি বিরক্তিকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন।তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় ড. এফ.এম.এ এইচ তাকী স্যারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যিনি আলোচ্য অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাসে প্রাজ্ঞ পরামর্শ দান করেছেন এবং মাওলানা নজিবুল্লাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী স্যার ও তাঁর সহধর্মিনী মোছাম্মৎ শামিমা আক্তার নাজু বগুড়ায় আমার থাকার ব্যবস্থা এবং তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির সহজ দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মুহা: আফাজউদ্দীন স্যার এর প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর উৎসাহ আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন তরান্বিত করেছে।

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর বর্ণাঢ্য জীবন কর্মের আলেখ্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর বংশধর, আত্মীয়, ছাত্র, গুণাগ্রহি তথা ঘনিষ্ট জনদের দারস্থ হই। সকলেই আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যে মহানুভবতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তা ভোলার নয়।

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পঞ্চম পুত্র আবুল ফরহাদ যার সহযোগিতা, মানবতা বোধ, আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞা স্বীকার করছি।

দেওয়ানগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাওলানা আ: কুদ্দুস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আতাহার আলী, সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হোসেন, বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা নূরুল ইসলাম, অত্র মাদ্রাসার আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম মো: আফতাব উদ্দীন,বগুড়া নূর মসজিদের মাওলানা আলমগীর হোসাইন, মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক, ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো: হাছানাত আলী প্রমুখের নিকট তথ্যগত যে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, অপরিশোধ্য ঋণ হিসেবেই আমি তা গ্রহণ করেছি।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরিদর্শক মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অতি নিকটতম ছাত্র মুহা: মাহফুজুর রহমান শেষ সময়ে অনেক মূল্যবান অজানা তথ্য এবং তাঁর পান্ডুলিপি 'বগুড়ায় ইসলাম' থেকে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি দিয়ে আমাকে বিশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

যাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা আমাকে গবেষণা কর্মে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে তাঁরা হলেন আমার পরম শদ্ধেয় নানাজান মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ,আমার একমাত্র মামা মাওলানা নূরুল ইসলাম যিনি আজীবন আমার সফলতাই দেখতে চেয়েছেন, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুহাঃ আবুজর গিফারী, অনুজ মোঃ আবু জাফর, মোঃ আবু দারদাহ,মোঃ আবু উবাইদাহ, পূবালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ শরীফুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার,মোঃ সাজ্জাতুর শরীফ,মোঃ আজহারুল শরীফ রুম্মান, মোঃ আবুল কাশেম খাঁন, মাওলানা একরামুল হক,মোহাম্মদ আজিজুল হক, বন্ধুবর আনিসুর রহমান, রুহুল আমীন, মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ আল-আমীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল ও কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মো: সাঈদুর রহমান কষ্ট করে আমার পান্ডুলিপির প্রুফ দেখেছন তার কাছে আমি ঋণী।

বন্ধু ইস্রাফীলুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করে পান্ডুলিপিটি কম্পিউটার কম্পোজ করে দেওয়ায় তার কাছেও আমি ঋণী।

মো: আব্দুল মান্নান যিনি আমার অভিসন্দর্ভটির কম্পিউটার কম্পোজের ফাইনাল এডিটিং করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করছি।

বক্ষ্যমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের প্রতি আমি ঋণী। এছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জামেউল উলুম মাদ্রাসার পাঠাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঝিনাইদহ পাবলিক লাইব্রেরী ও

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ পাঠাগার, দেওয়ানগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য সুধীবর্গ যারা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন অনুল্লেখ তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাদের গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব গ্রন্থ রচয়িতাদের।

দীপক আমার খুব কাছের বন্ধু নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝেও যে আমাকে গবেষনা কর্মে নিরন্তর অনুপ্রেরণা, অম্লান বদনে আর্থিক আনুকূল্য, মানসিক শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছে; যার সহযোগিতা না পেলে হয়তো গবেষণা কর্মটি এত সহজে সম্পাদন সম্ভব ছিল না তাঁর প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ আন্তরিক অভিনন্দন।

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মাওলানা মোসলেমুদ্দীন, যিনি সারাটা জীবন দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন; স্নেহময়ী আম্মা-মোসাম্মৎ রাবেয়া বেগম যাদের দু'আ সব সময় আমার চলার পথের অন্যতম পাথেয়।তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই আমার আজকের এ পর্যায়ে আসা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের ঋণ পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তাঁদের সর্বোত্তম মর্যাদা দান করুন। আমীন।

বিনীত

নভেম্বর ২০০২ খ্রিঃ

মোঃ আবু সাঈদ
এম.ফিল. গবেষক,
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ্

জন্ম ঃ ১৯০৮ ইং

মৃত্যু ঃ ১৯৯৬ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৫

প্রথম অধ্যায়

সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৫-২৩
১. অবতরণিকা	৫
২. সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা	৫
৩. আর্থ-সামাজিক অবস্থা	১২
৪. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর জীবন কথা	২৪-১১৬
১. অবতরনিকা	২৪
২. নাম, জন্ম, জন্মস্থান, এবং বংশ পরম্পরা	২৫
৩. নোয়াখালী জেলা ঃ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান	২৭
৪. আর্থ-সামাজিক ও দ্বীনী অবস্থা	৩০
৫. নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার ও প্রচারকগণ	৩২
৬. শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৩৪
৭. মাওলানার শিক্ষা জীবন	৩৭
৮. উচ্চ শিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্শ	৩৮
৯. কর্ম জীবন ঃ শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষ মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	৪০
১০.তৎকালীন বগুড়ার সামগ্রিক অবস্থা এবং মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	৪২
১১.মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর লেখালেখির প্রেক্ষাপট ও রচানাবলী	৫২
১২.রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহন	৫৬
১৩.রাজনীতি ঃ সদস্য জামায়াতে ইসলামী, নির্বাচনে অংশ গ্রহন	৬০
১৪.মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর সমাজসেবা	৬৬
১৫.ধর্মীয় চেতনা ঃ হজ্জ্ব সম্পাদন, দ্বীনী দাওয়াত (তাফসীর দারস ও ইলমে তাসাওউফ)	৭১
১৬.মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর পারিবারিক জীবন ও সন্তান সন্ততী	৭২
১৮. মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্র ও তাঁদের পরিচয়	৭৫
১৯. মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর মেধা, প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদান এবং মাদ্রাসা সরকারী করণে অবদান	৮৩
২০. মাওলানা চরিত্রের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্টঃ ব্যক্তিত্ব, সৌজন্য, বিনয়, বন্ধু বাৎসল্যতা	৯৩
২১. শেষ জীবন, ইনতিকাল ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া	৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা ১১৭-১৭৮

১. অবতরণিকা ১১৭
২. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা ১১৮
৩. প্রবন্ধ আলোচনা ১৫০
৪. পান্ডুলিপি পর্যালোচনা ১৬১

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর দ্বীনী দাওয়াত দর্শন ১৮১-২০৬

১. অবতরণিকা ১৮১
২. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের (তাবলীগ, ওয়াজ মাহফিল, মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত ১৮৩
৩. মাযহাবী কোন্দল নিরসনে মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর প্রজ্ঞা এবং দ্বীনী দাওয়াতে সফলতা ১৯১
৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত ১৯৪
৫. বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত ১৯৯
৬. শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত ২০০
৭. সাহিত্য চর্চা ও লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত ২০২

উপসংহার ২০৭-২০৮
গ্রন্থপঞ্জি ২০৯-২১৬

পরিশিষ্ট ২১৭-২৮৫
১. সাক্ষাৎকার গ্রহন ২১৭
২. মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর পান্ডুলিপি নমুনা ২১৯
৩. মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর পত্রাবলী ২৬২
৪. সনদ ও কতিপয় আলোক চিত্র ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ও ইসলামী চেতনার বিকাশে যে সমস্ত আলেমে দ্বীন প্রভূত অবদান রেখেছেন মাওলানা নজিবুল্লাহ নি:সন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজ আধিপত্যবাদ শুরু হলে ধীরে ধীরে বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায় রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। ইংরেজ কূট-কৌশলে এক সময়ের বিত্তশালী অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায় ধীরে ধীরে দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতার বেড়াজালে পতিত হয়। ক্রমশ তা অন্ধকারের গহীন তলে নিমজ্জিত হতে শুরু করে। জাতির এ দুর্যোগের মুহূর্তে কতিপয় মুসলিম মনীষী উপমহাদেশের তথা বাঙালী মুসলমানদের ঈমান আকীদা সংরক্ষণের অভিপ্রায়ে ত্রাণকর্তার ন্যায় আবির্ভূত হন। বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে যে সকল আলেমে দ্বীন নানাবিধ কর্মকান্ডের পাশাপাশি বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী; মাওলানা আকরাম খাঁ; মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ; মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী; মাওলানা আ: রহীম; মাওলানা আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মাওলানা আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ ছিলেন একাধারে ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও আধ্যাত্মিক নেতা, যিনি অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা রেখেছেন রাজনৈতিক অংগনে তিনি ছিলেন সোচ্চার, ইলমে তাসাওউফ চর্চায় যাঁর রয়েছে রয়েছে বিরল অবদান। কলম যুদ্ধে তিনি ছিলেন অগ্রসর সৈনিক। বাংলা, আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি রচনা করেছেন মূল্যবান গ্রন্থ, প্রবন্ধ। বিশেষ করে মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করে দ্বীনী দাওয়াতের যে খেদমত তিনি করে গেছেন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। মাদ্রাসার অধ্যক্ষের মত বিশাল ও কঠিন দায়িত্ব সুচারু রূপে সম্পন্ন করার পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য রচনায় যে অগ্রসর ভূমিকা রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার দাবীদার। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ রচনা তাঁকে নায়েবে

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।ধর্মীয় গোঁড়ামী যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি তেমনি আবার আধুনিকতার জোয়ারেও তিনি গা-ভাসিয়ে দেননি।

যে মহান জ্ঞান তাপস দ্বীনী দাওয়াত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আজীবন রত থেকে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, জীবন ব্যাপী আল-কুরআন, আল-হাদীসের দরস ও গবেষণার পাশাপাশি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে মুসলিম সমাজের প্রভূত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে মহান সাধক মাওলানা নজিবুল্লাহ সমাজে লোক চক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছেন। অথচ দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান সম্পর্কে গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অতীব দু:খের বিষয় অর্ধযুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন গবেষক দ্বীনী দাওয়াতে ও ইসলামী সাহিত্য রচনায় মাওলানার অবদান মূল্যায়নে এগিয়ে আসেনি। আমাদের জানামতে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর উপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল গবেষণার জন্য একটি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তার কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি এবং তাঁকে নিয়ে তেমন লেখা লেখিও হয়নি। দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা, দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক মদীনায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ পায়। এছাড়া মাওলানা নজিবুল্লাহকে নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। অথচ দ্বীনী দাওয়াতে রয়েছে যাঁর বিশাল অবদান। এক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত নীতির বাস্তবায়ন হলে মুসলিম সমাজ দারুণভাবে উপকৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এসব কথা বিবেচনা করেই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য আলোচ্য বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি।

গবেষণার পথ বড়ই জটিল ও দুর্গম। আলোচ্য গবেষণা কার্যে হাত দিয়ে আমরা তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীকে পুঁজি করে এগিয়ে যাই। তিনি তাঁর বরকতময় জীবনে যেখানে অবস্থান করেছেন সেখান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করি। সারা বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র আমরা তাঁদের কাছে গমন পূর্বক তথ্য সংগ্রহ করি এবং তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী ও বংশধরদের নিকট গমন করে তাঁদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত তথ্যপুঞ্জি একত্রিত করেছি। যেখানেই তথ্যের সন্ধান পেয়েছি সেখানেই ছুটে গিয়েছি তা প্রাপ্তির আশায়, তা সে যত দূরেই হোক না

Dhaka University Institutional Repository

কেন? মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলো ও 'তারিখে ইসলাম' শীর্ষক পান্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছি। তাঁর পরিজন, শুভাকাঙ্খীদের নিকট থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী, মূল্যবান পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেছি। এলক্ষ্যে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে লিখিত পত্র ও সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের আলোকেই আমরা তাঁর জীবনালেখ্য রচনা সম্পাদন করেছি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিকে আমরা চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে **মাওলানা নজিবুল্লাহ এর সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা**-এর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। কেননা পরিবেশই মানব চিন্তা গঠনের মৌলিক ও প্রারম্ভিক স্তর। মানুষের প্রতিভার বিকাশ সাধনে পারিপার্শ্বিকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। এদিকে লক্ষ্য রেখে তৎকালীন রাজনেতিক, আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জীবন কথা** শিরোনামে মাওলানার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মাওলানার জন্ম, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, বংশ পরম্পরা, নোয়াখালী জেলার পরিচিতি, মাওলানার শিক্ষা জীবন, উচ্চ শিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্শ, কর্ম-জীবন, তৎকালীন বগুড়ার সামগ্রিক অবস্থা ও মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা, মাওলানার লেখালেখির প্রেক্ষাপট, রাষ্ট্রীয় কর্মে অংশগ্রহণ, রাজনীতি: সদস্য জামায়াতে ইসলামী ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সমাজ সেবা, ধর্মীয় চেতনা, পারিবারিক জীবন, উল্লেখযোগ্য ছাত্র, মাওলানার মেধা ও প্রজ্ঞা, চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, শেষ জীবন, ইনতিকাল ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে **মাওলানা নজিবুল্লাহ এর সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা** শীর্ষক শিরোনামে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এবং অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে **মাওলানা নজিবুল্লাহ এর দ্বীনী দাওয়াত দর্শন পর্যালোচনা**। দ্বীনী দাওয়াতে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর কৌশল তথা দর্শন আলোচনা করতে আলোচ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত, মাযহাবী কোন্দল নিরসনে মাওলানার প্রজ্ঞা এবং দ্বীনী

দাওয়াত, রাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত, ইলমে মা'রিফাত চর্চার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত, বিশ্ব মুসলিম ঐক্য-প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত, শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত প্রভৃতি বিষয়াবলী।

বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **মাওলানা নজীবুল্লাহ: জীবন, কর্ম ও দ্বীনী-দাওয়াত দর্শন**। এক্ষেত্রে আমরা শিরেনামে তাঁর নামের বানানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ - ঈ-কার ব্যবহার করেছি। কেননা তাঁর নাম নজীবুল্লাহ হলো আরবী শব্দ যার বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করলে দীর্ঘ ঈ কার ব্যবহার সমীচীন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর নামের বানানের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'নজিবুল্লাহ' বানানটিই ব্যবহার করেছেন এবং পত্রিকায় তাঁর যে জীবনী প্রকাশ পায় সেখানেও 'নজিবুল্লাহ' বানানটিই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিরোনাম ব্যতিরেকে বাকী সকল স্থানে আমরা তাঁর নামের প্রচলিত বানানটিই ব্যবহার করেছি।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সকল কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তথা দ্বীনী দাওয়াতের লক্ষ্যে সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

— গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-এক

সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

০১.অবতরণিকা

আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহর জন্মের আগে ও পরে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে বহু ঘটনা দূর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ,সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে বহুবার বহুভাবে। তখন ভারতীয় উপমহাদেশে চলছিল বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ক্রান্তিকাল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সামন্তরাল ভাবে অব্যাহত ছিল। বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে প্রকম্পিত তখন বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী ইতিহাস দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমত বৃটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা, দ্বিতীয়ত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি। পরবর্তী ইতিহাস অবশ্য অন্যরকম । ১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় মুসলমানদের জন্য যা পাকিস্তান নাম ধারণ করে । কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তান তার একাংশের যথাযথ মূল্যায়ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় । বৈষম্য যখন চরম আকার ধারণ করে তখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের । এ সবই মাওলানা নজিবুল্লাহর জন্মের আগের ও পরের ঘটনা । তাঁর গৌরবময় জীবন কর্মের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হবে । জানতে হবে তৎকালীন শিক্ষা, সামজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট । কেননা তিনি এ সবের প্রত্যেকটির সাথেই কম বেশী জড়িত ছিলেন।

০২. সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

আবু নসর মোঃ নজিবুল্লাহর জন্মের আগে ও পরে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে বহুবার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। কখনও সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে মুসলমানরা । আবার কখনও তারা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়েছে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক। এ প্রেক্ষাপটে ১৭৫৭খৃ থেকে ১৯৪৭ খৃ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল একরকম; ১৯৪৭ খৃ থেকে ১৯৭১ খৃ পর্যন্ত প্রেক্ষাপট ছিল

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্পেষিত হয়েছে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক। এ প্রেক্ষাপটে ১৭৫৭খৃ থেকে ১৯৪৭ খৃ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল একরকম; ১৯৪৭ খৃ থেকে ১৯৭১ খৃ পর্যন্ত প্রেক্ষাপট ছিল অন্যরকম। উপরি-উক্ত বহু ঘটনা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের অনুকূলে ও প্রতিকূলে কিছু উত্থান আর পতনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পুনরায় সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হয়েছে। জন্ম হয়েছে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। আবার শাসক গোষ্ঠীর দ্বি-মুখী নীতির কারণে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। মাওলানা নজিবুল্লাহর জন্মস্থান নোয়াখালীতেও এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপক ভাবে। এতদঞ্চলের লোকজনও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ কখনও স্বাধীন ছিল আবার কখনও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তাগণ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেছেন।[১] ঘটনার পালাবদলে ১৩৪২ সালে হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াছ শাহ বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শের শাহের শাসনামলে বাংলা দিল্লীর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭খৃ) মৃত্যুর পর সুবাদার মুর্শিদকুলী খান বাংলাদেশে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শাহাজাদা সুজা মাত্র তিন হাজার টাকা বাৎসরিক করের বিনিময়ে ইংরেজদিগকে প্রদেশের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন।[২]

এই সুযোগে ইংরেজ বণিকগণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বন্দর ও শহরগুলোতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপনের প্রয়াস পায়।[৩] অতঃপর আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আহোরন করেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা।[৪] ইংরেজদের বিদ্রোহ ও রাজ কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। সাথে সাথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতারও অবসান ঘটে। এরপর বাংলায় ইংরেজ আধিপত্যবাদ শুরু হয়। অতঃপর একের পর এক অঞ্চল ইংরেজরা তাদের অধিকারভূক্ত করে। জনাব এম. এ রহিম এ প্রসংগে উল্লেখ করেন,

> কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা হায়দার আলী ও টিপু সুলতান মহীশুর রাজ্য অধিকার করে এবং মারাঠাদের শক্তি ধ্বংস করে। এইভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।ইংরেজগণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা হস্তগত করে এবং সমগ্র ভারতে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং পলাশীর যুদ্ধের পরই ইংরেজরা এই উপমহাদেশের মূল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়।[৫] এই উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের মুসলমানরা। সাড়ে পাঁচশত বছর বাংলাদেশ মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল । এ সময় তারা আর্থিক জীবনে ছিল সমৃদ্ধশালী। শাসন ক্ষমতা হারানোর কয়েক বছরের মধ্যে তারা দরিদ্র ও অনুন্নত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানেরা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্য এবং ইংরেজ শাসন কখনও মেনে নিতে পারেনি। এই সুযোগে হিন্দুরা ইংরেজ আধিপত্য মেনে নিয়ে তাদের আস্থাভাজন হয়। অপরদিকে ইংরেজ শোষণ নীতি মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী করে তোলে। মুসলমানদের কার্যকলাপে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। ফকির বিদ্রোহ,[৬] তিতুমীরের বিদ্রোহ[৭] ও সীমান্তের জিহাদ আন্দোলনে[৮] ইহা ব্যক্ত হয়। এই জন্য ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদের বিশ্বাস করতে পারেনি।[৯] মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে থাকে। কু-সংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামীর ফলে মুসলমানরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে আরো পিছিয়ে যেতে থাকে। এরপর শুরু হয় মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলন , তিতুমীরের প্রজা আন্দোলন[১০], নওয়াব আব্দুল লতিফের শিক্ষা সংস্কার মূলক আন্দোলন[১১] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে হিন্দুরাও ইংরেজদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৮৫৭ সালে সংগঠিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম সর্বস্তরের জনগন অংশ নেয়। এ প্রসংগে বাংলাদেশের ইতিহাস শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ"।[১২] কিন্তু এই আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেনি। ১৮৫৭ সালে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। নীলকর ও মহাজনের নিষ্পেষণে ও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জনাতে সাধারণ কৃষক পরিবারে যে সব নেতৃত্ব এসেছে তাদের মধ্যে ছিলেন তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ।[১৩]

এরপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে চলতে থাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত সহিংস ঘটনা। অতঃপর ১৮৫৯-৬০ খৃ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণএলাকায় চলে নীল বিদ্রোহ।[১৪] মুসলিম জাগরণে দুদু মিয়ার আন্দোলন (১৭৩০-১৮১২) হাজী মুহাম্মদ মহসীনের (১৭৩০-১৮১২) অবদান, সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮০) লেখনী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের জন্য তাদের দান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১৫] এরপর ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের সু-সংগঠিত হওয়ার পালা। ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস । ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম ঐক্য ধরে রাখতে পারেনি । বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দুদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব মুসলমানদের নতুন করে রাজনৈতিকভাবে ভাবিয়ে তোলে। এমতাবস্থায় ১৯০৫ সালে হয় বঙ্গভঙ্গ।[১৬] বঙ্গভঙ্গের আগের বছর গুলোতে মুসলমানেরা আরো অধিক সংখ্যায় তাদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল।[১৭] অবশ্য বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে তা রদ হয়ে যায়।[১৮] কংগ্রেসের একগুয়েমী মনোভাব ও হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা মুসলমানদের নতুন রাজনৈতিক ভাবনা শেখায়। এ প্রসংগে ফজলুল হাসান ইউসুফ বলেন," মুসলমানরা বুঝতে পারে যে অখন্ড ভারতবর্ষে তারা নিরাপদ নয়। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক লাহোরে প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ প্রয়োজন,,।[১৯] অতঃপর ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সমূহ সংরক্ষণে এবং উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ ।[২০] নবাব স্যার সলীমুল্লাহর প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব সলিমুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে নবাব ওয়াকার-উল-মূলক এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।[২১] এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মুসলিম স্বার্থ উদ্ধার এবং সরকারের কাছে তাদের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা তুলে ধরা। নোয়াখালী অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। নোয়াখালীর মুসলমানগণ সর্বান্তকরণে মুসলিম লীগের কর্মসূচীর সমর্থন দান করেন এবং আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।[২২] ১৯২১ সালে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানরা এ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শুরু হয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নতুন মাত্রা।

জনাব ফখরুল ইসলাম এ প্রসংগে উল্লেখ করেন, " খেলাফত প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সে সময়ে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং বৃটিশ পণ্য ও শিক্ষা বর্জন করে।"[২৩] এভাবে রাজনৈতিক পালাবদলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের উত্থান ঘটে। দীর্ঘ কাল পর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে । রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশীদ উল্লেখ করেন,

> দীর্ঘকাল পর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে তাদের হাতে চলে যায়; বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে; যার পরিণামে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সময়কালে বাংলায় চারটি মিন্ত্র সভা গঠিত হয় । ফজলুল হকের ১ম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১),ফজলুল হকের ২য় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩), নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫), এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা। অতঃপর ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব (যা পাকিস্তান প্রস্তাবও বলা হয়) দ্বারা মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব দেয়া হয়। ১৯৩৯ সালে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশ সমূহে স্বাধীনতা লাভের আকাংখা তীব্র হয়ে ওঠে। অতঃপর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের বিলোপ ঘটে।[২৫] এবং ভারতেও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান প্রায় অবধারিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশীদ উল্লেখ করেন,

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশ সমূহে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা তীব্র হয়ে উঠলে ভারতের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান -প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির বিখ্যাত ফেব্রুয়ারী ঘোষণার (১৯৪৭) মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। এটলি তাঁর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে , বৃটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাত গুটাতে চায় এবং এর মধ্যে বৃহৎ দুটি দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে , প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বিবেচিত হবে।[২৬]

অনেক বাক-বিতন্ডা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমের প্রস্তাব গৃহীত হয় । ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুলাই বৃটেনের পার্লামেন্টে ' ভারতের স্বাধীনতা' বিল উত্থাপিত হয় এবং ১৮ই জুলাই এ বিল সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয় । এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের অবসান ঘটবে । এই আইন দ্বারা বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান ' ও 'ভারত' দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এম জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন, ভারতের গভর্ণর হন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ।[২৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাংলার মুসলিম জনগণের অবদান ছিল অসামান্য। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় এবং বেঙ্গল মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনকে পরিণত করেছিল এক জোরদার আন্দোলনে।[২৮] বাংলার মুসলিম জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল এই আশায় যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কালের মধ্যেই বাংলার জনগণের এ মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবহেলা মূলক মনোভাব প্রদর্শন করতে শুরু করে। বাংলার জনগণ গভীর

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে লক্ষ্য করলো যে, যে সমস্ত নীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বাস্তবে কার্যকর হচ্ছেনা । বরং দিন দিন বৈষম্যের মাত্রা বাড়তে লাগলো । তা ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক গঠন ছিল খুবই অদ্ভুত । বৃটিশ ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম প্রধান প্রদেশ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কয়েকটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল । পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই দুইটি অংশের মধ্যে প্রায় ১৫০০ মাইলের দুরত্ব ছিল। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সাথে বাংলার জনগনের প্রথমবারের মত বিরোধ হয় উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

প্রখ্যাত লেখক মাসুদুল হক এর যথার্থতা উপলব্ধি করে বলেন , ''পাকিস্তান ভাঙনের বীজ রোপিত হয় ১৯৪৭ সালে এ রাষ্ট্রটির জন্মের কাল থেকে , এর স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'উর্দূ, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা' উচ্চারনের মধ্য দিয়ে।''[২৯]

এ ঘোষণা বাংলার স্বাধীনচেতা জনগন মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে তারা ফেটে পড়ে। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের একদলীয় স্বৈরশাসন এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, আরো পরে সেনা শাসন ফাটল সৃষ্টি করে ভাঙনের । পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রণেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখে রাষ্ট্র ভাষা সংক্রান্ত এ ধরনের বিবৃতি ছিল অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত । ধারণা করা হয় তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । নতুবা তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে এমন মস্তবড় ভুল করা ছিল অনেকটাই অস্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ[৩০] নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। এ দলের প্রতিষ্ঠা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষনে গঠিত উক্ত সংগঠনকে বাংলার জনগণ খুব সহজেই গ্রহণ করে । অথনৈতিক বৈষম্যে নিষ্পেষিত বাংলার জনগনের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় ।তার উপর নতুন মাত্রা যোগ হয় রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে । ফলে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে । ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর বাংলার জনগনের রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।যার স্বীকৃতি মিলেছে আরো ব্যাপক ভাবে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের অংগ সংস্থা' ইউনেস্কো' ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে।

ইতোমধ্যে বাঙালীদের শোষণের প্রক্রিয়া চুড়ান্ত হয় । পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বাঙালীদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ প্রসংগে রাজনীতিবিদ জনাব মওদুদ আহমেদ উল্লেখ করেন,

> ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে বাঙালীরা নিরাপত্তা বোধে আক্রান্ত হলে বঞ্চনাবোধ বহু গুনে বৃদ্ধি পায়। তিন দিকে শত্রুরাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত পূর্বাঞ্চলে এ সময় ছিল মাত্র অর্ধডিভিশন সৈন্যের অবস্থান। বাঙালীরা এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়ে যে ভারত যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের চরমতম অবহেলিত হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। দেশের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনে পূর্ব পাকিস্তান বৃহদাংশ অবদান রাখলেও যুদ্ধের সময় এ অঞ্চলকে ভারতের অনুকম্পায় ছেড়ে দেয়া হয়।[৩১]

বাংলার অবহেলিত জনগনের এ ক্রান্তি লগ্নে আওয়ামী লীগ আশার বাণী নিয়ে জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ বাংলায় ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। তাঁর ছয় দফা কর্মসূচী এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে , ইহা বাঙলাদেশের নিষ্পেষিত জনগনের মুক্তির সনদ বলে বর্ণনা করা হয়। এ কর্মসূচী তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁনকে বিচলিত করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর ১৯৬৮সালের জানুয়ারী মাসে তাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খাঁন ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। জনগনের দাবীর মুখে ইয়াহিয়া ১৯৭০-৭১ সালে ডিসেম্বর- জানুয়ারী মাসে সারাদেশে সাধারন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামি লীগ পায় ১৬৭ টি আসন।[৩২] আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে টালবাহানা করতে থাকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার ডাক দেন। দেশে উদ্ভূত চরম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুজিব ইয়াহিয়া সম্পর্কে জনগণ একটা সমঝোতা আশা করছিল। কিন্তু পঁচিশে মার্চ দুপুরের পরই স্পষ্ট হয়ে উঠলো মুজিব ইয়াহিয়ার বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো।[৩৩] এরপর ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার ইঙ্গিতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং টিক্কা খাঁনের নেতৃত্বে বর্বর সেনাবাহিনী আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে অসহায় বাঙালীর উপর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে বাঙালীদের উপর হামলা চালিয়েছে এ খবর শুনতে পেয়ে মেজর জিয়াউর রহমান এক ত্বরিত সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।[৩৪] দীর্ঘ নয়

Dhaka University Institutional Repository

মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

অদুরদর্শী নেতৃত্ব পাকিস্তানকে দুই খন্ডে খন্ডিত করে জন্ম দেয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। ডঃ আবুল ফজল হক এর বাস্তবতা উপলব্ধি করে বলেন, "পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরনের ফলে বাঙালীরা পাকিস্তান থেকে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং কালে ক্রমে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।.."[৩৫] শোষণ, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালী সব সময় সোচ্ছার থেকেছে। পরাধীনতাকে কখনও সহ্য করতে পারেনি বাঙালী। ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনে তারা যেমন ভূমিকা রেখেছে তেমনি অবদান রেখেছে পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ।স্বাধীনচেতা বাঙালী জাতি সম্পর্কে তাই হারুণুর রশীদ যথার্থই বলেছেন, "এভাবেই বাংলাদেশের মানুষ ২৪ বছরে দু'বার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, যা বিশ্বের ইতিহাসে কোন জাতি দিতে পারেনি। প্রথমবারের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান বাংলাদেশের কাঠামো গঠন।"[৩৬]

০৩.আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। প্রাক মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। মসজিদ মাদ্রাসা ছাড়াও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশী বিদেশী পন্ডিত ও জ্ঞানী গুণীদের পীঠ স্থানে পরিণত হয় ।কুরআন হাদিস, ফিকহ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, জোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়াবলী গভীর আগ্রহের সাথে শিক্ষা করতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। ফলশ্রুতিতে বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলাম ধর্মের ব্যপক প্রভাব পড়ে। শান্তি-শৃংখলা ও বিরাজ করে বাংলার সমাজ জীবনে। পারস্পারিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বিরাজ করতো সর্বত্র । কিন্তু বিপত্তি ঘটে উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্য শুরু হওয়ার পর থেকে। বিত্তবান মুসলিম সম্প্রদায় আস্তে আস্তে হয়ে পড়ে নিঃস্ব। সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তারা হারিয়ে ফেলে। ইংরেজ শাসক বর্গের সহায়তায় উত্থান ঘটে হিন্দু জামিদারদের। বিস্তার লাভ করে হিন্দু সংস্কৃতি। দরিদ্র মুসলিম জন গোষ্ঠী কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবান্বিত হতে থাকে। আস্তে আস্তে ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে দুরে সরতে থাকে তারা। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায় বর্ণ বৈষম্য প্রবেশ করে মুসলিম সংস্কৃতিতে । ইসলামে বর্ণপ্রথার কোন স্থান নেই। কিন্তু ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরা ব্রাহ্মনদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণপ্রথা ও রাজপুতদের রক্ষণশীলতা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। এ সময়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায় মঈনুদ্দীন আহমেদ খানের লেখনীতে,

> ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ,১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে একদিকে ইংরেজদের বিজয়,অন্যদিকে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বাংলার নবাব মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা বিধ্বস্ত হয় এবং তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ছয় সাত দশকে বাংলার মুসলিম সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা অভাবনীয়।[৩৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইংরেজ শাসনের পর থেকে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবে চরম অধঃপতনে পতিত হতে শুরু করে।কিছু মুসলিম সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে ।ধর্মীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের আত্ম চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। যেহেতু ইসলাম ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এগুলির যে কোন এক স্তরের অবক্ষয় অন্যগুলিকে জরাগ্রস্ত করে তোলে । যতদিন বাংলায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী ধর্ম সম্প্রদায় সমূহের অনৈসলামিক রীতি -নীতি ও আচার -আচরণের অনুপ্রবেশ তেমন নজরে পড়েনি । কিন্তু পলাশী উত্তর যুগে যখন বাংলায় ইসলামের অগ্রগতি দারুন ভাবে ব্যাহত হয় এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে কোণ ঠাসা হয়ে পড়লো। তখন তারা এ দুরবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে নিজেদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক সমাজে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভব করে।[৩৮] এমতাবস্থায় আবির্ভাব হয় হাজী শরীয়তুল্লাহর। দীর্ঘদিন আরবে থাকার পর ১৮১৮ সালে তিনি বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন।অতঃপর ১৮৩৬ সালে আগমন করেন জৌনপুরের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী । বাংলায় মুসলামানদের ধর্মীয় অবস্থার শোচনীয় রুপ দেখে উপরিউক্ত ব্যক্তিদ্বয় দারুণ ভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত হন। এবং ইসলাম প্রচারকে অপরিহার্য কর্তব্য মনে করলেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজের অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল বিদেশ ভ্রমনের ফলে অর্জিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে জনসাধারণের দুঃখ মোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সময় কাল ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সাল।[৩৯] হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে ইতিহাস খ্যাত । তিনি ইসলাম ধর্মে কু-সংস্কার রোধের জন্য অনুসারীদের নির্দেশ দেন । তিনি

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার করেন ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলভিত্তি মুসলমানদের অবশ্য পালনীয়। ধর্মীয় কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করা যেমন ফরজ তেমনি পার্থিব কর্তব্যগুলিও অবশ্য পালনীয়।তিনি মুসলমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান, ওরশ, শরীয়ত বিরোধী নাচ-গান ও অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এগুলি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর একমাত্র ছেলে মুহসিন উদ্দীন আহম্মদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । বাংলাদেশে আরেকটি উল্লেখ যোগ্য ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হচ্ছে ' তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া ' আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমেদ শহীদ মক্কা নগরীতে অবস্থান কালে বাংলাদেশের মীর নিসার আলী তিতুমীর তাঁর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। ১৮২৭ সালের দিকে তিতুমীর বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন ও 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার' প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তিনি বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ন এলাকায় চমকপ্রদ ভাবে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৪০] যাহোক এভাবে উপর্যুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অনুসারীরা সমগ্র উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হন। কিন্তু মুসলিম সংস্কারক দল গুলোর মাঝে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক মতভেদ সৃষ্টি হয়। ওহাবী-সুন্নী দ্বন্দ্ব এর পরিচায়ক । মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মত পার্থক্য ক্রমশ দানা বেধে ওঠে । এ সময় যদি মুসলমানরা নিজেদের মতাদর্শের স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হতো তবে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস অন্য ভাবে লিখিত হলেও হতে পারতো। এ সময়ের এ পরিস্থিতিতে আবুল কালাম আজাদ বলেন,

> সর্ব প্রথম যে বস্তুটি আমাকে বিব্রত করে তোলে তা'হলো মুসলমানদের বিভিন্ন ফের্কার মধ্যে বিরাজিত ব্যাপক মতপার্থক্য, সকলেই যেখানে একই উৎস থেকে প্রেরণা গ্রহণের দাবী করে, সেখানে যে পরস্পরের মধ্যে এত বিরোধ কেন হবে, তা কোন ক্রমেই আমার বোধগম্য হলোনা।[৪১]

তারপরেও ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রাম মুসলমানদের এনে দিয়েছে আত্মচেতনা বোধ। উভয়ের মধ্যে মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীন অবক্ষয় রোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের তৎপরতা প্রতিভাত হয়। এই ধর্মীয় সামাজিক সংগ্রাম উত্তর-ভারতের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া এবং অন্যান্য-স্থানে সঙ্ঘটিত ইসলামী পুনর্জাগরণ বাদী আন্দোলন গুলির সাথে একাত্মতা সূচিত করে।[৪২]

যাহোক উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পুরুষ হাজী শরীয়ত উল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীরা এবং পরবর্তীতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা ইসলামকে অজ্ঞ মুসলমানদের কাছে সহজ বোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত ছিলেন। অতএব এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এ দেশের

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমানে সজাগ ও সচেতন করে তোলে। যা তাদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অনুপ্রেরণা যোগায়। এবং পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে তোলে।

শাসন ক্ষমতা হারানোর পর মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয় আর্থিক ভাবে। মুসলমানরা আর্থিক জীবনে ছিল সমৃদ্ধ এবং শিক্ষা দীক্ষায় ছিল উন্নত। শাসন ক্ষমতা হারানোর কয়েক বছরের মধ্যে তারা দরিদ্র ও অনুন্নত হয়ে পড়ে। 'বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দী ছিল চরম অর্থনৈতিক বিপর্যেয়র কাল। পলাশীর পর পরই শুরু হয় লাগামহীন শোষণের পালা।[৪৩] মুসলমান সমাজের দ্রুত অবণতি ঘটে এবং তাদের অধিকাংশ বিত্তহীন কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। ইংরেজ অত্যাচার ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা কখনও কখনও রুখে দাড়িয়েছে। ১৮৭৩ সালের প্রজা বিদ্রোহ, পরবর্তীতে নীল বিদ্রোহ যার প্রমাণ।

শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের ন্যায় বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থাও ছিল খারাপ। নোয়াখালি অঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিভিন্ন ধরনের কু-সংস্কার অনুপ্রবেশ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনে। মিথ্যাচার ও ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ তাদের জীবনে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাবে । ইসলামের মূল নীতি থেকে তারা আস্তে আস্তে দুরে সরে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় এগিয়ে আসেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ।[৪৪] তিনি মুসলমানদের এ সকল পাপকর্ম থেকে সরে আসতে নির্দেশ দেন।

ইংরেজদের বিভিন্ন কূট কৌশলে স্বার্থ হাসিলের ফলে ভাগ্যাহত ভারতীয় মুসলমানদের প্রাত্যাহিক জীবনে যে চরম অধঃপতন ও মানবেতর জীবনের সূচনা করেছিল তা কেবল বারবার অনাহত ও আক্রান্ত মুসলমান সমাজকেই নয় , বিলম্বে হলেও মনুষত্ব্য ও মানবতার চরম অধঃপতনের কলংকজনক অধ্যায় সৃষ্টিকারী নিষ্ঠুর নির্দয় ইংরেজ সরকারকেও শেষতক ভাবিয়ে তুলেছিল।

০৪.শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থা

মুসলমান আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক উন্নত ছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব ও বাধ্য-বাধ্যকতা থাকায় তাঁরা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করতো ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছিল মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়। এছাড়া খানকাহ, আলেম ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকবর্গ, আমির ওমরাহ, রাজ কর্মচারীগন শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষিত লোকেদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ও মাদ্রাসা-মক্তব স্থাপন করতেন । শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে মোঘল শাসনামলে । সাহিত্য, দর্শন ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তাদের জ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্যবাদ শুরু হয় । ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্যে মুসলমানরা ইংরেজদের বিরাগ ভাজন হতে শুরু করে । মুসলমানরা প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । তারা সামাজিক ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার অভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে নানা রকমের কু-সংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতি প্রবেশ করে । প্রতিপত্তিশালী ও উন্নত মুসলিম সমাজ অনুন্নত অবস্থায় পতিত হয় । এই সময়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করে এম.এ.রহিম বলেন,

> রাজ্যহারা হইবার পর বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে চাকুরী, জমিদারী, জায়গীর প্রভৃতিও হারাইতে হয় । এবং ইহাতে তাহাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হইয়া যায় । আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তাহাদের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয় । মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিত। এইগুলির জন্য নিস্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। নিস্কর জমি বাজেয়াপ্ত করায় বিত্তহীন মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।[৪৫]

ইংরেজ সহযোগীতা পুষ্ট হিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। ইতোমধ্যে কু -সংস্কারচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মুসলমান সম্প্রদায়। ইংরেজী বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে রন্ধে রন্ধে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে তারা কুফরে কালাম শিক্ষার সাথে তুলনা করতে শুরু করে । ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা আরো পশ্চাদপদ হতে শুরু করে। অতঃপর নিজেদের দৈন্যদশা উপলব্ধি করতে পেরে তারাও আস্তে আস্তে ইংরেজী শিক্ষা লাভে উৎসাহি হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের লুপ্ত চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। ফিরে পায় তাদের আত্ম-সন্বিত , আত্মোপলব্ধি, ও জাগতিক চেতনাবোধ। তারা বুঝতে পারে যে ইংরেজদের সাথে লড়তে হলে তাদের অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে দারিদ্রতাও অন্যতম কারণ ছিল। 'বাংলাদেশের ইতিহাস শীর্ষক' গ্রন্থে এ সময়ের মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়,

> উনবিংশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা মুসলমান সমাজে খুব বেশী অনুপ্রবেশ করেনি । ফলে তারা ছিল চাকরী বাকরী থেকে বঞ্চিত। আধুনিকতার আলো থেকে দূরে। বলা হয় যে মুসলমান জাতি ইংরেজী শিক্ষাকে ধর্ম গর্হিত কাজ মনে করে ইচ্ছা কৃত দুরে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

> ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের জন্য এ কথা আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের জন্য ধর্মীয় গোড়ামীর চেয়ে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ছিল সবচেয়ে বেশী দায়ী।[৪৬]

তা ছাড়া ইংরেজদের ঐ সময়ের 'DEVIDE AND RULLE' এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার দরুণ দেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । এই ত্রিবিধ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সু-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে পারস্পরিক ঘৃণা ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যার কু- প্রভাবে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ইংরেজী বিদ্বেষের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে বিভিন্ন কু -সংস্কার। মুসলমান জাতিকে এই অকর্মণ্যতা ও কু - সংস্কার আস্তে আস্তে অকর্মণ্য ও ধংশ প্রায় জাতিতে পরিণত করে তোলে। ইংরেজদের বিভিন্ন কুটকৌশলে স্বার্থ হাসিলের ভাগ্যাহত ভারতীয় মুসলমানদের চরম দুর্দশা নেমে আসে। এ সময়ের শিক্ষার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে আব্দুর রহিমের দেয়া তথ্যে,

> কোম্পানীর আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানগণ খুব পিছিয়ে পড়ে । এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত ও দক্ষিণ বিহারের আরবী -ফার্সী বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ২০৯৬ এবং মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ১৫৫৮ ছিল। বাংলা বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা আরও কম ছিল: মুর্শিদাবাদ জেলায় ৯৫৮ জন হিন্দু ও ৬২ মুসলমান, বর্ধমান জেলায় ১২৪০৮ জন হিন্দু ও ৬২ জন মুসলমান এবং বীরভূম জেলায় ৬১২৫ জন হিন্দু ও ২৩২ জন মুসলমান ছাত্র ছিল।[৪৭]

এই ছিল মুসলমানদের শিক্ষার চিত্র।মুসলমানদের এই ধংশের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ নেন কতিপয় গুণীজন। তারা উপলব্ধি করেন যে এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ণ ও জাতীয় অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করতে হলে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হতে হবে । এক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ,সৈয়দ আমীর আলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের একান্ত প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার লাভ করতে শুরু করে।এপ্রসংগে আব্দুর রহীম উল্লেখ করেন,

> আব্দুল লতিফ বুঝিতে পারেন ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হইবেনা। যদি ভারতে কোন ভাষা শিক্ষার্থীর জীবন উন্নত করতে পারে তাহা হইল ইংরেজী ভাষা। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিলে মুসলমানরা অনেক রাজনৈতিক উপকার পাইবে সরকারও উপকৃত হইবে।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

মোট কথা গোটা উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানগন আধুনিক বিদ্যা তথা ইংরেজী শিক্ষা ও পশ্চিমা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল । এ জন্য প্রধানত দায়ী তৎকালীন উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যদিও ইতোপূর্বে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা(১৭৮০) ও হুগলী মাদ্রাসা(১৮১৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু তাতে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরুপ সফলতা বয়ে আনতে পারেনি। অতঃপর নওয়াব আব্দুল লতিফ সহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে ঢাকা মাদ্রাসা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় কলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান হাইস্কুল খোলা হয়। এ দুটি হাইস্কুল ৩০-৪০ বছর(১৮৭৪-১৯১৫) পর্যন্ত মুসলমানদের আধূনিক শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[৪৯]যা হোক পরবর্তিতে ১৯১৯ সালে ঢাকা মাদ্রাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত করা হয়।১৯২৭ ও ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম ও হুগলী মাদ্রাসাকে ইন্টারমিডিয়েটে রুপান্তরিত করা হয়।পাকিস্তান সৃষ্টির পর সকল নিউ স্কম মাদ্রাসা গুলোকে কলেজে রুপান্তরিত করা হয়। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।এভাবে আস্তে আস্তে বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ঘটতে থাকে।

এ রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্ম। তাঁর শৈশব, কৈশোর কেটেছে ইংরেজ শাসনামলে। শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ কালও তাঁর এ সময়ে। ফলশ্রুতিতে ইংরেজ দুঃশাসন তাঁকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে। কেননা তাঁর মত নিবেদিত শিক্ষকের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন অনেকটাই অসম্ভব। কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দ্বীনের প্রতি দায়িত্ব বোধে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য হন। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : ১৯৯৪) , চতুর্থ প্রকাশ, পৃ.৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ . ১২

৩ ***সিরাজুদ্দৌলা:*** (১৭৩৩-১৭৫৭): নবাব আলীবর্দী খাঁনের মত্যুর পর ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে এপ্রিল মাসে

২৩ বছর বয়সে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। ইংরেজ বণিকদের অবাধ্যতা ও শত্রুতা এবং অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী আত্মীয় স্বজন ও রাজ কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের মুখে ১৭৫৭সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দ্র.হাসান আলী চৌধুরী, ***বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস***,(ঢাকা ,১৯৮৬),প্রথম প্রকাশ, পৃ.২১৪।

৪ প্রাগুক্ত . পৃ . ২৩

৫ হোসেন জিল্লুর রহমান, *ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, সূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক সিরাজুল হক (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,১৯৯২), প্রথম প্রকাশ, তিন খন্ড, প্রথম খন্ড, পৃ.১৬২

৬ *ফকির বিদ্রোহ:* পলাশী যুদ্ধের পর রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণে ফকীর সন্নাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলাদেশে তাদের প্রাধান্য বিস্তারের কাজে নিয়োজিত হয়। শাহ মজনু মাজযু নামক নেতার পরিচালনাধীনে ফকীরগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী হয় দ্র. এম. এ.রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,পূর্বোক্ত, পৃ.৬২

৭ *তিতুমীরের বিদ্রোহ*(১৭৮১-১৮৩১):১৭৮১ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহাকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তিতুমীর ফরায়েজী নেতাদের মত একটি প্রজা আন্দোলন গঠন করেছিলেন। তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী।ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৩১সালের ১৯ শে নভেম্বর ইংরেজদের সাথে নারিকেল বাড়িয়ায় এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিতুমীরের অনুচর বাহিনী পরাজিত হয় দ্র. এম. এ.রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮০

৮ *সীমান্তের জিহাদ আন্দোলন:* সৈয়দ আহমেদ শহীদ(১৭৮৬-১৮৩১)কর্তৃক মুসলমানদের উপর শিখদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সীমান্ত এলাকা হতে পরিচালিত জিহাদই সীমান্তের জিহাদ আন্দোলন নামে খ্যাত।

৯ এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,পূর্বোক্ত.পৃ.৫৬

১০ *তিতুমীরের প্রজা আন্দোলন:* তিতুমীর ফরায়েজী নেতাদের মত একটি প্রজা আন্দোলন গঠন করেছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জণগণকে সাথে নিয়ে তিনি আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অস্ত্রের আশ্রয় নেন। দ্র. এম.এ. রহিম , বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৬

১১ *নবাব আব্দুল লতিফের শিক্ষা সংস্কার মূলক আন্দোলন:* নবাব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ; সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য ত্রাণকর্তা রুপে আবির্ভূত হন নবাব আব্দুল লতিফ। তিনি আরবী ফারসী শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণেও উৎসাহিত করেন।কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখেন।গরীব মুসলিম ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যায় নির্বাহের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিশাল অবদান রাখেন।তিনি ১৮৯৩ সালে মারা যান। বিস্তারিত দ্র. এম.এ. রহিম , বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৬

১২ রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *সিপাহী বিদ্রোহ*, সূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস , সম্পাদক , সিরাজুল ইসলাম, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), প্রথম প্রকাশ, পৃ .২২৭

১৩ ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(১ম খন্ড),পৃ.২৮৪

১৪ *নীল বিদ্রোহ:* মুসলমানদের আমলে কৃষকগণ ইচছামত নীলচাষ ও বিক্রী করতে পারতো; প্রথমে নীল চাষ লাভজনক ছিল। কিন্তু কোম্পানীর শাসনকালে নীলকরগণ প্রজাদের উপর জোর জবরদস্তি করতো এবং এত কম মূল্য দিত যে প্রচুর নীল উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের লোকসান হতো। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লে ইংরেজদের দৌরাত্ম ও সেচছাচারিতা কিছুটা কমে দ্র. এম. এ.রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,পূর্বোক্ত, পৃ.৭১-৭৩।

১৫ এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,পৃ . ১৩০

১৬ ও *বঙ্গভঙ্গ* (১৯০৫) : ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পশ্চিম বঙ্গ পূর্ববঙ্গ দুটি প্রদেশ গঠণ করা হয়। পুর্ব বাংলা এবং আসাম সমেত পুর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয় ।লর্ড কার্জন মূলত প্রশাসনিক কারণেই বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দ্র, ডঃ এম.এ ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*,(ঢাকা : রয়েল লাইব্রেরী,১৯৯৬),দ্বিতীয় সংস্করণ,পৃ.৪৮

১৭ *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পূর্বোক্ত,পৃ .৩২৮

১৮ *বৃহত্তর নোয়াখালির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১৯ ফজলুল হাসান ইউসুফ , *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*,(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা, ১৯৯২) , ২য় মুদ্রণ , পৃ . ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২০ ফজলুল হাসান ইউসুফ , *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*,(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা, ১৯৯২) , ২য় মুদ্রণ , পৃ . ৭৪

২১ এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,পূর্বোক্ত,পৃ . ১৫৯

২২ *বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস*, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৯

২৩ প্রাগুক্ত

২৪ হারুন-অর -রশিদ, *বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা*, সূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫৯

২৫ হাছানউজ্জামান, *রাজনীতি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র*(ঢাকা : বুক হাউজ প্রকাশন,১৯৯১), প্রথম প্রকাশ, পৃ.৯

২৬ হারুন-অর -রশিদ, *অখন্ড বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র*, সূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,পৃ.৪০৯

২৭ বিস্তারিত দ্র. এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮

২৮ মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ : স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬) , ২য় মুদ্রণ, পৃ . ৫

২৯ মাসুদুল হক, *বাঙালী হত্যা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙন*, (ঢাকা : সূচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭) প্রথম প্রকাশ, পৃ . ১৭

৩০ *আওয়ামী মুসলিম লীগ* : ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সেচ্ছাচারিতার ফলে প্রাক্তন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হতাশগ্রস্থ মুসলিম লীগের দলত্যাগী ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন নারায়নগঞ্জ এক শ্রমিক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দলের গোড়াপত্তন করেন। দ্র. হাসান আলী চৌধুরী, *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*,(ঢাকা ,১৯৮৬),প্রথম প্রকাশ, পৃ.২৭৭-৭৮ ।

৩১ মওদুদ আহমেদ , বাংলাদেশ : *স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা*,পৃ . ৬৫

৩২ আবুল আসাদ , *কালো পঁচিশের আগে ও পরে* , (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯০) ,প্রথম প্রকাশ , পৃ . ১

৩৩ মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি , একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর , (ঢাকা ই উনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১) , পৃ . ১

৩৪ মওদুদ আহমেদ , বাংলাদেশ : স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা,পৃ . ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৫ ডঃ আবুল ফজল হক , বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, (রংপুর : প্রকাশক মোহাম্মদ হোসেন আলী , টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮), ষষ্ঠ সংস্করন , পৃ . ১১০

৩৬ হারুণুর রশীদ , *খোলাচিঠি* ,(ঢাকা : ইতিহস পরিষদ , ১৯৯৩) , প্রথম প্রকাশ , পৃ.১৬

৩৭ লেখক মন্ডলী, ডঃ সিরাজুল ইসলাম , ডঃ কে. এম. করিম , জগদীশ নারায়ন সরকার,ডঃ জাহেদা আহমেদ, ডঃ শরীফুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ডঃ মঈনুদ্দীন আহমদ খান ও অন্যান্য, সম্পাদক , সিরাজুল হক , তিন খন্ড , *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ , ১৯৯২) , ৩য় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, পৃ .২৩৬

৩৮ প্রাগুক্ত,পৃ.২৩৭

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ . ২৩৮

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ . ২৪৮

৪১ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল*, বঙ্গানুবাদ, মাওলানা আব্দুল্লহ বিন সাঈদ জালালাবাদী , (ঢাকা : বুক সোসাইটি প্রকাশন , ১৯৮৪) , দ্বিতীয় সংস্করন , পৃ . ৫

৪২ মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, সূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৭

৪৩ ডঃ আব্দুর রহিম , ডঃ আব্দুল মমিন চৌধুরী, ডঃ এ.বি . এম মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম , বাংলাদেশের ইতিহাস, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান , ১৯) , ৮ম সংস্করন ,পৃ.৫১৪

৪৪ হাজী শরিয়তুল্লাহ : ১৭৮১ সালে মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। মাত্র আঠারো বছর বয়সে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান।বিশ বছর মক্কায় অবস্থানের পর ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে আসেন।তিনি দেশে ফিরে এসে এ দেশকে দারুল হারব ঘোষণা দিয়ে ঈদ ও জুমআর নামাজ বন্ধ করে দেন।পীর-মুরদীী ও সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্ছার হন।তার অনুসারীদের তিনি খাঁটি মুসলিম হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৪০ সালে ৫৯ বছর বয়সে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইনতিকাল করেন।দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,২য় খন্ড(ঢাকা : ই.ফা.বা,১৯৮৭),পৃ.২৯-৩০

৪৫ এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*,পৃ . ৯৯

৪৬ ডঃ আব্দুর রহিম , ডঃ আব্দুল মমিন চৌধুরী, ডঃ এ.বি . এম মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম , *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান , ১৯) , ৮ম সংস্করন , পৃ. ৫১২

৪৭ এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৮

৪৮ প্রাগুক্ত,পৃ.১২৩

৪৯ ডঃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন মুসলিম দিশারী* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০), প্রথম প্রকাশ, পৃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-দুই

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জীবন কথা

০১.অবতরণিকা

আমাদের দেশের 'আলিম সমাজ'এর মধ্যে যাঁরা ইসলামী দাওয়াতে[১] নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক দা'য়ী[২] লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতকে বেগবান করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। লেখনীর মাধ্যমে যারা দেশ ও জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে হিদায়াতের দিশা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী(১৮৭৫-১৯৫০).[৩] মাওলানা আবু নসর ওহীদ(১৮৭২-১৯৫৩).[৪] মাওলানা আকরাম খাঁ(১৮৬৮-১৯৬৮)[৫].মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ(মৃঃ ১৯৬২)[৬].মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী(১৮৮৬-১৯৫৩).[৭]মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০)[৮] মাওলানা রুহুল আমীন(১৮৮২-১৯৪৫).[৯] মাওলানা মোয়েজুদ্দীন হামীদী.[১০] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৮-১৯৬৯).[১১] মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান(১৯১৯-১৯৬৫).[১২] মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী.[১৩] মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী(১৯০০-১৯৭২).[১৪] মাওলানা ওবায়দুল হক.[১৫] মাওলানা মুহাম্মদ আঃ রহীম (১৯১৮-১৯৮৭).[১৬] মাওলানা আব্ নছর মোঃ নজিবুল্লাহ প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তথ্যানুসন্ধানী গবেষকের অনুসন্ধিৎসার ফলে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের উপরই গবেষণা এবং তাঁদের জীবনালেখ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হলেও আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ এখনও উপেক্ষিত রয়ে গেছেন। যে মহান জ্ঞান সাধক ও আলোকিত ব্যক্তিত্বটি জীবন ব্যাপী আল-কুরআন ও আল-হাদীসের দরসের পাশাপাশি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে মুসলিম সমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। উলূম আল-কুরআন, উলূম আল-হাদীস, সম্পর্কে প্রত্যক্ষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজনীতির প্রত্যক্ষ ময়দানে নিবার্চনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইলমে মা'রিফাতের যিনি একজন মুর্শীদ ছিলেন। দাওয়াতে তাবলীগে যার বিশাল অবদান; সে মহান সাধক আবু নছর মোঃ নজীবুল্লাহ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছেন। অথচ এ মহান জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

তাপসের বর্ণাঢ্য কর্মবহুল জীবনে নিরলস সাধনায় রত থেকে নিজেকে জাতির জন্য তিলে তিলে উৎসর্গ করলেও তার জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। হয়তোবা এ কারণে গবেষকদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি যথাযথভাবে নিবদ্ধ হয়নি। অথচ এ জ্ঞান তাপসের জীবন, কর্ম ও দ্বীনী দাওয়াত পদ্ধতি এদেশের মুসলিম সমাজে উপস্থাপিত হলে এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি অনুসৃত হলে মুসলিম সমাজ হেদায়াতের সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে। এ লক্ষ্যে আমরা তাঁর গৌরবময় জীবনালেখ্য পর্যালোচনা ও উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

০২.নাম,জন্ম,জন্ম তারিখ, জন্ম স্থান এবং বংশ পরম্পরা

আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, পিতা- মাওলানা নূরুল্লাহ, পিতা- আলিমুদ্দিন, পিতা- খমিরউদ্দীন, পিতা- ধনগাজী, পিতা- মৌঃ মুহাঃ ফতেহ আলী গাজী পাটওয়ারী, নোয়াখালী জেলার কাশিম-নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। মাওলানা নূরুল্লাহ[১৭] ছিলেন তৎকালীন নোয়াখালী অঞ্চলের বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল, স্বনামধন্য বুযুর্গ, আলেম। তিনি বাংলা, আসামের বিখ্যাত মুজাদ্দিদ ও সমাজ সংস্কারক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)[১৮] এর বিশিষ্ট খলীফা, লক্ষীপুর জেলার বরিশপুর অঞ্চলের পীর মাওলানা ওয়ালী উল্লাহর জ্যৈষ্ঠ কন্যা ফাতেমা বেগমকে বিয়ে করেন। এই মহিয়ষী নারীর গর্ভেই আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ১৩১৪ সালে নোয়াখালী জেলাধীন রামগঞ্জ থানার কাশিম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্ম সন নিয়ে যথেষ্ঠ মতবিরোধ আছে। তাঁর জীবদ্দশায় 'মাসিক মদীনা' এবং 'বাংলা বাজার' পত্রিকায় তাঁর জীবনী প্রকাশ পায়। সেখানে উল্লেখ করা হয় তিনি ১৩১৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৯] কিন্তু নির্দিষ্ট কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। কাসেম নগরে জন্মগ্রহণ করার কারণে অনেকে তাঁর নামের সাথে তাঁকে কাছেমনগরী উপাধিতে ভূষিত করেন। তৎকালীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা[২০] কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রে তাঁর যে বয়সের উল্লেখ আছে, তা নিম্নরুপঃ-

Certified that Moulvi Abu Nasr Md. Najibullah Son of Md. Nurllah was admitted Department of Arabic, calcutta Madrasah on 20th July 1927 at age of 11 (eleven) years and 6 (six) Months,[21]

প্রশংসা পত্রে উল্লেখিত তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি যখন ২০ জুলাই ১৯২৭ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স ছিল ১১ বছর ৬ মাস। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ হয় ২০ জানুয়ারী, ১৯১৬

Dhaka University Institutional Repository

সাল মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সাল। মাসিক মদীনা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে জন্ম সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "এই জ্ঞান তাপস বাংলা ১৩০৮ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানাধীন কাসিম নগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন"।[২২]

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ) তাঁর জন্ম তারিখ প্রসংগে বলেন, "মাওলানা আবু নছর মোহাম্মদ নজীবুল্লাহ ইবনে আলহাজ্জ মাওলানা নূরুল্লাহ ১৪ ফাল্গুন, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানাধীন কাছেমনগরে জন্মগ্রহণ করেন"।[২৩] মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্ম ১৩১৪ বাংলা সালে, এর সমর্থনে অন্যান্য পত্র পত্রিকার মধ্যে 'বাংলা বাজার পত্রিকা'র[২৪] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে তাঁর জীবনী ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত তাঁর নিজের লেখা জীবনীর একটা পান্ডুলিপি আছে, সেখানে তাঁর জন্ম সাল কিংবা জন্ম তারিখ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়না। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে যে বিভিন্ন মত বিরোধ দেখা দিয়েছে তার সমাধানে আমরা তাঁর জন্ম সংক্রান্ত তথ্যগুলো এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। তৎকালীন সময়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ জন্ম তারিখ, জন্ম সন লিপিবদ্ধ তথা সংরক্ষণ করতেন না এবং প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন না। তাছাড়া এ আলিম পরিবারে তখন নবজাতকের জন্ম তারিখ, দিনক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখার রেওয়াজ প্রচলিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে তাঁর জন্ম সন সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। সার্টিফিকেটের জন্ম তারিখের সাথে প্রচলিত জন্ম তারিখের যে বিরোধ দেখা যায় তার সমাধান এভাবে দেয়া যায় যে, একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগেও এদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির সনদপত্রের জন্ম তারিখ এবং মূল জন্ম তারিখের মিল পাওয়া যায় না। সে সময়ে পরীক্ষার সনদে তৎকালীন প্রথানুযায়ী শুধু বয়স উল্লেখ করা হতো। এবং অনেক সময়ে পরীক্ষার্থী নিজেও জানতনা পরীক্ষার সনদে তার জন্ম সাল বা বয়স কত দেওয়া হয়েছে। এ কাজ গুলো কর্তৃপক্ষের কেরানী কর্তৃক সম্পাদিত হত। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর সার্টিফিকেটে প্রদত্ত বয়স অনুযায়ী জন্ম তারিখ গ্রহণ করবোনা। বরং অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেব। সুতরাং প্রামাণিক নতুন কোন তথ্য প্রমাণ না পাওয়া অবধি আমরা বাংলা ১৩১৪ সালের ১৪ই ফাল্গুন ইংরেজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দকে মাওলানা নজিবুল্লাহর জন্ম তারিখ হিসেবে গ্রহণ করবো।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য তা হলো মাওলানা নজিবুল্লাহ এর নামের বানান সংক্রান্ত। জন্ম তারিখের ন্যায় তার নামের বানানের ক্ষেত্রেও জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি তাঁর রচিত মকছুদুল মুত্তাকীন শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় নামের বানান হিসেবে ব্যবহার করেছেন আবু নছর মুহাঃ নজিবুল্লাহ। উর্দ্দূ ভাষায় রচিত গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে আবু নছর মুহাম্মদ নজিবুল্লাহ। তাঁর রচিত ইসলামী সুষ্ঠ সমাধান শীর্ষক বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায়; ১৫-১০-১৯৭০ তারিখে প্রদত্ত চাকুরীর ইস্তফাপত্রে; কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রে;তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধেএবং তাঁর জীবদ্দশায় পত্রিকায় তাঁকে লেখা প্রবন্ধে তাঁর নামের বানান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ। এবং তিনি তার বিরোধীতাও করেননি। সনদ পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে মুহাম্মদ নজিবুল্লাহ। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি কদাচিৎ ক্রমে দু - এক স্থান ব্যতিত প্রায় সকল স্থানেই তাঁর নামের বানান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ। এবং তিনি নিজেও এ বানানটি ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে।সুতরাং আমরা আমাদের গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর নামের বানান আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ হিসেবেই সর্বত্র ব্যবহার করবো।আমরা এ পর্যায়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্মস্থান নোয়াখালি জেলার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।কেননা এখানেই কেটেছে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর শৈশব।

০৩.নোয়াখালিজেলা:ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান

বৃটিশ আমলে যখন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক চরম অধঃপতনের কালো ছায়া বাঙালী মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তখন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নোয়াখালীতেও এহেন দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, বিশৃংখলা, অশিক্ষা সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এমনি সামাজিক অবস্থায় মাওলানা নজিবুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন।মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্মস্থান নোয়াখালী জেলা।আমরা এ পর্যায়ে তাঁর জন্ম স্থান নোয়াখালী অঞ্চলের সমকালীন আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও দ্বীনী অবস্থার সম্যক ধারণা লাভ করব। কেননা মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জীবনীর পূর্ণতা লাভের জন্য এটি আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অতি প্রাচীন জেলা নোয়াখালী । এই জেলা প্রাচীন বঙ্গ দেশেরই অংশ ছিল । প্রাচীন কালে বংগাদেশ একটি রাজ্য বা অখন্ড দেশ ছিল না । ইহা রাঢ় (পশ্চিম বংগ), পুন্ড্র, বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ), তাম্র লিপ্ত, সমতট প্রভৃতি নানা জনপদে বিভক্ত ছিল । মেঘনার পূর্ব তীরবর্তী কুমিল্লা এলাকার নাম ছিল হরিকেল ও বর্তমান বাংলাদেশের বাকী অংশের নাম ছিল সমতট । আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আইন-ই-আকবরি" তে সমতটের যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় সমতটের আয়তন ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল । নোয়াখালী জেলা এই সমতটেরই অংশ ।[২৫] প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের নাম নোয়াখালী হলেও পূর্বে ছিল ভিন্ন । বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রাচীন নাম 'ভুলুয়া' ।[২৬] সম্ভবত ভুলুয়া অঞ্চলে জনবসতি শুরু হয় ভেদ (VEDAS) যুগে (খৃঃ পূর্ব ১৪০০-১০০ অব্দের দিকে) কিন্তু ঐ যুগে কোন মানুষেরা এখানে বসবাস করেছিল তার সঠিক বিবরণ ও ইতিহাস রেকর্ড নেই। ধারণা করা হয় মোঘল যুগে কাটা নতুন খালকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের লোক মুখে নোয়াখাল বা নতুন খাল অভিধা নিয়েই নোয়াখালী নামের উৎপত্তি । নোয়াখালী নামের উৎপত্তি হয় ১৬৬০ এর দশকের শেষ দিকে । ১৮২১ সালে নোয়াখালীকে পৃথক জেলা হিসাবে গঠন করা হলেও 'ভুলুয়া' নামেই তা পরিচিত ছিল ।১৮২২ সালের ২৯শে মার্চ গভর্ণর জেনারেল লর্ড সয়বা বা দ্বিতীয় হেস্টিংস স্ব-পরিষদে নোয়াখালীকে একটি পৃথক জেলার মর্যাদা দান করেন। ১৮৬৮ সাল থেকে সরাসরি এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় নোয়াখালী ।[২৭] ভুলুয়া অঞ্চলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো, অত্র অঞ্চলে চন্দ্র বংশ যুগের শাসন শুরু হয় ৫২৫ খৃঃ এবং ৫৭৫ খৃঃ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে আসে খড়্গ শাসন যুগ (৬৫০-৭০০ খৃঃ), দেব বংশের শাসন (৭৫০-৮০০ খৃঃ), হরিকেলের রাজবংশ (৯ম শতক), চন্দ্র রাজবংশ (৯০০-১০৪৫ খৃঃ) বর্মন সেনের শাসন (১০৮—১১৫০ খৃঃ) ভুলুয়ায় স্বাধীন দেবরাজ বংশের উত্থান (১২০৪-১২৪৩ খৃঃ) । অতঃপর ভুলুয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের আগমন ঘটে। ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসক ফখরুদ্দীনের শাসনাধীনে থাকে । এসময়েই বিশ্ববিখ্যাত আরব পর্যটক মরক্কো নিবাসী ইবনে বতুতা (১৩৪৫-৪৬ খৃঃ) বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয় আসেন। এক বছর সময়কাল তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল সফর করেন। তিনি ভুলুয়া বন্দরেও অবতরণ করেন।[২৮] অতঃপর রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের শাসনামলের (১৪৫৯-১৪৭৪খ্র)

Dhaka University Institutional Repository

শেষ ভাগে চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া গৌড়ের শাসনভুক্ত হয় । এভাবে ক্রমকালানুসারে ভুলুয়া চলে যায় মোঘল শাসনাধীনে। সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৬৮ খৃঃ) এবং আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) মোট ৮০ বছর রাজত্ব কালে ভুলুয়া অঞ্চল সহ প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাংলায় দীর্ঘদিন যাবৎ শান্তি বিরাজ করে । ১৬৩৯ থেকে ১৭০৭ খৃঃ পর্যন্ত এতদঞ্চলে দীর্ঘ মেয়াদী রাজপ্রতিনিধি মূলক শাসনকাল ছিল।[২৯] এর পর শুরু হয় রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল। সম্রাট সুজাউদ্দীন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীকে রাজস্ব শাসন ক্ষমতা দান করেন । তখন থেকেই সমগ্র ভারতে ইংরেজ আধিপত্যবাদ শুরু হয়।[৩০] সমগ্র বাংলার সাথে নোয়াখালীতেও তখন ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। আস্তে আস্তে চালু হয় জমিদারী প্রথা। এসময়ে দেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়। এই দুরবস্থার প্রতিকার ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কোম্পানীর আমলে ১৭৭২ সনের কিছুকাল পরে 'ভুলুয়া' জেলা সৃষ্টি হয়। ১৭৭৯ সনে ভুলুয়াকে মুমিনশাহী জেলাভুক্ত করা হয়। ১৭৭৯ সনে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হওয়ায় নোয়াখালির মূল ভূখন্ড তথা ভুলুয়াকে ইহার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ফখরুল ইসলাম বলেন,

> ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা থেকে নোয়াখালীকে পৃথক করা হয়। ১৮২৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে নোয়াখালী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮২৯ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ ও জজ সাহেবদেরকে তাঁদের দায়িত্বের কিছু ভার মুক্ত করার নিমিত্তে সর্বপ্রথম কমিশনারার্স প্রদেশের মধ্যে নিযুক্ত করা হয়। "তখন এ নোয়াখালীকে চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে নেয়া হয়। অদ্যবধি ইহা সেভাবে আছে ।[৩১]

বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষকে প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করেই তাদের জীবন যাপন । একটা উদাহরণ এখানে দেয়া যায়, ১৭৬২ সনের এপ্রিল মাসের ভূমিকম্পে লক্ষীপুরার চতুর্দিকস্থ ১৫ মাইল স্থানে লোকজন সহ ভূগর্ভে তলিয়ে যায়।[৩২] এভাবে একের পর এক আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বহিঃশত্রুর মোকাবেলাও তাদের করতে হয়েছে অনেকবার। অভাব ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে তাদের। এভাবে ১৯৪২ সালে জাপানীদের হাতে ব্রম্মদেশ ও ইম্পলের (মনিপুর) পতন হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় নোয়াখালীর দ্বারদেশে হাযির হওয়ায় অনেকে বাস্তুহারা হয়।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ এ দেশ বিভাগ কালে নোয়াখালী তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অঙ্গিভূত হয়। শাসন কার্য পরিচালনার স্বার্থে নোয়াখালীর সীমানা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন জেলা তথা প্রদেশভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে নোয়াখালী স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত জেলায় পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে নোয়াখালীকে সদর ও লক্ষীপুর নামে দুটি মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর লক্ষীপুর মহকুমাকে নোয়াখালী থেকে পৃথক করে জেলায় পরিণত করা হয় । লক্ষীপুর জেলা গঠিত হয় ১৯৮৪ ইং সনের ১লা মার্চ থেকে।[৩৪]

ভৌগোলিক দিক বিশ্লেষণ করলে নোয়াখালীর যে চিত্র পাওয়া যায় তা এরুপঃ নোয়াখালী উত্তর অক্ষরেখার ২২.৬ ও ২৩.১৭ এবং পূর্ব দ্রাঘিমার ৯০.৩৮ এবং ৯১.৩৪ এর মধ্যে অবস্থিত।[৩৫] ক্ষেত্রফল মোটামুটি ১৯৫৬ বর্গমাইল । বৃহত্তর নোয়াখালীর সীমানা উত্তরে কুমিল্লা জেলা এবং ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং চট্টগ্রাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মেঘনা নদী অবস্থিত ।[৩৬]

০৪.আর্থ-সামাজিক ও দ্বীনী অবস্থা

নোয়াখালী জেলায় মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের বসবাস । মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বাস করলেও শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী মুসলমান । বাদ বাকী অন্য ধর্মের অনুসারী । জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব দেখা যায় অন্যত্র তা বিরল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিরাপদ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এতদঞ্চলে হানাহানি, রক্তপাত যে একেবারে হয়নি তা নয় । তবে এতদঞ্চলে যে সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল স্বার্থ সংক্রান্ত । শুধুমাত্র ধর্মগত ভিন্নতার জন্য হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ায়নি। অতীতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের চারিত্রিক গুণাবলী, ত্যাগ ও ইসলামের মর্মবাণীকে সঠিক ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল অংশকে পৌঁছে দিয়েছে ইসলামের সুশীতল আশ্রয়ে। কোন জোর জবরদস্তি সেখানে কাজ করেনি। ফলশ্রুতিতে নোয়াখালীতে জন্ম হয়েছে দেশ বরেণ্য আলেম -উলামার। এখানে উল্লেখ্য অনেক উগ্রবাদী হিন্দু মনে করেন অত্র

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের মুসলমানরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বংশজ; যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই বিতর্কে অনেকে আবার যুক্তি দাঁড় করান, এদেশীয় হিন্দুগণ আর্য বংশোদ্ভুত। আর্যরা অতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। যার একটা বৃহদাংশ মধ্য এশিয়া তথা মিশর, আরব ও প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এদেশের হিন্দুরা উপরি-উক্ত অঞ্চল থেকে আগত এ কথারই প্রমাণ মেলে।মূলতঃ উচ্চ বংশীয় ও নিম্ন বংশীয় সব ধরনের হিন্দুদের মধ্য থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের মাহাত্ম্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে।

এদেশের মুসলমানরা জগদ্বিজয়ী বিজ্ঞান বিশারদ, মহাপরাক্রান্ত বিশ্বধন্য আরব, তুর্কী ও পাঠানদের বংশধর।[৩৭] প্রাচীন আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র গমন করতো এবং যেখানেই তারা গমন করতো সেখানেই তারা ইসলামের বাণী প্রচার করতো। এভাবে নোয়াখালী অঞ্চলেও ইসলামের প্রসার ঘটে। এ প্রসেঙ্গে ডঃ আব্দুল কাদের বলেন,

> স্মরণ রাখতে হবে যে, খৃষ্টান মিশনারীদের ন্যায় সরকারী মদদ ও অর্থ সাহায্য পুষ্ট কোন প্রচারক মুসলমানদের নাই। সৈনিক, বণিক, পর্যটক ও ফকীর দরবেশরাই ইহার প্রচারক। কার্যোপলক্ষে তাঁহারা যেখানে যেখানে যান, সুযোগ সুবিধামত কথা প্রসংগে নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।[৩৮]

বিধর্মীরা তাদের নিজেদের ধর্মের কু-সংস্কার, হীনতা জটিলতার পাশাপাশি ইসলামের উচ্চতর নীতি, উন্নত জীবন-যাপন, অসাধারণ সরলতা ও সাম্যতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতেন প্রচারকরা। অত্র অঞ্চলেও ইসলাম প্রচারকরাও অনুরূপ বিপদের মুখোমুখী হয়েছেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। রাম পালের বাবা আদম,খড়মপুরের কল্লাশহীদ ও রামপুর বুআওলিয়ার তরখান শাহ প্রমুখেরা ইহার দৃষ্টান্ত।[৩৯] উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মহান ত্যাগের দ্বারা পরবর্তীতে নোয়াখালী অঞ্চল ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল বলেন, "দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম সাধনা চর্চা ও প্রীতি উপমহাদেশ বিশ্ববিদিত। নোয়াখালিকে বলা হয় হলিল্যান্ড বা পূন্যভূমি এবং দ্বিতীয় আরব।"[৪০] এত বেশী আলেম উলামা অন্য কোন জেলাতে লক্ষ্য করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

না । আচার-ব্যবহার, লৌকিকতা তথা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

০৫.নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার ও প্রচারকগণ

প্রাচীন ভুলুয়া অঞ্চল এক সময় হিন্দু শাসনাধীন ছিল । ভুলুয়া ছিল চার শতাব্দী যাবৎ (১২০৩-১৬১১) স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র ।[৪১] দু'চারটি মুসলিম পরিবার সবেমাত্র বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই অর্থাৎ বঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে দ্রুতগতিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪২] বাংলায় মোঘল আমলে পরিচালিত অভিযানের পর ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটতে শুরু করে। ভুলুয়ার (নোয়াখালী) জমিদার অনন্ত মানিক্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেনি। মোঘল সৈন্যরা ভুলুয়া আক্রমণ করলে তিনি আরাকানে পালিয়ে যান এরপর নোয়াখালী জেলায় কয়েকটি মুসলিম জমিদারীর উৎপত্তি হয়।[৪৩] তবে ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকার ন্যায় নির্দিষ্ট কোন ধর্ম প্রচারকগণ এখানে আগমন করেছেন কি-না তা জানা যায় না। ১২২৭ সনে সুলতান মুগিসুদ্দিন ইউজাবক, ১২৭৯ সনে গিয়াসুদ্দীন তুগ্রল পূর্ববঙ্গ জয় করেন। সম্ভবত এই সময়ে এখানে প্রথম মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয়।[৪৪] তবে তার আগেও যে এখানে মুসলমানরা বসবাস করতো সে ব্যাপারে হান্টার সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা একমত পোষণ করেন । এ প্রসঙ্গে ডঃ আব্দুল কাদের বলেন,

> সিন্ধু ও মালাবার উপকূলে বসতি স্থাপনকারী আরবদের মধ্যে কিছু লোক উপরিউক্ত হিজরতগুলির পূর্বে এখানে এসে থাকতে পারে। এই অভিমত ও হান্টারের উক্তি হতে মুসলমানদের বাংলা জয়ের পূর্বে নোয়াখালীতে আরব উপনিবেশ স্থাপনের সমর্থন মেলে।[৪৫]

প্রাক ইসলামী যুগেই অত্র অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ও ইসলাম ধর্মের প্রচার কর্ম শুরু হয়। মোটের উপর মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম এ দেশে প্রবেশ করে এবং নোয়াখালী অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে।[৪৬] এই সময়ে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

সুফী - দরবেশের আগমন ঘটে অত্র অঞ্চলে। হযরত মিরান শাহ দিল্লি থেকে পান্ডুয়া হয়ে সিলেট থেকে ঢাকা হয়ে নোয়াখালী এসে ধর্ম প্রচার করেন বলে জানা যায়। হযরত মিরান শাহ ছিলেন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) বড় পীর সাহেবর দৌহিত্র এবং রাজশাহীর শাহ মাখদুম (রঃ) এর ভ্রাতা।[৪৭] প্রাথমিক পর্যায়ে আরো দু একজন প্রচারকের আগমন ঘটে এ অঞ্চলে তবে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। মধ্যযুগের প্রচারকগণের মধ্যে কল্লা শহীদ যার আসল নাম সায়্যিদ আহমদ, ইমরান শাহ, বখতিয়ার ইমদুর, অম্বর শাহ ফাযিল মুহাম্মদ চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য। হালের প্রচারক ও সংস্কারকের মধ্যে শাহ আযীম, শাহ যকিউদ্দিন, সূফী নূর মুহাম্মদ, পাগলা মিঞা, মুটুরীর পীর বংশ, মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৯), চাঁদশাহ ফকীর, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৮৮৭-১৯৮৬), মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান (১৯১৯-১৯৬০) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসংগে মাওলানা কারামত আলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার পথভ্রষ্ট মুসলমানকে পথে আনতে বিদেশী হয়েও মাওলানা কারামত আলী, তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।[৪৮] এই সকল পীর আউলিয়া বুজুর্গ, গাউছকুতুব এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় নোয়াখালী তথা দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। সুদুর পবিত্র আরবভূমি হতে এই সব সূফী দরবেশ গণ নূর ও যোশ আনেন এবং মানুষকে গোমরাহ, কুফুরী ও পৌত্তলিকতা থেকে আলাহর পথে আন্‌জাম দেন।[৪৯] এ অঞ্চলের অধিকাংশই সুন্নী মুসলমান । দক্ষিণে ফরাজীদের প্রভাব আছে । বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ মাওলানা কারামত আলী সাহেবের ধর্মীয় প্রভাব এতঞ্চলে খুব বেশী।[৫০] উপরি -উক্ত দা'ঈদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ব্যাপক ভাবে। জন্ম দিয়েছে দেশ বরেণ্য আলেম-উলামাদের। অন্য ধর্মকে তারা যেমন খাটো করে দেখেনি তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা তারা কখনই সহ্য করেনি। তাঁরা হিন্দু অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে যেমন অবস্থান নিয়েছে তেমনি সংগ্রাম করেছে ইংরেজ বিতাড়নে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিখ নরপতি রণজিৎ সিং এর হাতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু হলে তৎকালীন প্রখ্যাত সূফী সৈয়দ আহমেদ রায় বেরেলী ১৮৩০ সালে পাঞ্জাবের শিখ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। এই ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার মুসলমান একাত্মতা ঘোষণা করে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বালাকোটে গিয়ে হাজির হয়। বাংলাদেশের নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সর্বাধিক সংখ্যক মুজাহিদ যোগদান করেছিলেন।[৫১] এখানে উল্লেখ্য সৈয়দ আহমেদ শহীদ (র) ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সাথে যোগ দেয় তাঁরই যোগ্য সাগরেদ মাওলানা ইমামুদ্দীন (র) ।এ প্রসংগে গোলাম সাকলায়েন বলেন,

> সন্দ্বীপের অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন তাঁর মুর্শিদ।যিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কু-সংস্কার ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ দূর করতে সচেষ্ট হন। এবং শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শিখদের সঙ্গে বালাকোট নামক স্থানে তার যে ভীষণ সংঘর্ষ হয় তাতে তিনি শহীদ হন। মাওলানা ইমামুদ্দীন (র) মুর্শিদের আন্দোলনে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। এবং তার কার্যতৎপরতা প্রধানত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে।[৫২]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে তারা যেমন ছিল অতুলনীয়, স্ব -ধর্ম রক্ষায় তেমনি ছিল সমুজ্জ্বল। ইসলাম ধর্ম রক্ষায় ও প্রচারে তাদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা সেকথারেই প্রমাণ মেলে।

০৬.শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

এক সময় শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যার্জন করতো । বিদ্যার্জনের আশ্রমিক এই যুগের অবসান ঘটার পরেও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কোথাও কোথাও এই পুরাতন ঐতিহ্যের অনুকরণ করা হতো। সেই ঐতিহ্যের শেষ রশ্মির অনুজ্জ্বল ক্ষণলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে টোল-মক্তবগুলোর মাধ্যমে ।[৫৩] শিক্ষাদানের জন্য নোয়াখালী অঞ্চলেও বহু মক্তব ছিল । এর পরে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠা হয় স্কুল-মাদ্রাসা । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বহু প্রথিত যশা আলেম উলামার জন্ম দিয়েছে নোয়াখালী । উক্ত মাদ্রাসা মক্তবগুলোই লালন করেছে এ সকল সুফী দরবেশ, আলেম–উলামাদের।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ভিত্তিক মক্তব এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির ঐতিহ্য এখনো কোথাও কোথাও বিদ্যমান ।

রাজনৈতিক পালাবদলে উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে । ইংরেজী শিক্ষা চালু হতে থাকে অত্র অঞ্চলে। তবে তার প্রসার ছিল অত্যন্ত মন্থর । আর্থিক দৈন্যতা আর ইংরেজ বিদ্বেষ ইংরেজী শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । তবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে এ অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ছিল বেশী একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উক্ত অঞ্চলের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবী, উর্দূ ও ফারসীর প্রভাব ছিল বেশী। কেননা উক্ত অঞ্চেলের ইসলাম প্রচারকগণেরা বেশীর ভাগই আরব অঞ্চল থেকে আগমন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সবাই আশা করেছিল এবার শিক্ষায় মুসলমানরা এগিয়ে যাবে । কিন্তু আশানুরুপ সফলতা অর্জিত হলো না । জনাব ফখরুল ইসলামের লেখনীতে এই হতাশার চিত্রই ফুটে উঠেছে,

> দুশো বছরের উপনিবেশিক শাসন আমলে শিক্ষার যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু এগুতে পারেনি । স্বাধীনতার পূর্ব কালের ২৩ বছর বিজাতীয় শাসন কালে তাদের বিমাতা সুলভ আচরণ ও আন্তরিকতার অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো পিছিয়ে পড়ে।[৫৪]

নোয়াখালী জেলাতেও এর ব্যাত্যয় ঘটেনি। তারাও শিক্ষা-দীক্ষায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পিছিয়ে পড়ে।

১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে শহরের কতিপয় যুবক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়াস পায় । "খাদেমুল ইসলাম" নামে একটি সংগঠন ও তারা গঠন করে । উক্ত সমিতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন ডিস্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট তার ভাষণে ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দু ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানান । তিনি আরো বলেন, "রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজী হলো শাসকদের ভাষা এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করলে মুসলমানদের অধঃপতন হবে । নারীরা পর্দার আড়ালে থেকেও লেখাপড়া করতে পারে " ।[৫৫]

ইসলামের মহান শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সর্ব সাধারন ধর্মকে শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করে নৈতিক আদর্শিক শিক্ষিত হতে শুরু করে । মোটের উপর ধর্ম শিক্ষা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশের দরুন এখানে এমন একটি বিশিষ্ট ইসলামী কৃষ্টি গড়ে উঠেছে, অন্যত্র যার তুলনা নেই ।[৫৬] এ অঞ্চলের শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সম্মন্ধে প্রচলিত কথা, "এদের নেই কিছু জলজ, বনজ, খনিজ । আছে মেধা সুধা সঞ্জীবনী । প্রতিভাই এদের মূলধন । কর্ম নৈপুন্য ও কর্মদক্ষতা এদের অতুলনীয়।"[৫৭] সামাজিক কৃষ্টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নোয়াখালী অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি অত্যধিক । তাঁরা অতিথি পরায়ণ; আলেম উলামাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে । ডঃ আব্দুল কাদের বলেন, "তাহারা হানাফী মাযহাবভুক্ত বিশিষ্ট সুন্নী মুসলমান, রেওয়াযী বা কিংবদন্তীর অনুসারী নহে । তাহারা রীতিমত ধর্ম কর্ম করে ও আলিমদের খুব সম্মান করে ।"[৫৮]

তাদের সমস্ত কর্মকান্ডে ধর্মীয় প্রভাব ব্যপক । অধিবাসীরা সাধারণত ধর্ম ভীরু । তাদের কার্যকলাপে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাদের চিত্তবিনোদন এবং সংগীতের মাঝেও ধর্মীয় আচারাদির ছাপ আছে ।[৫৯] তাদের কথা বার্তাতে আঞ্চলিকতার টান থাকলে আরবী ও ফারসীর প্রচলন দেখা যায়।[৬০] নারীরা পর্দার সাথে চলাফেরা করে। পর্দা প্রথাকে তারা কঠিন ভাবে অনুসরণ করে।

পর্দা পুশিদার প্রচলন এত অধিক বলেই এ জেলায় নারী হরণ, ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণ কম। সামাজিক নিরাপত্তাও এখানে তুলনামূলক বেশী। বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুসরণের চেষ্টা এ অঞ্চলকে অনেকটা স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে।[৬১]

সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় এ অঞ্চলের লোকজন কখনই কোন অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিল না । সাংস্কৃতিক অংগনে নোয়াখালি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।[৬২] তারা বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্টপোষকতা করতো। সাহিত্য সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যই তার প্রমাণ। খাদেমুল ইসলাম নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের আমন্ত্রনে ১৯২৭ সালের জুন মাসের ২য় সপ্তাহে কবি নজরুল নোয়াখালীতে শুভ পদার্পণ করেন ।[৬৩]

নোয়াখালী অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা,সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃঃ "সাপ্তাহিক বঙ্গবাসি" প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৮ খৃঃ তা বন্ধ হয়ে যায় । এরপর ১৯০১ সালে আশা, মাসিক সাহিত্য, ১৯২২ সালে "নোয়াখালি হিতৈষী" ১৯২৬ সালে তানজীম, দেশের বাণী, ছোলতান, নোয়াখালি, ফজলুল হকের 'জেহাদ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে কয়েকটি হলো 'নবনূর' 'মিনার' (১৯৬৯) 'মজলিস' (১৯৬৯) 'আজকের উপমা' 'সাপ্তাহিক আলিম' 'মহুরী' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাময়িকীর পৃষ্ঠপোষণা এ অঞ্চলকে এনে দিয়েছে এক গৌরবজ্জল অধ্যায়।

০৭.মাওলানার শিক্ষা জীবন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৎকালীন সময়ে নোয়াখালী অঞ্চল শিক্ষা-দীক্ষায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে। এবং অত্র অঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষায় আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দুর প্রভাব বেশী ছিল- একথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনি এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর জন্ম। তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার হাতেই। শৈশব- কৈশোরে অসামান্য মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর চরিত্রে প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর দেয়া স্মরণ শক্তি দ্বারা খুব অল্প সময়েই তিনি মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন।[৬৪] পিতা নূরুল্লাহ ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন 'যায়্যিদে আলিম'। ইলমের প্রায় প্রতিটি শাখাতে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। স্বীয় পুত্রকে তিনি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হন এবং কুরআন, হাদীস সহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর পিতা তাকে আমলে আখলাক ও শরীয়তের পাবন্দীতে অলংকৃত করে তোলেন।[৬৫] তৎকালীন সময়ে এতদঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী, উর্দ্দু ও ফার্সী।ইসলামী বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ আরবী, উর্দ্দু ও ফারসী ভাষায় পাওয়া যেত। বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ পাওয়া যেত খুব কম। এলমের প্রতিটি শাখা উন্মুক্ত রাখতে তিনি পুত্রকে অন্যান্য বিষয়াদির সাথে ভাষাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলা,আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় স্বীয় পুত্রকে বিশেষ দক্ষ করে গড়ে তোলেন। শৈশব থেকেই তাঁর ছিল জানার অদম্য আগ্রহ, জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল।[৬৬] ফলশ্রুতিতে অতি অল্প বয়সে তিনি কুরআন হাদীস সহ অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। শিশু সুলভ চঞ্চলতা তাঁকে কখনই গ্রাস করেনি। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত ও ধী-শক্তিসম্পন্ন। তাঁর বয়সি ছেলেমেয়েরা যখন খেলায় মত্ত থাকতো তখন তিনি থাকতেন পড়াশুনায় মগ্ন। এই জ্ঞান সাধনাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এলমের চূড়ান্ত শাখায়। আপন পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কিছুদিন ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্রাসা এবং পরবর্তীতে ৩ বছর ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায়

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা লাভ করেন।[৬৭] তিনি নিজেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, " তৎপর সম্ভবত ১৯২৫-২৬ সালে ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় আরবী মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি হই।"[৬৮]

০৮.উচ্চ শিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্ষ

এই জ্ঞানপিপাসু আলিমে দ্বীন ইলম চর্চায় সর্বদা নিজেকে আত্মনিয়োগ রাখতেন। অল্প আহার, অল্প নিদ্রা এই নীতি অবলম্বন করে অধিকাংশ সময় তিনি ইলম চর্চায় ব্যয় করতেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার্থে তৎকালীন বাংলা-আসামের অন্যতম বৃহত্তম আলিয়া মাদ্রাসা 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়' ভর্তি হন। তাঁর জীবদ্দশায় "দৈনিক সংগ্রাম"[৬৯] পত্রিকায় 'মাওলানা নজিবুল্লাহ কাশেম নগরী' শীর্ষক যে জীবনী প্রকাশিত হয় সেখানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় গমন করেন। এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটান। অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনি জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। নিজেকে স্ব-মহিমায় উপস্থাপন করেন। এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ স্থান অধিকার করে আলেম ফাজেলে বাংলা আসামের মধ্যে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে।[৭০]

মাওলানা নজিবুল্লাহ নিজের প্রসংগে উল্লেখ করেন,

> ১৯২৭ সালের ২০শে জুলাই তারিখে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় (বর্তমান) আলিম ফাইনাল ক্লাশে ভর্তি হই। ১৯২৮ সালে বেঙ্গল মাদ্রাসা সেন্ট্রাল একজেমিনেশনের অধীনে উক্ত মাদ্রাসা হইতে আলিম পরীক্ষায় যোগদান করতঃ প্রথম বিভাগে বাংলা-আসামে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া সরকারী বৃত্তির অধিকারী হই। অনুরুপ ১৯৩০ সালে উক্ত মাদ্রাসা হইতে ফাজিল পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করি।[৭১]

অদম্য আগ্রহ, একনিষ্ঠ সাধনা তাঁকে পৌছে দিয়েছে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। তিনি এসময় ইলম চর্চায় এতই মশগুল থাকতেন যে অনেক সময় বাড়ি থেকে যাওয়া চিঠি পত্রও খুলে পড়ার সময় পেতেন না বা আগ্রহ বোধ করতেননা। এ প্রসংগে তিনি একবার উল্লেখ করেন, "সামনে পরীক্ষা, এমন সময় স্ত্রীর চিঠি এসেছে দেশ থেকে। চিঠি খুলে পড়ার সাহস হয়নি। পাছে

Dhaka University Institutional Repository

পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটে। দেখা গেছে অনেক সময় তিন চার মাস পরে পরীক্ষার পরে সে চিঠি খুলে পড়েছি।"[৭২] অতঃপর তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদীস ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সার্থে উত্তীর্ণ হয়ে 'মুমতাজুল মুহাদ্দিস'[৭৩] ডিগ্রী লাভ করেন। একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন উলামাদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানের ভান্ডার পূরণে প্রয়াসী হন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ণরত অবস্থায় তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুজুর্গানেদীনের সংস্পর্শে আসেন। তিনি আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর খেদমতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এবং তিনি তাঁর খুব খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন বলে জানা যায়। প্রতি রমজান মাস আসলেই মাওলানা নজিবুল্লাহ বিখ্যাত ওলী আশরাফ আলী থানবী (র) এর সান্নিধ্য লাভের নিমিত্তে তাঁর দরবারে চলে যেতেন। এভাবে তিনি প্রায় ১৭ বছর হযরত থানবী (র) এর খেদমতে থেকে ইলমে মারেফাত হাসিল করেন।[৭৪] উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা মমতাজ উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ও মাওলানা ছফিউল্লাহ ওরফে মোল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে থেকে লেখা পড়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথিতযশাঃ ইসলামী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি প্রসিদ্ধ বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ছিল তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। এ প্রসংগে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন,

> ইতোমধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ধর্মতলার বার লাইব্রেরী, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি নামক লাইব্রেরীতে অনুমতি লাভ করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন উচ্চ মানের দূর্লভ পুস্তক ও গ্রন্থরাজি অধ্যয়ণ করিয়া জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করিতে থাকি।[৭৫]

এ বক্তব্য দ্বারাই বুঝা যায় জ্ঞান অন্বেষণে তার অদম্য আগ্রহ কেমন ছিল। মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন আধুনিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। ধর্মীয় গোড়ামী তাঁর ভিতরে কখনই কাজ করেনি। যদিও তিনি আশরাফ আলী থানবীর মুরীদ ছিলেন তথাপি অন্যান্য হক্কানী পীর মুরশীদের দরবারেও তিনি যাতায়াত করতেন। বাংলা আসামের প্রখ্যাত পীরে কামেল পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার ফুরফুরা শরীফের বড়পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) এর খেদমতেও তিনি যাতায়াত করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বহু আলেম-উলামার সংস্পর্শে তিনি ইলম অর্জন করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর ভিতর কোন সংকীর্ণতা কাজ করেনি। ঐ সমস্ত উলামাদের সংস্পর্শে তিনি ইলমে তাফসীর,

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে হাদীস, ফিকহ্, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায় ও তর্ক শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে উত্তমরুপে জ্ঞান লাভ করেন।[৭৬]

পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। একদিকে দেখতে পান ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন, অন্যায় অবিচার, নির্যাতন।অন্যদিকে কতিপয় মুসলমানদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা। একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নোংড়ামী যেমন তাঁকে দ্বীনের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ করে তোলে, অপরদিকে বাংলা সহ পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং বিশ্ব মুসলমানের পশ্চাদপদতা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি তাঁর সঞ্চিত জ্ঞান ও মেধাকে অভিজ্ঞতার আলোকে সমন্বয় সাধন করে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ব্রতী হন। এবং তৎকালীন মুসলিম জাগরণে বহু লেখালেখি করেন। সব প্রচেষ্টার মূলেই ছিল আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত। পার্থিব সুনাম কিংবা স্বার্থ লাভের নিমিত্তে কোন কিছু করেননি। তাঁর বক্তব্যে এ সত্যতা আরো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,"আমার নিজ ওছিয়ত নামায় আমি লিখিয়াছি যে আমার লিখিত কেতাবাদির স্বত্ত্ব সংরক্ষিত হইবে না। উহা কেবল সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করা করা হইল।"[৭৭]

ইলম চর্চায় অপরিসীম প্রচেষ্টা, উলামাদের সংস্পর্শ দ্বীনী খেদমতে আত্মোৎসর্গ তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়ে অমর করে রেখেছে।

০৯.কর্ম জীবন: শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষ মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

মাওলানা নজিবুল্লাহ আমৃত্যু ইলম চর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটলেও লেখনী, সভা-সমিতি, তাফসীর মাহফিল ও অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে এর পূর্ণতা ঘটে। শিক্ষা জীবন শেষে তাঁর বিভিন্ন মুখী কর্মকান্ডে মনে হয় তিনি যেন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করলেন মাত্র। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদীসে চুড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করার পর ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতা রমজানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পরেই রমজানিয়া মাদ্রাসা প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে কলিকাতা রমজানিয়া মাদ্রাসায় উপমহাদেশের অনেক নামকরা ওলামায়ে দ্বীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। মাওলানা নজীবুল্লাহ তাঁদের সাহচর্যে থেকে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। এবং দীর্ঘ চার বৎসর কাল তিনি সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতা করেন।[৭৮] এ সময় তিনি শিক্ষাদানের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেন। অতঃপর মাতৃভূমির টানে ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে কলিকাতা থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ এলাকা নোয়াখালীতে ফিরে আসেন। ১৯৩৬ সাল হতে তিনি নিজ জেলা নোয়াখালীর অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে তিনি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর উত্তর বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করতঃ ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ইং ১৯৩৫ সালের শেষে কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়া নোয়াখালী হেড কোয়ার্টারে কারামতিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করি। ১৯৩৯ সালে বিশেষ কোন আকর্ষণে অত্র মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলভীর পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৩ সন পযন্ত খ্যাতির সহিত উক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া মরহুম পিতা-মাতার আদেশ অনুক্রমে তাঁহাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হই। তৎসঙ্গে মরহুম আব্বাজানের প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-দীক্ষার আদান প্রদান কাজে অংশ গ্রহণের গৌরব লাভ করি। এই অবকাশের মধ্য দিয়া ইউপি- সিপি, চাহারানপুর, দেওবন্দ দিল্লী ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতঃ প্রসিদ্ধ উলামা কেরাম ও বুজুর্গানেদ্বীন এর ছোহবত লাভ করিতে সক্ষম হই।[৭৯]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পিতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মাওলানা নূরুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিজ গ্রাম কাসিম নগর নূরীয়া মাদ্রাসার[৮০] উন্নয়ন কল্পে স্বীয় পুত্রকে নূরীয়া মাদ্রাসায় যোগদানের নির্দেশ দিলে তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা প্রদান করে পিতৃ আদেশ পালন করতঃ নূরীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। এখানে ইলম চর্চার পাশাপাশি তাঁর যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন হয় তা হলো পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থেকে তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করা। অবশ্য তিনি নূরীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার সময় পার্শ্ববর্তী ফতেহপুর মাদ্রাসায়ও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন।[৮১] ১৭ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় কামিল (হাদিস) খোলার প্রাক্কালে তিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৬১ সাল হতে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রিন্সিপাল কাম সেক্রেটারী এবং ১৯৮৩ সাল হতে আমৃত্যু অত্র মাদ্রাসার রেকটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১০.তৎকালীন বগুড়ার সামগ্রিক অবস্থা এবং মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

মাওলানা নজিবুল্লাহ এবং বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গি-ভাবে জড়িত। তাই কারো কারো মতে মাওলানা নজিবুল্লাহকে জানতে চাইলে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে জানতে হবে। সারা জীবন তাঁর যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, অর্জন তাঁর সিংহভাগ জুড়েই মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। তাই মাওলানা নজিবুল্লাহর জীবনীর পূর্ণতা আনতে হলে আমাদের অবশ্যই বগুড়া জেলার ইতিহাস, বগুড়ার তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অবস্থা ও মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস জানতে হবে। কেননা মাওলানা নজিবুল্লাহর কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। মাওলানা নজিবুল্লাহর সাথে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার জড়িয়ে আছে এক কিংবদন্তির ইতিহাস। অত্র মাদ্রাসাটিকে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহ্যবাহী একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পিছনে যাঁর অবদান মূল্যায়ন করে শেষ করা যাবেনা। অতএব তাঁর জীবন চরিত লিখতে গেলে বগুড়া জেলা ও মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সম্মন্ধে কিছু লিখতে হবে।

উত্তর বঙ্গের[৮২] অতি প্রাচীন জনপদ বগুড়া।[৮৩] যা বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন বাংলার পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী শহর ছিল পুন্ডবর্ধনপুর বা পুন্ড্রবর্ধন নগর যা বর্তমান কালের মহাস্থানগড়। খৃষ্টপূর্ব দু'শতাব্দীর ব্রাহ্মী লিপি ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হয়ে প্রাচীন সভ্যতার উপর আলোকপাত করেছে মহাস্থানগড়ের ধ্বংশ স্তুপ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, জৈন, বৌদ্ধ-হিন্দু এবং সর্বশেষে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র ছিল পুন্ড্রবর্ধনপুর বা পুন্ড্র নগর বা মহাস্থান গড়।[৮৪]

এ প্রসংগে প্রফেসর এনামুল হক বলেন,

> বগুড়ার ইতিহাস অতি প্রাচীন। অনার্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম শাসন কাল পর্যন্ত অতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বগুড়া 'উত্তর বঙ্গে' এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেন বংশের পূর্ব পর্যন্ত বগুড়া অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

> প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে পাল শাসন কাল পর্যন্ত বগুড়া 'উত্তর বঙ্গের' রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররুপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। বাংলাদেশে প্রথম আর্য ভাষার শিলা লিপি এই জেলার মহাস্থান গড়ে আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকের মতে বগুড়া হইতেই আর্য–ভাষা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার বিবর্তিত রুপ প্রকাশ পায়। এই দিক হইতে ভাবিতে গেলে দেখা যাইবে আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান অবলম্বন যে ভাষা সেই ভাষায় বগুড়ার স্থান একান্তই বিশিষ্ট।[৮৫]

শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী[৮৬] যিনি সুলতান মাহী সাওয়ার হিসেবে পরিচিত তাঁর দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল মহাস্থানের সু-উচ্চ টিলা। মহাস্থান গড়ের ধ্বংশ স্তুপে আবিষ্কৃত ৭০০ হিঃ মোতাবেক ১৩০০ খৃষ্টাব্দের রুকন উদ্দীন কায়কাইসের শিলা লিপি সূত্রে বলা যেতে পারে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজীর লাখনবতী বিজয়ের পরপরই মুসলিম ক্ষমতা বিস্তার লাভ করেছিল এবং মাহী সাওয়ারের আগমন ঘটেছিল।[৮৭] ইনি পূর্ব পাক ভারতের তাপস শ্রেষ্ঠ। ইসলাম প্রচার প্রচেষ্টায় যে সব দরবেশ আওলিয়াদের এদেশে শুভাগমন হয়েছে, তন্মধ্যে সুলতান বলখীর প্রচেষ্টা অন্যতম ও প্রথম। তাই এই মহান দরবেশকে এ দেশের আউলিয়াদের পথ প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করলে ভুল হবেনা।[৮৮]

হিন্দু অধ্যুষিত বগুড়া অঞ্চল তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রচেষ্টার মধ্যে সুলতান বলখীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দেশে আগমনের পর তিনি সন্দীপে কিছু কাল অবস্থান কালে সেখানে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত থাকেন। পরবর্তীতে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে চলে যান।[৮৯] বগুড়া অঞ্চলের তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাদের নাম চির অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের মধ্যে আরেক জন হলেন তুর্কানশাহ। তিনি অত্যাচারী হিন্দুরাজা বল্লাল সেনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। আরো কয়েক জন সুফী সাধক যেমন বন্দেগী শাহ, বাবা আদম এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯০] এছাড়াও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে যাদের না এসে যায় তারা হলেন, সৈয়দ আলী ফকির, পাঁচপীরের প্রধান পীর, নিমাই পীর, দেওয়ান শাহাদত হোসেন(রঃ), মুকসিদ গাজী শাহ (রঃ), দেওয়ান গাজী রহমান(রঃ), পীর ফতেহ আলী (রঃ), শাহ সুফী মুহাম্মদ কহর উল্লাহ এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।[৯১] এছাড়া এ অঞ্চলে দ্বীন প্রচারার্থে হযরত শাহ জালাল (রঃ) এর নামও শোনা যায়। এ প্রসংগে কাজী মোহাম্মদ মিছের বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারার্থে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ৩৬০ অনুচর সহ শাহজালাল(র) এদেশে আগমন করেন। এই প্রসিদ্ধ সাধকের ধর্মীয় প্লাবন শুধু আসাম ও পূর্ব বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উত্তর বঙ্গের বগুড়াতেও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার পর আরো একদল শাসকের শুভাগমন হয়। ইহারা এদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে শাস্ত্রীয় ইসলামে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন। দেশের শিরক, বিদয়াত, অন্যান্য শরীয়তের বিরুদ্ধে কার্য্য সম্মন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে এই সব শিরক বিদআতের কাজ সমাজে স্থায়ী আসন গাড়িতে পারে নাই।[৯২]

যাহোক প্রাচীন হিন্দু অধ্যুষিত এ অঞ্চলে বিভিন্ন সূফী-সাধকদের আগমনের ফলে ইসলামের প্রচার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় অল্পকালের মধ্যেই। তবে জেলা হিসাবে বগুড়ার সৃষ্টি হয়েছিল ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে।[৯৩] ১৭৫৭ খিষ্টাব্দে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসণের সূচনা হলে আস্তে আস্তে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলা ও ইংরেজ শাসণাধীন এলে বগুড়া অঞ্চল ইংরেজদের অধীনে চলে যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হতে কোম্পানী শাসন আইন শৃংখলা নিশ্চিত করবে- এ লক্ষ্যে এবং প্রশাসন ও বিচারের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভিন্ন জেলায় বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস করতে প্রয়াসী হয়। এ লক্ষ্যে রাজশাহী জেলা থেকে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আদমদীঘি, নওখিলা, শেরপুর, বগুড়া থানাগুলোকে রাজশাহী হতে পৃথক করা হয়। এবং সে সবের সাথে রংপুরের দু'টি থানা ও দিনাজপুরের তিনটি থানাকে যোগ দিয়ে বগুড়া জেলা গঠন করা হয়।[৯৪] যদিও বৃটিশ শাসনামলে এ জেলার সৃষ্টি কিন্তু এ অঞ্চলের ইতিহাস যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল পুরাকীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তা থেকে আমরা এ জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

বগুড়ার উত্তরে দিনাজপুর ও রংপুর জেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও মোমেনশাহী জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও রাজশাহী এবং পশ্চিমে রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা। বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে করতোয়া নদী প্রবাহিত হয়ে বগুড়া জেলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেছে।[৯৫] বগুড়ার জেলার মোট আয়তন ১৪৭৫ বর্গমাইল। বগুড়া জেলা ১৩টি থানায় বিভক্ত।[৯৬] হিন্দু প্রধান এ অঞ্চলে সামাজিক দিক থেকে ততটা উন্নত ছিলনা। সেকালে মদ, মাদকতার প্রচলন ছিল হিন্দু সমাজে খুব বেশি। যেখানে সেখানে মদের প্রয়োজন হতো।[৯৭] হিন্দু জমিদারগণ ছিলেন অত্যাচারী।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করে। এ প্রসংগে কাজী মোহাম্মদ মিছের বলেন,

> তখনকার দিনে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার আরও চরমে উঠিয়াছিল। প্রজা সাধারণকে এমনকি মুসলমান প্রজাকেও বলপূর্বক পূজা দানে বাধ্য করা হইত। এ রুপ প্রকাশ যে, শেরপুরের কোন মুসলিম প্রজা মুর্গী লইয়া হাটে যাইবার কালে কোন হিন্দু দেব মন্দিরের বারান্দা পাড়াইলে হিন্দু জমিদার কর্তৃক জুতার চোটে তাহার শরীর জর্জরিত করা হয়।[৯৮]

পরবর্তীতে অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তবে কিছু হিন্দু কু-সংস্কার এ সময় মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।

শিক্ষা-দীক্ষায় এ অঞ্চলের লোকেরা কিছুটা এগিয়ে ছিল। নারী সমাজেও শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল প্রবল। শরীফ ও খান্দানী ঘরের মেয়েদেরকে মোটামুটি ভাবে কোরআন শরীফ, ফার্শী, কারিমা, গুলেস্তা অল্প বিস্তর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। তবে যাদের অধিক আগ্রহ থাকতো তাদেরকে মেফতাহুল জান্নাত, বেহেশতী জেওর, রাহে জান্নাত, ফেকাহে মোহাম্মাদী প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ আগমনের পূর্বে ও কিছুকাল পর পর্যন্ত ইহার প্রভাব ছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলিম মেয়েদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ঘৃন্য কর্ম রূপে বিবেচিত হত।[৯৯] এর মধ্যে হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ পূর্বক অনেক দূর এগিয়ে যায়। এসময় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। পরবর্তী কালে শহরের কাজী, খন্দকার পরিবারে বিশেষ ভাবে ইংরেজী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রকাশ পেতে থাকে। ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জেলা গঠন এবং ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ মুসলিম সমাজও ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজেও ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সমাবেশ ঘটতে শুরু করে।[১০০] পরবর্তীকালে বগুড়া জেলার শিক্ষার উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখেন ডঃ মুহাম্মদ শদীদুল্লাহ[১০১] মাওলানা নজিবুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ। এখানে প্রকাশ থাকে যে, বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে ডঃ মুহাম্মদ শদীদুল্লাহ অত্র কলেজের ভিত্তি সুদৃঢ় ও সর্বাধিক উন্নতি, অগ্রগতির জন্য তিনি যে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন তজ্জন্য বগুড়া বাসী তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।[১০২] মাওলানা নজিবুল্লাহ এর কীর্তি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

রাখব। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বগুড়াকে সাংস্কৃতিক লীলাভূমি বলা হয়। মধ্য যুগে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে পশুরাম, সুলতানী আমলে উদয়ানাচর্য্য ভাদুড়ী, ইংরেজ আমলে গোবিন্দদেব, মুনশী হামেদ আলী, পাক যুগে মীর আতাউর রহমান, কবি মোস্তাফিজুর রহমান বেলাইল, এস,কে, এম রোস্তম আলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।[১০৩]

ইংরেজ আমলে যখন অত্যাচার, অবিচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন সারা বাংলার জনগণের সাথে বগুড়া বাসীও ইংরেজ যুলুমের বিপক্ষে আশ্রয় নেয়। ইংরেজ বিতাড়নে ফকীর, সন্ন্যাসীরা জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়। বগুড়া মহাস্থানে ফকীর নেতা মজনু শাহের প্রধান আস্তানা ছিল। ফকীর আন্দোলন বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে।[১০৪] কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ত্রাস স্বরুপ ছিলেন। বেশ কয়েকবার তাঁর সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাঁধে। ১৮০০ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত তিনি এতদঞ্চলে ফকীর আন্দোলন অব্যহত রাখেন।[১০৫] ইংরেজ শাসকদের প্রত্যেক প্রতিনিধিই ফকীর মজনু শাহের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। মুহাম্মদ আবু তালিব এ প্রসংগে উল্লেখ করেন,

> ১৭৭৬ সালের ঘটনা। মিঃ গ্লাডউইন বগুড়া জিলার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে বগুড়ায় আসেন। এসেই তিনি বিখ্যাত ফকীর নেতা মজনুর বগুড়া উপস্থিতির কথা জানতে পারেন। মিঃ গ্লাডউইন ভীত হয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিলের নিকট কিছু সৈন্য সাহায্য চান। কিন্তু কাউন্সিল অপরাগতা জানালে মিঃ গ্লাডউইন এতই ভীত হয়ে পড়েন যে তিনি অবিলম্বে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ এক কড়া চিঠি লেখেন।[১০৬]

আজাদী সংগ্রামে আত্মত্যাগীদের মধ্যে বগুড়া অঞ্চলের আরেকজনের নাম এসে যায় তিনি হলেন প্রফুল্লচাকী। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে জন্মগ্রহণ করলে বগুড়াতেও ইহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ১৯২১ সালে প্যারি শংকর দাসবাবু কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করে নাগপুরের প্রস্তাব অনুযায়ী বগুড়ায় কংগ্রেসের কমিটি গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন ডাঃ প্যারি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বে ঢাকার নওয়াব জনাব হাবিবুল্লাহ বাহাদুরের আগমনে বগুড়ায় এই লীগ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়ায় মুসলিম লীগের শক্তিশালী কমিটি গঠন হয়। এছাড়া ওয়াহাবী আন্দোলন ইস্যুতে বগুড়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায়ে বগুড়ার যাদের নাম স্বার্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁরা হলেন মোহাম্মদ আলী, মজিবর রহমান,মোজাহার হোসেন, ডাঃ কসির উদ্দীন তালুকদার, মৌলভী ফজলুল বারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[১০৭]

ভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অনুসরণে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সংগঠন গড়ে ওঠে। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফুরফুরার পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রঃ)। মোজাহার হোসেনের নেতৃত্বে বগুড়ায় ইহার একটি শাখা ও ইসলাম মিশণ গড়ে ওঠে।

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বগুড়ার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বগুড়া বাসীর সম্পৃক্ততা ইতিহাসে তাদের বিশেষ স্থান দিয়েছে।

করতোয়া বিধৌত প্রাচীন এ অঞ্চলকে ঘিরে রয়েছে যেমন বিভিন্ন উপকথা তেমনি রয়েছে গৌরবময় কর্মকান্ডের সর্বজন স্বীকৃত ইতিহাস। এমন এক ঐতিহাসিক স্থানে বগুড়ার মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষার উন্নয়নে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা, ইংরেজী ১৯২৫ সালের ১লা জুলাই মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালের ১৪ই আষাঢ় বগুড়ায় সুত্রাপুর মহল্লার সাতানী মসজিদে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়।[১০৮] বিশেষত উত্তরাঞ্চল সহ সারা বাংলায় ইসলাম শিক্ষার যে দৈন্যদশা চলছিল; মুসলিম সমাজের যে অধঃপতন ঘটছিল তা থেকে উত্তোরনের নিমিত্তেই মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা। প্রথম পর্যায়ে ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষার ন্যায় মসজিদে বিভিন্ন শ্রেণীর পড়াশুনা চলতে থাকে। ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (র) খান্দানী সিলসিলার উর্ধ্বতন কামিল পুরুষ মাওলানা মুস্তাফা আল-মাদানীর নাম অনুসারে এই মাদ্রাসার নাম করণ করা হয় মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।[১০৯] প্রতিষ্ঠাতা ও মাদ্রাসার প্রথম সভাপতি হিসেবে বগুড়া রক্ষণশীল ও সম্ভ্রান্ত সাতানী জমিদার পরিবারের তৎকালীন জমিদার মরহুম খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও ত্যাগ মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসাকে আজকের এ পর্যায়ে আসার পথকে সুগম করে তুলেছে। পরবর্তী কালে এ পরিবারের যোগ্য উত্তরসূরি তৎকালীন পাকিস্তানের বিশিষ্ট কুটনীতিক, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান মাদ্রাসার ক্রমোন্নতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন। এরপর যার নামটি এসে যায় তিনি ও সাতানী জমিদার পরিবারের কৃতি সন্তান মাহবুবুর রহমান চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

যিনি অত্র মাদ্রাসার ফাউন্ডার, সহ-সভাপতি ও আজীবন সদস্য ছিলেন। মোটের উপর সাতানী জমিদার পরিবার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তেমনি তাঁদের এই মহৎ কর্মকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বগুড়ার ধর্মপ্রাণ সাধারণ জনগণ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সাধনাই আজকের আধুনিক মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় আর যাদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখতে হয় তাঁরা হলেন মুনশী নায়বুল্লাহ, মুনশী আহমদ উদ্দীন, মুনশী হামীদ উদ্দীন খন্দকার, মুনশী খাদেম আলী, মুনশী সরম উদ্দীন খলীফা, মুনশী হাবিবুর রহমান মিয়া, হাফিজ আব্দুর রহমান, হাজী মূনীর উদ্দীন প্রামানিক, মৌলবী মাহমুদুল্লাহ, দীন মুহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই শুরু হয় সাতানী মসজিদের মাদ্রাসার যাত্রা পথ। সাতানী মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাওলানা নিজামুদ্দীন গজনী ছিলেন এ মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক। মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মাদ্রাসা অন্যত্র স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসাটি মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা হতে কলিকাতা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীগণ আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ছাত্র সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুনরায় মাদ্রাসার জায়গা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাদ্রাসাটি স্থানান্তর করা হয়। এমতাবস্থায় সে সময়ের নিবাহী পরিষদ কর্তৃক শহরের উপকণ্ঠে নামাজগড় গোরস্থানের উত্তরে নিশিন্দারা মৌজার দক্ষিণ পূর্ব সীমায় ১৯৪১ সালে স্থানান্তরিত করা হয়।[১১০] এ সময় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অত্র মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন মাওলানা নজিবুল্লাহ। ১৯৪০ সালে তিনি প্রধান মৌলভীর পদে উন্নীত হয়ে অত্র মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে যিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। যদিও প্রথমাবস্থায় তিনি ৪/৫ বছর এই গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে পিতার আদেশে সাময়িক ভাবে বগুড়া ত্যাগ করে নূরীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে জন্ম হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। কলিকাতা মাদ্রাসা বোর্ড তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) রাজধানী শহর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এবং সেই সাথে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় কামিল হাদীস কোর্স চালু কর হয়। ১৯৪৯ সালে কামিল খোলার পর

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নজিবুল্লাহ সর্বপ্রথম এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন।[১১১] কামিল হাদীস চালু করার সময় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একজন যোগ্য ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর বিকল্প কাউকে না পেয়ে অনেক যোগাযোগ করে পিতা মাওলানা নূরুল্লাহকে অনেক অনুরোধ করে মাওলানা নজিবুল্লাহকে অধ্যক্ষের পদে সমাসীন করেন।এ প্রসংগে তিনি নিজে বলেন,

> ১৯৪৯ সালে যখন মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার গভর্নিংবডি টাইটেল খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, আমাকে পুনঃ পাইবার মানসে তৎকালীন মুরুব্বীগণ এমনকি তৎকালীন জেলা মেজিষ্ট্রেট ছাহেবও আমার আব্বাজানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উক্ত সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আমাকে প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্তিপত্র প্রদান করেন। আমি যথাসময়ে কার্যে যোগদান করিয়া উক্ত কাজে সহায়তা করিতে চেষ্টা করি।[১১২]

আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে বুজুর্গানে দ্বীনের নেক দু'আ, ধর্মপ্রাণ জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উপস্থিতিতে ১৭ই অক্টোবর ১৯৪৯ সালে অত্র মাদ্রাসায় হাদীস শাস্ত্রে কামিল খোলা হয়। এ প্রসংগে মাওলানা নজিবুল্লাহ ১৯৮৩ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রথম পূনর্মিলনীতে স্মৃতিচারণ করে বলেন, "ইহার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্খী ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সনে ১৭ই অক্টোবর এই প্রতিষ্ঠানে কামেল হাদিস খোলা হয় এবং এই খাদেমকেই প্রিন্সিপালের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়।"[১১৩] ইংরেজী ১৯৫১ সালে এই মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা প্রথম কামিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। এটাই (মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা) সম্ভবত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাদ্রাসা।[১১৪] পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর দায়িত্ব নিয়ে আসেন জনাব ওবায়দুল্লাহ। দ্বীনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার কারণে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৫ সালের ১৭ই অক্টোবর কামিল তাফসীর বিভাগের ক্লাশ উদ্বোধন করা হয়। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "১৯৬৫ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর সর্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠানেই কামেল তাফসীর বিভাগ প্রবর্তন করিয়া খোদার ফজলে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করা হয়।"[১১৫] তবে যত সহজে কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার কথা বলা হলো বাস্তব অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

তদ্রুপ ছিলনা। কেননা কামিল তাফসীর তৎকালীন পাকিস্তানের অন্য কোন আলিয়া মাদ্রাসায় ছিলনা। নতুন একটা বিভাগ চালু করতে মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমোদন ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। মাওলানা নজিবুল্লাহ তখন মাদ্রাসা বোর্ডের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। বোর্ডের সদস্যদের জরুরী বৈঠকে যখন অত্র মাদ্রাসায় তাফসীর বিভাগ খোলার প্রস্তাব তুললেন তখন সকলে এটাকে খাম-খেয়ালীপনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাসা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান বললেন, তাফসীর ক্লাস খোলা হবে কিন্তু পাঠ দানের জন্য লোক পাওয়া যাবে কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, লোক তৈরি করে নিতে হবে। প্রথমাবস্থায় কিছুই তৈরি থাকে না। আর আমরাতো তাফসীর শাস্ত্র অধ্যায়ন করেছি যদিও এ সংক্রান্ত ডিগ্রী নাই এবং এ লক্ষ্যে সিলেবাস ও তৈরী করা আছে অতএব আল্লাহর উপর ভরসা করে তাফসীর বিভাগ খুলতে আপত্তি কোথায়?[১১৬] মাওলানার ধারালো বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার অনুমতি লাভ করেন। এরপর তিনি শিক্ষক সংকটে পড়েন। বহু কষ্টে তিনি এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার বহু পূর্ব থেকেই তিনি এর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। মাদ্রাসার নিজস্ব তহবিল পুনর্বিন্যাস, লাইব্রেরীর স্বয়ং সম্পূর্ণতা, মাদ্রাসা ভবনের সংস্কার বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাফসীর বিভাগের জন্য তৎকালীন ৬০,০০০ টাকা বর্তমানে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তকাদি সংগ্রহ করে মাদ্রাসা পাঠাগারকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলেন । তিনি কারো প্রশংসা বা সমালোচনার পরওয়া না করে মাদ্রাসার উন্নতির জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টার পিছনে পেয়েছেন কতিপয় ধর্ম প্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। তিনি বলেন,

> যাহাদের ঐকান্তিক নেক নজর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে তাঁহাদেরকে জানাই আন্তরিক অসীম অসংখ্য শ্রদ্ধা। তাঁহাদের সুখ্যাতি অক্ষুন্ন থাকুক, তাঁহার সুনাম চিরস্মরণীয় হউক, তাঁহারা সফল হউন চিরসুখী হউন। ইহ ও পরকালে এই আমার অন্তরের কামনা।[১১৭]

বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসায় তাঁরই প্রচেষ্ঠায় প্রথম তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। যা পরবর্তীতে অন্যান্য মাদ্রাসায়ও অত্র বিভাগের বিস্তার লাভ করে।মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হোসেন বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর আক্ষেপ করে বলতেন, মাদ্রাসা গুলোতে হাদিছ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের ও পড়াশুনার সুযোগ আছে অথচ আল্লাহর কালাম পাকের চর্চা হবেনা অর্থাৎ কুরআনের গবেষণা হবেনা এটা হতে পারে না। যে করেই হোক মাদ্রাসা গুলোতে তাফসীর শাস্ত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। বিশেষঃত মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় এর গোড়াপত্তন করা হবে ইনশাআল্লাহ।[১১৮]

পরবর্তীতে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্ঠায় কামিল তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্বেও কামিল ক্লাশের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৯৬৬ সালের ১৭ই অক্টোবর। যে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন বগুড়ার ডেপুটি কমিশনার ও মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভাপতি জনাব লতিফুল বারী। অত্র অনুষ্ঠানে মাওলানা নজিবুল্লাহ আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন,

অদ্য ১৯৬৬ সালের ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ সালের এই ১৭ অক্টোবর অত্র মাদ্রাসায় সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্রে কামিল ক্লাশ খোলা হয়। এবং বিগত ১৯৬৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তাফসীর শাস্ত্রের কামেল ক্লাশও খোলা হইয়াছে। সুতরাং এই দিনটি আমাদের জন্য একটি মহা পবিত্র দিন। এবং এই মাদ্রাসাটি উত্তর বঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠতম ডবল টাইটেল মাদ্রাসা। আরও প্রকাশ থাকে যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে তাফসীর শাস্ত্রের কামেল ক্লাশ একমাত্র এই মাদ্রাসা ব্যতিত আর অন্য কোথাও নাই।[১১৯]

অত্র অনুষ্ঠানে তিনি বিগত পাঁচ বছরের বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার ফলাফলের সারণী তুলে ধরেন।

ক্রঃ নং	সন	সেন্টাপ ছাত্র সংখ্যা	পাশকরে	পাশের গড়
০১	১৯৬২	২১ জন	১৯ জন	৯৪%
০২	১৯৬৩	২৫জন	২৫জন	১০০%
০৩	১৯৬৪	২৯জন	২৪জন	৮৩%
০৪	১৯৬৫	৩৭জন	২৬ জন	৭০%
০৫	১৯৬৬	৬০জন	৪৪জন	৭৩%
	মোট	১৭২	১৩৮	৮০.৫%

সারণী-১-[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মৌলভী হাবীবুর রহমানের সহায়তায় মাওলানা নজিবুল্লাহ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সরকারি বিভিন্ন অনুদান লাভে সক্ষম হন। এ প্রসংগে তিনি বলেন,

> আমি অত্যন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশান্তে ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বিগত ১৯৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬ সালে যথাক্রমে পঁচিশ হাজার, দশ হাজার, আটহাজার, ও দেড় হাজার সর্ব্বমোট চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মহান কেন্দ্রীয় সরকার হইতে অত্র মাদ্রাসা এডহক গ্র্যান্ট লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্বে কখনও কোন গ্র্যান্ট কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাওয়া যায় নাই।[১২১]

দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষাদানের তাগিদে টাইপ রাইটিং, বুক বাইন্ডিং, দর্জি বিজ্ঞান প্রভৃতি কারিগরি বিভাগ চালু করা হয়।[১২২] বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞান কোর্স মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলে মাওলানা নজিবুল্লাহ সাহেবের যোগ্য পরিচালনায় আলিম ও ফাজিল শ্রেণীতে যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালে এ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান কোর্স প্রবর্তিত হয়।[১২৩]

১১.মাওলানা নজিবুল্লাহ এর লেখালেখির প্রেক্ষাপট ও রচনাবলি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালী মুসলিম সমাজে যখন চরম দৈণ্যদশা পরিলক্ষিত হচ্ছিল সে সময়ে ইসলামী সাহিত্য রচনায় মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর দীপ্র আবির্ভাব। সে সময়ে মুসলিম সমাজে বিরাজ করছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা। আলিম সমাজের দায়িত্বহীনতা মুসলমানদের সামাজিকভাবে আরো পংকিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। অবশ্য এ সময়ে আকরাম খাঁ সহ কতিপয় মুসলিম লেখক জাতিকে সঠিক আলোর পথ দেখাতে এগিয়ে আসেন। মাওলানা নুজিবুল্লাহ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ছাত্র অবস্থা থেকেই লেখা লেখিতে তার সূত্রপাত। এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে পরবর্তিতে কর্মজীবনে এ প্রসংগে মাওলানা নিজে উল্লেখ করেন,

> ১৯৩২ সালে টাইটেল পাশ করার পর পরেই কোন জনকল্যাণ সংস্থায় অংশগ্রহণ করিয়া লেখনীর মাধ্যমে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

> সংশ্রবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করি। এই সংশ্রবে রমজানীয়া মাদ্রাসায় জ্ঞানের আদান প্রদানের একটি বিশেষ সুযোগ লাভ করিতে সক্ষম হই।[১২৪]

এরপর লেখালেখিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদে সমাসীন থাকা অবস্থায়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষনায় মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত হয় 'আল-মুস্তাফা' শীর্ষক পত্রিকা। অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজের সর্বত্র ইসলামী মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি কলম যুদ্ধ শুরু করেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দৈন্যদশা দৃষ্টে তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চাকে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে বলেন,

> যাহোক এরূপ বাংলা ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক এবং কেতাব আজেবাজে কথা দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে হইল যে, তাহকীক তত্ত্ব দ্বারা লিখিত, দলীল প্রমাণ দ্বারা সংগৃহীত এমন কিছু কেতাব বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা অবশ্য দরকার, যা দ্বারা সর্ব সাধারণ ঈমানদারগণ ধর্মীয় জ্ঞান, আহরণ করিতে সুযোগ লাভ করিবেন।[১২৫]

তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গিতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষের সুবিশাল ও কঠিন পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাঝেও বাংলা ভাষায় ইসলামী-সাহিত্য রচনায় নিমগ্ন থেকে দ্বীনী দাওয়াতের বিশাল খেদমত করে গেছেন। মুসলিম চেতনা জাগরণে নিজের দায়িত্ব পালনে তিনি ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত করে 'মকছদুল মুত্তাকীন' শীর্ষক ৩ খন্ডে বিভক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। যেটি ছিল সময়োপযোগী আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে ইসলামী বিধানবলীর অপূর্ব সমন্বয়। অবশ্য এর আগে ও তার উর্দূ ভাষায় রচিত মুকাদ্দিমা- ই-ইলমি তাফসীর শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে সে দুটি কিতাব ছিল উর্দু ভাষায়। তিনি নিজে লেখালেখি করতেন। পাশাপাশি ছাত্র ওশুভ্যানুয়ীদের পরামর্শ দিতেন লেখালেখির মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করার। পার্থিব সুনাম কিংবা স্বার্থের জন্য তিনি কখনও এমনটা করেননি। আমরা এ পর্যায়ে মাওলানা নজিবুলাহ এর রচনা কর্মের তালিকা উপস্থাপন করবো। পরবর্তীতে সাহিত্য সমালোচনা অধ্যায়ে যার বিশ্লেষণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.০১.প্রকাশিত গ্রন্থ সমুহ

এক. মকছুদুল মুত্তাকীন, মাওলানা নজিবুলাহ রচিত এ গ্রন্থটি আবুল ওয়াফা এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক ১৯৬৭ সনে বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। তিন খন্ড সম্বলিত আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৫।

দুই. বিভিন্ন সমস্যার যথাযোগ্য ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান। মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি আবুল ওয়াফা এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬।

তিন. মুকাদ্দিমা-ই-ইলামি তাফসীর : উর্দ্দু ভাষায় রচিত ৪৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি কুতুব খানায়ে হামীদীয়া, বগুড়া কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

চার. আল-মানহাজ আল-কাভী-ফী শরহি- আল মুকাদ্দিমা লিল দিহলভী : আল হাদীসের বিধিবিধান সম্বলিত এ গ্রন্থটি মাদ্রাসা লাইব্রেরী, বগুড়া কর্তৃক হিজরী ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০।

পাঁচ. বেহতারীনে উর্দু ইনশা : উর্দ্দু ভাষায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি ১৫ আগস্ট ১৯৬৮ সালে হক প্রিন্টিং প্রেস বগুড়া কর্তৃক মুদ্রিত এবং আবুল ওয়াফা ওয়া বেরাদারান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩।

ছয়. বারাকাতে উর্দু: উর্দু ভাষা শিক্ষার প্রসিদ্ধ এ গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে এ.বি.এম. আ: কুদ্দুস কর্তৃক নূর কিতাব খানা, বগুড়া থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬।

সাত. নূরী খোতবাহ : মৌ: এ.বি.এম. আ: কুদ্দুস কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭।

আট. আল্লামা মউদুদী বায তাছনীফ পর সরসরী নযর (আল্লামা মউদুদী এর কতিপয় রচনার উপর দৃষ্টিপাত) এস্তেকফাল প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

নয়. কিতাব আল-ইলমা, ফীল কাওয়ানীন আল-ইনশা। এটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১১.০২প্রকাশিত প্রবন্ধ সমুহ

মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ সমুহ যেগুলো 'আলু মস্তাফা'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পায় তা নিম্নরূপ।

	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশের সাল
১.	পবিত্র ঈদ	আল মুস্তাফা	১৯৫২
২.	মূলনীতি	ঐ	১৯৫৩
৩.	ইসলামিজম	ঐ	১৯৫৪
৪.	মত ও মন্তব্য	ঐ	১৯৫৬
৫.	মার্কসের একটি থিওরী	ঐ	১৯৫৫
৬.	যুগের বাণী	ঐ	১৯৫৭
৭.	গোড়ার কথা	ঐ	১৯৬৬-৬৭

১১.০৩ পান্ডুলিপি

মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক রচিত পাণ্ডুলিপি যেগুলো আমাদের হাতে আছে সেগুলো যথাক্রমে

১. আচ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামুল হাম্মাম আলবুখারী (র): এক পাতায় রচিত উর্দূ ভাষার আলোচ্য এ পান্ডুলিপিটির পাতার মাপ ৯"x৬.৭" এবং পাতা সংখ্যা ১৪। ২৭মার্চ লেখা শুরু হয়ে এটি সম্পাদিত হয় ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে।

২. ইলমুত তাফসীর: এক পাতায় রচিত উর্দূ ভাষার আলোচ্য এ পান্ডুলিপিটির পাতার মাপ ১৪"x৯" এবং পাতা সংখ্যা ৫ ।রচনা কাল উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তারিখুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস): এক পাতায় রচিত উর্দূ ভাষার আলোচ্য এ পাণ্ডুলিপিটির পাতার মাপ ১৩"×৭.৭" এবং পাতা সংখ্যা ৪৯২। আলোচ্য রচনা কর্মটি সম্পাদিত হয় ১৯৩০ সালে।

৪. তাজকিয়াতুল আমত্তয়াল (সম্পদের পরিশুদ্ধতা): এক পাতায় রচিত উর্দূ ভাষার আলোচ্য এ পাণ্ডুলিপিটির পাতার মাপ ৬.৫"×৬.৫" এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭। আলোচ্য রচনা কর্মটি সম্পাদিত হয় ১২ আগষ্ট১৯৫০।

৫: উছওয়াতুন হাছানাহ (উত্তম আদর্শ): উভয় পৃষ্টায় উর্দূ ভাষার আলোচ্য এ পাণ্ডুলিপিটির পাতার মাপ ৮.৫"×৬.৭" এবং পাতা সংখ্যা ৯৩। আলোচ্য রচনাকর্মটি সম্পাদিত হয় ১৩০৬ হিজরি সালে।

১২. রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

মাওলানা নজিবুল্লাহ বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তাঁর নিকট প্রেরিত মাদ্রাসা বোর্ডের এক চিঠির মাধ্যমে জানা যায় ঐ সময় তিনি প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।[১২৬] বরাবর প্রচারবিমুখ এ ব্যক্তিটি কখনও নিজের সম্পর্কে কোন তথ্যসংরক্ষণের গুরুত্ব দিতেন না। ফলশ্রুতিতে এ সংক্রান্ততেমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণপত্র পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন পর ১৯৬৮ সালে শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে বোর্ডের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। মাওলানা নজিবুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে লেখা শিক্ষা বোর্ডের চিঠি[১২৭] নিচে দেয়া হলো।

Govt. of East Pakistan.
Education Dept. Section- vii
No. Svii/250 (17)Edn.d.t.27th April, 1968

From : Mr A.N.M Eusuf C,S,P
Dy Secy, Education Deptt.

Dhaka University Institutional Repository

Sir, With Reference to this office No. Svii/69/1(18) Ebn. d.t. 1-2-68, I have the honour to send here with the name of the non-officeal members approved for the commities for Seection of mosque and their I mams for Information and Immediate mecessary action.

এর পর তিনি মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি, অনুমোদন কমিটি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরেও তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ বাকি বিল্লাহ খান কর্তৃক রেজিষ্ট্রার মোঃ আব্দুল খালেক প্রেরিত মাওলানা নজিবুল্লাহকে লেখা পত্রের[১২৮] মাধ্যমে যার প্রমাণ পাওয়ায় যায়। চিঠিটি হুবহু নিচে দেওয়া হলো

Bangladesh Madrasah Education Board
2, Orphanage Road, Bakshibajar, Dacca,

Notification
No 654/c -131 Dated: 2. 01 1980
In terms of sectoon 5 of the First Regulation appended to the Madrasah Education Ordinance, 1976 (Ord no. Of 1978) the curriculam and courses of studies Committee for the Quran, Hadith, and Fiqh & Vsul-i Fiqh is constituted with the following members.

তিনি বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও তাঁর ছাত্র ও ছিল।

এরপর ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান[১২৯] শাহাদাত বরণ করলে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন ১৯৮২ সালের ২৩শে মার্চ তৎকালীন সেনা বাহিনীর প্রধান এরশাদ বৈধ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে অপসারণ করে।[১৩০] এসময় এরশাদ দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অবণতি ঘটেছে এই অজুহাত খাড়া করে দেশের সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে মন্ত্রীসভা ও সংসদ ভেঙ্গে সংবিধানকে স্থগিত করে দেশে সামরিক শাসন জারী করেন। জেনারেল এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক শাসক হন। সামরিক আইন জারীর কিছুদিন পর বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোন মোহ নেই। এ প্রসংগে শিরীন মজিদ বলেন, "সামরিক শাসন জারীর কিছুদিন পর

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদ যে কাজটি করলেন তা হলো নিজেকে সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিচার পতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা"।[১৩১] যদিও প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীন চৌধুরীর হাতে ক্ষমতা ছিল নিতান্তই কম।এ প্রসংগে শিরীন মজিদ উল্লেখ করেন,

> অবশ্য আহসান উদ্দীন নামে মাত্র বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাকে সর্বদাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে সকল কাজ করতে হতো। প্রেসিডেন্টর নিজস্ব কোন নির্দেশ বা নীতিমালা প্রণয়ন করার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এরশাদই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীনকে শুধু জনগণের সামনে তুলে ধরা হত। এবং আকার ইঙ্গিতে এরশাদ সারাক্ষণ এটাই বোঝাতে চাইতেন তিনি অতি শীঘ্রই ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কেননা তাঁর কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই।[১৩২]

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী সামরিক শাসনের বেড়াজালের মধ্যে থেকে একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা হলো রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাত গ্রহন করে দরিদ্র বিমোচনে তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে যাকাত বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে মাওলানা নজিবুল্লাহকে ১১ই জুন জরুরী তারবার্তার মাধ্যমে বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ১৯৮২ সালের ৩রা জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্ট আ, ফ, ম, আহসান উদ্দীন চৌধুরী কে সভাপতি ও মাওলানা নজিবুল্লাহকে যুগ্ম-সচিব করা হয়। উক্ত বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা ও ধর্মমন্ত্রী আব্দুল মজিদ খান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল বারী, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমেদ, মাদ্রাসায় আলিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ ডঃ আইয়ুব আলী। বরিশালের মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী প্রমূখ ব্যক্তি বর্গ। উক্ত বোর্ডে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

> সরকারী ভাবে যাকাত আহরণ এবং মুসলিম শরীয়ত অনুসারে তাহা খরচের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮২ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ বলে একটি

Dhaka University Institutional Repository

> যাকাত ফান্ড গঠন করিয়াছেন। এই যাকাত ফান্ডের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ নং ধারার ক্ষমতা বলে সরকার নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি যাকাত বোর্ড গঠন করিয়াছেন।এই মুহূর্তে থেকে এই বোর্ড কার্যকরী হইবে।[১৩৩]

যাকাত বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ই জুলাই ১৯৮২ সকাল ৯ টায় বঙ্গভবনে।[১৩৪] বিচার পতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে,

> বর্তমানে আমাদের দেশের মুসলমানগণ প্রতি বছর ব্যক্তিগত ভাবে যাকাত আদায় করায় গরীব মিসকিনদের স্থায়ী উপকার হচ্ছেনা। তাই যাকাতকে জাতীয় পর্যায়ে সরকারী ভাবে আরোহণ করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক সুনির্দিষ্ট পন্থায় ব্যয় করলে স্থায়ী সুফল পাওয়া যাবে।[১৩৫]

উক্ত সভায় মাওলানা নজিবুল্লাহ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি শরীয়ত বিধান অনুযায়ী যাকাত তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অত্র রেজুলেশনের প্রথম পাতায় উল্লেখ করা হয়, সভাপতির বক্তব্যের পর যাকাত আদায় এবং খরচের উপর বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মৌলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী, ডঃ মুহম্মদ আব্দুল বারী, মাওলানা আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, ডঃ সিরাজুল হক, এবং ডঃ এ.কে.এম আইয়ুব আলী প্রমুখ প্রখ্যাত আলেমগণ।[১৩৬] অত্র সভায় যাকাত বোর্ডের গঠন, প্রকৃতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিস্তারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ৩১শে মে, ১৯৮৩ এবং ১১ই জুন ১৯৮৩ যাকাত বোর্ডের পরবর্তী সভাগুলো বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মিটিং-এ বঙ্গ ভবনে মাওলানা নজিবুল্লাহ উপস্থিত থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। চতুর্থ সভায় তিনি অন্যান্য সদস্যের সাথে যাকাত বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জেলা কমিটিতে আলিম সংযুক্তি, যাকাত বোর্ডের মনোগ্রাম সহ অন্যান্য পরামর্শ দান করেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয়,

> যাকাত বোর্ডের মনোগ্রাম লেখার ব্যাপারে বাংলা তরজমা, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় কর লেখা থাকিবে। ইহার দ্বারা পুর্বে গৃহীত বাংলা তরজমার সিদ্ধান্ত বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে। আরবী লেখার উপর কোন পরিবর্তন হইবে না। মনোগ্রামের ব্যাক গ্রাউন্ড "কুয়াতুল খুদরা" হইবে।[১৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

যদিও পরবর্তীতে এই সংগঠনের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায়। এভাবে মাওলানা নজিবুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় পাকিস্তান সরকারের আমলেও তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য করা হয় মাওলানা নজিবুল্লাহ কে। উক্ত কমিটির সদস্য পদের যে চিঠি দেয়া হয় তাতে বলা হয়,

> ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে স্কুল প্রাঙ্গনে জনসভায় উপস্থিত হতে পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আপনাকে উক্ত অনুষ্ঠানে ১০.৩০ ঘটিকায় উপস্থিত হয়ে আপনার সংরক্ষিত আসন গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।[১৩৮]

উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা নজিবুল্লাহ আল্লাহ ও রাসূলের প্রসংশা দিয়ে তার প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন বার্তা পাঠ শুরু করেন। প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি পাকিস্তানের মুসলমানদের আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত ভাবে ধরার আহবান জানান। সমস্ত শয়তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ী করতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। সমস্ত পাকিস্তানের মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও সম্মৃদ্ধি কামনা করেন।[১৩৯]

১৩.রাজনীতি: সদস্য জামায়াতে ইসলামী, নির্বাচনে অংশগ্রহণ

মাওলানা নজিবুল্লাহ রাজনীতিকে উপেক্ষা করেননি অনেকের মত। তিনি রাজনৈতিক কর্ম কান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করাকে নিজের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সংযুক্ত হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের ক্ষত বিক্ষত স্বদেশবাসীর সুদীর্ঘ আজাদী সংগ্রামের এক যুগসন্ধিক্ষণে ১৯২৯ সালের ২৪শে নভেম্বর তৎকালীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় জন্ম হয়েছিল মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়াহ।[১৪০] জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার জন্মলগ্ন থেকেই তিনি অত্র সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত করেন। তিনি আসাম বাংলার জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ১৯৩১-৩২ সেশনে সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন।[১৪১] এরপর তিনি কামিল পাশ করার পর যখন চাকরীতে যোগদান করেন

Dhaka University Institutional Repository

তখন তিনি জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। এবং পাকিস্তান সৃষ্টি আন্দোলনে সহায়তা করেন। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন,

> বৃটিশ আমলে ছাত্র জীবন হইতেই দেশকে মুক্ত করার প্রয়াসে জন সমুদ্রের সঙ্গে দেশ সেবার সাঁড়া দেওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করিয়া আসিতেছিলাম। মরহুম জিন্নাহ সাহেবের ডাকে মুসলিম লীগের ঝান্ডা তলে মুসলিম জনতা একাত্মবোধ করিতেছিল ইহা স্বাভাবিক কথা। বিশেষতঃ ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা মরহুম আবুবকর ছিদ্দিক সাহেব ও মুজাদ্দেদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর আদেশে ইঙ্গিতে ঈমানদার মাত্রই একযোগে উক্ত কাজে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলাম।[১৪২]

মাওলানা নজিবুল্লাহও উক্ত আন্দোলন থেকে দুরে থাকতে পারেননি। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইংরেজ গন দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এবং মুসলমানদের যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে দেশ ভাগ করে জন্ম নেয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। এ সময় মাওলানা নজিবুল্লাহ দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসেও একবার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমন সুযোগ ঘটে। এবং বুজুর্গানেদীনের জিয়ারতের সুযোগ ঘটে। ভারত বিভক্তির সেই করুন দৃশ্য ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে দিল্লি থাকা কালীন অবস্থায় নিজ চক্ষে দেখার মত সুযোগও ঘটে এই অধমের।[১৪৩]

দেশ বিভাগের পরে পেশাগত কারণে সরাসরি রাজনীতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন না করতে পারলেও তিনি দূরে যাননি। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত পাকিস্তানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।[১৪৪] এযুদ্ধ স্থায়ী হয় ১৭দিন।[১৪৫] এ সময় মুসলমানদের জান-মাল হুমকির সম্মুখীন হয়। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের উপর ইসরাঈলের ঘৃণ্য হামলা তাকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি বিশ্ব ব্যাপী জনমত গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন।[১৪৬] জনমত গঠনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে তিনি মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত[১৪৭] সহ অন্যান্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যার ধারাবাহিকতায় ইরানের প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ খোমেনী (র) এর সাথেও তাঁর পত্র যোগাযোগ ঘটে। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলমানদের অবস্থা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সাদাতকে আরবীতে যে পত্র লেখেন তা অনুবাদ করলে মোটামুটি এরুপ দাড়ায়।

দ্বীনের নগন্য খাদেম আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত মুসলিম বিশ্বের সম্মানিত নেতা মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এর প্রতি। সালাম বাদ আরজ এই যে, এই নাদান বান্দাহ মুসলিম বিশ্বের কিছু সমস্যা সম্বলিত দরখাস্ত আপনার নিকট পেশ করছে। আপনি আমার পত্র খানি গুরুত্ব সহকারে গ্রহন পূর্বক জবাব দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন। আর সেটিই হলো সৎ ও নেককারদের মহৎগুন। তাওহীদের মূলমন্ত্র কালিমার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলমানদের যে ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক সেই সম্পর্কের জের ধরেই আপনার দরবারে এই বান্দাহর উপস্থিতি।

আর এই কালিমার বন্ধনের দরুন হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নিয়েছে মুসলমানদের পৃথক আবাসভুমি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। যদি বৃটিশ বিভাজনের সময় বিষয়টি হিন্দুস্তানের হিন্দুরা ভাল চোখে দেখেনি তথা বিরোধীতা করেছে। আর তাই হিন্দুস্তান মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ সহিংস কর্মকান্ডে লিপ্ত। ফলে তারা কখনও পাকিস্তান আক্রমন করছে। এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। এবং হিন্দুস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নামে মুসলিম নিধন চলছে। মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য জেনারেল ইয়াহইয়া ক্ষমতা গ্রহন করেছেন। ইসলামী পাকিস্তান সুরক্ষায় তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা ইসলাম ও একেশ্বর বাদীদের চরম শত্রুতে পরিণত। তারা পাকিস্তানের ধ্বংশ চায়। অপর পক্ষে ফিলিস্তিনে ইসরাঈল হামলা চালাচ্ছে মুসলমানদের উপর।

শেষ কথায় যা বলবো তা হলো আপনি উম্মতে মুহাম্মদীর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী এবং মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী নেতা ও সংযোগ রক্ষাকারী। তাই আপনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অবদান রাখবেন এটাই আমাদের কামনা।

পরিশেষে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ও আপনার সুখ-সম্মৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,

আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ[১৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তিনি সারা বিশ্বব্যাপি মুসলিম জাগরনের চেষ্টা করেছেন। তাই তো তিনি ডাক দিয়েছেন, 'দুনিয়া কে মোসলেম এক হো জাও'[১৪৯]

মুসলিম স্বার্থে সৃষ্ট পাকিস্তানে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখলেন হচ্ছেনা। তখন তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ভুল পথ থেকে সরে আসার পরামর্শ দেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, যে প্রতিনিধি গনের কথা ছিল মক্কার পথে আমাদের নিয়ে যাবে। তারা আজ আমাদের মস্কোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ এব্যাপারে সর্তক থাকা। তাই তো দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন, "তাই বলি দুনিয়াকে মুসলিম এক হো জাও"। শ্রমিক মজুর, কৃষক, প্রজা সকলেই একদল হও এবং নিজামে ইসলামের ঝান্ডা তলে শান্তির ছায়া গ্রহন কর। যদি হও মুসলিম যদি হও ঈমানদার"।[১৫০]

মাওলানা নজিবুল্লাহর রাজনৈতি দূরদর্শীতা সম্পর্কে আবুল ফরহাদ বলেন,

> রাজনীতি শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ কম ছিলনা। আল্লামা নজিবুল্লাহ সাহেব হযরত থানবী (র) এর নির্দেশে হযরত শিব্বির আহমদ ওসমানী, হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী ও মাওলানা মুফতী শফী সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগদান করে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[১৫১]

অতঃপর তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচনে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী হয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এই নির্বাচনে তিনি এত বেশী ভোট পেয়েছিলেন যে তখন অন্য কোন পরাজিত সদস্য কখনও এত অধিক ভোট পায় নাই।[১৫২]

নির্বাচনে অংশ গ্রহনের জন্য তিনি স্বল্প সময়ের জন্য অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি পুররায় স্বপদে বহাল হন। বগুড়া জেলার ডেপুটি কমিশনার বরাবব লেখা পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ করেন,

> সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ প্রিন্সিপাল মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা বগুড়া বিগত সন ১৩৯৪ সাল হইতে মাদ্রাসায় হেড মৌলবীর পদে এবং ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবর হইতে এ যাবৎ প্রিন্সিপাল পদে কাজ করিয়া আসিতেছি। অবশ্য এই দীর্ঘ কালের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে কোন সি. এল বা স্ব-বেতনে কোন ছুটি ভোগ করি নাই। হ্যাঁ রোগ ব্যাধির কথা পৃথক। এই সময় মুসলিম জন সাধারণ বন্ধু ভাইদের বাধ্য বাধকতায় বিশেষ সামাজিক কাজের চাপে উক্ত পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া ধন্যবাদ সহকারে অদ্য হইতে ইস্তফা নামা পেশ করিতেছি।[১৫৩]

নির্বাচনের পরবর্তী সময়ের অবস্থা কমবেশী সকলেরই জানা এবং আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নির্বাচন প্রসংগে তিনি বলেন,

এই স্বল্প সংযোগ অবকাশে ১৯৭০ সনের নির্বাচনে স্থানীয় জনসাধারণ জামাতে ইসলামের টিকিটে ইলেকশন করিতে আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশী ভোট উক্ত টিকিটে আমিই পাইয়াছিলাম। সংখ্যা ছিল উনচল্লিশ হাজার কয়েকশত। (মেমোঃ ৯১৪ (৭) ১২/১২/১৯৭০)[১৫৪]

এখানে উল্লেখ্য দেশ বিভাগ পূর্ব জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আদলে গড়ে উঠা জমিয়াতে ইত্তেহাদুল ওলামা পাকিস্তান' এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নির্বাচনে সারা দেশে জামায়াতে ইসলামীর বিরাট পরাজয় ঘটে। নির্বাচনোত্তর সময়ে জনৈক মিয়া মুফীযুল হক জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ৬৬/১৪, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে চিঠি লেখেন। অত্র চিঠিতে নির্বাচনে ব্যপক পরাজয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। আলেম সমাজে অনৈক্যের কথা তুলে ধরা হয়। আলেমদের ঐক্যের ব্যপারে গুরুত্ব দেয়া হয়। অত্র চিঠি শেষাংশে উল্লেখ করা হয়,

ওলামায়ে কেরামের না এত্তেফাকীর (অনৈক্য) কারনই পরাজয়ের অন্যতম বৃহত্তম কারণ। আমার তো ভয় হচ্ছে যে বনী ইসরাইলের আলেমদের চরিত্র আর উম্মতে মোহাম্মদীর আলেমদের চরিত্রের একইরূপ দেখতে পাচ্ছি। জানিনা কবে যে এদের সুবুদ্ধি পয়দা হবে। গোটা প্রদেশ হতে প্রাদেশিক পরিষদের দ্বিতীয় আর কেহ টিকেনি। মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব সকলের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। অবশ্য এটাতে আপনার যথেষ্ট দান রয়েছে বলে আমরা মনে করি।[১৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজে প্রথমত দাড়াতে চাননি নির্বাচনে। তবে তাঁর অন্যতম প্রধান শাগরেদ কে দাড় করিয়ে ছিলেন অন্য আসন থেকে। এসময়ের অপর প্রার্থী আবুল হোসেন বলেন,

> একমাত্র হুজুরের কথাতেই আমি নির্বাচনে অংশগ্রহন করি। হুজুর সে সময় নিজের আসন ছাড়াও আমার আসন, আঃ রহমান ভাইয়ের আসনেও ব্যপক জন সংযোগ করেন। এসময় আমাকে তিনি নির্ভয় দিতেন আরে মিঞা ফয়সালা তো আসমান থেকে হয়, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করে যাও।[১৫৬]

এর পরে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। অত্যাচার নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠতো। তিনি আল্লাহর দরবারে এর প্রতিকার চেয়ে দোয়া করতেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর পুত্র শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বগুড়ার জনতা । জনগনকে বুঝানো হয় দেশের আইন শৃংখলার পরিস্থিতি ভালো নয়। হুজুরের নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে।[১৫৭]

তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করে বলেন,

> বিগত ১১/০১/৭০ তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই সম্ভবতঃ আমাকে সরকার গ্রেফতার করেন। এবং ছয় মাস আট দিন কাল অত্র বগুড়ায় জেল হাজতে ভোগ করি। অবশ্য পর পরেই নির্দ্দোষ মুক্তি লাভ করিয়া পূর্বানুরুপ যথাস্থানে মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসায় নিজ পদে যোগদান করি।[১৫৮]

বগুড়ার আপামর জন সাধারণ আনন্দ মিছিল সহকারে তাঁকে জেল মুক্তির পর স্বীয় বাসভবনে নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মাওলানা নজিবুল্লাহ সম্পূর্ন নির্দোষ মুক্তি লাভ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ ছিলনা। তাঁকে দালাল আইনে[১৫৯] গ্রেফতার করা হয়নি। এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া দূরের কথা কোন অভিযোগই আনা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ও পেশাগত কারনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। সরাসরি রাজনীতির সাথে যোগাযোগ না থাকলে

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষ ভাবে ইসলামী আন্দোলন ভিত্তিক সংগঠন সমূহের সহযোগীতার হাত সম্প্রসারিত রাখেন। পরবর্তীতে মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ইত্তেহাদুল উম্মাত সংগঠন গঠন করেন উলামা ও সর্বস্তরের মানুষকে এক প্লাটফর্মে পক্ষে আনার উদ্দেশ্যে। মাওলানা নজিবুল্লাহ কে বগুড়া জেলা সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়। এভাবে মাওলানা নজিবুল্লাহ রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট অবদান রাখেন। দ্বীন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তবে তিনি রাজনীতিতে কখনও অন্ধ অনুকরন করেননি। তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের বিপক্ষেও কখনও কখনও অবস্থান গ্রহন করেছেন। গঠন মূলক সমালোচনা করেছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেছেন।

১৪.মাওলানা নজিবুল্লাহ এরসমাজ সেবা

মাওলানা নজিবুল্লাহ সমাজসেবা মূলক যে সব কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন আমরা এ পর্যায়ে সে সম্পর্কে পর্যায় ক্রমে স্থাপনের প্রয়াস পাবো।

এক. বগুড়া দুঃস্থ কল্যান সংস্থা গঠন

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার পাশাপাশি মাওলানা নজিবুল্লাহ সমাজ সেবা মূলক সংস্থা ও সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে সামাজিক ভাবে অবহেলিত মুসলিম জন গোষ্ঠীর ভাগ্যেনোয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রসংশনীয় ও চির স্মরনযোগ্য। ১৯৭৪ সালে বাংলা স্মরণাতীত কালের দূর্ভিক্ষে পতিত হয়।[১৬০] সারা বাংলাদেশে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। রাস্তাঘাটে ফকির মিসকিন, এখানে সেখানে লাশ। বিশেষত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বগুড়া শহরেও দিনের পর দিন অভাবী মানুষের ভীড় বেড়েই চলেছিল। মানুষ এখানে সেখানে অনাহারে অর্ধাহারে কুকুর বিড়ালের মত মারা যাচ্ছিল। শহরের বিত্তশালীরা কেউ এর মোকাবেলায় এগিয়ে এলোনা। শহরের বিত্তশালী ব্যবসায়ী ময়েজউদ্দিন আহমেদ সর্ব প্রথম এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর হজ্জের জন্য জমানো টাকা দিয়ে ক্ষুধার্থ মানুষের জন্য একটি লঙ্গর খানা খুললেন। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হলোনা। সাময়িক অভাব মিটলেও ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। অবস্থা দৃষ্টে এগিয়ে এলেন মাওলানা নজিবুল্লাহ। তিনি ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে রুপান্তরিত করার

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা করলেন। এ লক্ষ্যে জনাব ময়েজ উদ্দীন আহমেদ এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি বগের সমন্বয়ে, তৎকালীন ডি.সি. এস.পি.এর সহযোগীতায় মাওলানা নজিবুল্লাহর উদ্যোগে গড়ে ওঠে বগুড়া দুঃস্থ কল্যান সংস্থা[১৬১] নামে একটি সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান। এ লক্ষ্যে বগুড়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আমীন মিয়া চৌধুরী অত্র সংস্থাকে পতিত জমি ও বাড়ি বরাদ্দ দিলেন। ১৯৭৬ সাল শবেবরাতের পবিত্র রজনী। সেই পবিত্র শবেবরাতের রাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় দুঃস্থ কল্যানের দুঃসাহসী কর্মকর্তাদের দুঃসাহসিক মানব সেবার অভিযান।[১৬২] এ সংস্থার মূল লক্ষ্যই ছিল দারিদ্র দূরীকরণ ও ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে রুপান্তর। ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করেন,

> বগুড়া দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থার উদ্দেশ্য হল, সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ভাবে যাকাত ফেতরা, সাদকা ও অন্যবিধ দান কার্যে যে অর্থ ব্যয় করে থাকেন তা একত্রিত ও সু-সংহত করে সমাজ থেকে ভিক্ষা বৃত্তির নিরসন ও ভিক্ষুকদের শারিরীক সামথ্য, মনবিক দিক থেকে সক্রিয় করে ও শিক্ষার সাহায্যে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে স্বাবলম্বী সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।[১৬৩]

এলক্ষ্যে উক্ত সংস্থা পুলিশের মাধ্যমে বগুড়া শহরের ফকীর, মিসকীন, অসামাজিক কাজে নিয়োজিত নারীদের গ্রেফতার করে অত্র সংস্থায় প্রেরণ করা হয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য। প্রথম অবস্থায় সীমিত তহবিলে শুরু হয় রশি তৈরী, মাদুর তৈরী ও ডালভাঙ্গার কাজ। তারপর সংস্থায় তাঁত বসানো হলো। ফুটবল তৈরীর ছোট কারখানাও প্রতিষ্ঠা হলো। কারিগরী শিক্ষার জন্য সেলাই প্রশিক্ষন কার্যক্রম ও মাঠ পর্যায়ে শস্য আবাদ। শুরু হলো এন নতুন দিগন্তের।[১৬৪] বগুড়া শহর ফকীর, মিসকীন শূন্য হলো। সংস্থা তাঁর সুনিদৃষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চললো। মাওলানা নজিবুল্লাহ এ নিরলস শ্রমে বিদেশী দাতা সংস্থার দৃষ্টিগোচর হলে বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত হয় বগুড়া দুঃস্থ কল্যান সংস্থা। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংস্থা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ১৯৭৬ সালে মরহুম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দৃষ্টি গোচর হলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। এবং দেশী বিদেশী সাহায্য প্রাপ্তিতে মাওলানা নজিবুল্লাহকে সহায়তা করেন। রেডিও টেলিভিশন প্রচার সূত্রে তাঁর বাণী প্রচার করেন।[১৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলশ্রুতিতে সংস্থা পূর্নাঙ্গ রুপধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। বগুড়ার দুঃস্থ কল্যান সংস্থার স্মরণিকায় তৎকালীন শিক্ষা, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মজিদ খাঁন বলেন,

> বগুড়া দুঃস্থ কল্যান সংস্থা একটি মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ভিক্ষাবৃত্তির অবসান, দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ ও অন্ধের কর্ম সংস্থান, ধর্মীয় শিক্ষা, কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ দান সহ জাতি গঠন মূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তৎপর।[১৬৬]

দারিদ্র বিমোচনে, দেশকে স্বনির্ভর করার প্রয়াসে দুঃস্থ কল্যান সংস্থা যে অবদান রেখেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মাওলানা নজিবুল্লাহর অবদানের কথা মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে আজীবন স্মরণ রাখবে।

দুই. বিশ্ব ইসলামী মিশন গঠন

বিশ্ব ইসলামী মিশন গঠন কল্পে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানীর, মুফতী শফী আহমেদ, মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মুফতী দ্বীন মুহাম্মদের সাথে মাওলানা এক সাথে কাজ করতেন। বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী জাগরণ কল্পে গঠিত হয় বিশ্ব ইসলামী মিশন। বিশ্ব ইসলামী মিশনের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ইসলামী ঐক্যের খেদমতে কাজ করেন।[১৬৭]

তিন. বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ গঠন

দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া শহরে ১৯৪৮ সালে স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী নেতৃবর্গের উদ্যোগে জন সাধারনের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয় বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ। কিন্তু এ সংস্থার কর্ম তৎপরতা পরবর্তী কালে নানাবিধ কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর মাওলানা নজিবুল্লাহ এবং কতিপয় ধর্মভীরু ব্যক্তির উদ্যোগে পুনরায় বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৯৭৮ সালের ১৪ই জুন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ গঠন করা হয়।[১৬৮] মূলত ইতিপূর্বে সংস্থার নামকরণ থাকলেও মূল প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭৮ সালে। বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের গঠনতনেন্ত্রর 'মুখবন্ধে' (ভুমিকা) উল্লেখ করা হয়েছে,

> ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের পূর্বতন গঠনতন্ত্র কিংবা ইহার কোন অনুলিপি বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় ঐ সংস্থার জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিকায়, এই গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করিয়া প্রণয়ন এবং গ্রহণ করা হইল। অতঃপর এই গঠনতন্ত্রই বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের একমাত্র এবং বৈধ গঠনতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতপর এই গঠনতন্ত্রে সংস্থা বলিতে "বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপকেই বুঝাইবে।[১৬৯]

মাওলানা নজিবুল্লাহর উক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি উক্ত সংস্থার আজীবন সদস্য ছিলেন।[১৭০] বগুড়া পৌরসভা এলাকাধীন বগুড়া স্টেশন রোড সংলগ্ন ও জেলা পরিষদ ডাক বাংলাার সম্মুখবর্তী স্থানে সংস্থার নিজস্ব ভবনে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয় এবং অদ্যবধি অত্র স্থানে বিদ্যমান। দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্র সংস্থার অবদান ব্যপক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবধি সংস্থা নানাবিধ ইসলামিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে বিরাট সফলতা অর্জন করে আসছে। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, সমুহ পূরণ পূর্বক অন্যান্য সমাজ কল্যান মূলক কর্মকান্ডেও অবদান রেখে যাচ্ছে। দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। গঠণতন্ত্রে এ সংস্থার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়,

> সর্ব প্রকার রাজনৈতিক ও অন্যবিধ দলগত কার্যকলাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া বগুড়া জেলার মুসলিম অধিবাসীগনের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা একটি আদর্শ মননশীলতা সৃষ্টির জন্য ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মন্ধে আলোচনা, অনুশীলন ও গবেষণার ব্যবস্থা করা, ইসলামী ভাবাদর্শে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাস প্রচারের জন্য পুস্তিকা ও পত্র পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য হইবে।[১৭১]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নজিবুল্লাহ উক্ত সংস্থায় নিয়মিত অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন । উক্ত সংস্থায় প্রতি শুক্রবার আছরের নামাজের পর তাফছীর করতেন।বিশেষ কোন অসুবিধা ছাড়া এর ব্যতিক্রম ঘটেনি কখনও।[১৭২] যতদিন বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ থাকবে ততদিন জড়িয়ে থাকবে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর নাম।

চার.ইমাম-মুআজ্জিন সমিতি গঠন(১৯৮২)

বগুড়া শহরের ইমাম মু-আজ্জিনদের কল্যানের কথা চিন্তা করে মাওলানা নজিবুল্লাহ ইমাম -মুআজ্জিন সমিতি গঠনের উদ্দ্যোগ নেন।শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে ইমামদের এক প্লাটফর্মে আনার পাশাপাশি ইমাম- মুআজ্জিনদের আর্থিক ভাবে সচ্ছলতা লাভ পূর্বক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এসংস্থার লক্ষ্য।[১৭৩] এ প্রসংগে বগুড়া শহরের নূর মসজিদের খতীব মাওলানা আলমগীর হোসাইন বলেন,

> ১৯৮২সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হুজুরের কাছে সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিলে হুজুর শহরের সকল মসজিদের ইমাম ও মুআজ্জিনদের নিয়ে মিটিং ডাকেন এবং উক্ত মিটিং এ সমিতি গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হুজুরের ছাত্র তৎকালীন বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আলীকে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তী মিটিং এ উক্ত গঠণতন্ত্রে কিছু সংশোধনী এনে হুজুরকে প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। হুজুরের জীবদ্দশায় কেউ উক্ত সমিতির সভাপতি হয়নি।[১৭৪]

উক্ত সমিতির লক্ষ উদ্দেশ্য ছিলঃ

১. আলিম সমাজকে এক প্লাট ফর্মে আনয়ন

২.শরীয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন মতভেদ দূরীকরণ।

৩.যে কোন সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধানের প্রচেষ্টা।

৪. শহরের বিভিন্ন মসজিদে জুমআর নামাজে একই খুৎবা প্রণয়ন

৫. ইমাম মুআজ্জিনদের প্রশিক্ষন প্রদান।

৬. সমাজে গঠন মূলক কাজে ইমামদের অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. নিয়মিত প্রত্যেক মসজিদে তাফসীর মাহফিল চালুকরণ।

৮. বন্যা দূর্গত মানুষদের সাহায্য করা।

৯. শহরের মসজিদ সমূহে যোগ্য ইমাম মুআজ্জিন নিয়োগ।

১০. গরীব ইমাম মুআজ্জিনদের আর্থিক সচ্ছলতা লাভ পূর্বক সামাজিক প্রতিষ্ঠা আনয়ন।[১৭৫]

১৫.ধর্মীয় চেতনা: হজ্জ্ব সম্পাদন,দ্বীনী দাওয়াত (তাফসীর, দারস ও ইলমে তাসাওউফ চর্চা)

মাওলানা নিজবুল্লাহ ছিলেন একজন উচুদরের আবিদ। পার্থিব মোহ তাঁর ভিতর ছিলনা। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সকল কর্মকান্ড জুড়েই ছিল দ্বীনী দাওয়াত। তিনি ১৯৮২ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন এ প্রসঙ্গে আবুল ফরহাদ উল্লেখ করেন,

> ১৯৮২ সালে পবিত্র হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফ গমন করেন। পবিত্র হজ্জ্বে গমন কালে জেদ্দা বিমান বন্দর হতে প্রথমে তিনি মদীনা শরীফ গমন করে হুজুর (সা:) এর রওজা মুবারক জিয়ারতের মধ্য দিয়েই হজ্জ্বের পর্ব শুরু করেন।[১৭৬]

মুমিনদের অন্তরের চির বাসনা হজ্জ্ব ব্রত পালন এবং মাদ্রাসা থেকে অবসর নিয়ে তিনি দ্বীন প্রচারে নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিয়মিত সাতানী মসজিদে, ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপে সাপ্তাহিক তাফসীর ও বয়ান করতেন। এ প্রসঙ্গে ডঃএফ.এম. এ. এইচ তাকী বলেন,

> পালাক্রমিক মসজিদ সমূহে তাফসীর ওদারসের পাশাপাশি তিনি আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলেও তাফসীর করতেন। বিশেষত সাতানী মসজিদ ছিল তার তাফসীর ও দরসের 'কেন্দ্র'। এ থেকেই সম্ভবত তিনি মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় সর্ব প্রথম তাফসীর শাস্ত্রে কামিল ক্লাশ খোলার উৎসাহ বোধ করেন এবং প্রবল ইচ্ছা শক্তিতে উক্ত বিভাগের উদ্বোধন করেন।[১৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

জুমআর দিন বিভিন্ন মসজিদে তিনি জুমআর নামাজ আদায় করতেন এবং সেখানে কুরআন হাদীস থেকে আলোচনা করতেন। হিদায়েতের সঠিক নির্দেশনার দ্বারা মুসলমানদের জাগ্রত করার প্রয়াস পেতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ছাত্রদের তিনি ক্লাশের বাইরেও সাতানী মসজিদে নিয়মিত দারস দিতেন। ছাত্ররা ছায়ার মত অনুসরণ করে তার কাছ থেকে বিদ্যার্জন করতো। ছুন্নতের কঠোর অনুসারী ছিলেন। শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর খলীফা ছিলেন। তাঁর অসংখ্য অনুসারী ছিল। কিন্তু তিনি কখনই প্রথাগত পীর মুরিদি করেননি এবং তা পছন্দও করতেন না। তিনি বগুড়া শহরের বিভিন্ন মসজিদে সাপ্তাহিক যিকর চালু করেছিলেন।তার পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা যায় তিনি অল্প আহার অল্প নিদ্রা এই নীতিতে জীবন যাপন করতেন। রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিতেন নামাযের মুছাল্লাতেই।বাকী সময় দ্বীনের খেদমতে ইসলামী কিতাবাদী রচনায় নিমগ্ন থাকতেন।রমজান মাসের শেষ দশদিন তিনি এতেকাফে মগ্ন থাকতেন। এছাড়া সারা রমজান মাসে মুসল্লীদের জন্য বগুড়া শহরে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতেন।

১৬.মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর পারিবারিক জীবন ও সন্তান সন্ততী

মাওলানা নজিবুল্লাহ নোয়াখালীতে জন্ম গ্রহণ করলেও বগুড়াতে গড়ে তোলেন স্থায়ী নিবাস। তাঁর ইনতিকাল ও দাফন বগুড়াতেই সম্পন্ন হয়। তাঁর বংশধররা এখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছেন। আমরা এ পর্যায়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পারিবারিক জীবন ও সন্তান সন্ততি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

মাওলানা নজিবুল্লাহ ১৯২৯ অথবা ১৯৩০ সালে ফাজিল শ্রেণীতে অধ্যায়নরত থাকা অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ প্রসংগে তাঁর বড় পুত্র মাওলানা আঃ কুদ্দুস বলেন,

> বৃটিশ সরকারের প্রবর্তিত কলিকাতা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা হতে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার মাঝির গাঁও গ্রামের প্রখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

> আলিম মাওলানা মোঃ ইউনুছ সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুনের সহিত শুভ বিবাহ ছাত্র জীবনে ফাজিলে অধ্যায়নরত অবস্থাতেই সমাধা হয়।[১৭৮]

দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে যেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে পড়েন। কিন্তু বাস্তব জীবনে কখনও তা প্রকাশ পায়নি। শত ব্যস্ততার মধ্যে ও সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল প্রবল। স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি ও কর্তব্য বোধের ক্ষেত্রে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। সন্তানদের তিনি যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এবং সন্তানদের প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দান করেছেন। তিনি সব ছেলে মেয়ে, নাতী-নাতনী নিয়ে একই সাথে বসবাস করে গেছেন দীর্ঘদিন।তিনি নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন। কখনও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এ প্রসংগে তার পুত্র আবুল ফরহাদ উল্লেখ করেন,

> আব্বাকে দীর্ঘদিন দেখেছি। কখনও নিয়মের বাইরে কিছু করতেন না। ফজরের নামাজের পরে কুরআন তিলওয়াত করতেন। তারপর সালাতুল আওয়াবীন নামাজ শেষে সকাল ৮টা থেকে ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত দর্শনার্থীদের সময় দিতেন। খুব অল্প পরিমাণে খাবার খেতেন। তাঁর ব্যবহার করা একটা মগ আছে যেটাতে তিনি পানি পান করতেন। দেখা গেছে প্রতিবার খাওয়ার পর দুই আঙুল পরিমান পানি তখনও অবশিষ্ট থাকতো। অল্প পানাহার তিনি এ জন্য করতেন যে পানাহারে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় এবং বেশী পানাহারের দরুণ প্রাকৃতিক কর্ম ও পবিত্রতা অর্জনে সময় ব্যয় হয়। ফলে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে।[১৭৯]

তিনি দীর্ঘ রাত জেগে পড়াশুনা করতেন। এসময়ে তিনি লেখা লেখিও করতেন। এ প্রসংগে তাঁর বড় পুত্রের বড় কন্যা[১৮০] বলেন, "দাদাজিকে দেখতাম অনেক রাত জেগে পড়াশুনা করছেন। তাঁর খাটের চারপাশে অসংখ্য বই এর স্তুপ থাকতো সব সময়।নিয়মের বাইরে তিনি যেতে পছন্দ করতেননা"। নিচে আমরা তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা উপস্থাপন করবো। মাওলানা নজিবুল্লাহ এর সাত ছেলে ও তিন মেয়ে।

এক. মাওলানা এ,বি,এম আব্দুল কুদ্দুস: তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল হাদিস বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়ে মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় দেওয়ানঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল খোলা হয়। তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৯, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তিনবার শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসাবে জাতীয় পুরস্কার স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালের ৩০শে নভেম্বর অবসর গ্রহন করেন। বর্তমানে সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় খন্ডকালিন মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হিসেবে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত।

দুই. আবুল কালাম মোঃ আব্দুল হাফিজ: ঢাকা আলিয়া থেকে ফাজিল পাশ করেন। ইনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহদাত বরণ করেন।

তিন. আবুল হাছানাত মোঃ আব্দুল হাই: তিনি দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। এবং খাদ্য বিভাগে চাকুরী করত বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন।এবং বর্তমানে বগুড়া শহরে স্থায়ী ভাবে বসবাসরত।

চার. মাওলানা তাফাজ্জল বারী: তাফসীর শাস্ত্রে কামিল পাশ করেন। বর্তমানে ব্যবসায় জড়িত। এবং বর্তমানে বগুড়া শহরে স্থায়ী ভাবে বসবাসরত।

পাঁচ. মোঃ আবুল ফরহাদ : মোঃ আবুল ফরহাদ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত রেডিও পাকিস্তানে যোগদান করেন। বর্তমান দিশারী নামক সেচ্ছাসেবক সংস্থার চেয়ারম্যান।তিনি বর্তমানে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানায় বসবাসরত।

ছয়.আবু নাইম মোঃ আব্দুল হালিম: ব্যবসার সাথে জড়িত।

সাত. **আবুল ওয়াফা মোঃ আব্দুল কাইয়ুম:**তিনি ফাজিল পাস করত চাকরীতে যোগদান করেন।

প্রথমা কন্যা ঃ **মোহসেনা খাতুন,** মাওলানা ওয়াজিউল্লাহর সাথে বিবাহ হয়। তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

দ্বিতীয় কন্যা ঃ **হাজেরা খাতুন,** জামাতা মাওলানা লুৎফর রহমান। যিনি বাংলাদেশ তাবলীগে জামাতের একজন মুরুব্বী ছিলেন। তিনিও

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালে আবুধাবীতে ইনতিকাল করেন। আবুধাবীর কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৮১]

তৃতীয় কন্যা ঃ **হুমায়রা বেগম**, কামেল পাশ, ল্যাবরটরী হাইস্কুল রাজশাহীর শিক্ষিকা ছিলেন। জামাতা মাওলানা মুহাঃ আশরাফ আলী খান। সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহীর সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত।

মাওলানা নজিবুল্লাহ আজ নেই। তাঁর গৌরবময় কর্ম তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর সন্তান, ছাত্র অনুসারীদের মাঝে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। একাধারে সাংসারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তিনি অমর হয়ে আছেন।

১৭.মাওলানা নজিবুল্লাহ এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্র ও তাঁদের পরিচয়

বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা আজ পচিত পরিচিত নাম। মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন যার কর্ণধর।আজ এই প্রতিষ্ঠানটির ছাত্ররা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এবং যার যার ক্ষেত্রে সমহিমায় সমুজ্জল। তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েক জন ছাত্র হলেন।

১. **আব্দুর রহমান ফকির :** উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বগুড়া শহরে জন্ম। বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন।মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন।১৯৬৯ সালের প্রদেশিক সাধারণ পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জামায়াতে ইসলামীর একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী। বিগত এরশাদ সরকারের আমলেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বগুড়া জেলা সভাপতি।বহু সমাজসেবা মূলক কর্মকান্ডে জড়িত ব্যাক্তিগত জীবনে। বর্তমানে বার্ধক্য জনিত রোগাক্রান্ত।[১৮২]

২. **মাওলানা হাজী আব্দুস সামাদ :** বগুড়া জেলার মুরাইল গ্রামে ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম, ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মাওলানা নজিবুল্লাহ এর

Dhaka University Institutional Repository

একজন খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অত্র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী পদে চাকুরী শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে অত্র মাদ্রাসা থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে একজন নিবেদিত কর্মী এবং ইসলামী আন্দোলনের বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। তিনি শহরের বড়গোলা অঞ্চলের একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তিনি তার যাকাতের অর্থ দিয়ে জেলার ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে বই প্রদানের কর্মসূচী গ্রহন করেছেন এবং বিত্তশালীদের ইসলামী শিক্ষা প্রসারে এহেন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।[১৮৩]

৩. **ড. মুহাম্মদ আতাহার আলী :** বগুড়া জেলার ঝিনাই গ্রামে ১৯৪২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম মরহুম মুহাম্মদ আলী। তিনি ফাযিল শ্রেণী থেকে কামিল শ্রেণী (১৯৫৮-১৯৬১ সাল পর্যন্ত)বগুড়া মুস্তাফাবীয়া আলিয়া মাদ্রাসায় মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। ১৯৬১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করার পর ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহর নিকট তিনি আরবী সাহিত্য, তাফসীর ও বুখারী শরীফ অধ্যায়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৪৮ সালে সরকারী আজিজুল হক কলেজে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।১৯৭৩ সালে সরকারী কারমাইকেল কলেজে বদলী হয়ে ১৯৭৫ পর্যন্ত অত্র কলেজে চাকরী করেন। ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যোগদান পূর্বক অদ্যবধি অত্র বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।[১৮৪]

৪. **মাওলানা আব্দুল হোসেন :** পঞ্চাশের দশকে বগুড়া শহরে জন্ম। মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা হতে আলিম (১৯৫৬), ফাযিল (১৯৫৮), কামিল (১৯৬১) বগুড়া আযিযুল হক কলেজ থেকে বি এ (অনার্স) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে এম.এ. পাশ করে বগুড়া শাহ সুলতান কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীতে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর নির্দেশে কলেজের চাকুরী ত্যাগ করে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় যোগাদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সালে অত্র মাদ্রসার উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহন করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীন ও সুন্নতে রাসূলের পাবন্দির যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন তিনি সে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সারা জীবন মাওলানা নজিবুল্লাহকে তিনি ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন।[১৮৫]

৫. **মাওলানা আলমগীর হোসাইন :** দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি আফসীর শাস্ত্রে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বগুড়া নূর মসজিদের খতিব এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বগুড়া জেলার সেক্রেটারী।[১৮৬]

৬. **আবুল কালাম মো: আফতাব উদ্দীন :** কামিল পর্যন্ত মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে সরকী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।[১৮৭]

৭. **আবু মুসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ :** বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র।মাওলানা নজিবুল্লাহ এর একজন প্রিয় ছাত্র।বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ফার্সী বিভাগের চেয়ারম্যান ।

৮. **মোঃ আসাদুজ্জামান :** বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ এর উল্লেখযোগ্য ছাত্র।বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়র আরবী বিভাগে কর্মরত।

৯. **মোঃ আবিদুর রহমান সোহেল :** প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। বর্তমানে কাহালু রহমানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।

১০. **আঃ মালেক :** মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে বগুড়া হাজরাদীঘি কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ।

১১. **মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিক :** প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয় আলিয়া মাদ্রসা।বর্তমানে পরিচালক, ইসলামিক ক্যাডেট ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, বগুড়া।

১২. **মাওলানা ইব্রাহীম নগরী :** মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অন্যতম ছাত্র মরহুম মাওলানা ইব্রাহিম নগরী। তিনি বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

সেবক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৪৩ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা বোর্ড বেঙ্গল এ প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। বগুড়ার মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম স্কলারশীপ লাভ করেন। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল না থাকায় তিনি ১৯৪৫ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ফিকহ শাস্ত্রে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল হাদিস ডিগ্রী ও লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফারসীতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৭সালে (১৯৮০ সালে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত) ফারসী এম.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই ১৩ই এপ্রিল ১৯৮০তে বগুড়া শহরে নিজ বাস ভবনে ইনতিকাল করেন। পরে ফলাফল প্রকাশিত হলে জানা যায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চট্টগ্রাম নাজির হাট নাইট হাই স্কুলের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। ১৯৪৮ সালে তিনি আ: রহমান ফকিরের সহায়তায় বগুড়ার চকভালীতে আল মাদরাসাতুস সাবায়া নামক বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালে বগুড়া থেকে তর্জমানুল 'কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিজামে ইসলাম পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব ও তিনি গ্রহন করেন। ১৯৭২ সালে 'সাপ্তাহিক মুক্তির পথ' 'আলোক পাতা' নামক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'মুসলমানদের অবনতি কেন' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থ, মুসলিম জাতির পুনরুত্থান, আল কুরআনের ভূমিকা, রাসুলুল্লাহর কর্মজীবন ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৮৮]

১৩. **ড. এ.কে. এম ইয়াকুব আলী :** বগুড়া জেলার নন্দিগ্রাম থানাধীন হাটধুমা গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১লা আগস্ট, ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলিম থেকে কামিল স্তর পর্যন্ত ১৯৫০ সাল হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। তিনি মাওলানার নিকট তাফসীরে জালালাইন, বুখারী শরীফ ও তফসীরে কাশশাফ পড়েছেন। প্রতিটি ক্লাশে প্রথম হওয়ার দরুণ তিনি মাওলানা নিজিবুল্লাহ এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।১৯৫২ সালে আলিম পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ৯ম স্থান,

Dhaka University Institutional Repository

ফাযিল শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান, কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহনের শেষে তিনি সাধারণ শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন।১৯৫৮ সালে আই.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে বিশতম স্থান লাভ করেন। ১৯৬০ সালে বি.এ. পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে ৫ম স্থান লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১৯৬০ সালে এম.এ পরীক্ষায়২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করেন। ১৯৮২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬২ সালে সরকারী আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৯ সালের ৬ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যোগদান । ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালে কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হন। বাংলাদেশে ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের আজীবন সদস্য। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণা ধর্মী সংগঠনের সাথেও জড়িত। তিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ব্যক্তি জীবনে তাঁর প্রবন্ধ বহু গবেষণা মূলক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখণ শিল্প, একটি বংশ: ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজশাহীতে ইসলাম, Jihad in Islam : Its Implications প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫জন পি.এইচ.ডি. এবং ১ জন এম.ফিল ডিগ্রী লাভ এবং তিন জন মাষ্টার্স থিসিস সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে তার তত্ত্বাবধানে ২ জন পি.এইচ.ডি ও ৬ জন এম.ফিলে গবেষণারত।[১৮৯]

১৪. **মাওলানা ওসমান গণী :** বগুড়া জেলার কালসী মাটি গ্রামে ১৯২৫ সালে (আনুমানিক) জন্মগ্রহণ করেন। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকের ছাত্র। ইনিও মাওলানা নজিবুল্লাহ এর একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন বলে জানা যায়। শিক্ষা শেষে তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বহু গবেষণা মূলক ইসলামী প্রবন্ধের তিনি লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সমাজকর্মী। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ২০০২ সালে ইনতিকাল করেন।[১৯০]

১৫. **ডঃ বেলাল হোসেন :** প্রাক্তন ছাত্র, মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।বর্তমানে সহ অধ্যাপক হিসেব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কর্মরত।[১৯১]

১৬. **মুহাঃ মাহফুজুর রহমান :** ১লা ফেব্রুয়ারী,১৯৪১ সালে বগুড়া জেলার ঝিনাই থানাধীন ধুনট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা-মরহুম আহমদ আলী। ১৯৫৭ সালে খোট্টাপাড়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে ১৩ তম স্থান লাভ করে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৫৯ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে নবম স্থান ও ১৯৬১ সালে কামিল(হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৭সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৮ সালে ইসলামের ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।১৯৬৮ সালে ধুনট থানার কালের পাড়া হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৯ সালে বাইশা ডিগ্রী কলেজ,১৯৭০সালে গাইবান্দা ডিগ্রী কলেজ, ১৯৮১ সালে বগুড়া আযীযুল হক কলেজ,জগন্নাথ কলেজ,১৯৮৯ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের উপ-পরিদর্শক, পরে পরিদর্শক,১৯৯৬ সালে পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা পরিদর্শক,১৯৯৭ সালে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ এবং পরে ডি.জি অফিসে সহকারী পরিচালক,১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বর্ণাঢ্য কর্মবহুল কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।বগুড়া উন্নয়ন পরিষদ,বাংলাদেশ বেসরকারী এতিমখানা সমিতি,বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সহ প্রভৃতি সেবামূলক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।এন.জি.ও.দের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ রোধে ১৯৯৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

এন.জি.ও. বগুড়া সেবা সংস্থা। বর্তমানে তিনি উহার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।তিনি বেশ কিছু বই রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহ,ওহাবী আন্দোলন ইত্যাদি। বেশ কয়েকটি গনেষণা মূলক বই যেমন বগুড়ার ইতিহাস,বগুড়ায় ইসলাম,ইসলাম ও সূফীবাদ ইত্যাদির পান্ডুলিপি আছে। ইনি মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন।[১৯২]

১৭. **মাওলানা মোহাম্মদ আলী :** বগুড়া শহরের ৫ মাইল পূর্বে প্রসিদ্ধ খোট্টা পাড়া গ্রামে ১৯৩৮ সালে জন্ম। তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মাওলানা নজিবুল্লাহ এর প্রিয় ছাত্র হিসেবে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। সরকারী আযিযুল হক কলেজ থেকে অনার্স এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন।তিনি বগুড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তে সুলতানগঞ্জ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ হেড মৌলভী এবং কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের পূর্বদিকে দুবলাগাড়ী কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানসহ দুই বছর অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বর্তমানে সোনাতলা থানার বালুয়াহাট কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত। মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খোট্টা পাড়া গ্রামে বিশাল জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তিনি উঁচুদরের একজন শিল্পী এবং ইসলামী গ্রন্থের সংগ্রহকারী।[১৯৩]

১৮. **মাওলানা মুজাম্মেল হুসাইন :** বগুড়া জেলা সদরের চার মাইল পূর্বে বুজর্গ ধাম গ্রামে ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রসায় মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ফাযিল (১৯৯৮), কামিল হাদীস (১৯৬০) স্তরের ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৫ সালে কামিল ফিকহ প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।১৯৬০ সালে বুজর্গধামা দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদে যোগাদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু। তাঁর প্রচেষ্টায় এই মাদ্রাসায় ১৯৬৩ সনে আলিম এবং ১৯৮৯ সনে ফাযিল স্তর খোলা হয়। কিছুদিনের (১৯৭৪) জন্য তিনি শেরপুর শাহীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রধান ফকিহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাসআলা মাসায়েলের সুষ্ঠ সমাধানে তিনি বর্তমানে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।তিনি ১৯৮০ সনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের স্টাফিং প্যাটার্ন এবং অনুদান ভূক্তি কমিটির স্থানীয় প্রতিনিধি, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জেলার সহসভাপতি, জামিয়াতুল মুদাররেসীনের সভাপতি ও বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক। মাদ্রাসা শিক্ষায় অনগ্রসর উত্তরবঙ্গের স্বার্থে তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছেন।[১৯৪]

১৯. **মাওলানা মোজাম্মেল হক:** বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অন্যতম ছাত্র। বর্তমানে খতীব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বগুড়া।[১৯৫]

২০. **মাওলানা নূরুল ইসলাম :** ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।[১৯৬]

২১. **অধ্যক্ষ মাওলানা রোস্তম আলী :** ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বগুড়া জেলার শেরপুরের হামছাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদিস শাস্ত্রে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ এর একজন নিকটতম ছাত্র।ইনি শেরপুর ডিগ্রী কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা রুস্তম আলী একজন গবেষক ও বটে তার গ্রন্থনা : শেরপুরের ইতিহাস– অতীত ও বর্তমান।[১৯৭]

২২. **ডঃ মোহাঃ শাহাজান আলী :** বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।[১৯৮]

২৩. **ডঃ মোহাঃ শামসুল আলম :** বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।[১৯৯]

২৪. **মোঃ হাছানাত আলী :** ১৯৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানাধীন নুন্দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।পিতার নাম মোঃ আবুল হোসেন। প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করার পরে আলিম বিজ্ঞান বিভাগে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।দাখিল থেকে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন। ১৯৯১ সালে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.বি.এস(ব্যবস্থাপনা)অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করেন।একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এস(ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষায় ১৯৯২ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ ও ফ্যাকাল্টি ফাস্ট হয়ে চ্যান্সেলর স্বর্নপদক লাভ করেন।কর্মজীবনে ১৯৯৬ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে অদ্যবধি অত্র বিভাগের সহকারী অধ্যপক হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে তিনি পি.এইচ.ডি. গবেষণারত।[২০০]

২৫. **রফিকুল ইসলাম মুক্ত :** প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।বর্তমানে জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুফ, বগুড়া।

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো। তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা দান ছাড়াও জনকল্যাণ ও সেবা মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়া দুস্থকল্যাণ সংস্থা। এছাড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুফ, ইমাম সমিতি, বিশ্ব ইসলামী মিশন, বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড প্রভৃতি সংস্থার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে দ্বীনী দাওয়াতের চরম উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন। আমরা পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়াস পাবো।

১৮. মাওলানা নজিবুল্লাহ এর মেধা,প্রজ্ঞা, ব্যাক্তিত্ব ও শিক্ষাদানএবং মাদ্রাসা সরকারী করণে অবদান

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর মেধা ও প্রজ্ঞা ও প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব অসাধারণ পান্ডিত্য ও বাগ বৈদগ্ধ ছিল ঈষর্নীয়। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপস্থাপন করতেন, যার ফলে অতি জটিল বিষয় শ্রেণীর সবচেয়ে কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রটিও সাবলিল ভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে পারতো। মাওলানা অসাধারণ প্রজ্ঞা, মনীষা পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষাকে অতি আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যমন্ডিত করে উপস্থাপন করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্র ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী বলেন,

> আমাদের শ্রদ্ধেয় উসতাদ মাওলানা নজীবুল্লাহ অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ও দীপ্তশক্তির অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার তিনি

Dhaka University Institutional Repository

> একজন নামকরা ছাত্র ছিলেন। তিনি বৃত্তি নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করে কিছুকাল সেখানে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তাঁর ভাষার মাধুর্য ছিল। তিনি একবার যে পাঠ দিতেন তা অতি সহজেই হৃদয়াঙ্গম হয়ে যেত এবং দ্বিতীয়বার আর বাড়িতে পড়ার দরকার হত বলে আমার মনে হয় না।[২০১]

তিনি গভীর পান্ডিত্য ও মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্র। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিটি বিষয়েই তাঁর গভীর দখল ছিল। ফলশ্রুতিতে তাঁর ছাত্রবৃন্দ পরবর্তীতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্র। ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর বক্তব্যে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

> তিনি এত সহজভাবে পাঠ দান করতেন যে, যে কোন ছাত্র তা অনুধাবন করতে পারত। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকাঈদ, বালাগাত, মানতিক এবং মাদরাসার পাঠ্যসূচীভুক্ত সকল বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর অগনিত ছাত্র ইলমে দ্বীনের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং আছেন। তাঁর বহু ছাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন ও গর্ববোধ করতেন।[২০২]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপূন্য ছাত্রদের মুগ্ধ করতো। ইলমের প্রতিটি শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি প্রচলিত প্রথানুযায়ী না পড়িয়ে বিষয় বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে হাস্যরসের মাধ্যমে অতি সহজ বোধ্য করে ছাত্রদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস পেতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন তার সহকর্মী মাওলানা মোহাম্মদ আলীর পুত্র ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাকী। তিনি উল্লেখ করেন,

> আব্বার সহকর্মীর পুত্র হওয়াতে হুজুরকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কুরআন শিক্ষার হাতে খড়ি আমার হুজুরের হাতেই। হুজুরের মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রজ্ঞার দিক থেকে অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। হুজুরের চেহারা ছিল নূরানী। চেহারার দিকে তাকালেই মনে হতো তিনি একজন আল্লাহর ওলী। সাতানী মসজিদে তিনি নিয়মিত তাফসীর ও বয়ান করতেন। আমানত দারীতে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

> উনি যে সমস্ত সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন সেগুলোর তহবীল আলাদা আলাদা সংরক্ষণ করতেন কখনও সংমিশ্রন ঘটাতো না। উনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যে কোন প্রশাসনের কর্তা যেমন ডি.সি, এস.পি. ইত্যাদি যখনই বগুড়া আসতেন, এসেই তার সাথে দেখা করে দু'আ নিতেন।[২০৩]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অপর ছাত্র ড. মুহাম্মদ আতাহর আলীর কাছে তাঁর প্রিয় উস্তাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

> মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজিবুল্লাহ সম্মন্ধে আমার মত লোকের মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব ব্যপার। তবুও বলতে পারি যে তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা সন্দেহাতীত ভাবে অত্যুজ্জ্বল ও প্রশংসনীয় যার প্রমাণ তাঁর কর্মজীবনের সর্বত্রই বিরাজমান। পাঠদানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সমসাময়িক শিক্ষকদের সহিত তুলনাই করতে পারিনা। বিদ্যার সাথে প্রজ্ঞা মিলিত হয়ে তাঁকে যে স্থানে পৌঁছিয়ে ছিল একজন চাক্ষুষদর্শী ছাড়া কেউ অনুমান করতে পারে না।তাঁর নিকট আমি আরবী ইনশা ও বুখারী শরীফ পড়েছি। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল হৃদয়গ্রাহী, স্পষ্ট এবং দ্ব্যার্থহীন। ঠিকমত ক্লাশ করলে বাড়িতে বেশী পড়ার প্রয়োজন হতো না।[২০৪]

মাওলানার অতি নিকটতম ছাত্র মোহাঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, '' একজন আদর্শ শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক বলতে যা বুঝায় মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন তাই''[২০৫]

দীর্ঘদিন মাওলানা নজিবুল্লাহকে নিকট থেকে দেখেছেন এমন একজন হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: মফিজউদ্দীন। মাওলানা নজিবুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ধর্মী বক্তব্য হলো–

> আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর যখন ১৯৭৯ সালে বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। তখনই মাওলানা নজিবুল্লাহ এর সাথে আমার পরিচয়। তার বাসার পাশে বাসা নেওয়ার কারণে তার সাথে আমার গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে ছিল আমার অবাধ

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ। একদিন দেখা না হলে তিনি আমার খোঁজ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শ শিক্ষক, মানব দরদী, সমাজ সেবী ও দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ খাদেম, যারাই তার সংস্পর্শে এসেছে তারাই ধন্য তাঁকে আমি আমার অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করেছিলাম।[২০৬]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর শেষ দিকের ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোঃ হাছানাত আলী উল্লেখ করেন,

মরহুম হুজুরের মেধা প্রজ্ঞা মূল্যায়ন করা আমার মত একজন ক্ষুদ্র ছাত্রের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। কারন তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গড়া একজন পরিপূর্ণ বিদ্বান ব্যাক্তি। তাকওয়ার দিক থেকে তিনি ছিলেন সূফী, সাধক ও সুন্নতের পাবন্দ একজন ধার্মিক ব্যাক্তি।সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। বগুড়ায় তিনি বহু সমাজসেবা মূলক কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জড়িত ছিলেন।বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও সরকারী করণে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে।তিনি কর্মজীবনের পুরাটা সময় ধরে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ শেষ দিকে আমাদেরকে এই আন্দোলনে পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগীতা করেন। তাঁর আন্দোলনের ফসল আজকের সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।[২০৭]

তার অপর ছাত্র ড. বেলাল হোসেন উল্লেখ করেন,"হুজুর ছিলেন অত্যন্ত উচুদরের একজন আলিম। তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসতো।"[২০৮]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অত্যন্ত নিকটতম ছাত্র মো: মাহফুজুর রহমান স্মৃতিচারণ করে বলেন,"শিক্ষক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সফল ছিলেন। তিনি হাস্যরস দিয়ে পাঠদান করতেন। যা অতি সহজে হৃদয়াঙ্গম করতো"।[২০৯]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পাঠদান পদ্ধতিই ছিল ভিন্ন। গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রদের তিনি পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারতেন। শিক্ষক হিসেবে এটি ছিল তার অন্যতম পাওনা। মো: মাহফুজুর রহমান তার পান্ডুলিপি 'বগুড়া জেলায় ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থ(যা প্রকাশের পথে) সেখানে উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

নজিবুল্লাহ হুজুর দরস দিতেন বোখারী শরীফের। হাস্যরসে অথবা গাম্ভীর্যে ছাত্রদের মনোযোগ সৃষ্টি করতেন তারপর এক এক দিন মতন পড়তে বলতেন এক একজনকে। পড়াতেন বোখারী, রেফারেন্স টানতেন সকল শুরুহাত থেকে, মুসলিম শরীফের মতামত ব্যক্ত করতেন, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাযা বা মিশকাতের কোন পৃষ্ঠায়, কোন হাশিয়ায়,হেদায়া বা আলমগীরীতে কি আছে অবলীলা ক্রমে তা বলে যেতেন, যেন চোখে দেখেই বলছেন। ঘটির মধে'্যই তিনি সমুদ্র ভরে দিতেন। বিস্ময়ের বিষয় ছিল মেধাবী, মধ্যম ও দূর্বল মেধার ছাত্ররাও তাঁকে অনুকরণ করতে পারতে সমভাবে। ' ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত' হাদীসটি পড়াতেন দীর্ঘদিন, সম্ভবত একারনেই তাঁর ছাত্রদের নিয়ত বিভ্রাট ঘটেনি কখনো।

হাদীস দরসদানের শুরুতে তিনি তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত " আন ফুলানিন, আন ফুলানিন"উচ্চারণের মাধ্যমে এমন এক আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করতেন, যাতে অমনোযোগী ছাত্রও অবলীলা ক্রমে ক্ষণিকের জন্য হলেও পৌছে যেতেন আল্লাহর মাহবুব সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবীয়্যীন পর্যন্ত। তাই দেখা গেছে ঘন্টা বাজার সংগে সংগে তিনি উঠে গেলেও অনেক ছাত্রের বিভোরতা কাটেনি তখনও।

ক্লাশ চলছে, সংগোপনে তিনি গিয়ে দাড়িয়েছেন শিক্ষকের পিছনে অথবা চুপিসারে বসে পড়েছেন সর্বশেষ বেঞ্চে। অনেক সময় দেখা গেছে একজন শিক্ষককে নিভৃতে ডেকে নিয়েছেন তার রুদ্ধদার কক্ষে। কান পেতে শোনা গেছে আজকের পাঠ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। প্রয়োজনে দেয়া হচ্ছে তালকীন আর নির্দেশনা।

বৃষ্টিভেজা রাতে অথবা ভয়ার্ত শীতে তাঁকে দেখা গেছে তিন মাইল দূরবর্তী ছাত্রাবাসে ছাত্রদের লেখাপড়ার হাল হাকিকত তদারক করতে। পড়া শেষে কোন মাদ্রাসায় কাকে চাকুরী দিতে হবে, তার ব্যবস্থাও করতেন নিজ গরযে। কিতাব মোতালেয়া করার জন্য ছাত্রদের বিভক্ত করে দিতেন ছোট ছোট দলে। মাদ্রাসার সবুজ চত্বরে দুর্বাঘাষে আবৃত খেলার মাঠে জমজমাট আসর বসতো এইসব মোতালেয়াকারীদের প্রাণ চাঞ্চল্যে।

এদের মাঝে হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হতেন চানাচুর, মুড়ি, বাদাম ভাজা অথবা বুটকালাই ভাজা নিয়ে। এগুলো স্মৃতি হয়ে যেতো প্রত্যেক নায়েবে রাসূলের অনাগত জীবনে।[২১০]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শুধু একজন আদর্শ শিক্ষক, প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব বিশাল হৃদয়ের অধিকারীই ছিলেননা দক্ষ প্রশাসক ও ছিলেন বটে। অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করতেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রশয় তিনি কখনই দেননি। নকলবাজীর বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত জিহাদ ঘোষণা করনে। ফলশ্রুতিতে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য প্রথিত যশা ব্যক্তিত্বের। এ প্রসংগে মো: মাহফুজুর রহমান বলেন,

> নকল সম্পর্কে মাওলানা নজিবুল্লাহ বলে গেছেন চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে নকলবাজ মৌলানাদের হাতে মাদ্রাসা শিক্ষার নেতৃত্ব চলে যাবে। এরা হবে সৌভাগ্যবান। অর্থ-সম্পদে, বিত্ত বৈভবে, হাক-ডাকে, সম্মান-সৌভাগ্যে এবং মশহুর পীর হিসেবে এরাই দিবেন ইসলামের নেতৃত্ব। এরাও নিজারাও ডুবেবেন, ইসলামকেও ডুবাবেন।[২১১]

মাওলানা নজিবুল্লাহ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিশাল অবদান রেখে গেছেন। দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তিনি তৈরি করে গেছেন যোগ্য আলিম, দক্ষ প্রশাসক, সমাজ সংস্কারক ও যোগ্য নেতৃত্বের। শিক্ষা সংস্কারে তার অনুসৃত নীতির বাস্তবায়ন হলে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত ইসলামী শিক্ষার প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব।

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সাধাসিধে মানুষ কিন্তু মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীন চেতা মনোভাবের দরুণ অন্যায়কে কখনও তিনি প্রশ্রয় দেননি। এ প্রসংগে জনাব আবুল হোসেন বলেন,

> হুজুর ছিলেন স্বাধীন চেতা, তাঁর আম্মা যখন শেষ বয়সে উপনীত হন, অনেক অনুরোধ করে তিনি তাঁর মাতাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। বগুড়ায় অবস্থান কালে তিনি ইনতিকাল করেন। বগুড়ার মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়। হুজুর একদিন এ প্রসংগে বলেন, প্রফেসর সাহেব, এতদিন নিজে কিছু টাকা জমিয়ে রাখতাম আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আপোষ করতে হলে চাকরী ছেড়ে নিজ এলাকায় চলে যাবো। কিন্তু এখন আম্মাকে বগুড়ার মাটিতে ফেলে কোথাও যাওয়া হবেনা।[২১২]

তিনি অতি সরল প্রকৃতির ছিলেন। কোন প্রকার জটিলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সদালাপী, মিষ্ট ভাষী এই মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন

Dhaka University Institutional Repository

তারাই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তবে তিনি মাদ্রাসার প্রশাসনিক ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মাদ্রাসার অফিসিয়াল কর্ম সেরে বেরিয়ে পড়তেন ক্লাশ পরিদর্শনে। কোন শিক্ষক কোন বিপদে পড়েছে অথচ তিনি তার বিপদে এগিয়ে আসেননি এমনটা কখনও হয়নি। দক্ষ প্রশাসক বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হলে তিনি এ ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করতেন না। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ। তিনি যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করতেন তখন বিষয়টির সাথে তিনি একেবারে মিশে যেতেন। খুব সহজ ও সাবলীল ভাবে তিনি পড়াতেন। এ প্রসংগে তাঁর ছাত্র মাওলানা আলমগীর হোসাইন[২১৩] বলেন,

> হুজুর ছিলেন রসিক মানুষ, বাইরে থেকে সেটা বুঝা যেত না। হাস্যরস দিয়ে তিনি পড়াতেন। উনার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সব সময় পান সাথে রাখতেন। নিজেও খেতেন মাঝে মাঝে আমাদেরও দিতেন। শিক্ষাদানে কোন বিষয় উপস্থাপন করলে তিনি ছাত্রদের আয়ত্বে না আসা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না। ক্লাশের সিলেবাস না শেষ হলে তিনি অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে শেষ করতেন। অসম্ভব দায়িত্ব বোধ ছিল হুজুরের মধ্যে। ক্লাশে তিনি ১মিনিট দেরী করে প্রবেশ করেনি। ক্লাশে যখন তিনি বুঝাতেন তখন মনে হতো খুব কাছের বন্ধু। কিন্তু যখনই অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করতেন তখন ভিন্ন রুপ। অত্যন্ত গম্ভীর। সামনে যেতেই ভয় করতো। তার পুরো জীবনটা জুড়েই মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। মাদ্রাসা এবং তিনি পুরোটাই একটা জীবন।

মোঃ আবিদুর রহমান[২১৪] বলেন, "হুজুরের পাঠদানের সাবলীলতা অতি জটিল বিষয়কেও অত্যন্ত সহজবোধ করে দিত।"

আঃ মালেক[২১৫] বলেন, "হুজুরের সামনে যেতে প্রচন্ড ভয় হতো তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে। কিন্তু ক্লাশ রুমে তাঁর চাইতে আপন আর কাউকে মনে হতো না।"

মাওলানা নূরুল ইসলাম[২১৬] বলেন, " হুজুর সম্পর্কে যতই বলিনা কেন সেটা হবে অতি নগণ্য। কারণ তিনি একটি মাত্র ব্যক্তি নন তিনি একটি প্রতিষ্ঠান, একটি ইতিহাস।তিনি ছিলেন মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী, দ্বীনদার মুত্তাকী ক্ষণজন্মা ইসলামী পন্ডিত। উনার সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক বৃন্দ, পরিচিতরা সবাই মনে

Dhaka University Institutional Repository

করতেন হুজুর তাকেই বেশী ভালবাসেন। তিনি ছিলেন পরশপাথর। যারাই তাঁর সাহচর্যে এসেছে তাঁরাই স্ব-স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

এ. কে. এম. আফতাব উদ্দীন[২১৭] বলেন, "কিছু লোক আছে যাদের দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে, মনে প্রশান্তি আসে, পবিত্র ভাব আসে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন হুজুর। তাকওয়া ও পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।" তিনি ছিলেন, একাধারে বিজ্ঞ আলিম, আদর্শ শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, সমাজ সেবক, দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম। সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র। অতঃপর মাওলানা নজিবুল্লাহ দীর্ঘদিন শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসাবে এ মাদ্রাসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।[২১৮] তবে বগুড়া বাসী এবং মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদ তাঁর বিশাল অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে মাদ্রাসার আজীবন রেকটর পদ দিয়ে মাদ্রাসার সাথে আমৃত্যু সম্পৃক্ত করে সম্মানের আসনে আসীন করেছে।[২১৯] ডঃ ইয়াকুব আলী বলেন,

> আল্লামা নজীব উল্লাহ সাহেব দীর্ঘদিন শিক্ষাক ও অধ্যক্ষ হিসেবে এ মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন করে ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। তবে মাদ্রাসার পরিচালনা সংসদ তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে আজীবন রেকটরের পদ দিয়ে মাদ্রাসার সাথে যুক্ত রেখেছেন। এতে করে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য থেকে মাদ্রাসা বঞ্চিত হবেনা। আলহাজ্ব আল্লামা নজীবুল্লাহ সাহেবের জন্য এটা গৌরবের বিষয় যে, মাত্র দু একজন ছাড়া মাদ্রাসার সব মুদাররিস ও শিক্ষক বর্তমান অধ্যক্ষসহ তাঁরই প্রত্যক্ষ ছাত্র। তিনি চিরদিন ছাত্রদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। তাঁর গভীর পান্ডিত্যের ঋণ তাঁর কোন ছাত্র সারা জীবন ধরে শোধ করতে পারবে না।[২২০]

এরপর শুরু হয় মাদ্রাসা সরকারিকরণ আন্দোলন। তিনি ছাত্র জনতাকে বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উজ্জীবিত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ১৯৮৬ সালে দেশের তৃতীয় সরকারী মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[২২১]

এ প্রসংগে জনাব আঃ কুদ্দুস বলেন,[২২২]

> প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯ জেলায় ১৯টি প্রধান মাদ্রাসাকে সরকারী করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা গুলোর তথ্য চাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

> হয়। যার মধ্যে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা অন্যতম। অতঃপর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদত বরণ করলে এর কার্যক্রম থেমে যায়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করলে কতিপয় ব্যক্তির কূট কর্মে এ কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায় যা ছিল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আঘাত স্বরুপ। কিন্তু মাওলানা নজিবুল্লাহ হাল ছাড়েননি। যার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সরকারি হয়।

মাওলানা নজিবুল্লাহ সে সময় ব্যাপক গণসংযোগ চালান এবং বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসা সরকারী করণার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান, সে সময়কার বগুড়া মুস্তাফাবিয়া সরকারীকরণ আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বদান কারী জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়্যার ছাত্র নেতা আবু বকর সিদ্দিক[২২৩] বলেন,

> "আমাদের আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন হুজুর (মাওলানা নজিবুল্লাহ)। তিনি বায়তুল মোকাররামে প্রস্তাবিত ১০০ মাদ্রাসার প্রতিনিধি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যপী আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালান। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিকূলতায় সে আন্দোলন থেমে গেলেও তিনি বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসা সরকারীকরণে থেমে থাকেননি। তার অনুপ্রেরণায় আমরা স্মারকলিপি প্রদান, পোষ্টার, লিফলেট, মাইকিং, পত্রিকায় প্রকাশ সহ অন্যান্য কার্যক্রম চালাতে থাকি।

সে সময় আরেকটি দাবী উত্থাপন করা হয় 'উত্তর বঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চাই'। এ ব্যাপারে মাদ্রাসার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ ছাত্র মাওলানা আবুল হোসেনের সাথে আলাপ করে জানা যায়। সে সময় বগুড়া ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী। এবং এরশাদ সরকারের যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বগুড়ার সাতানি পরিবারের কৃতিসন্তান মামদুদ চৌধুরী মাওলানা নজিবুল্লাহ ডি, সি মহোদয়কে মাদ্রাসা সরকারীকরণে বার বার তাঁর সহযোগিতা চান। এই সংগে অত্র মাদ্রাসার ফাউন্ডার সহ-সভাপতি ও আজীবন সদস্য মাহবুবুর রহমান চৌধুরীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তিনি যেন তার পুত্র মামদুদুর চৌধুরী কে দিয়ে মাদ্রাসাটা সরকারী করার প্রচেষ্টা চালান। মাহবুবুর রহমান পুত্র মামদুদুর কে বলেন, তুমি অনেক বড় হয়েছো, তোমার কাছে আমার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। শেষ বয়সে একটাই চাওয়া তুমি সরকারকে বলে মাওলানা নজিবুল্লাহর মাদ্রাসাটিকে সরকারী করে দাও।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে তাঁর স্ত্রী ইনতিকাল করলে ডি সি জনাব সাখাওয়াত হোসেন মাওলানা নজিবুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেখানে তিনি বলেন, ডি সি সাহেব আপনি কষ্ট করে এসেছেন আমি খুশী হয়েছি। প্রেসিডেন্ট বগুড়া আসবেন এ সময় আপনি যদি প্রেসিডেন্টকে মাদ্রাসা সরকারী করার কথাটা বলতেন তবে এর জন্য আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান পেতেন। ডি. সি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলেন, যে ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতেও মাদ্রাসার উন্নয়নের কথা ভাবেন, দ্বীনের কথা ভাবেন আমি অবশ্যই তাঁর দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির জন্য চেষ্টা করবো। অপর দিকে ছাত্রদের দ্বারা তিনি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৮৬ সালের ১২ই মার্চ প্রেসিডেন্ট এরশাদ বগুড়ায় গমন করেন এ সময় জনাব মামদুদুর চৌধুরী প্রেসিডেন্টের নিকট বগুড়ার মানুষের প্রাণের দাবীটি উথাপন করেন একই সাথে জনাব ডি.সি. সাখাওয়াত হোসেনও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্টের জনসভায় মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা সরকারী করণের দাবী সম্বলিত ব্যানারে মাঠ ছেয়ে যায়। অতঃপর প্রেসিডেন্ট অত্র জনসভায় ঘোষনা করেন, "মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসাকে সরকারী ঘোষণা করা হলো।[২২৪]

মাদ্রাসা সরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় সে সময় জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসাও তালিকাভূক্ত হয়। মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা সরকারী করণ সম্পর্কে দেওয়ানগঞ্জ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আঃ কুদ্দুস বলেন,

> ১৯৭৯-৮০ইং সনে মরহুম জিয়াউর রহমান ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবহেলিত ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে ১৬টি জেলার ষোলটি মাদ্রাসা সরকারী করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর আলোকে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসাটিকে তিন তিনবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। এবং যাবতীয় কাগজ পত্র ও মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর এরশাদ সরকার ঐ পরিকল্পনাটি স্থগিত করেন। এতে তাঁর(মাওলানা নজিবুল্লাহ) উদ্যোমে মোটেও ভাটা পড়েনি। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে তৎকালিন এরশাদ সরকারের যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বগুড়ার কৃতি সন্তান মামদুদুর রহমান ও ডিসি সাখাওয়াত হোসেনের দৃঢ় প্রত্যয়ে অবশেষে ১৯৮৬ সনের কোন এক সময়ে রাষ্ট্রপতি বগুড়া আসেন এবং মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটিকে সরকারী ঘোষণা করেন।[২২৫]

বৃটিশ সরকারের পর পাকিস্তান আমলেও কোন মাদ্রাসা সরকারীকরণ হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর একমাত্র বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসাকেই

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী করা হয়। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাসের সাথে আজীবন জড়িয়ে থাকবে যার নাম তিনি হলেন মাওলানা নজিবুল্লাহ, আরো ভোলা যাবেনা সাতানী জমিদার পরিবারের অবদানের কথা, জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়ার গৌরবময় সংগ্রামের কথা, বগুড়ার আপামর জনসাধারণের ত্যাগ তিতিক্ষা ও সহায়তার কথা।আজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক কামিল মাদ্রাসা, কিন্তু বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা একটি স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষায়তন হিসেবে আপন মহিমায় জাজ্জ্বল্যমান; মাওলানা নজিবুল্লাহর হাতের নান্দনিক ছোঁয়ায় পৌছেছে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। এ ক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়, তিনি মাদ্রাসা বোর্ডের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন দীর্ঘকাল।[২২৬] মাদ্রাসা বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকাকালীন সময়ে শুধু মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাননি বরং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবধান দূরীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। সারা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণে তাঁর অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি ইতিহাস হয়ে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

১৯.মাওলানা চরিত্রের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট: ব্যক্তিত্ব, সৌজন্য,বিনয়, বন্ধু বাৎসল্যতা

400632

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সৌজন্য, বিনয়, নম্রতা ও বন্ধুবাৎসলতা ছিল অসাধারণ। তিনি রসরসিকতায়ও পটু ছিলেন। তাঁর মনটি ছিল সহজ, সরল ও প্রীতিময়। মাহফুজুর রহমানের স্মৃতিচারণে সে স্বীকৃতি মেলে।

"হুজুর ছিলেন প্রাণ খোলা মানুষ, ক্লাশরুমে, বাইরে সব স্থানে তিনি সহজে মন জয় করে নিতেন। তাঁর কথা মনে পড়লেই চোখ পানি ধরে রাখতে পারিনা"।[২২৭]

মো: মফিজুর রহমান মাওলানার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণে মাওলনার চরিত্র বৈশিষ্ট্রের কিছু দিক উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে।

উত্তরাঞ্চল তথা বাংলায় যে সমস্ত আলেমে দ্বীনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ইসলামী চেতনার বিকাশ ঘটেছে মাওলানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

> নজিবুল্লাহ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাকে খুব নিকট থেকে দেখেছি। তাঁর আচার আচরণ, গভীর পান্ডিত্য, আধ্যাত্মিক শক্তিই প্রমাণ করে তিনি একজন ওলী। তিনি খুব সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারতেন। কোন মানুষ তাঁর কাছে কোন সমস্যা নিয়ে গেছে অথচ তিনি তার সমাধানের চেষ্টা করেননি এমনটা হয়নি।[২২৮]

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন কর্তব্য পরায়ণ ও স্পষ্টভাষী। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন, অবিচল ওঅটল। নিজের আর্থিক অসচ্ছলতার কথাও কখনও প্রকাশ পায়নি।

এ প্রসঙ্গে আবুল হোসেন বলেন,

> তিনি একাধারে নম্র, বিনীত ও শিল্প সংস্কৃতি মনস্ক সু-শৃঙ্খল মানুষ'। মানুষের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করাই ছিল তাঁর চিরকালের সাধনা। হুজুরের সবচেয়ে বড়গুণ ছিল তিনি ছিলেন অমায়িক আর মিশুক ফলে সবাইকে খুব অল্পতেই আপন করে নিতে পারতেন।[২২৯]

মাওলানা ছিলেন অনন্য প্রতিভাধর বড় মাপের একজন মানুষ। হৃদয় বৃত্তির দিক দিয়ে তাঁর অসাধারণ সহজেই মন কেড়ে নিত। তাঁর প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা ছিল অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে ড. ম. আতাহার আলী বলেন,

> তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে সকল স্তরের মানুষকেই তিনি খুশী রাখতে পারতেন। মনে হতো তিনি যেন অজাত শত্রু। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর প্রশাসন ছিল খুব পরিচ্ছন্ন। সকল শিক্ষক ও কর্মচারী তাকে সদয় ও সমবেদনাশীল অভিভাবক মনে করতেন। তাঁকে ছাত্ররা যেমন মান্য করত এবং ভক্তি প্রদর্শন করত। পক্ষান্তরে তিনি তাদেরকে পিতার ন্যায় স্নেহ করতেন। ছাত্রদের আখলাক ও গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতেন। কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বাঘের মত পাকড়াও করতেন এবং তা সংশোধন করতে বাধ্য করতেন। এতবড় দায়িত্ব পালন করবে সাথে সাথে তিনি দ্বীনি খেদমত ও আঞ্জাম দিতেন। আমার ধারনা তাঁর সংস্পর্শে এলে যেন অনেকে ধার্মিক বনে যেত। ইবাদত, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাপার তবুও আমরা তাকে একজন আলিম বা আমল জানতাম্। সব কিছু একত্রে চিন্তা করলে এটাই তাঁর সম্মন্ধে ধারণা করা

Dhaka University Institutional Repository

> যায় তাঁর জীবন ছিল জিহাদী এবং তা আল্লাহর রাস্তায় তিনি উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার আজ যে অবয়ব ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তাকে মাওলানা নজিবুল্লাহ কাশেম নগরী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। এতদ সত্ত্বেও তাঁর ভিতর অহংকার বা আত্মগরিমার কোন লেশ আমার নজরে পড়েনি।[২৩০]

মাওলানা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তিনি নিজে হাদিয়া গ্রহন করতেন না কিন্তু অন্যকে হাদিয়া প্রদানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কেউ তার বড়িতে গেছে অথচ খালি হাতে অথবা খালি মুখে ফিরেছে এমন নজির বিরল। এ প্রসঙ্গে আবিদুর রহমান সোহেল উল্লেখ করে বলেন,

> তাঁর মত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসতে পারা বিরল ভাগ্যের ব্যপার। উদার এ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারাই এসেছে তারাই ধন্য হয়েছে। যতবার আমি হুজুরের বাড়ি গিয়েছি প্রত্যেকবার তিনি আমাকে রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিতেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা নিতে হতো। কারণ হুজুরের মুখের উপর না বলার সাহস ছিল না।[২৩১]

সর্বস্তরের লোকজনের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল। যেমন তিনি সমাজের অভিজাত শ্রেণীর সাথে অবলীলায় মিশে যেতেন তেমনি দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের সাথে মিশতেন নি:সংকোচে। এ প্রসঙ্গে ড. এম ইয়াকুব আলী উল্লেখ করেছেন,

> সব ধরনের লোকের সাথে হুজুরের মেলাশো আমার নিকট খারাপ লাগতো। মনে হতো হুজুর কেন চা-বিক্রেতার, রিক্সাওয়ালা এদের সাথে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবেন? এখন বুঝতে পারি হুজুর দ্বীনের জন্য সর্বস্তরের লোকের সাথে মিশে দ্বীনের কি খেদমতটাই না করে গেছেন।[২৩২]

মাওলানার অগাধ পান্ডিত্য, বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা, আমানতদারী, তাকওয়া তাঁর সমকালীন ও উত্তরসূরীগণের মধ্যে বিরল। মাদ্রাসা ও ছাত্রদের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা বিকেলে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বুখারী শরীফের "মুতাআলা" (পাঠপূর্বক পর্যালোচনা) করতাম। হঠাৎ হঠাৎ হুজুরের আগমন ঘটতো। সাথে থাকতো মুড়ি-চানাচুর, বাদাম, জিলাপী অথবা অন্য কোন মুখরোচক খাবার। ইলম অর্জনে আমাদের উৎসাহ দানে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করতেন তা এক মহান ও উদার মনেরই পরিচায়ক।[২৩৩]

ভাষাতত্ত্বে তার ছিল বিশাল দখল। আরবী, ইংরেজী, উর্দূ, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় ছিল তাঁর সমান দখল। ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী বলেন,

> উনি গুণীজনের কদর করতেন। আত্মীয়তার সূত্রে আমার সাথে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। স্কলারশীপ নিয়ে আমি সৌদি আরবে অবস্থানকালে আমার সাথে তাঁর পত্র যোগাযোগ ঘটতো নিয়মিত। আর পত্রের ভাষা ছিল আরবী। এবং সেটা আধুনিক সাবলীল আরবীর ব্যবহার। ইংরেজীতেও তাঁর দখল কম ছিলনা।"[২৩৪]

মেহমানদারীর ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা মেলা ভার। মানবতাবোধে তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। মানব সেবায় তিনি ছিলেন অনুকরনীয় আদর্শ। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান বিরাট। মোট কথা মাওলানা নজিবুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরসূরী, ছাত্র, শুভাকাংখীদের মন্তব্য ও মতামত জেনে তাঁর ব্যক্তিত্ব, গভীর পান্ডিত্য, অনুপম চরিত্র মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কুরআন হাদীসের অনুকরণে যিনি নিজের জীবনকে গড়ে গেছেন ও কুরআন হাদীসের সঠিক বিশেষণে নিজেকে পরিচালিত করেছেন এবং দ্বীনি দাওয়াত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। যিনি ছিলেন সুন্নী মাযহাব অর্থাৎ হানাফী মাযহারের একনিষ্ঠ অনুসারী। কুরআন সুন্নাহ বহির্ভুত কোন মতকে তিনি গ্রহণ করেননি। ফলশ্রুতিতে তিনি জামায়াতে ইসলামী টিকিটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও মাওলানা মওদুদীর কতিপয় মতামতের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত নেননি বরং কুরআন হাদীসের আলোকে সঠিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে গেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আমরা সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন প্রয়াস পাবো।

Dhaka University Institutional Repository

২০.শেষ জীবন, ইনতিকাল ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া

আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ আজীবন আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি আরো দ্বিগুণ উদ্যোমে ইসলামের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। অবসর গ্রহণের পর রেক্টর হিসেবে আজীবন মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ততা যেমন তাঁকে দায়িত্বশীল করে তুলেছিল তেমনি পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যহত ভাবে চলছিল. তিনি নিজে একজন উঁচু দরের মুর্শিদ ছিলেন। কিন্তু কখনই তিনি গতানুগতিক ধারায় তথা কথিত নিয়মে মুরীদ করেননি যদিও তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন অসংখ্য লোকের আনাগোনা ছিল। নোয়াখালী তাঁর জন্ম স্থান হলেও বগুড়ার প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য টান। শেষ জীবনে তিনি বগুড়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাননি। বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসা সরকারী করণে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হয়েছেন। ইসলামী নিয়ম কানুনের তিনি ছিলেন কঠোর অনুসারী কিন্তু ধর্মান্ধতা কখনই তাকে গ্রাস করেনি। আধুনিকতা ও ইসলামের অপূর্ব সমন্বয় সাধনে ছিল তাঁর জীবন যাপন। ইলম অর্জনের জন্য তিনি ছাত্রদের অদম্য উৎসাহ জোগতেন। তিনি একবার ইলম চর্চা সংক্রান্ত উপমা দেন,

> একজন মুহাদ্দিস হাদিস শিক্ষার জন্য বাগদাদে যান। পড়াশুনার মাঝে তাঁর সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি প্রতিদিনের মত হোটেলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসতেন এবং পড়াশুনায় মগ্ন হতেন। এটা এই জন্য করতেন যে, খাবারের সামনে কিছুক্ষণ দাড়ালে ক্ষুধা ভাব দুর হয়। অতএব বিদ্যার্জনের জন্য কিছুটা ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে।[২৩৫]

তিনি ইসলামের গৌরব গাঁথা ইতিহাসকে উজ্জ্বলরুপে চিত্রিত করে মুসলমানদের ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী রুপে গঠনে প্রয়াসী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি পবিত্র হজ্জে গমন কালে জেদ্দা বিমান বন্দর হতে প্রথমে মহানবী (সঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করে হজ্জের পর্ব শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বেগম ইনতিকাল করেন। স্ত্রীর ইনতিকালে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। একই সালে তাঁর সমবয়স্ক আপন চাচা ইনতিকাল করেন। অল্প কিছুদিন পর তাঁর বড় জামাতা

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ওয়াজীহ উল্লাহ যিনি বগুড়া আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি ইনতিকাল করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মেঝ জামাতা মোজাহিদে ইসলাম মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব যিনি বাংলাদেশ তাবলীগের একজন বিশিষ্ট মুরুব্বী ছিলেন, তিনি আবুধাবিতে ইনতিকাল করেন। একই বছর ২/৩ মাসের ব্যবধানে এতগুলো আঘাতে হযরত নজিবুল্লাহ সাহেব শোকে মুহ্যমান হয়ে দূর্বল হয়ে পড়েন।[২৩৬]

তিনি কখনও বিদয়াতকে প্রশ্রয় দেননি এবং তথাকথিত হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করেননি। যা কিছু অর্জন তিনি তা ইসলামের খাতিরে ব্যয় করেছেন। তাঁর স্ত্রীর ইনতিকালের পর নিজ বাড়িতে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর নাতি (পঞ্চম পুত্রের ছোট ছেলে) হাফেজ মো কায়সার যোগদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"কি হাফেজ সাহেব দাদির মৃত্যুর খানা খেতে এসেছো?।"

হাফেজ কায়সার বিনয়ের সাথে উত্তর দেন,

> আমার দাদাজান যদি এই ছিল-ছিলার হয়ে থাকেন তবে আমরাও এই খানা (মাইয়্যেতের বাড়ি চল্লিশা উপলক্ষ্যে) খেয়ে অভ্যস্থ। তবে আমি জানিনা তিনি এটা পছন্দ করেন কি-না? তবে আমার তো সে অভ্যেস নেই। মাওলানা নজিবুল্লাহ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সাবাস এই হলো নজিবুল্লাহর নাতির মত কথা, নজিবুল্লাহর নাতির কথা তো এমনই হবে।[২৩৭]

শেষ বয়সে তিনি চরম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পরেও তিনি কারো সাহায্য নেয়া পছন্দ করতেন না। তার নিজের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু নিজের কাজ নিজেই করতেন। শেষ বয়সে বেশীর ভাগ সময়ই তিনি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে ব্যয় করতেন। বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি যখন আজীবন রেকটর হিসাবে অত্র মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হন তখন মাদ্রাসার প্রতি তাঁর দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। শেষ বয়সে তিনি মাদ্রাসার উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ছাত্র পূনর্মিলনী। বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের তৎকালীন সম্পাদক মোঃ নূরুল মোমেন এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বার্ষিকিতে উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

> অনেকের সংগে জনাব মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (সাতানী), জনাব হযরত মাওলানা আ.ন.ম. নজিবুল্লাহ ও জনাব ডাঃ মোঃ মোজাফ্ফর রহমান ভ্রাতৃ/বন্ধু ত্রয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা এই মাদ্রাসার বাগানে যে পুষ্পগুলি আজতক প্রস্ফুটিত, তাদের সমাবেশ সত্যিই বগুড়া তথা উত্তরাঞ্চলে নবদিগন্তের সূচনা করবে।[২৩৮]

এরকম একটা মহৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তা মাওলানা নজিবুল্লাহ সম্পর্কে অত্র সাময়িকির সম্পাদকের প্রতিবেদনে বলা হয়,

> যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনায় শূন্য থেকে পূর্ণতায় পৌছেছে এ মাদ্রাসা, তিনি আলহাজ্জ আল্লামা আবু নছর মুহাম্মদ নজিবুল্লাহ সাহেব। তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে যে পান্ডিত্য ও জ্ঞান চর্চ্চার অনুশীলন তাঁর ছাত্রদের জন্য রেখেছেন তা মাদ্রাসার ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।[২৩৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাওলানা নজিবুল্লাহ কখনও কু-সংস্কারকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি আলিম সমাজের দায়িত্বহীনতার সমালোচনা করতেও দ্বিধা কনেননি। এ প্রসংগে তিনি বলেন,

> আজ সোফা দ্রোহিতাবাদের তথা জাহেলিয়াতের সর্বনাশা ঝড় প্রচন্ড রুপ ধারণ করিয়াছে, এক্ষেত্রে ওলামায়ে সূয়ের মত আত্মপুজা ও পেট পূজার ধান্দায় মগ্ন না হইয়া বীর মুজাহিদ পরম শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়ে ছালেহীনের উজ্জ্বল আদর্শ অবলম্বন করিয়া আখেরী নবীর(দঃ) অনুপম ছুন্নাতকে সমুন্নত রাখিতে অগ্রসর না হইলে আমাদিগকে সর্ব শক্তিমান পরওয়ার দেগারের দরবারে কি জবাব দিহি হইতে হইবে না?[২৪০]

এভাবে তিনি ইসলামের খেদমতে তাঁর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। বয়সের শেষ ভাগ তিনি যখন বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনও তিনি শায়িত অবস্থায় থেকেও আত্মীয় স্বজন, দর্শণার্থীদের প্রতি তালিম জারি রাখতেন।

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন একজন যায়্যিদে আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তথা ক্ষনজন্মা ইসলামী পন্ডিত। ইসলামের খেদমতে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি দাওয়াতে দ্বীনের উৎকর্ষ সাধনে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনায় তিনি শেষ বয়সে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। আস্তে আস্তে তিনি বার্ধক্য জনিত রোগে আক্রান্ত হন। এবং ক্রমেই তা অবনতির দিকে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি শেষ বয়স অতিবাহিত করেন তার ছোট পুত্র মোঃ আব্দুল হালিমের সূত্রাপুরস্থ বাস ভবনে। অবশেষে ইংরেজি ১৯৯৬ সালের ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১.২০ মিনিটের সময় এ মহান মনীষী ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত ও গুনাগ্রহী শোকে বিহবল হয়ে পড়ে। তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য ভীড় জমায়। ঐ দিনই তাঁর ইনতিকালের সংবাদ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। সাথে সাথে সারাদেশে তাঁর ভক্তদের মাঝে নেমে আসের শোকের ছায়া বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে। পরের দিন ১০ই জানুয়ারী বিকেল ৪-৩০ মিনিটে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বগুড়া সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে হাজার হাজার শোকাহত ভক্ত ও গুণাগ্রহীদের উপস্থিতিতে তাঁর বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল কুদ্দুসের ইমামতিতে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর এই মহারত্ন তথা মুহাদ্দিসে জামান কে বগুড়া শহরতলির কইগাড়িস্থ পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশের আমীর তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন প্রবীন ও বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনকে হারালো।[২৪১]

উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ "দৈনিক করতোয়া"[২৪২] তার ইনতিকালের সংবাদ ছাপা হয়।

উত্তর বঙ্গ থেকে প্রকাশিত আরেক দৈনিক পত্রিকা চাঁদনীর বাজারের সম্পাদক যাহেদুর রহমান এই মহান আলেমের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সংবাদ প্রকাশ করেন।[২৪৩]

তাঁর মৃত্যুর সংবাদে হাজার হাজার মানুষ শোক প্রকাশ করেন। তার মধ্যে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র শিবির, জেলা জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ, ইমাম সমিতি, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।

বগুড়ার আরেকটি দৈনিক পত্রিকা "দৈনিক সাত মাথা" আপামর জনসাধারণের শোক প্রকাশকে কেন্দ্র করে সংবাদ শিরোনাম করে, "মাও

Dhaka University Institutional Repository

নজীবুল্লাহর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ অব্যাহত"।[২৪৪]দৈনিক উত্তর বার্তাও মরহুমের শোক সংবাদ প্রকাশ করে।[২৪৫]

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন বগুড়া জেলা শাখা সভাপতি শোক বার্তায় উল্লেখ করেন,"উপ-মহাদেশের ওলীকুল শিরোমণি হাকিমুল উম্মত হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (র) এর বিশিষ্ট খলিফা বগুড়া সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের মৃত্যুতে জাতি এক মূর্শিদকে হারালো যিনি ছিলেন হাজারো উলামাদের প্রাণ প্রিয় উস্তাদ।[২৪৬]

তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয়তাবাদী বগুড়া জেলার নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করে।[২৪৭]

তার ইনতিকালের খবরে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন বগুড়ার সাবেক এম.পি আঃ রহমান ফকির। তিনি বলেন,

"মরহুম মাওলানা ছিলেন কোরআন, হাদীস, ফিকহ্ এবং ইসলামী ইতিহাসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তাঁর ইনতিকালে বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গ এলমে শরীয়তের একজন আলেমকে হারালো"।[২৪৮]

বগুড়া সদর থানা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মাওলানা নজীবুল্লাহ স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ২১শে জানুয়ারী ১৯৯৬ বগুড়া টিটু মিলনায়তনে।[২৪৯] উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বগুড়া সরকারী মুস্তাফাবীয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা আঃ ছামাদ, তৎকালীন উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হোসেন, শেরপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রুস্তম আলী, বগুড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ফারসী বিভাগের শিক্ষক আবু মুসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ, জমিয়াতুল মুদাররীছীন বগুড়ার জেলার সভাপতি মাওলানা শামসুদ্দীন, বগুড়া সদর থানা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ডঃ এ.কে, এম ইয়াকুব আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ এফ.এম, এ, এইচ তাকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক মুহাঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ আশরাফ আলী, ইসলামীক কালচারাল সেন্টার বগুড়ার পরিচালক মাওঃ আবুবকর সিদ্দীক প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গরা।[২৫০] উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তাঁর পুত্র আবুল ফরহাদ মোঃ আমির হোসেন। উক্ত স্মরণ সভা ও দোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

মাহফিলে বক্তারা মরহুমের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ২২শে জানুয়ারী ১৯৯৬ 'দৈনিক সাতমাথা' পত্রিকায় এ স্মরণ সভার সংবাদ প্রকাশ করে।

> উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে হক্কানী আল্লামা আবু নছর মোঃ নজীবুল্লাহর স্মরণে অনুষ্ঠিত দোয়ার মাহফিলে বক্তারা বলেন, মরহুমের জীবনের শিক্ষা আমাদের প্রত্যেককে নিতে হবে এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী বগুড়া জেলাকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ঠ আলেমে দ্বীন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক ও শিক্ষাবিদ। একজন নবীর (সঃ) হক্কানী ওয়ারিশ হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তাঁর মধ্যে সে গুণ ছিল। বক্তারা বলেন, তাঁর ছাত্র বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে মাদ্রাসা সরকারীকরণের ব্যাপারে তার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। জীবনী রচনা করার জন্য মরহুমের পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া তাঁর নামানুসারে বগুড়া শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও আলোচনা করা হয়।[২৫১]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ মহান আলেমে দ্বীনের জীবন কর্ম রচনার কথা ঘোষণা করলেও তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি অদ্যবধি। তাছাড়া মরহুমের নামে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব থাকলেও বাস্তব পদক্ষেপ নেয়াও হয়নি। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের, পরিতাপের। যাহোক পরবর্তীতে মরহুমের স্মৃতিরক্ষার্থে এক বিশেষ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা তাফাজ্জল বারী, মাওলানা উমর আলী, মাওলানা আলমগীর হুসাইন, প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর "আল্লামা নজিবুল্লাহ (র) একাডেমী" গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটিও গঠন করা হয়।[২৫২] অতঃপর উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৮সালে আল্লামা নজিবুল্লাহ ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও পাঠাগার গঠন পুর্বক উদ্বোধন করা হয়। উক্ত সমাজ কল্যাণ পরিষদের ও পাঠাগারের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে বলা হয়,

> সর্ব সাধারণের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা, ইসলামী দাওয়াতের প্রচার, প্রসার ও জনকল্যাণ সাধনের নিমিত্তে সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা সৃষ্টি। উক্ত সংগঠনের কর্মসুচির অন্তর্ভূক্ত বিষায়াবলী, ইসলামী পাঠাগার স্থাপন, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র, মৎস চাষ ও বনায়ন, দুঃস্থ কল্যাণ ও ইসলামী গবেষনা কেন্দ্র গঠন।[২৫৩]

উক্ত পাঠাগারটিতে অনেক মূল্যবান ইসলামী পুস্তক দ্বারা অলঙ্কৃত করা হলেও মরহুমের সমস্ত রচনাবলী উক্ত পাঠাগারে একত্রিত করা সম্ভব হয়নি। যদিও এটি অতি কাম্য ছিল। মরহুমের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁর রচনা কর্ম ও কৃতিত্বপূর্ন স্বীকৃতি সমূহ উক্ত পাঠাগারে পাওয়া যাবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। তারপরেও এধরনের মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। উক্ত সভায় হুজুরের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি মাদ্রাসা গঠন, সড়কের নামকরণ, একাডেমী গঠন, মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের নাম করণ ইত্যাদি সিদ্বান্ত নেয়া হলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এইযে অদ্যবধি তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুবকর বলেন,

"আমাদের সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতাই উক্ত কাজগুলোর অন্তরায় হয়েছে। তারপরেও হুজুরকে নিয়ে হুজুরের জীবন নিয়ে কাজ চলছে এটাই আমাদের বড় পাওয়া।"[২৫৪]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এ মহান দা'ঈ একটি ব্যক্তি নয় একটি প্রতিষ্ঠান, একটি আদর্শ । তাঁকে কোন সংকীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ করা উচিত নয়।বরং তাঁর নীতি অনুসরণ করে ইসলামী দাওয়াতের পূর্ণতা আণয়ন করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ দাওয়াত বা দাওয়াহ শব্দের অর্থ আহবান করা, অনুপ্রানিত করা, প্রার্থনা করা। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত ও পদ্ধতিগত বিস্তারিত প্রচেষ্টার নাম ইসলামী দাওয়াত দ্র. ডঃ আহমদ গাল্লুশ, *আদ দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ উসুলুহা-ওয়া আসালিবুহা*(কায়রো: দারুর কিতাবুল মিসরী,১৯৭৮), প্রথম প্রকাম, পৃ.

২ আদ-দা'ঈ অর্থ দাওয়াত প্রদানকারী, ইসলামের প্রচারক,প্রশিক্ষক; ইসলামের দাওয়াতে সচেষ্ট ব্যক্তি। দ্র. ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন,"*ইলমুদ দাওয়াহর প্রতিপাদ্য বিষয়*"(প্রবন্ধ), সূত্র. *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*(কুষ্টিয়া:ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়,ভলিয়াম-৭,নং-২,জুন,১৯৯৯),পৃ.২০

৩ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী(১৮৭৫-১৯৫০) ঃ জন্ম আড়ালিয়া গ্রাম, চট্টগ্রাম , ১৯৭৫। রাজনীতিবিদ লেখক, সাংবাদিক ও সমাজ সেবক। পিতা মুন্সী মতিউল্লাহ পন্ডিত । ১৮৯৫ তে হুগলি মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে জামায়াতে উলা পাশ করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শেষে মাতৃভাষা চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৪ সালে সাপ্তাহিক সুলতান পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯০৫-১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯২০-১৯২২ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ভারতে মুসলিম সভ্যতা, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, তুরস্কের সুলতান,ভারতে ইসলাম প্রচার ও কোরানে স্বাধীনতার বাণী প্রভৃতি প্রবন্ধে মুসলিম জাগরনের বাণী উচ্চারিত হয় । দ্র. *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ*১৯৯৭, *বা,এ ঢাকা, পৃ.২৬৫।*

৪ মাওলানা আবু নসর ওহীদ(১৮৭২-১৯৫৩) জন্ম, হাওড় পাড়া মহল্লা সিলেট শহর ১৮৭২। পৈতৃক নিবাস হাসনাবাদগ্রাম, ছাতক। ১৮৯২ সালে সিলেট সরকারী স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরবীতেএম. এ। তিনি আইন শাস্ত্রেও ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ১৯০৯ এ.ডি.পি. আই স্যার হেনরী শার্পের নেতৃত্বে মাদ্রাসা সংস্কার কমিটি গঠিত হলে তিনি এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগদানপূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।তিনি শিক্ষাজীবনে পান্ডিত্যপূর্ণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর করেন। দ্র. চরিতাভিধান,প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।

৫ মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)ঃ জন্ম হাকিমপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭জুন ১৯৬৮। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ ছিলেন মধ্যবঙ্গের একজন আলেম ও পীর।১৮৯৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯০০ সালে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৩ সনে তার সম্পাদনায় মোহাম্মদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে মাসিক আল- ইসলাম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ মোস্তফা চরিত (১৯২৩) এবং পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ তফসীরুল কুরআন । অবিভক্ত বাংলার মুসলিম জাগরণে অসামান্য অবদান রেখে ১৮ইআগষ্ট ১৯৬৮ সারে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। দ্র. চরিতাভিধান,প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬ মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমেদ(মৃ ১৯৬২)ঃ জন্ম , বরিশাল জেলার সরূপকাঠি থানার শর্ষিণা নামক গ্রমে। পিতার নাম আলহাজ্জ সদরুদ্দীন আহমেদ। প্রথমে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং পরে হুগলী মাদ্রসায় অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকেই তিনি জামআতে উলা শ্রেণীতে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন । শিক্ষা সমাপান্তে তিনি ফুরফুরার বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক (র) এর ভাবাদর্শ অবলম্বন করেন। দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপ্তিতে তার অবদান চির ভাস্বর। শর্ষীণা দারুস সুন্নাতআলীয়া মাদ্রাসা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমাজ সংস্কারেও তিনি যথেষ্ঠ অবদান রাখেন। ১৯৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্র. বাংলাদেশের সুফী সাধক ও ওলী আওলিয়া, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ৭ম সংস্করন,১৯৯৭,ঢাকা, পৃ.২১৫

৭ মাওলানা আব্দুল্লাহ হেল বাকী(১৮৮৬-১৯৫৩): জন্ম মাতুলালয়, টুরগ্রাম, বর্ধমান১৮৮৬, পৈতৃক নিবাস সুলতানপুর, চট্টগ্রাম। লেখক ও রাজনীতিবিদ। রংপুরের স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ।পরে ভারতের জামেউল মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য, ইসলামী শাস্ত্র ও ইতিহাস শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। জমিয়াতে আহলে হাদিসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ত্ব। ১৯৪৬ -এ অভিবক্ত বাংলার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগেরও তিনি শীর্ষ নেতৃত্বে ছিলেন। " পীরের ধ্যান " নামে একটি পুস্তিকা ও ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। দ্র.চরিতাভিধান,পূর্বোক্ত,পৃ.৩১৩

৮ মাওলানা আব্দুল্লাহ হেল কাফী (১৯০০-১৯৬০): জন্ম মাতুলালয়, টুরগ্রাম, বর্ধমান১৯০০, পৈতৃক নিবাস সুলতানপুর, চট্টগ্রাম। পিতা মাওলানা আব্দুল হাদী কতৃর্ক দিনাজপুর জেলায় বস্তিআরা গ্রাম স্থায়ীভাব বসতি স্থাপন। লেখক, আমলা ও রাজনীতিবিদ, কলকাতা মাদ্রাসা থেকে অ্যাংলা পারসিয়ান বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবশিকা পাশ করেন। ১৯১৯ -এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বি.এ অধ্যায়ন করেন। ১৯২২-এ জমিয়ত উলামায় বাংলার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন অংশগ্রহন করে বেশ কয়কবার কারাবরণ করেন। ১৯৫৭ সাল সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশ করেন। উর্দূ ও আরবী ভাষায় মোট ২৪টি পুস্তক রচনা করেন। ১৯৬০ সাল বাংলা একাডমী পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যু, ঢাকা-১৯৬০ । দ্র. চরিতাভিধান,পূর্বোক্ত,পৃ.৩১৩

৯ মাওলানা রুহুল আমিন(১৮৮২-১৯৪৫): জন্ম-নারায়ণপুর গ্রাম,বালিরহাট, চব্বিশ পরগনা । ইসলাম প্রচারক, ইসলামী সাহিত্যের স্রষ্টা। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ইংরেজী ও বাংলায় সমভাবে দক্ষ ছিলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আসামে ইসলাম প্রচার করে ১৯৪৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ১১৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়।

১০ মাওলানা ময়েজুদ্দীন হামীদি : বর্তমান সাতক্ষিরা জেলার কলারোয়া থানাধিন হামিদপুর গ্রামে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রায় ৬০ খানা ইসলামী পুস্তক রচনা করেন। তিনি " হেদায়েত" নামক একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। খৃ. ১৯৭০ সালে এ আলেমে দ্বীন ইন্তিকাল করেন।

১১ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী(১৮৮৫-১৯৬৯): জন্ম, ১৮৯৮সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগী পাড়ার শহর ডাংগা গ্রামে। বরিশালের সুতিয়াকাঠি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।শিক্ষা জীবন সমাপান্তে তিনি দেশের বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন।১৯৪৯ সালে ঢাকার লালবাগ জামেয়া-ই কোরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ওজন কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবেদিত প্রান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।দ্র. মোঃ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ই,ফা,বা, ঢাকা,১৯৯৩, পৃ.১৬০

১২ *মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান:*১৯১৯ সালে বর্তমান ফেনী জেলার সোনাগাজী থানাধিন চরগণেশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮-৩৯ সালে তৎকালীন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়াহ এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।ঢাকাস্থ সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতার পাশাপাশিবাংলা ভাষায়গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৬৫ তারিখে ইনতিকাল করেন।

১৩ *মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী:* ১৯৩৫ সালের ৩১ মার্চ ফরিদপুর জেলার কালকিনী থানাধীন সাহেবরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী মুন্সি আব্দুল করিম। ১৯৫১ সালে ঢাকা আলিয়া থেকে ধর্মীয় বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মিশরের জগৎ বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সাল ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত করেন। সাথে সাথে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন।তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। আরবী-বাংলা অভিধান তারই সৃষ্টি। দ্র. দৈনিক ইনকিলাব ৩০ মার্চ,২০০০

১৪ *মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী*(১৯০০-১৯৭২): ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ফেনী জেলার সিলোনিয়া এলাকার নেয়াজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ আলী আজম।চট্টগ্রামের নিজামপুরস্থ আবুরহাট মাদ্রাসা থেকে ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। অতঃপর স্থানীয় দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগঠন " জমিয়াতুল মোদাররেসীন"(১৯৩০) এর প্রতিষ্ঠাতা।এ দেশের মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তার অবদান চিরস্মরণীয়।আরবী , উর্দূ ও বাংলা ভাষায় তার শতাধিক রচনা রয়েছে। দ্র. এ.এস.এম.আজিজুল হক,মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী,ই,ফা,বা-১৯৮৭

১৫ ***মাওলানা ওবায়দুল হক:*** চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতকানিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর তৎকালীন ফেনী মহকুমা সদরে অবস্থিত ফেনী আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগঠন " জমিয়াতুল মোদাররেসীন" এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

১৬ *মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম* (১৯১৮-১৯৮৭): জন্ম, পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানাধীন শিয়ালকাঠি গ্রামে। ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন।ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষি মনিষীদের জন্য তিনি পথিকৃৎ হিসেবে পরিগণিত। অনুবাদ সাহিত্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বাংলাদেশ সহ দক্ষিন পূর্ব এশিয়া থেকে ও. আই.সি.র ফিকহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। রাজনীতিবিদ হিসেবেও তাঁর যথেষ্ঠ সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম,সূরা-ফাতিহার তাফসীর, খায়রুন প্রকাশনী,ঢাকা-গ্রন্থকার পরিচিতি।

১৭ *মাওলানা নূরুল্লাহ* ১৮৬৪ সালে ২৫মে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার কাশেম নগরে জন্ম গ্রহন করেন। ঢাকা আহছানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। ফুরফুরা শরীফের মুরীদ হয়ে খেলাফত লাভ করেন ।

১৮ *মাওলানা কারামত আলী* জৌনপুরী(১৮০০-১৮৭৩) তিনি ১২১৫হি: মোতাবেক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের জৌনপুরের মোল্লাটোলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ছিদ্দিকী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পন্ডিত। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদুল্লাহ আমানীর নিকট হাদিস শিক্ষা লাভ করেন । তিনি সৈয়দ শহীদ বেরলভীর নিকট ইলমে মারিফাত অর্জন করেন। সৈয়দ শহীদের আদেশে তিনি বঙ্গে দ্বীন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় একাম্ন বৎসর তিনি এ কাজে ব্যাপৃত থেকে উত্তর বঙ্গের রংপুরে ১৮৭৩খৃঃমোতাবেক১২৯০হিঃইনতিকাল করেন। দ্র. মাওলানা নূর-মোহাম্মদ আজমী (রঃ), হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২), চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ. ২০।ইনি আমাদের মহানবী (সাঃ) এর শ্বশুর, নিত্য সহচর প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর ৩৫ তম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। উনি যে সময় জন্মগ্রহন করেন সে সময় জৌনপুর অঞ্চলে লোকজন ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল । দ্র.মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, রংপুরে ইসলাম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪) প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯ আবুল ফরহাদ, প্রবন্ধঃ মাওলানা নজীবুল্লাহ কাশেম নগরী, (ঢাকাঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ জুন ১৯৯৫)

২০ ১৭৮০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট মুসলমান গন তৎকালীন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদন করেন। তাদের আবেদন ক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস অক্টোবর মাসে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। দ্র. এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে, (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), চতুর্থ প্রকাশ, পৃ.১০৫ প্রথমে ইহা কলিকাতার বৌ বাজারে স্থাপিত হয়। ১৮২৪ ইং ইহা কলিকাতার মুসলিম এলাকা " ওয়ালেসলী স্কয়ারে" স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় প্রিন্সিপাল জিয়াউল হক ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় ইহার বিরাট লাইব্রেরী সহ ঢাকায় অপসারিত হয়। ১৯৫৯ সন পর্যন্ত ইহা সদর ঘাটের নিকট ঢাকা মুসলিম গভঃ হাইস্কুলের 'ডাফরিন নামক ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং ১৯৬০ ইং বকসী বাজারে ইহা নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। দ্র. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ), *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

২১ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলভী মোঃ ইয়াহইয়া কতৃক ১৯৩৫ সালের ১৪ইফেব্রুয়ারী প্রদত্ত *প্রশংসা পত্র*। সংগ্রহ সূত্র ঃ আবুল ফরহাদ, সংগ্রহ-১৪/০৩/০১

২২ সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, *মাসিক মদীনা*, (ঢাকাঃ মে, ১৯৯৮), প্রবন্ধ- আল্লামা নজিবুল্লাহ আল-কাসেম নগরী, পৃ. ৩০

২৩ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র), *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৩

২৪ দ্র. বাংলা বাজার পত্রিকা, ৭ আগষ্ট ১৯৯৮, ১৪ আগষ্ট, ২১আগষ্ট ১৯৯৮ ১৬ অক্টোবর ১৯৯৮,

২৫ ডঃ আব্দুল কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯১) প্রথম প্রকাশ, পৃ.১

২৬ মো: ফখরুল ইসলাম, *বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস* (নোয়াখালিঃ ১৯৯৮), প্রথম প্রকাশ, পৃ.২

২৭ প্রাগুক্ত

২৮ প্রাগুক্ত,পৃ.২৪

২৯ প্রাগুক্ত

৩০ এম.এ.রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪)৪র্থ প্রকাশ,পৃ. ২১

৩১ মো: ফখরুল ইসলাম, *বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪

৩২ ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম,পৃ. ৩

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২

৩৪ মো: ফখরুল ইসলাম, বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৬

৩৫ প্রাগুক্ত,পৃ.২

৩৬ মো: ফখরুল ইসলাম, বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (ঢাকা: বাংলাএকাডেমী ১৯৭৭), প্রথম প্রকাশ, পৃ.১৫৩

৩৮ ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩

৩৯ প্রাগুক্ত

৪০ তোফায়েল, নোয়াখালি বিষয়াবলী (ঢাকা ঃ প্রকাশক আহাছানুল্লাহ, ১৯৭৫) ১ম প্রকাশ, পৃ.৮৯

৪১ ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.২২

৪২ নূরুল রহমান খান, সৈয়দ মুজতবা আলী জীবন কথা (ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯০) প্রথম প্রকাশ, পৃ.১২

৪৩ এম. এ.রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৬

৪৪ ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.৪৮

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

৪৭ বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ.২৯

৪৮ নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.১০৬

৪৯ নোয়াখালী বিষয়াবলী, পূর্বোক্ত, পৃ৮৮

৫০ বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস,পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৫২ গোলাম সাকলায়ন, বাংলাদেশের সূফী - সাধক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৩), পঞ্চম সংস্করণ, পৃ.১১৪-১১৫

৫৩ সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথা, পূর্বোক্ত,পৃ.১৬

৫৪ বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ.৬৭

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৯২২

৫৬ নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.৪৫

৫৭ নোয়াখালী বিষয়াবলী, পূর্বোক্ত, পৃ.২১১

৫৮ নোয়াখালীতে ইসলাম,পূর্বোক্ত,পৃ.৪১

৫৯ প্রাগুক্ত,পৃ.৪৯

৬০ প্রাগুক্ত,পৃ.১২১

৬১ নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃ.৪১

৬২ বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ.৭৭

৬৩ প্রাগুক্ত,পৃ.৭৯

৬৪ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০

৬৫ বাংলা বাজার পত্রিকা,পূর্বোক্ত

৬৬ প্রাগুক্ত

৬৭ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত,পৃ.৩০

৬৮ মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত নিজের জীবনির পান্ডুলিপি,পৃ.১

৬৯ দৈনিক সংগ্রাম,পূর্বোক্ত

৭০ প্রাগুক্ত

৭১ জীবনি পান্ডুলিপি, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭২ আবুল হোসেন সাক্ষাৎকার গ্রহণ: তাং ২৩/৬/২০০২ । তিনি মাওলানা নাজবুল্লাহর অতি নিকটতম ছাত্র।তিনি তাফসীর বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন। পরবর্তীতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মাওলানা নজিবুল্লাহর নির্দেশে কলেজের চাকরী ত্যাগ করে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তিনি মাওলানা নজিবুল্লাহর নিকট বাইয়্যাত লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি তাঁর উস্তাদকে ছায়ার মত অনুসরন করতেন।

৭৩ হাদিস শাস্ত্রে অর্জিত সর্বোচ্চ ডিগ্রী

৭৪ দৈনিক ভোরের কাগজ, ২১ আগষ্ট১৯৯৮

৭৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, জীবনি পান্ডুলিপি, পূর্বোক্ত

৭৬ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত,

৭৭ আবু নছর মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ কাসেম নগরী, মকছুদুল মুত্তাকীন, (বগুড়া ঃ আবুল ওফা ওয়া বেরাদারন প্রকাশনা,১৯৬৭) ২য় সংস্করণ,পৃ.১

৭৮ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত

৭৯ প্রাগুক্ত

৮০ নূরীয়া মাদ্রাসা; মাওলানা নূরুল্লাহ ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নির্দেশে নিজগ্রামে কতিপয় ঈমানদার লোকজন সাথে নিয়ে কাউমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রথিত যশ্বা আলিমের জন্মদান কারী এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সরকারী অনুমোদন লাভে করতঃ ফাজিল মাদ্রাসায় উন্নিত হয়ে কাসেম নগর নূরীয়া ফাজেল মাদ্রাসা নামে প্রসিদ্ধ। তথ্য প্রদানঃ মাঃ আব্দুল কুদ্দুস।

৮১ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত

৮২ বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগকে সাধারণত উত্তরবঙ্গ বলা হয় ।

৮৩ সুলতানী আমলে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ৬৭১-৮১) স্বাধীন বঙ্গের শাসন কর্তা ছিলেন। প্রবাদ তাঁরই নাম অনুসারে তৎকালে এই জেলার নাম করা হয় 'বগরা' অপভ্রংশে বগুড়া। দ্র. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতি কাহিনী(অতিত ও বর্তমান),(বগুড়াঃ প্রকাশক, কাজী মোহামদ্দ মিছের,১৯৫৭), প্রথম প্রকাশ, পৃ.১

৮৪ ড.এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, ইতিহাসের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা শীর্ষক প্রবন্ধ।সূত্রঃ 'আল ইসতিফা' বগুড়া মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র প্রথম পুনর্মিলনী, (বগুড়া, ১৯৮৩) ,পৃ.১

৮৫ কাজী মোহাম্মদ মিছের বগুড়ার ইতিকাহিনী, পূর্বোক্ত, দ্র. ভূমিকা-খ।

৮৬ শাহসুলতান মাহামুদ বলখী যিনি মাহী সাত্তয়ার নামে পরিচিত । ইনি ছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য বলখের অধিপতি । তাই তিনি সুলতান বলখী নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। চারশত হিজরীর প্রারম্ভে নগরী সুদৃশ্য সৌধাবলীতে সমাসীন ছিল। বিশাল স্বর্ণ তখত ত্যাগ করে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ৩৪৯ হিজরীর শেষ ভাগে ইসলাম প্রচারার্থে বঙ্গদেশে আগমন করেন। দ্র. কাজী মোহাম্মদ মিছের বগুড়ার ইতিকাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৮।

৮৭ ড.এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, ইতিহাসের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা,আল-ইস্তিফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ক-১

৮৮ কাজী মোহাম্মদ মিছের বগুড়ার ইতিকাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৮

৮৯ এ.কে.এম মহিউদ্দীন,চট্টগ্রামে ইসলাম,(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ,১৯৯৬), প্রথম প্রকাশ, পৃ.৭১

৯০ ওহীদুল ইসলাম, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম , সম্পাদক : নুরুল আনোয়ার আহসান চৌধুরী(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ,১৯৯৫), প্রথম প্রকাশ, পৃ.১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৯১ বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্র. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফী সাধক, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৫),পঞ্চম (ই.ফা.বা তৃতীয়)সংস্করন.পৃ.৬৭-৬৮

৯২ কাজী মোহাম্মদ মিছের বগুড়ার ইতিকাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৯

৯৩ ড.এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, ইতিহাসের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ক-২

৯৪ ড.এ. কে. এম ইয়াকুব আলী,রাজশাহীতে ইসলাম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯২), প্রথম প্রকাশ, দ্র.ভূমিকা

৯৫ কাজী মোহাম্মদ মিছের, পূর্বোক্ত

৯৬ প্রাগুক্ত.পৃ.১৩

৯৭ প্রাগুক্ত.পৃ.৫৯

৯৮ প্রাগুক্ত.পৃ.১৭১

৯৯ প্রাগুক্ত.পৃ.২৭৩

১০০ প্রাগুক্ত ।

১০১ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই ২৪ পরগনা জেলার পিয়ারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন ।কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৮ সালে ফ্রান্স হতে তিনি ইংরেজীতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন ।১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি কলা অনুষদের ডীন ছিলেন। ১৯৫৫ হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও কলা অনুষদের ডীন ছিলেন ।বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত বাংলা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তিনিই রচনা করেন। বাংলা, ইংরেজী,ফরাসী,হিব্রু, আরবী,ফারসী,উর্দূ, হিন্দী,সংস্কৃত, পালী,প্রাকৃত,আসামী, উড়িয়া,মৈথিলী,তিব্বতী ইত্যাদি ভাষা জানতেন ।১৯৬৯ সালের ১৩ ই জুলাই এই সাধক পুরুষ, জ্ঞান তাপস পরলোক গমন করেন ।১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট(মরণোত্তর) উপাধিতে ভূষিত করে ।

১০২ কাজী মোহাম্মদ মিছের, পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৯

১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৮-২৬৮

১০৪ এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,পূর্বোক্ত,৬২-৬৩

১০৫ কাজী মোহাম্মদ মিছের, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬

১০৬ মুহাম্মদ আবু তালিব, ফকীর মজনু শাহ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৮), ৩য় সংস্করণ,পৃ.৬৫

১০৭ কাজী মোহাম্মদ মিছের, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯৫-৪৩৯

১০৮ ড.এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, ইতিহাসের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ক-১৯

১০৯ প্রাগুক্ত

১১০ দৈনিক ভোরের কাগজ,১৪ আগষ্ট,১৯৯৮,পৃ.৭

১১১ আল-ইস্তিফা,পূর্বোক্ত, পৃ.ক-২৩

১১২ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,পান্ডুলিপি,পূর্বোক্ত, পৃ.৩

১১৩ আল ইস্তিফা, পূর্বোক্ত, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

১১৪ দৈনিক ভোরের কাগজ,১৪ আগষ্ট,১৯৯৮,পৃ.৭
১১৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,পান্ডুলিপি,পূর্বোক্ত, পৃ.৩

১১৬ আবুল হোসেন, স্মৃতিচারণ, তারিখ-১৩-০৭-২০০২
১১৭ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,পান্ডুলিপি,পূর্বোক্ত, পৃ.৪

১১৮ আবুল হোসেন স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত
১১৯ কামিল তাফসীর প্রথম বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের লিখিত বক্তব্য(বগুড়া: ১৯--), পৃ.১
১২০ প্রাগুক্ত, পৃ.২
১২১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩

১২২ আল-ইস্তিফা, পূর্বোক্ত, পৃ.৭
১২৩ আল-ইস্তিফা, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪

১২৪ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, জীবনি পান্ডুলিপি, পূর্বোক্ত
১২৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,মকছুদুল মুত্তাকীন, পূর্বোক্ত, দ্র. পরিচয় অধ্যায়
১২৬ ২৮/০৫/১৯৬৫ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক মাওলানা নজিবুল্লাহকে প্রেরিত পত্র থেকে।
১২৭ ২৮/০৫/১৯৬৮ তারিখে পূ পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক মাওলানা নজিবুল্লাহকে প্রেরিত পত্র থেকে।

১২৮ ২৫ জানুয়ারী ১৯৬৮ তারিখে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক মাওলানা নজিবুল্লাহকে প্রেরিত পত্র থেকে।

১২৯ জিয়াউর রহমান: ১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী কামালউদ্দীন।১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন।১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সেনা ও বিডিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশে সৈনিক জনতার অভ্যুত্থানের পর ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে কতিপয় আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। দ্র . রুহুল আমিন, জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ , (ঢাকা:হীরা বুক মার্ট ,১৯৯১),প্রথম প্রকাশ, পৃ. ভূমিকার পূর্ব।
১৩০ শিরীন মজিদ, শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৩), প্রথম প্রকাশ, পৃ.১১৪-১১৯
১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭
১৩২ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮
১৩৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের ০৩.০৭. ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি। শ্মারক নং শ্মাঃ৫/ধর্ম /জ১/৮২/৩৪০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের ০৩.০৭. ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি। শ্মারক নং শ্মাঃ৫/ধর্ম /জ১/৮২/৩৪০
১৩৪ ধর্ম মন্ত্রনালয়ের চিঠি, শ্মারক ৫/ধর্ম / জ-১/৮২/৩৩৭

১৩৫ ০৯-০৭-১৯৮২ তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত জাকাত বোর্ডের প্রথম সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তবলী, শ্মাঃ৫/ধর্ম /জ৪-৪/৮২/৩৫০

১৩৬ প্রাগুক্ত
১৩৭ ২৭ জুন ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাকাত বোর্ডের প্রথম সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তবলী, শ্মা জ/প-১(১)/৮২/১৬৩(১২)

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮ বগুড়ার ডেপুটি কমিশার এইচ জামান কর্তৃক প্রদত্ত সদস্য পরিচয় পত্র ও আমন্ত্রণ পত্র থেকে।

১৩৯ ১৯৬৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মিটিঙে অভিনন্দন জানিয়ে যে পত্র পাঠ করেন সেই অভিনন্দন পত্র থেকে ।

১৪০ আবু বকর ছিদ্দিক,আহবায়কের বক্তব্য,জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকা ''স্মৃতি অম্লান'',পৃ.৭

১৪১ প্রাগুক্ত, পৃ.৯

১৪২ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, পান্ডুলিপি, পূর্বোক্ত, পৃ.৪

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৩

১৪৪ সিরাজুল হক(সম্পাদক), বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথমখন্ড,পূর্বোক্ত, পৃ.৫৯৩

১৪৫ মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ : স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত,পৃ.৭৫

১৪৬ আবুল ফরহাদ, আব্বাজানকে যেমন দেখেছি(পত্র যোগাযোগ) ।

১৪৭ আনোয়ার সাদাতের পরিচয়:

১৪৮ মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে লেখা মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পত্র(মূল আরবী পত্র), দ্র. পরিশিষ্ঠ অংশ ।

১৪৯ আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মত ও মন্তব্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৭

১৫০ পূর্বোক্ত

১৫১ আবুল ফরহাদ, মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

১৫২ প্রাগুক্ত

১৫৩ ডেপুটী কমিশনার বগুড়া বরাবর মাওলানা আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পদত্যাগ পত্র,১৫ অক্টোবর,১৯৭০ । সংগ্রহ:১০.০৭.২০০২

১৫৪ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, জীবনি পান্ডুলিপি, পৃ.৪

১৫৫ জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান দফতর ৬৬/১৪ সিদ্দিক বাজার ঢাকা থেকে ২১,১২,৭০ সালে মাওলানা নজিবুল্লাহকে প্রেরিত পত্র ।

১৫৬ আবুল হোসেন, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত

১৫৭ আবুল ফরহাদ, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত

১৫৮ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, জীবনি পান্ডুলিপি, পৃ.৪

১৫৯ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন কারীদের বিচারের জন্য আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৭২ সালের ২৮শে জানুয়ারী জারী করে এক বিশেষ আইন যার নাম 'বাংলাদেশ দালাল আদেশ' ১৯৭২ এটি ছিল একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল । সরকার নির্দেশ জারী করে, এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমেই সকল দালালদের বিচার করা হবে। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমেই তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল ব্যক্তিগত শত্রুতার কারনে দালাল রূপে চিহ্নিত করে নিরপরাধ লোকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া শুরু হয়ে যায়। দ্র. শিরীন মজিদ, শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫ । উপর্যুক্ত আইনে ৩৭,৪৩১ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে বিচার হয় ২৮৪৮ জনের । বিচারে মাত্র৭৫৬ জন দন্ড প্রাপ্ত হয় এবং ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। অর্থাৎ দেখা যায় যে, দালাল আইনের বন্দীদের শতকরা ৭০.৬ জনই নিরপরাধ। এ প্রহসন বুঝতে পেরে সরকার ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সরকার সকল ব্যাক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।সূত্র: হারুণুর রশীদ, ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদ- ইহুদিবাদ- ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি খোলা চিঠি, পৃ.৪৯

১৬০ শিরীন মজিদ, শেখমুজিব থেকে খালেদা জিয়া, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৯ । নৈরাজ্য ও লুটপাটের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ এই দূর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বিশ্বের সমস্ত পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে থাকে দূর্নীতি,অব্যবস্থা ও লুটপাটের খবর। শেখ মুজিব বলতে বাধ্য হন চাটার দল সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। হেনরী কিসিঙ্গার ঘোষণা করেন বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তলাহীন ঝুড়িতে। সূত্র: হারুণুর রশীদ, খোলা চিঠি, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৬১ ১৯৭৫ সালে জনাব আহমেদের চেম্বারে সংস্থার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত সকলেই দুস্থ কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার আন্তরিক উৎসাহ ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন।বগুড়া শহরের ঐতিহ্যবাহী মুস্তাফাবিয়া মাদ্রসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু নসর মোঃ নজিবুল্লাহ ও জনাব ময়েজুদ্দীন আহমেদকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১৩জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন ১. সর্ব জনাব মাওলানা আবু নসর মোঃ নজিবুল্লাহ ২. মাহমুদুল হাসান খাঁন ৩. ময়েজউদ্দীন আহমেদ ৪. আব্দুল জব্বার ৫. মতিয়ার রহমান ভান্ডারী ৬. আলহাজ্জ ওয়াজেদ আলী ৭.আলহাজ্জ হারেক আলী মিঞা ৮. সামস উদ্দীন হায়দার ৯. জহীরুল কাইউম ১০. আলহাজ্জ হেদায়েতুল্লাহ আহমেদ ১১. শেখ মোজাম্মেল হক ১২. ডা: মোঃ ইয়াসিন। দ্র. ইবনে তাইমিয়া , বগুড়া দুস্থ কল্যাণ সংস্থার পটভূমি(প্রবন্ধ), আধার থেকে আলো, বগুড়া দুস্থকল্যাণ সংস্থার স্মরণিকা,(বগুড়া: দুস্থকল্যাণ প্রকাশনা, ১৯৮২), পৃ.১৪

১৬২ প্রাগুক্ত.পৃ.১৫

১৬৩ প্রাগুক্ত

১৬৪ প্রাগুক্ত

১৬৫ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস.পূর্বোক্ত

১৬৬ ডঃ আব্দুল মজিদ খান, শুভেচ্ছা বাণী, আধার থেকে আলো, পূর্বোক্ত, পৃ.১

১৬৭ মাওলান আব্দুল কুদ্দুস, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত

১৬৮ গঠনতন্ত্র , বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ(বগুড়া : ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ ভবন,. ১৯৭৮), প্রথম প্রকাশ, পৃ.১

১৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ.১-২

১৭০ রফিকুল ইসলাম মুক্ত(সাক্ষাৎকার), যুগ্মসচিব, বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুফ।

১৭১ গঠণতন্ত্র, পূর্বোক্ত,পৃ.২

১৭২ রফিকুল ইসলাম মুক্ত, পূর্বোক্ত

১৭৩ মাওলানা আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

১৭৪ মাওলানা আলমগীর হোসাইন,পূর্বোক্ত

১৭৫ তথ্য প্রদান:মাওলানা আব্দুল কাদের, পূর্বোক্ত

১৭৬ আবুল ফরহাদ, আম্মামা নজিবুল্লাহর কর্মজীবন(প্রবন্ধ),সূত্র:বাংলা বাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত।

১৭৭ ডঃ এফ. এম.এ.এইচ তাকী,পূর্বোক্ত, সাক্ষাৎকার প্রদান,০৯-১০-২০০২

১৭৮ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস কর্তৃক প্রেরিত(মাওলানা নজিবুল্লাহ এর বিবাহ সংক্রান্ত)পত্র থেকে, প্রাপ্তি তারিখ: ১৯/০৭/২০০২

১৭৯ আবুল ফরহাদ, স্মৃতিচারণ,২৫/০৭/২০০১

১৮০ শামীমা আক্তার নাজু,(মাওলানা নজিবুল্লাহ এর বড় ছেলের বড় মেয়ে), যার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম পাটোয়ারীর ১৯৮০ সালে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

১৮১ মাসিক মদীনা পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩

১৮২ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান(মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র),সাক্ষাৎকার প্রদান।

১৮৩ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান(মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ছাত্র),বগুড়ায় ইসলাম পান্ডুলিপি।

১৮৪ লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ:২৯/১০/২০০২

১৮৫ সাক্ষাৎকার গ্রহণ,পূর্বোক্ত

১৮৬ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১২/০৭/০২।

১৮৭ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১২/০৭/০২।

১৮৮ দ্রঃ এ. এফ. এম. উমায় আল ফারুক, মাওলানা নগরী (প্রবন্ধ), সূত্র. আল-ইসতিফা, পূর্বোক্ত, পৃ ১-৪

১৮৯ ডাকযোগে লিখিত পত্র, প্রাপ্তি: ১০/১১/২০

১৯০ সংগ্রহ সূত্র : মুহাঃ মাফুজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

১৯১ তথ্য প্রদান:ডঃ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী

১৯২ লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ। তারিখ:১৭/১১/২০০২

১৯৩ সংগ্রহ সূত্র : মুহাঃ মাফুজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

১৯৪ সংগ্রহ সূত্র: মুহাঃ মাহফুজুর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ

১৯৬ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ

১৯৭ সংগ্রহ সূত্র: মুহাঃ মাহফুজুর রহমান

১৯৮ তথ্যপ্রাপ্তি, এফ.এম.এ.এইচ তাকী, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

১৯৯ তথ্যপ্রাপ্তি, এফ.এম.এ.এইচ তাকী, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২০০ মোহাঃ হাছানাত আলী কর্তৃক মাওলানা নজিবুল্লাহ সংক্রান্ত প্রেরিত প্রত্র, প্রাপ্তি তারিখ:১৬/১১/২০০২

২০১ ডঃ .এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, (প্রাক্তন ছাত্রঃ বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা), সৌজন্য সাক্ষাৎকার (স্মৃতিচারণ), সাক্ষাৎকার গ্রহন ২১/১০/০২।

২০২ ড.এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, একটি বংশ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য , (বগুড়াঃ শাইখ ব্রাদার্স, ১৯৯৬), প্রথম প্রকাশ কাল, পৃ-৪৮।

২০৩ ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী ১৯৫৭ সালের ৬ জুলাই বগুড়া জেলার বড় মহর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামী শিক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে এমএ. পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী স্টাডিজ এ প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করে বর্তমান অত্র বিভাগের চেয়াম্যান হিসাবে কর্মরত।সাক্ষাৎকার গ্রহণ-০৯-১০-২০০২

২০৪ ড. মুহাম্মদ আতাহার আলী, (প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা), অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সৌজন্য : সাক্ষাৎকার (স্মৃতিচারণ) সাক্ষাৎকার গ্রহন ২৯/১০/০২।

২০৫ মোহাঃ মাহফুজুর রহমান(প্রাক্তন ছাত্র, মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা), স্মৃতিচারণ.০১/১১/০২

২০৬ মোঃ মফিজুল হক (ঘনিষ্ঠ শুভাকাংখী), সহযোগী অধ্যাপক আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ২৮/১০/০২।

২০৭ হাছানাত আলী (প্রাক্তনছাত্র,মুস্তাফাবিয় আলিয়া মাদ্রাসা) সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সাক্ষাৎকার প্রদান ১৬/১১/০২

২০৮ ড. বেলাল হোসাইন (ছাত্র), সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়, সাক্ষাৎকার প্রদান ১২/১১/০২।

২০৯ মোহাঃ মাহফুজুর রহমান, স্মৃতিচারণ, সাক্ষাৎকার প্রদান২৫/১০/০২।

২১০ মোহঃ মাহফুজুর রহমান, বগুড়া জেলার ইসলাম (পান্ডুলিপি), পৃ .২৬।

২১১ প্রাগুক্ত,পৃ.২৭

২১২ আবুল হোসেন,স্মৃতিচাণ, পূর্বোক্ত

২১৩ মাওলানা আলমগীর হোসাইন, খতীব, নূর মসজিদ, বগুড়া, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফিবয়া আলিয়া মাদ্রাসা ।

২১৪ আবিদুর রহমান সোহেল, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, কাহালু রহমানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফিবয়া আলিয়া মাদ্রাসা ।

২১৫ মোহাঃ আব্দুল মালেক,প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, হাজরা দীঘি কলেজ,বগুড়া, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফিবয়া আলিয়া মাদ্রাসা ।

২১৬ মোঃ নুরুল ইসলাম, ভারপাপ্ত অধ্যক্ষ, বগুড়া সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফিবয়া আলিয়া মাদ্রাসা ।

২১৭ আবুল কালাম মোঃ আফতাব উদ্দিন, সহ অধ্যাপক আরবী বিভাগ, বগুড়া

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফিবয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

২১৮ আল- ইস্তিফা, পূর্বোক্ত
২১৯ প্রাগুক্ত
২২০ প্রাগুক্ত
২২১ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩
২২২ মাওলানা আব্দুর কুদ্দুস(মাওলানার বড় ছেলে), সাবেক অধ্যক্ষ, দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।
২২৩ আবু বকর সিদ্দিক, পরিচালক, বগুড়া ক্যাডেট ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, প্রাক্তন ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

২২৪ এ সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলীল না থাকায় বিভিন্ন জনের নিকট থেকে গ্রহণ করা সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য সাক্ষাৎকার নির্দেশনায় দেয়া হয়েছে।
২২৫ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, সাক্ষাৎকার প্রদান।
২২৬ মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত
২২৭ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।

২২৮ মাফজুর রহমান স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।

২২৯ আবুল হোসেন, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।
২৩০ ড. ম. আতাহার আলী, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।
২৩১ আবিদুর রহমান সোহেল, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।
২৩২ ড. এম. ইয়াকুব আলী, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।
২৩৩ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান, পূর্বোক্ত।

২৩৪ ড. প্রফেসর আবুল কালাম পাটোয়ারী, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত।

২৩৫ আব্দুর রহমান ফকীর, সাবেক সংসদ সদস্য ও ছাত্র মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। সাক্ষাৎকার প্রদান: ২৭/০৭/২০০১
২৩৬ মাসিক মদীনা,পূর্বোক্ত,৩৩
২৩৭ হাফেজ কায়সার(মাওলানা নজিবুল্লাহ এর নাতি),স্মৃতিচারণ: ০৪/০৯/২০০১
২৩৮ আল-ইস্তিফা,পূর্বোক্ত,পৃ.৩
২৩৯ প্রাগুক্ত,পৃ.১
২৪০ প্রাগুক্ত,পৃ.৮
২৪১ দৈনিক সংগ্রাম,সম্পাদক আবুল আসাদ,(ঢাকা: ১০ জানুয়ারী,১৯৯৬)
২৪২ দৈনিক করতোয়া, সম্পাদক, মোজাম্মেল হক, বগুড়া: ১০ জানুয়ারী১৯৯৬
২৪৩ দৈনিক চাঁদণীর বাজার,সম্পাদক, জাহেদুর রহমান, বগুড়া: ১০ জানুয়ারী১৯৯৬

২৪৪ দৈনিক সাতমাথা,সম্পাদক, অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন, বগুড়া: ১১ জানুয়ারী১৯৯৬
২৪৫ দৈনিক উত্তর বার্তা,সম্পাদক,মুহাম্মদ মাহবুব উল-আলম, বগুড়া: ১০ জানুয়ারী১৯৯৬
২৪৬ দৈনিক করতোয়া, সম্পাদক, মোজাম্মেল হক, বগুড়া: ১৩ জানুয়ারী১৯৯৬

২৪৭ দৈনিক করতোয়া, সম্পাদক, মোজাম্মেল হক, বগুড়া: ১৪ জানুয়ারী১৯৯৬

২৪৮ দৈনিক সাতমাথা,সম্পাদক, অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন, বগুড়া: ১০ জানুয়ারী১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

২৪৯ দৈনিক করতোয়া. দৈনিক সাতমাথা.সম্পাদক. অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন. বগুড়া: ২১ জানুয়ারী১৯৯৬

২৫০ মাওলানার ইনতিকালে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল উপলক্ষে প্রচারিত লিফলেট ও দৈনিক করতোয়া:২২ জানুয়ারী.১৯৯৬

২৫১ দৈনিক সাতমাথা.সম্পাদক. অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন. বগুড়া: ২২ জানুয়ারী১৯৯৬

২৫২ দৈনিক সাতমাথা: ২৭ জানুয়ারী১৯৯৬

২৫৩ গঠণতন্ত্র. আল্লামা নজিবুল্লাহ ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও পাঠাগার.বগুড়া:১৯৯৭

২৫৪ মোঃ আবু বকর.পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-তিন

সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা

১. অবতরণিকা

ইংরেজ উপনিবেশের শেষ দিকে যখন ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্ব ব্যাপি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তন ঘটছিল। এবং উপমহাদেশে মুসলমানরা সামাজিক,সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবে পিছিয়ে পড়ছিল এমনি মূহুর্তে বাংলা সাহিত্যে মাওলানা নজিবুল্লাহর দীপ্র আবির্ভাব। তিনি লেখনীর মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজের এহেন দুর্দশার শৃংখল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন এবং অনেকটা সফলও হলেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী বস্তুনিষ্ঠ ভাবে সহজ ও সাবলীল ভাবে বাংলার মুসলিম জন সাধারনের সামনে উপস্থাপন করে ইসলামী দাওয়াতের চরম উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থেকেছেন।তিনি দার্শনিক,মনস্তাত্ত্বিক,অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ভাবধারা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি এমন সময় লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চালিয়েছেন যখন মুসলিম সমাজে লেখনীর দিক থেকে দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং সাহিত্য চর্চায় পশ্চাদপদ হয়ে পড়ছিল বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠী।

মাওলানা নজিবুল্লাহ আল- কুরআনের তাফসীর, আল-হাদীস, ফিকহ, ফতওয়া, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজ, ব্যবস্থা দাওয়াতে দ্বীন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাংলা, আরবী ও উর্দূ ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সব রচনা সংগৃহীত হয়েছে এ দাবী করা খুব কঠিন। আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে তাঁর যে সকল রচনা কর্ম সংগ্রহ করেছি তার আলোকে আমরা তাঁর রচনাবলীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

১. প্রকাশিত গ্রন্থাবলি।

২. পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী।

৩. অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা

এক. মকছুদুল মুত্তাকীন (দ্বীনদারদের উদ্দিষ্ট/কাংক্ষিত)

মাওলানা আবুনছর মোহাঃ নজিবুল্লাহ প্রণীত তিন খন্ডে বিভক্ত আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের হাতে আছে। আবুল ওফা (ওয়াফা) ওয়া বেরাদারান (আবুল ওয়াফা এন্ড ব্রাদার্স) মাদ্রাসা কোয়ার্টার, সুতরাপুর, বগুড়া কর্তৃক খৃ ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড যথাক্রমে ১৯০, ১৬৭, ৮৬ মিলিয়ে সর্বমোট ৪৪৫। উক্ত সংস্করণটি মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করেছেন আফতাব উদ্দিন আহমেদ (দি ফাইন আর্ট প্রেস, থানা রোড, বগুড়া)।

ইতোপূর্বে রচিত বিচ্ছিন্ন কিছু পুস্তিকা যেমন ঃ

ক) পর্দা তত্ত্ব।

খ) নারীদের সম্বল (যা তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অনুসরণে একমাত্র নারী জাতির জরুরী মাসআলা গুলোকে একত্রিত করে প্রকাশ করেছিলেন।

গ) হুজুর (সঃ) এর নির্বাচিত খুতবাহ এর সংকলন "নূরী খোতবাহ"।

ঘ) ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান।

ঙ) উছওয়াহ হাছানাহ (পান্ডুলিপি)

চ) বগুড়া মুস্তাফাবীয়া আলীয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী

'আল-মুস্তাফা' তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ সহায়তা গ্রহণ পূর্বক আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। যার সমর্থন মিলে নিম্নোক্ত বক্তব্য " ইহার পরে মনে হইল যে, উক্ত রচনাবলীর সাহায্য গ্রহণ পূর্বক একখানা বড় কেতাব বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে"। [১] প্রামানিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি দ্বীনী দাওয়াতের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হন। লেখক নামধারী কিছু ব্যক্তি সে সময়ে ইসলামের নামে মনগড়া কাহিনী ও বাক্য সম্বলিত পুস্তকাদি রচনা করছিল যা দ্বারা সরল প্রাণ সাধারণ মুসলিমরা বিভ্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছিল এমতাবস্থায় মাওলানা নজিবুল্লাহ ঈমানী দায়িত্ব বোধে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন,

> যা হোক এরুপ বাংলা ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক এবং কেতাব আজে বাজে কথা দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে হইল যে, তাহকীক তত্ত্ব দ্বারা লিখিত, দলীল প্রমাণ দ্বারা সংগৃহীত এমন কিছু কেতাব বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা অবশ্য দরকার, যা দ্বারা সর্ব সাধারণ ঈমানদারগন ধর্মীয় জ্ঞান আহরন করিতে সুযোগ লাভ করিবেন। [২]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমকালে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান চর্চাকারী আলেম দ্বীনের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। সর্ব সাধারণের ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল চরম দৈন্যতা। এহেন অবস্থা দৃষ্টে মাওলানা নজিবুল্লাহ যারপর নাই অনুতপ্ত হলেন এবং এটি যে আলেম সমাজের ক্ষমাহীন ত্রুটি ও অমার্জনীয় ঈমানী অপরাধ তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করলেন। সমালোচনা করেই ক্ষান্ত না হয়ে বাস্তববাদী এ জ্ঞান তাপস এক্ষেত্রে কলম যুদ্ধ পরিচালনায় মনোনিবেশ করলেন। মূলতঃ আল-কুরআন, আল-হাদীস, আল-ফিকহ এর মৌলিক ও প্রাথমিক প্রচুর তথ্যসূত্র অবলম্বনে অতি সহজ ও সাবলীল ভাষায় স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথচ দ্বীনের ব্যাপারে আপোষহীন এক বিরাট মুসলিম জন গোষ্ঠীর দ্বীনী প্রয়োজন পূরণার্থে কালিমা থেকে শুরু করে ইসলামী মতবাদ ও আকীদা, সালাত, সাওম, হাজ্ব, যাকাত, বিবাহ, তালাক, আকীকাহ, কুরবানী, ক্রয়-বিক্রয়, ছুন্নত, পোষাক, খাওয়া-দাওয়া, তাসাওউফ, তথা শরীয়ত-তরীকত ইত্যাদি বিষয়াবলী যথাযোগ্য তথ্য প্রমাণ সমন্বয়ে আলোচ্য 'মকছুদুল মুত্তাকীন' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি রচনার প্রক্কালে বাংলা ভাষায় যে ইসলামী সাহিত্য চর্চার দৈন্যদশা চলছিল তা তাঁর বক্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

> আল্লাহ ও রাসূলের বাণী, কোরআন ও ছুন্নতের মর্ম, শরীয়তের বিষয়বস্তু গুলি যাহা মানব দেহে পাপ সঞ্চারক, ঈমানদারদের নবজীবন প্রদান কারী, আত্মার হাকীকি নূর সৃষ্টিকারী, ফলকথা জীবনের মূল জীব-শক্তি, তাহা বাংলার সর্ব সাধারণ উপলব্ধি করিবার জন্য বাংলা ভাষায় কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠেনাই। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল এই আবহাওয়ার উপর। ইহা একটি মহা পরিতাপ ও যারপর নাই দুঃখের বিষয়ই ছিল। কিছুদিন গেলে মরহুম মুন্সী মেহের উল্লাহ ছাহেব ২/৪ খানা পুথি পুস্তক মারফত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা এই পথের দ্বার উদঘাটন প্রচেষ্টা চালান।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মুসলমানদের এই পশ্চাদপদতাকে একটি অশুভ পায়তারার সাথে উল্লেখ করেছেন। এহেন কর্ম মুসলমানদের একটি অমার্জনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এ সময় মুষ্টিমেয় লেখকের উদয় ঘটে,কিন্তু তারা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মনগড়া কল্প কাহিনী সম্বলিত রচনাকর্ম সম্পাদন করে চলছিল। এ প্রসংগে তিনি বলেন,

> ধীরে ধীরে কেহ সাহস করিয়া কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কেহ ১৩০ ফরজ, আর চার কুর্সি চার ফরজ এর মত কথাবার্তা যাহার দলীল প্রমাণ শরীয়তের কোন কেতাব এর কোন পৃষ্ঠায় আছে তাহা উল্লেখ নাই। তাহা লিখিয়া সাধারনকে ধোকার পথে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আবার কেহ হজরত মায়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু এর মত ছেহাবীকে অকথ্য ভাষায় বেয়াদবানা শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজ গুনাহর বোঝা বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৪]

এতদর্শনে মাওলানা নজিবুল্লাহ অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন। বাঙালী মুসলিম জাতির এহেন দুরবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তিনি বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সহ শরীয়তের অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করেন,

> এই উভয় সংকটের মধ্যে এক দ্বীনী খেদমতের প্রত্যাশায় যথা শক্তি ব্যয় করতঃ এই কয়টি পৃষ্ঠার মর্মগুলি একত্রিত করিলাম। দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যতদূর তওফীক প্রদান করিয়াছেন, চেষ্টা করিয়াছি। তিনি মেহেরবাণী করিয়া কবুল করিলে অতি সাধারণ বস্তুও মূল্যবান হইতে পারে, ইহাও অত্যন্ত সত্য কথা। এই রচিত বাক্য সমষ্টিকে পরিচিত করার জন্য ইহার নাম মকছুদুল মুত্তাকীন রাখা হইয়াছে।[৫]

শরীয়তের বহু বিষয়াবলীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সহযোগে এবং সুবিন্যস্ত ভাবে পরিবেশনের মৌলিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থের ভূমিকায় যথাযথই দাবী করা হয়েছে। "এমন কি, শরীয়তের বহু মছলা এমনও অত্র কেতাবে সুবিস্তার হইয়াছে, যাহা ফেকা শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থেও একত্রিত পাওয়া কঠিন।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আলোচিত বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে[৭] আকায়েদ, পর্দা, পবিত্রতা, নামাজের বর্ণনা, জুমআর বর্ণনা, ঈদাইন, জানাজা, যাকাত, ঈদ ও চাঁদ এবং রোজা, হাজ্জ ইত্যাদি বিষয়াবলী।

আকায়েদ[৮] এর বর্ণনা দিয়ে উক্ত গ্রন্থখানি রচনাকর্ম শুরু করেছেন। যে মৌলিক বিষয়ালীর উপর মানুষের অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় সে গুলোর পরিচয় তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। যে বিষয়াবলীর উপর জ্ঞান লাভ করা একজন মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য সে বিষয়াবলীর পরিচয় প্রদান পূর্বক লেখক অন্যান্য বিষয়াবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কেননা উক্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা উম্মাতে মুহাম্মদীর অবশ্য কর্তব্য। এ পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আর কোন গত্যান্তর নেই। সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ জ্ঞান, সত্যতা এবং নিখুত বর্ণনা আর এটাই হলো ইসলামী আকীদার মূল কথা।[৯] ইসলামী আকীদার বর্ণনার পরেই তিনি ধর্ম্ম (ধর্ম) কি এর পরিচয় এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুর অবতারণা করেন। এরপর আরো একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলো নারী শিক্ষা, নারীদের মর্যাদা ও ফজিলত। নারী জাতীর প্রতি ইসলামি দৃষ্টি ভঙ্গির এক মনোজ্ঞ উপস্থাপনা করেছেন। অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা পূর্বক নারীকে সম্মানের আসনে আসীন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসংগে তিনি যথার্থই বলেন,

> পৃথিবীতে বহু ধর্ম্ম(ধর্ম) প্রচলিত। অনেক ধর্ম গুজরাইয়াও গিয়াছে। কত নবী, রাছুলের পদার্পন হইয়াছে, তাহার সীমাই নাই। কিন্তু ইছলাম নারীদেরকে যে সম্মান দিয়াছে, যে অধিকার ও হক প্রদান করিয়াছে পৃথিবীতে তাহার কোনই উদহরণ নাই।[১০]

নারীদের প্রাপ্য অধিকারগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ চিত্তে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার দর্শন দ্বারা এ মতই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে মুসলিম পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ইসলামী সমাজ। এখানে নারী বা পুরুষ কাউকেই গোলামে পরিণত করা হয়নি। উভয়েই দু'টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা। দুনিয়াতেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং কিয়ামতে ও আল্লাহর সামনে স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে জবাব দিহি করার দায়িত্ব লাভ করবে। তাই কুরআনে তাদেরকে মুমিনীন ওয়াল মুমিনাত বলে আহবান করেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ নারীদের শরীয়ত সম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারনে

Dhaka University Institutional Repository

তারা এ বিধানকে অকার্যকর ভাবতে শুরু করেছে। মুসলিম নারীরা তাদের অজ্ঞতার কারনে জানেনা যে ইসলাম তার নিজস্ব সীমা রেখার মধ্যে মেয়েদের স্বাধীন সত্ত্বা বিকাশের এবং তাদের জীবনে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করার সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হীনতার কারনেই নারী প্রগতির নামে মুসলিম নারীর পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হচ্ছে। মাওলানা নজিবুল্লাহর লেখনীতে এ ক্ষোভেরই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

> দুঃখের বিষয় নারীদের এই সমস্ত হক ন্যায়ভাবে প্রদান করা হয়না। ইহা অতীব সত্য কথা নারীদের এই হক প্রতিপালিত হওয়া এবং অত্যাচারী স্বামীদের হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইতেছেনা, একমাত্র ইছলামী হুকুমতের অভাবে। ইছলামী হুকুমাত হইলে সত্যিকার ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার লাভ করিবে। তাই বলি ইউরোপকে দেখিয়া নাচিলে চলিবেনা। উলঙ্গ ও অর্দ্ধালঙ্গ বেহায়ী প্রথাকে অনুকরণ মানুষ হিসাবে উচিৎ নয়। আপন গৌরব, আপন মর্যাদা নিজ হাতে রক্ষা করা উচিৎ।[১১]

মাওলানা নজিবুল্লাহ তাঁর গ্রন্থটিকে শুধু মাসআলা বর্ণনার আকর হিসেবে ভারাক্রান্ত না করে সমকালীন বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের সাথে দ্বিমত পোষন করতঃ স্বীয় ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা প্রাণবন্ত যুক্তি নির্ভর বিতর্কের মাধ্যমে বিশুদ্ধ মতকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস গ্রহন করেছেন। যেমন মাওলানা আকরাম খাঁ এর "পুরুষের ন্যায় নারীগনও নবী হইতে পারেন।" মর্মে কৃত একটি মন্তব্যের ব্যাপারে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর আলোচনার অবতারণা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার এক পর্যায়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ বলেন,

> তিনি (আকরাম খাঁ) হজরত মুসার (আঃ) মাতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "তাহারা আল্লাহর অহি লাভ করিয়াছেন।" তাই তিনিও নবী। -- আচ্ছা তর্কচ্ছলে মাওলানা সাহেবের সূত্র মতে তাঁহাকে নবী স্বীকার করা যায় তবে প্রশ্ন এই মাওলানা সাহেব মৌমাছিকেও নবী বলিতে স্বীকার আছেন কি? কেননা তাহারাও অহি প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন আল-কোরআনের ১৪ পারা, সূরায়ে 'নহল' ৯ রুকুতে আছে তোমার পালন কর্তা আল্লাহ তায়ালা মৌমাছির প্রতি অহি প্রেরণ করিয়াছেন। ----- এখন খাঁ সাহেবের বর্ণিত সূত্রে তাহারাও নবী হয়। তিনি কি ইহাতে সম্মত আছেন?[১২]

Dhaka University Institutional Repository

অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহারাত (পবিত্রতা) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পবিত্রতা ইবাদতের পূর্ব শর্ত। অতএব তাহারাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা একজন মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে নামাজের বর্ণনা ও জুমআর নামাজের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ঈদাইনের মছলা, ঈদের নামাজের বিবরণ ইত্যাদির পর 'জাকাত' অধ্যায় শীর্ষক ইসলামী অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেন। কেননা যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং আল্লাহ তা' আলা কর্তৃক নিধারিত কর্তব্য এবং একটি ইবাদত। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়াগমের একমাত্র পরিবর্তনশীল উপায়। সমাজের ধনী মুসলমানদের নিকট হতে আদায় করে নিঃস্ব, দ্বীন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ কর হয়।[১৩]

পবিত্র কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, "তোমরা যথারীতি সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও"।[১৪] অন্যত্র বলা হয়েছে "তুমি তাহাদের ধন হইতে যাকাত আদায় কর যাদ্বারা তুমি তাহাদিগকে পাক-সাফ করিয়া দিবে।"[১৫]

যাকাত অধ্যায়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ " আল্লামা মওদুদীর[১৬] প্রতিবাদ শীর্ষক এক আলোচনায় যাকাতের নেসাব[১৭] বিষয়ে মওদুদী সাহেবের মন্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

যেমন মাওলানা মওদুদী তাঁর "রিছালায়ে দ্বীনিয়াত" শীর্ষক গ্রন্থে জাকাতের শিরোণামে উল্লেখ করেন, "আল্লাহ প্রত্যেক ধনশীল মুসলমানদের উপর ফরয করে দিয়েছেন যে, তার কাছে কমপক্ষে চল্লিশ টাকা থাকলে এবং তা পুরো এক বছরের জমা থাকলে সে তার ভিতর থেকে এক টাকা কোন গরীব আত্মীয়, কোন অভাবগ্রস্থ, মিসকিন, নওমুসলিম, মুসাফির অথবা ঋনগ্রস্থ ব্যক্তিকে দান করবে।" [১৮] এখানে মাওলানা মওদুদী যাকাতের নিসাব সংক্রান্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন মাওলানা নজিবুল্লাহ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বুখারী শরীফের ১ম খন্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রাসূলুল্লাহর হাদিস থেকে উদ্ধৃত করেন, "নবী (দঃ) বলিয়াছেন পাঁচ আওকিয়ার কম বস্তু ও অর্থের উপর কোন ছদকাই ওয়াজেব নহে।" তিনি উক্ত হাদীসের টীকা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন যে,

> ইহার টীকায় উক্ত শব্দের অর্থ বর্ণনা করিয়া লেখা হইয়াছে এক আওকিয়া ৪০ দেরহাম হয়। সুতরাং ৫ আওকিয়ায় (৫ x ৪০= ২০০) দুইশত দেরহাম হয়। প্রতি দেরহাম এক সিকি আধা পয়সার মত হয়। সুতরাং এ জন্যই ওলামাগন জাকাতের নেসাব ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা বলিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝিতে

Dhaka University Institutional Repository

> হইবে যে, ৫২$\frac{১}{২}$ তোলার কম মুদ্রা কাহারও নিকট এক বৎসর পর্যন্ত গচ্ছিত থাকিলেও তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে না। তাহা হইলে মাওলানা যে লিখিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মালদার মুসলমানের উপর ফরজ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার নিকট যদি কমের পক্ষে চল্লিশ টাকা থাকে। এই বাক্যটি ভুল বলিয়া প্রতিয়মান হইল কিনা পাঠক বিবেচনা করিবেন।" [১৯]

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ আব্দুল খালেক তাঁর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত শীর্ষক গ্রন্থে বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ 'হিদায়া' ও 'শামী' র উদ্ধৃতি দিয়ে নগদ টাকার যাকাতের নিসাব সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা আমরা সঠিক তথ্য অনুসন্ধান পূর্বক পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করব,

> নগদ টাকা খাঁটি রোপ্যরই হউক বা খাদ মিশানোই হউক, ফকীহ গনের সর্ব সম্মত মতে ইহার যাকাত ফরয। কারণ ইহা দেশে প্রচলিত মূল্যমান স্বরুপ এবং লেনদেনের উদ্দেশ্যেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে (হিদায়া)। সুতরাং কাহারও নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান নগদ টাকা থাকিলে স্বর্ণ বা রৌপ্য কিছুই না থাকিলেও উহার যাকাত ফরয হইবে (শামী)। প্রচলিত কাগজী মুদ্রার যাকাতও এই হিসাবে দিতে হইবে।[২০]

সুতরাং সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার কম অর্থ থাকলে যাকাত শর্ত নয়। তবে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হলে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। এখানে মাওলানা মওদুদী চল্লিশ টাকা থাকলে ১ টাকা যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়। কারন কুরআন হাদীসের আলোকে তা প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায়' যাকাতের নিসাব সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> ব্যবসায়ের পণ্যের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান হইলে যাকাত দিতে হইবে। অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ যাহার নিকট বর্তমান থাকিবে এবং এইভাবে তাহার নিকট এক বৎসর সময় অতীত হইলে তাহাকে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মওদুদীর দুটি গ্রন্থের বক্তব্যে যে বৈপরিত্য দৃশ্যমান তার ব্যাখ্যা জানতে মাওলানা নজিবুল্লাহ ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেন। এ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন, "১৯৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলে এই প্রতিবাদ পত্রটি তাঁহার খেদমতে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর পাওয়া যাই নাই।"[২২] এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং উক্ত বৈপরিত্যের বিশ্লেষণ কোথাও পাইনি। কিংবা পূর্বের গ্রন্থের তথ্য ভুল অথবা সঠিক এ সংক্রান্ত বিসদ বিবরণ অন্য কোথাও দৃশ্যমান হয়নি। এ ব্যপারে প্রামাণিক তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি মাওলানা মওদুদীর পূর্বের বক্তব্য- চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত- দিতে হবে এটি সঠিক নয়। বরং তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায়' এ সম্পর্কিত প্রদত্ত ব্যাখ্যা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

যাকাত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর লেখক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার অবতারণা করেন। তা হলো 'ঈদ ও চাঁদ' সংক্রান্ত। তৎকালীন সময়ে ফকীহ এ মাসআলাটি নিয়ে মুসলিম সমাজে ব্যাপক মতবিরোধ চলছিল। অনেক সময় ঈদের নামাজ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম নিত। কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণ সহ লেখক ঈদের চাঁদ ও ঈদের নামাজ সংক্রান্ত সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি চাঁদ দেখার বিষয়ে রেডিওর সংবাদকে চাঁদ দেখার শর্ত বা সাক্ষ্য প্রমাণ হয়না বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

> গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ও প্রসার' বিষয়ের মধ্যে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সুতরাং রেডিওর খবর বা খবরের কাগজের খবর ইত্যাদিতে চাঁদের প্রমাণ হয়না--------। বর্তমান সময়ের মুফতিগন টেলিফোন ইত্যাদির সম্মন্ধে অন্য মত প্রদান করেন। বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হইলে রেডিও দ্বারা প্রকাশ করার পর তাহা এতেবার করা যাইতে পারে যদি তাহা মুফতিগন কর্তৃক সমর্থিত হয়।[২৩]

তবে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য-প্রযুক্তির যে চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে এবং বর্তমান ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাঁদ দেখা যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে চাঁদ দেখার শর্তাবলী পুরণ হয় বলে আলিমগণ একমত পোষণ করেন। সুতরাং রেডিওর খবর চাঁদ দেখার প্রমাণ মেলে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে গ্রন্থকার যে সময়কালে গ্রন্থ রচনা করেছেন সে সময়ে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

রেডিওর ঘোষণায় যথেষ্ঠ মতবিরোধ ছিলো। এবং অনেক সময় শরীয়তের সঠিক নীতিমালাও অনুসরণের অভাব দেখা দিত।

এরপরে গ্রন্থকার রোজা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা প্রদান করতঃ এতেকাফ এর আলোচনা করেন। হজ্জ ও কুরবানীর আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর মকছুদুল মুত্তাকীন ১ম খন্ডের লেখার সমাপ্তি আনেন। হজ্জ সংক্রান্ত মাসআলা বর্ণনা করেন। হজ্জ ইসলামের পঞ্চম বা সর্বশেষ স্তম্ভ। এটি বিশ্ব মুসলিমের এক বার্ষিক মহা সম্মিলন। এটি সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম নির্দশন। ধনী ও বিত্তবান মুসলমানের জন্য হজ্জ ফরজ। হজ্জ হাজীদের সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ করে দেয়। প্রত্যেক মুসলমানের মনের সুপ্ত বাসনা ও চরম কাংখিত স্বপ্ন হজ্জব্রত পালনের। মাওলানা নজিবুল্লাহর বক্তব্যে এই চরম আকাংখার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

হজ্জ পালন করার পর আঁ হজরত (দঃ) এর জেয়ারতের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহন করিবে। ---------- ঈমানদারের জন্য ইহার চেয়ে বড় সুযোগ ইহকালে আর নাই।

প্রাণ ভরিয়া দেখ মন ঐ যে মাজারে।
লুপ্ত প্রদীপ, দীপ্ত আকার, মশাল ধারে ॥
যত পার করত গ্রহণ প্রাণের মাজারে।
দুরুদ ছালাম পড় হেথায় হাজির মাজারে দোয়ার স্থান ॥[২৪]

সর্বশেষ আহকামে কোরবাণী শীর্ষক অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে প্রথম খন্ডের লেখা সমাপ্তি টানেন।

মকছুদুল মুত্তাকীন (দ্বিতীয় খন্ড)

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে লেখক প্রাত্যহিক জীবনের শরীয়তের খুটিনাটি বিধান সমুহ বিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আকীকার বর্ণনা দিয়ে লেখক আলোচ্য গ্রন্থের ২য় খন্ডের সূত্রপাত করেন। এরপর জবাহের বিবরণ, মাছ হালাল না হারাম এ বিষয়ে সু-স্পষ্ট ধারণা দেন। কবর জিয়ারত করা ও এ সংক্রান্ত মান্নতের ক্ষেত্রে মাওলানা নজিবুল্লাহ মুসলিম জাতিকে অনুৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো,

Dhaka University Institutional Repository

> যদি মান্নত করে যে, আমার বা আমার ছেলের অসুখ ভাল হইলে ঢাকার মাওলানা ছাহেব মরহুমের গোর জেয়ারত করিব বা আজমীর শরীফ জেয়ারত করিব, তাহা হইলে এই কাজ পালন করা ওয়াজেব হইবে না। বরং ইহাতে গুণারই আশংকা অধিক।[২৫]

এরপর তিনি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালা উপস্থাপন করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে হালাল উর্পাজনকে ইসলাম যে উৎসাহ প্রদান করে এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সর্বত্র। সমাজ থেকে দারিদ্র দূরীকরণে তার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তবে ব্যবসা অবশ্যই শরীয়াতের নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে হতে হবে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অকর্মন্য ও অলসতার বিরুদ্ধে তার যে অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল তা তাঁর নিজের বক্তব্যেই প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন,

> হালাল রেজেক উপার্জ্জনের জন্য উত্তম কাজ হইল, নিজ হাতের কাজ। নবীগন নিজ হাতে কাজ করিয়া হালাল ভক্ষন করিয়াছেন। আদম (আঃ) কৃষি কাজ করিয়াছেন, শীষ (আঃ) কাপড় বুনার কাজ করিয়াছেন। ইব্রাহীম (আঃ) কাপড়ের ব্যবসা করিয়াছেন ইত্যাদি। এমনকি আমাদের আঁ হজরত (দঃ) ব্যবসা করিয়াছেন। হজরত এমাম (ইমাম) আবু হানিফা (রঃ) খুব বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। দুঃখের বিষয় আজ ভিক্ষা বৃত্তি অনেকেরই ব্যবসা হইয়া দাড়াইয়াছে। অথচ সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে তাহা হারাম।[২৬]

লেখক ইসলামের অভিবাদন রীতি রেওয়াজ পদ্ধতি তুলে ধরেছেন পরবর্তী পরিচ্ছেদে। ছালাম হলো সর্ব সময়োপযোগী অতি উন্নত অভিভাদন রীতি। যা পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় সংকীর্ণতা বহন করেনা। এর মাধ্যমে মানুষের নম্রতা, ভদ্রতা ও কল্যাণময় সভ্যতার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। এ প্রসংগে মাওলানা নজিবুল্লাহর বক্তব্য হলো,

> ছেলেদিগকে ছালাম করার দুইটি কারন আছে। প্রথম কারন তাহাদিগকে এই নীতি শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয় কারণ ইহাতে ছালামকারীর নম্রতা প্রকাশ পায়। এ জন্যই ছালাম করার বেশী ছাওয়াব হয়, উত্তর দেওয়ার চেয়ে। যদিও ছালাম করা ছুন্নত এবং জাওয়াব দেওয়া ফরজ।[২৭]

ছুন্নত পোশাকের বিবরণে ভদ্র, মার্জিত ও রাসুল (সাঃ) অনুসৃত পোশাক ব্যবহারের আহবান জানানো হয়েছে। কেননা পোশাক মুসলমানদের একটি ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

বহন করে। এর মাধ্যমে শালীনতা ফুটে উঠে। এরপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়ের অবতারণা করেন তাহলো নিকাহ' বা বিবাহ। এ অধ্যায়ে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিবাহের গুরুত্ব ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুসলিম সমাজে বিবাহের শুভ দিন মাস খোজ করার যে কু-সংস্কার প্রবেশ করেছে তিনি তার বিপরীতে শরীয়তের বিধান তুলে ধরেছেন। বিবাহের সময় অভিভাবকের দায়িত্বসমুহ এবং কন্যার মতামত গ্রহণ শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ অধ্যায়ে নাবালিকার বিবাহের মাসআলার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদীর মন্তব্যের সাথেও দ্বিমত পোষণ করেন।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার অভিভাবক যদি তাকে বিয়ে দেয় এক্ষেত্রে উক্ত কন্যার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর উক্ত বিয়েকে বহাল রাখার অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে কি না ; এই মাসআলাটি নিয়েই দ্বিমত পোষণ। এই মাসআলার ক্ষেত্রে আমাদের ফিকহ্ বিদদের মতামত তুলে ধরা হলো। এ ব্যাপারে আবু ইউসুফ এর মত হলো, "অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে তাঁর অভিভাবক পিতা, দাদা বা অন্য কোন অভিভাবক বিয়ে দিলে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে উক্ত বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার উক্ত কন্যার থাকবে না"।[২৮]

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ এর মতামত হলো, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে যদি তার পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে বয়ঃ প্রাপ্তির সাথে সাথে এ বিয়েকে বহাল রাখার অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে কিন্তু তার পিতা অথবা দাদা তাকে বিয়ে দিয়ে থাকলে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার থাকবে না।[২৯] উক্ত মতের পক্ষে দলীল দেয়া হয়েছে রাসুলের হাদিস কে। হযরত হামজা (রাঃ) এর কন্যাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বিয়ে দেওয়ার পর সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাঁকে বিয়ে বহাল রাখা অথবা বিচ্ছেদ করার অধিকার প্রদান করেন রাসূল (সঃ)।[৩০] কেননা বিয়ের অভিভাবক তাঁর পিতা কিংবা দাদা ছিলেন না। পিতা কিংবা দাদা অভিভাবক থাকলে বিয়ে বিচ্ছেদ করা অধিকার উক্ত কন্যার থাকবে না এর পক্ষের দলিল হলো,

> তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন।আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব- উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবেনা। এবং তোমার পিতা ও মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত

Dhaka University Institutional Repository

> আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সাঃ) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে রাসূল (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না।[৩১]

হানাফী মাজহাবের একজন প্রখ্যাত ইমাম, ছারখসী (র) তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মবসুত" ৪র্থ খন্ড মিশরে মুদ্রিত ২১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মতের পক্ষে হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

> এই প্রসিদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত হইল যে পিতা যদি নিজের (নাবালিকা) কন্যাকে বিবাহ দেন, সাবালিকা হওয়ার পর তাহার (বিবাহ বাতেল করার) অধিকার থাকিবেনা। কেননা নবী (দঃ) উক্ত অধিকার দেননাই। যদি তাহার অধিকার শরীয়ত সমর্থীত হইত, তবে নিশ্চয়ই মহানবী (সঃ) তাহাকে অধিকার প্রদান করিতেন। যেরুপ তিনি অধিকার দিয়াছিলেন আয়াতে তখরীর নাজেল হওয়ার সময়, আয়শা (রা) কে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমার সামনে একটি কথা বলিতেছি। তুমি তোমার পিতার সহিত পরামর্শ না করিয়াই হঠাৎ উত্তর দিবেনা। যখন এ অবস্থায় তাহাকে (নারীকে) খেয়ার ও অধিকার দিলেন না, ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণ হইল যে, পিতা যদি ছোট মেয়েকে বিবাহ দেয়, সাবালিকা হওয়ার পর তাহার কোন অধিকার থাকিবে না।[৩২]

আরেকটি কেয়াসী দলীল উল্লেখ করা যেতে পারে।পিতা সন্তানের উপর সর্বোত্তম দয়ালু। সে নিজের উপর বিবেচনায় যতদূর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয় পিতা তার চেয়ে বহুগুনে বেশী বিবেকবান হয়ে থাকেন। এবং বাবা-দাদারা কখনো মেয়ের অকল্যাণকামী হতে পারেনা। এজন্য তাঁদের দেয়া বিয়ে মেয়ের জন্য বাধ্যতা মূলক হওয়া উচিৎ।[৩৩]

কিন্তু এক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদী দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি এটাকে কোরান হাদীসের প্রত্যক্ষ দলীল নেই বলে অভিহিত করে বলেন এটা কেয়াসী মাসআলা। তিনি বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের উপর বাপ-দাদার জোর খাটানোর অধিকার আছে এবং তাদের দেয়া বিয়েকে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। এই মতটি কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অথবা নবী (সঃ) এর কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটা ফিকহ বিদদের অনুমানের উপর।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইমাম সারাখ্সীর দলীলের ব্যাপারেও আপত্তি তোলেন। তিনি দলীল হিসেবে এটিকে দূর্বল বলে চিহ্নিত করেন। মাওলানা মওদুদীর বক্তব্য হলো,

> এ থেকে জানা গেল অভিভাবকের জোর খাটানোর সমর্থনে অনেক খোজাখুজির পরও কিতাব সুন্নাত থেকে এই দূর্বল প্রমাণটি ছাড়া আর কোন প্রমাণ পেশ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রমাণটি এতই দূর্বল যে, আমাকে অবাক হতে হয় শামসুল আইম্মা সারাখ্সীর মত ব্যক্তিত্ব কিভাবে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এ দলীলের ওপর স্থাপন করলেন।[৩৫]

শেষ কথায় মাওলানা মওদুদী সাহেব আরো লিখছেন, "এ সব কারনে ফিকহরে এ আনুসংগিক মাসআলাটি সংশোধন পূর্বক পুনঃ বিবেচিত হওয়া দরকার।[৩৬]

মাওলানা নজিবুল্লাহ হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা ও ইমাম সারাখসীর মতামত এবং মাওলানা মওদুদীর মন্তব্যকে বিশ্লেষন করে মত পোষণ করেন যে, উক্ত মাছআলার ক্ষেত্রে কেয়াসী দলীল যদিও আছে তথাপি মাসআলার ক্ষেত্রে সরাসরি হাদিস দলীল থাকায় কেয়াস পরিত্যাগ করা হইল। তিনি বলেন,

> সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, মাওলানা মওদুদী সাহেবের লিখিত উক্তি বরঞ্চ ইহা কেবল মাত্র ফকিহ গনের কেয়াসের উপর নিহিত উক্তি সম্পূর্ন বাতেল, এবং তাঁহার বাক্য কিন্তু ইহা একমাত্র কেয়াসী মত যাহা খোদা ও রাসুলের আহকামের ন্যায় দৃঢ় নহে -- ---- ইত্যাদি কথাগুলি গলদ। দুঃখের বিষয় মাওলানা তাহকীক না করিয়াই কি করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, এ সম্মন্ধে কোন আয়াত বা হাদিস নাই।[৩৭]

এ ব্যাপারে আমাদের মত হলো হানাফী মাযহাব ভূক্ত আলিমগন কুরআন হাদিসের আলোকে যে মতামতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাই যুক্তিযুক্ত। অপর দিকে এ সংক্রান্ত মাওলানা মওদুদীর মন্তব্য একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি বলেই অনুমিত হয়। কেননা তিনি তার মতের পক্ষে কোন কোরআন হাদীসের দলীল উপস্থাপন করতে পারেননি। অপরদিকে মাওলানা নজিবুল্লাহ হানাফী মাযহাব ভুক্ত আলিম। কুরআন হাদীসের আলোকে তিনি যে মাসআলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন তাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করেন, "ইহাতে আমাদের মাজহাবের ওলামাগনের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই। অধিকন্তু এই মত

Dhaka University Institutional Repository

জাহেরে রেওয়াতে গৃহীত, যাহা ফেকার আইন মতে নিম্ন তবকাভুক্ত ফকীহগনের কাহারও কথায় বাতেল হইতে পারে না।"[৩৮]

দেন মোহরের বিবরণ, স্ত্রীর বাসস্থান, স্বামী-স্ত্রীর কর্মধারা বন্টন, ছরিহ ও কেনায়া, ইদ্দত এর বর্ণনার মাধ্যমে 'বিবাহ' অধ্যায় সমাপ্তি করেন। এর পরে বিভিন্ন প্রকার হক সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে পিতা মাতার হক।

মাওলানা নজিবুল্লাহ এ পর্যায়ে সামাজিক শৃংখলা ও পারিবারিক কাঠামোতে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, পরিবার মানব জীবনের প্রাথমিক সংঘ। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এ সংঘের প্রধান সদস্য, পরিবারের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অবদানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। সামাজিক দায়িত্ব বোধে তিনি সমাজ দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় প্রতিবেশীর হক, উস্তাদের হক, এতিম মিছকীনের হক, স্ত্রীর হক, আত্মীয় স্বজনের হক বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সমাজের মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোকপাত করেন। অতঃপর পারস্পরিক আদব-কায়দা, লেনদেন, খাওয়ার নীতি ও আদব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেন। সামাজিক দায়িত্ব বোধে লেখক উক্ত গ্রন্থে খাদ্য সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেন। যার মাধ্যমে লেখক ইসলামী সমাজ দর্শনের কাঠামো উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

সে সময় পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু এ সংক্রান্ত সঠিক নীতিমালা অনুসরনের অভাবে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। গ্রন্থকার এ ব্যাপারে ইসলামের নীতি অনুসরনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "ইছলাম (ইসলাম) প্রসূত ও সমর্থিত নীতিগুলিকে সামনে রাখিয়াই মুসলমানগন তাঁহাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিবে যদি তাঁহারা ইমানদার হন।"[৩৯]

মাওলানা নজিবুল্লাহ তাঁর রচনার এ পর্যায়ে গান বাজনার উপর দৃষ্টিপাত করেন। এবং বিভিন্ন ইমামদের মতামতের আলোকে সকল প্রকারের গান বাজনাকে হারাম বলে মতামত ব্যক্ত করেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে অপসংস্কৃতির চর্চা চলছে; যা দ্বারা মুসলিম যুবসমাজ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে; তাছাড়া এক শ্রেণীর ভন্ডপীর গান বাজনার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে স্রষ্ঠাকে অনুসন্ধানের নামে যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে চলছে তা রোধে মাওলানা নজিবুল্লাহর এ মহৎ প্রচেষ্টা অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে সকল প্রকার গান বাজনা

Dhaka University Institutional Repository

হারাম এ মতামতের ব্যপারে আমাদের বক্তব্য হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেখানে ইসলামী ঈমান আকিদাহ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেখানে অপসংস্কৃতি রোধে ও ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তারের ক্ষেত্রে সকল প্রকার গান, কবিতা হারাম নয়। সূরা লোকমানে "লাহওয়াল হাদীস' এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, "অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীর বিদগনের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনী যে সব বস্তু মানুষকে আল্লাহর এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় সে গুলো সবই লাহওয়াল হাদীস"।[৪০] তবে এক্ষেত্রে কতক রেওয়াত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলেও কথা প্রচলিত আছে।[৪১] তবে সেটা অবশ্যই শরীয়ত ভিত্তিক এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলের সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব যে সকল গান অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে আল্লাহর স্মরণ থেকে আত্মাকে ভুলিয়ে না দিয়ে ইসলামের নীতির দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং আল্লাহ ও নবী প্রেম অন্তরে জাগ্রত করে এরুপ গান বৈধ নতুবা অন্য কোন ধরনের গান বৈধ নয়।

এর পর তিনি শরীয়ত ও তরীকত প্রসংগের অবতারণা করে নফছ তথা আত্মার সংশোধনের প্রচেষ্টার পন্থা বর্ণনা করেন।[৪২] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্ম শুদ্ধি লাভ পূর্বক অন্তর থেকে অনৈসলামিক বিশ্বাস, চিন্তা ভাবনা, কু-প্রবৃত্তি ও পাশবিক চরিত্র বিদূরিত করে আল্লাহর গুনে গুনান্বিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি ইলমে তাসাওউফের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইলমে তাছাউফের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেন এ সংক্রান্ত বক্তব্যে তাঁর কিছুটা ত্রুটি থাকতে পারে। তিনি বলেন,

> প্রকাশ থাকে যে, তাছাউফ ও তরিকত সম্মন্ধে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা তালিমুদ্দিন কেতাব হইতে এবং হযরত থানবী (রঃ) এর তালিম ও তাঁহার মুজাযিন হজরতের তালিম দ্বারা লিখিত হইয়াছে। যদি কোন কথা তাঁহাদের তাহকীকী বাণী সমূহের খেলাফ হয়, তাহার জন্য একমাত্র লিখকই দায়ী, ত্রুটি থাকিলে তাহা একমাত্র লিখকের। আশা করি মোহাক্কেকগণের ছোহবাত তাহার সংশোধন লাভ হইয়া যাইবে।[৪৩]

নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রচেষ্টা না চালিয়ে ত্রুটি সংশোধনের ঘোষণা দিয়ে লেখক যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এরপর লেখক তাবিজাত, বিভিন্ন খতমের তরতিব, ফযিলতপূর্ণ বিভিন্ন দরুদ ও

Dhaka University Institutional Repository

দোয়ার মাধ্যমে ২য় খন্ডের সমাপ্তি টানেন। শেষ কথায় তিনি লেখেন, "দয়াময় রহমান, তুমি আমার ক্ষুদ্র কাজটি কবুল কর। পাঠকগণ ও আমাকে ইহ-পরকালে তাহার দ্বারা ফায়েদা প্রদান কর। ইহা একমাত্র তোমার কুদরত।"[৪৪]

মকছুদুল মুত্তাকীন (৩য় খন্ড)

লেখক আলোচ্য গ্রন্থের ৩য় খন্ডের সূচনা করেন ফাতওয়া সংক্রান্ত বিষয়াবলী দ্বারা, মূলতঃ ১-৯ পৃষ্ঠায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামী ফতওয়ার তথা বিভিন্ন মাসআলার সমাধান করেছেন। হারাম মালের দ্বারা মসজিদ নির্মানে শরীয়তের বিধান, তালাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী, প্রফিডেন্ট ফান্ডের সুদযুক্ত টাকার বিধান, কোরবানীর চামড়ার বিধান, জান-মালের বীমা প্রভৃতি সংক্রান্ত মাসআলার শরীয়তের দলীল সহ সমাধান প্রদান করেছেন। এরপর ১০-১৬ পৃষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সংহতির লক্ষ্যে এক মহা মূল্যবান প্রবন্ধের সংযোজন করেন। "দুনিয়াকে মুসলিম এক হো-যাও" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বৃটিশ ঔপনিবেশ এবং তাদেরকে প্রতিহত করে স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন ও মুসলিমলীগ গঠনের পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান জন্মের পর শাসক শ্রেণী কোরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে দেশ শাসনের কৃত ওয়াদা ভুলে যাওয়ার ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। ইতোপূর্বে আমরা উক্ত প্রবন্ধটির আলোচনা করেছি তাই এখানে পুনঃব্যক্ত করা হলো না।

এর পর তিনি অর্থ ও ধর্মের কলহ শিরোণামে মূল্যবান প্রবন্ধ সংযোজন করেন আলোচ্য গ্রন্থে। এলমে বাতেন শীর্ষক রচনার মাধ্যমে ইলমে তাছাউফের পক্ষে চমৎকার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন। এলমে তাছাউফের মাহাত্ম বর্ণনার পাশাপাশি ভন্ড পীরের ব্যাপারে সকলকে সাবধান করেন। পাশাপাশি ভন্ড পীরের কৃতকর্ম দর্শনে মূল বস্তুকে অস্বীকার কিংবা তাচ্ছিল্য না করার পরামর্শ দান করে বলেন,

> তবে এই এলমের ঝান্ডা লওয়া একদল লোক পাওয়া যায়, যাহারা ব্যবসায়ী মাত্র। ------- পীর-মুরিদী তাহাদের নিছক ব্যবসা, বয়য়াত ও জেকেরে ট্যাক্স আদায় করিয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহদের এই হীন ঘৃণার কাজ দেখিয়া মজ্জল বস্তুকে অস্বীকার করা জ্ঞানীর কাজ নহে।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বিভিন্ন প্রকার দু'আ, মুনাজাত, দূরুদ ও ইহার ফযিলত, শবেবরাত, শবে কদরের ফযিলত বর্ণনা, যিকিরের বর্ণনা করেন। সর্বশেষ তিনি বিভিন্ন এবাদতের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি কুরআন তিলয়াতের ফজিলত বর্ণনা করেন। এবং এর মাধ্যমেই তিনি "মকছুদুল মুত্তাকীন" শীর্ষক গ্রন্থের সমাপ্তি টানেন। উপরোক্ত গ্রন্থের সমাপন বা শেষ কথায় উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

> আলহামদু লিল্লাহ তায়ালা মাকছুদুল মুত্তাকীনের ৩য় খন্ড এ খানে শেষ হইল। ------ সর্বমোট ৪৪৫ পৃষ্ঠার এই দ্বীনী কেতাব খানা একমাত্র আলীম ও হালীম, রব্বুল আলা-মীনের দয়া রহমতেই সু-সম্পূন্ন হইল। তিনি নিজ রহমতে কবুল ফরমাইয়া লইবেন ইহাই কামনা ও প্রার্থনা।[৪৭]

মকছুদুল মুত্তকীন শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে উপস্থাপিত এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার উপসংহারে আমরা এ কথা নির্দ্ধিধায় বলতে পারি যে, একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাছয়ালা বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবলীল বর্ণনা ভঙ্গির পাশাপাশি আল-কুরআন, আল-হাদীস, আত-তাফসীর এবং ফিকহ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যাপ্ত তথ্য সূত্রের আলোকে যে ভাবে সুবিন্যস্ত গবেষণা রীতি অনুসরণ করেছেন সত্যিই তা প্রশংসাযোগ্য ও অনুকরণীয়। ভাষাগত যে সরলতা উক্ত গ্রন্থে লক্ষ করা যায় তা মোটেও দোষণীয় নয় বরং তা শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত সকল শ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী।

দুই. বিভিন্ন সমস্যায় যথাযোগ্য ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান

আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ কাসেম নগরী রচিত বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার আরেকটি স্মারক। এস, হক (হক প্রিন্টিং প্রেস, রাজাবাজার, বগুড়া) কর্তৃক মুদ্রিত এবং আবুল ওফাওয়া বেরাদারান (আবুল ওফা এন্ড ব্রাদার্স, সুত্রাপুর, সদর, বগুড়া) কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ আমাদের হাতে রয়েছে।

মানব সমাজের বিবর্তন ধারায়, সময়ের বিবর্তনে সমাজ সভ্যতা নানারুপ সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে। বিশেষত মুসলিম সমাজ আধুনিক কালের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যে কয়জন বাঙালী মুসলিম লেখক লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সভ্যতার চাহিদানুযায়ী কালের দাবী মিটিয়েছেন মাওলানা নজিবুল্লাহ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অন্যতম। তিনি যুগের চাহিদা অনুযায়ী যেমন অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি অনেক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে চাহিদা বা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ গুলোর চয়নিকা হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ বললে অত্যুক্তি হবেনা। এ গ্রন্থ সংকলনের কৈফিয়ত স্বয়ং লেখক এ ভাবে দিয়েছেন,

> বিভিন্ন সময় সময়ের তাকীদে ইসলামের হেফাজতের খাতিরে শরীয়ত, কোরান-সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন প্রবন্ধ কলমবন্ধ (লিখা) হইয়াছিল, ১ম সংস্করণ শেষ হইলে (যাহা লিল্লাহ সমাজের নামে ওয়াকফ করা ছিল) কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতঃ নিজেই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম - খেদমতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে।[৪৮]

আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলো যথাক্রমে যাকাতের পুনঃ বিচার; ইসলাম ও বিভিন্ন ইজম; মার্কসের একটি থিওরী; শ্রমিক মজুর এবং এছলাম(ইসলাম); যুগের বাণী; অর্থনীতিতে একনজর; গোড়ার কথা; আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইতোপূর্বে রচিত "মকছুদুল মুত্তাকীন" ২য় খন্ডে যাকাত বিষয়ক প্রবন্ধের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন পূর্বক 'যাকাতের পুনঃ বিচার' শীর্ষক শিরোণামের মাধ্যমে লেখক তৃতীয় খন্ডের সূচনা করেন। যাকাতের বিধান, গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। মানুষকে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে পার্থিব সকল কর্মকান্ড পরকালীন মুখী করার ক্ষেত্রে তার এ রচনা সত্যিই মহৎ উদ্যোগ, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

তিনি মুসলিম সমাজকে যথাযথ ভাবে শরীয়তের বিধি মোতাবেক যাকাত আদায় পূর্বক অর্থ ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার আহবান জানিয়ে বলেন,

> সুতরাং অর্থের বেলায়ও মোহকে অন্তরের বাহিরে রাখিয়া প্রাণকে পবিত্র করতঃ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু যদি অর্থের মোহ ও মহব্বতকে অন্তরের মধ্যে স্থান দিবে তবে উহার ঈমানী ক্ষমতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তাই নবীয়ে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার অর্থ মালের মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল কারণ। ইহারই উদ্দেশ্যে জুলুমবাজী। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পাপাচার, অনাচার ও দাগাবাজী আর যাবতীয় চতুরতা ও চালাকী। সুতরাং সত্যই ইহা একমাত্র পাপের মূল। এই পাপ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার মহব্বত হইতে প্রাণ ও আত্মাকে পবিত্র রাখিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থে নানাবিধ ধারার আদেশ করা হইয়াছে। ইহাই দানের একমাত্র ব্যক্তিগত ফল।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের অনুসরণ করতে আহবান জানিয়ে সমাজ থেকে দারিদ্রতা দূরীকরণের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানানো হয় অত্র প্রবন্ধে। তিনি কমিউনিজমের বিপক্ষে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন,

> সে যাহা হউক, যদি সত্যিকার রুপে ইছলামী (ইসলামী) যাকাত ও দান খয়রাতের হুকুম, আয়াত ও হাদীস গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করা যায় এবং তাহার উপর যথোচিত আমল করা যায়, তাহার ন্যায্য রুপ প্রদান করা হয় তবে কখনও কমিউনিজমের বিষময় প্রথার দ্বারা দুনিয়ার আবহাওয়া বিষাক্ত হইতে পারে না। তাহার শেস্ছাহধনি উত্থিত হইতে পারে না। বরঞ্চ তাহাকে ধুলিস্যাত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে হইলে তজ্জন্য একমাত্র ইছলামের, (ইসলামের) বিধানরুপ তরবারীই যথেষ্ট।[৫০]

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ২য় অধ্যায়ে ইসলাম ও বিভিন্ন ইজম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। কমিউনিজমের কুফল আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেন,

> পুজীবাদীর অত্যাচার, অনাচার, সংহার মানসে জন্ম নেয় কমিউনিজম। এই আন্দোলনটি ক্ষমতা শীল হইয়া এক নতুন অধ্যায় রচনা করে এবং এক নতুন জাল বিস্তার করে। ইহারা একমাত্র এই জাগতিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়া আইন রচনা করিতে থাকে এবং ইহাকেই চরম পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করে। ফলে এক বিশৃংখলার উদ্ভব দেখা দেয়।[৫১]

রাশিয়ার ধর্ম্মনীতি (ধর্মনীতি) শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সেখানে মানুষকে নাস্তিক করার সরকারী পায়তারার তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর ইউরোপের নির্বাচন প্রথা এবং ইসলামী নিয়মের তুলনা করে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মার্কসের থিওরী আলোচনা পূর্বক থিওরীর ক্ষতিকর দিক গুলো তুলে ধরা হয়। উক্ত গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও বর্ণনা করা হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি সৈয়দ আহমেদ বেরলবী[৫২] কে পাক ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহ দ্বারা প্রতিয়মান হইলে যে বর্তমান পাকভারতের স্বাধীনতার বীজ সর্ব প্রথম হজরত মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলবীই (রঃ) বপন করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার শিষ্য অনুচরগণের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁহারাই ছিলেন পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। তাহাই পরে রুপ পরিবর্তন করতঃ কংগ্রেস, খেলাফত, লীগ আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।[৫৩]

বৃটিশ ডিপ্লোমেসী পলেসীর সমালোচনা করে তিনি উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য একমাত্র বৃটিশদেরই দায়ী করেন। তিনি একটি পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "যাহা ইউক, সাদা চামড়া ওয়ালারা (ইংরেজরা) বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও কুটনীতি অবলম্বন করতঃ উক্ত আন্দোলনকে ব্যর্থ পর্যায়ে আনিয়াছিলেন। কারণ তাহাদের মূলনীতিই ছিল বিচ্ছেদ সৃষ্টি কর ও রাজত্ব চালাও।"[৫৪]

১৯৫৯ সালের মে মাসে লিখিত "অর্থনীতিতে একনজর" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মাওলানা নজিবুল্লাহ পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের পরিচিত এবং মতবাদ দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে এতদুভয়ের উপর ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায়। এ ছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধে সম্পদ বন্টন নীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, যৌথ কারবার, স্যাইভিং, মজুরদের প্রাপ্য ইত্যাদি আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধান সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন।[৫৬] এরপর লেখক 'গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিবরণ প্রদান করেন। যে জাতি তত্ত্বের ভিত্তি ও ইসলামী ধ্যান ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান সে কথা লেখক এ ভাবে স্মরণ করিয়েছেন,

> ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধিজী মরহুম জিন্নাহ সাহেবকে এক পত্রে, যদি পাকিস্তান লাভ হয় তবে উহার আইন-কানুন কি হইবে? প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে জাতির পিতা গান্ধিজীকে পরিস্কার ভাষায় লিখিয়াছিলেন, কোরান মুসলমানগনের জীবনাদর্শ প্রণালী। ইহাতে ধর্মীয়, সামাজিক, বিচার, আদালত, ফৌজদারী---- -- সর্ববিষয় বিধি ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা উহার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।[৫৭]

অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হবে কুরআন, সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। ফুরফুরা শরীফের পীর

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মত বিখ্যাত বুজুর্গদের সমর্থনে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূল লক্ষচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে লেখক বলেন, "আজ যদি উক্ত ওয়াদা ও ঘোষণার খেলাপ এবং বিপরীত কিছু করিতে যাওয়া হয়, এই পাকিস্তানের অস্তিত্বের স্থায়িত হইবে বলিয়া আশা করা সু-কঠিন।[৫৮]

বগুড়া জেলা জমিয়াতুল মুদাররেছিনের পক্ষ হতে স্থানীয় জিন্নাহ হলে ২৬/০৭/৬৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা সেমিনারে "আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটি ভাষণ" শীর্ষক সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে বাঙালীদের অতিমাত্রায় ইংরেজী প্রীতিকে পরিহাস করেছেন এ ভাবে,

> আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আমাদের বুকে গুলি বিদ্ধ হইয়া সহিদ (শহিদ) মিনার প্রস্তুত করিতেছি। অথচ আমাদেরই নেতৃস্থানীয় বিরাট একটি দল তাহাদের শিশু সন্তানগনকে প্রথম শব্দ A, B, C উচ্চারন করাইবার জন্য ইংরেজী ভাষায় পরিপক্ক করাইবার জন্য বিরাট অর্থ সম্পদ সাদরে ব্যয় করিয়া যাইতেছে। এই মোহ কি আমাদের পতনের লক্ষণ না গোলামীর নিদর্শন বলাই বাহুল্য।[৫৯]

একই প্রবন্ধে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তৎকালীন সরকারের বিমাতা সূলভ আচরণের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তার ভাষায়

> সর্বকালের সর্ব বিষয়েই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিমাতা সূলভ ব্যবহার করা হইয়াছে। অনেকে এ শিক্ষাকে সমুলে অকেজো বলিয়া গুপ্ত ও লুপ্ত ভাষায় আক্রমন করিয়াছে। অবশ্যই এই শিক্ষার ধারক বাহকগনও নাগরিক অধিকার রাখে। তাহাদেরকেও বাঁচিবার অধিকার আছে এবং থাকিবে। এই গোত্রের উপর অবিচার, অনাচার দীর্ঘদিন চলিতে পারেনা। তাহার পরিণামও ভয়াবহ হয়, ইহা পদ্ধর্বেকার কোন সরকার লক্ষ্য করে নাই। ইহাই হইল এই শিক্ষার অতীত ইতিহাস।[৬০]

তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে বলেন,

> যাহোক, মুসলিম জাহান ও পাকিস্তানের মূল মন্ত্র আল্লাহ রাসুলের বাণী কোরান ও সুন্নাতের সুবিস্তার জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সমুদ্র তথা শরীয়তের পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

> জ্ঞান লাভের জন্য একটি দলকে প্রস্তুত করিয়া লওয়ার ক্ষেত্র তৈয়ারের (তৈরীর) পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত দরকার।[৬১]

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রসার বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থখানির সমাপ্তি টানেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ভাষাগত কিছু দূর্বলতা লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিক দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন আধুনিক সমস্যার সমাধানে অতুলনীয়।

তিন ঃ মুকাদ্দিমা-ই-ইলমি তাফসীর (তাফসীর শাস্ত্রের ভূমিকা)

আল কুরআনের তাফসীর বিষয়ে উর্দূ ভাষায় বিরচিত ৪৩ পৃষ্ঠার এ অনন্য সাধারন গ্রন্থটি মৌলভী মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন (কুতুব খানায়ে হামীদীয়া, বগুড়া) এর তত্ত্বাবধানে খন্দকার প্রেস, ৩১ ডি- সেক্টর, ১৯৬৫ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের কপি আমাদের হাতে রয়েছে।

গ্রন্থকার মাওলানা নজিবুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ও দিক নির্দেশনায় তৎকালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় আল কুরআনের তাফসীর ও দরসের আয়োজন করা হতো। এ সকল অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তাফসীর বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানের চাহিদা মিটানোর নিমিত্তে আলোচ্য গ্রন্থটি সংকলিত হয়। গ্রন্থকারের নিজের বক্তব্যই শোনা যাক এ সম্পর্কে,

> বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় নিয়মিত কুরআনের গবেষণা ধর্মী তাফসীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। উক্ত অনুষ্ঠানে গবেষকরা আলোচনা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এ সমস্ত পান্ডুলিপির একত্রিত নামকরণ করা হয় মুকাদ্দিমা-ই-ইলমি তাফসীর।[৬২]

উক্ত গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় ছয়টি সংযোজনীতে (ভসল) ছয়টি অধ্যায়ে (ফসল) আরো দুটি পরিশিষ্ট (তাতিম্মাহ) মিলিয়ে বিন্যস্ত। সংযোজনী সমূহে উপস্থাপিত আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্নরুপ ঃ

জ্ঞানসমূহের সূচনা (মাবাদী) ও ভিত্তি (মাবানী) যা ইলমে তাফসীরের জন্য জরুরী, এ জন্য পূর্ববর্তী জ্ঞান সমূহ ছাড়াও খোদা পরিচিতও জরুরী, ইলমি তাফসীর অর্জনের পন্থা ও তাফসীর বি- আল- রয় এর হুকুম; আল কুরআন জ্ঞানের সাগর; আল কুরআন হতে আবিস্কৃত জ্ঞান সমুহ কিকি? তাফসীর ও তাভীল

Dhaka University Institutional Repository

এতদুভয়ের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়াবলী সুন্দর ভঙ্গিমায় সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬৩] এরপর লেখক অধ্যায় সমূহের সূচনা করেন "ইলমে তাফসীরের শিক্ষক হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ও তাহার ছাত্রগণ শীর্ষক শিরোনামে। এ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন,

> এ বিদ্যার ধারক ও বাহক যদিও সাধারণত ছাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তবুও খোলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (মৃঃ ৬৮ হিঃ) ছিলেন শীর্ষে। যিনি রাইছুল মুফাচ্ছিরীন নামে খ্যাত। এই জন্য যে রাসুলে পাক (সঃ) আব্দুলশ্ছাহ ইবন আব্বাস (রা) এর জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তুমি ইবন আব্বাসকে দ্বীন বুঝা ও জ্ঞান দাও এবং কুরআনের ব্যাখ্যার ইলম দাও।[৬৪]

এরপর তিনি এ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রথিত যশা ছাত্রের নাম উল্লেখ পূর্বক এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানেন।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার ইলমে তাফসীরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কোরানের আয়াতের বালাগাত ফাছাহাত তথা সৌন্দর্যময় গাথুনীর বর্ণনার পর ছাহাবাগনের আল-কোরানের উপর গবেষণার বিষেয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "ছাহাবাগন নাছেখ মানছুখের আয়াত, শানে-নুযুল, আহকামে শরীয়ত, এরাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা পূর্বক ব্যাখ্যা গ্রহনে সচেষ্ট থাকতেন।[৬৫]

গ্রন্থকার তৃতীয় অধ্যায়ে মুফাসসিরীনদের স্তর শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেন। প্রথম স্তরের মুফাসসির হলেন সাহাবায়ে কেরামগণ। এ পর্যায়ে লেখক আল্লামা সূয়ূতী (রঃ) এর 'আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন' ২য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফা, ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, উবাই ইবন কাব (রাঃ) জায়েদ ইবন ছাবেত (রা), আবু মুসা-আল আশআরী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ), আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ)।"[৬৬] দ্বিতীয় স্তরে তাবেঈন। তাবেঈনগণের মধ্যে ২য় স্তরের প্রসিদ্ধ হলেন হাছান বসরী (রঃ), আতা ইবনে আবি ছালমা (রঃ), আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ (র) প্রভৃতি তাবেঈন মুফাসসির (রঃ) গন।[৬৭]

তৃতীয় স্তরের মুফাসসিরিন গনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন হযরত সুফিয়ান, হযরত ওয়াকি ইবনুল জারাহ আল-কুদী (রঃ), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াজিদ ইবন হারুন, আদম ইবন ইয়াছ, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মুজতাহিদগন।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর গ্রন্থকার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম স্তরের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের নাম ইলমে তাফসীরের বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের রেফারেন্সে উল্লেখ পূর্বক তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি টানেন। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর শাস্ত্র এবং তাফসীর কারকের নামের তালিকা আনেন। পঞ্চম অধ্যায়ে ভিন্ন কিরাআতে পঠিতব্য আয়াত সমূহের উপর আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাফসীরে আধ্যাত্মিক কথার ধরন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন, "তাফসীরে সুফীয়ায়ে কিরামগণের মূল্যবান বাণী এ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।"[৬৯] উপসংহারের উপস্থাপিত বিষয়ে দুটোর শিরোণাম হলো প্রকাশ্য (যহর), অপ্রকাশ্য (বতন), হদ (সীমা) ও মাতলা (সূচনা)- এর অর্থ হলো কোন কোন মুফাসসিরের তাফসীর প্রক্রিয়ার ভুল ও অলসতা।

উপরোক্ত আলোচনার পর উপসংহারে একথা আমরা নির্দিধায় বলতে পারি আলোচ্য গ্রন্থটি আল-কুরআনের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষকদের জন্য মহা মূল্যবান গ্রন্থ যা অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুদের আল-কুরআন বিষয়ক জ্ঞান তৃষ্ণা মিটাতে সক্ষম। আল-কুরআনের গবেষক, তথা সাধারণ পাঠকের ইলমে তাফসীর শাস্ত্র বোধগম্য করার নিমিত্ত এর সংগ্রহ অনুবাদ ও প্রকাশ একান্ত জরুরী বলে আমরা মনে করি।

চার. আল-মানহাজ আল-কাভী-ফী শরহি আল-মুকাদ্দিমাহ লিল দিহলভী

আল-হাদীস এর বিধি-বিধান বিষয়ে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দিহলভী কর্তৃক বিরচিত 'আল মুকাদ্দিমাহ যা কিনা হাদীস গ্রন্থ 'মিশকাত আল- মাসাবীহ' এর সূচনায় গ্রন্থিত এর উর্দূ অনুবাদ। অনুবাদ হলেও গ্রন্থটি লেখকের এ ক্ষেত্রে জ্ঞান গভীরতা, ভাষার দক্ষতা ও পরিভাষা সচেতনার দরুন নিছক অনুবাদ গ্রন্থের সীমা ছাড়িয়ে মৌলিক রচনার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটি তৎকালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ছিল। এটি জনৈক মাওলানা নযীর আহমদ (মাদ্রাসা লাইব্রেরী, বগুড়া) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। আমাদের হাতে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের একটি কপি যেটি হিজরী ১৩৪৭ সালের ১৩ সফর মুদ্রিত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালীন আলীয়া মাদ্রাসার হাদীসের শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী গ্রন্থটি গ্রন্থাকার অনুবাদ করেছেন এবং মূল গ্রন্থের বাইরে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করেছেন। 'আলমান হাজ আলকাভী' গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

> হযরত দেহলভী (র) এর 'মিশকাতুল মাছাবীহ' এর ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত উছুলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু কিন্তু ভাষাগত মান উচ্চাঙ্গের হওয়ায় তা ছাত্রদের পক্ষে সূক্ষাতিসূক্ষভাবে বিশ্লেষণ কষ্টসাধ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় উক্ত মুকাদ্দিমার কোন ব্যাখ্যাও সহজবোধ্য ভাবে বের হয়নি। উস্তাদের হেদায়েত ক্রমে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু সহজ সরল ভাবে উপস্থাপনের মানষে আলশ্ছাহ পাকের রহমতে আমি উক্ত ভুমিকার শরাহ (ব্যাখ্যা) যা লিপিবদ্ধ করেছি যা "আলমানহাজ আল-কাভী ফী-শরহী আল মুকাদ্দিমাহ লিল দিহলভী নামে নাম করণ করলাম।[৭০]

প্রথম সংস্করণের কিছুদিন পরেই উক্ত সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে ২য় ও তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সর্বসাধারনের নিকট গ্রহনীয় ও সর্বজন স্বীকৃত একটি প্রয়োজনীয় কিতাবে পরিণত হয়।

তিনি তৃতীয় সংস্করণের তামহীদে' উল্লেখ করেন, "উল্লেখিত কিতাবটি মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাসের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান পিপাসু ছাত্র শিক্ষকের নিকট ব্যপক সমাদৃত।"[৭১]

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে মিশকাতুল মাছাবিহ এর আলোকে নিজস্ব ভঙ্গিমায় ইলমে হাদীস চর্চার যাবতীয় ইলম অতি সুন্দর ও সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের বক্তব্যেই তা ফুটে উঠেছে।

> আলোচ্য 'মুকাদ্দিমা'র মধ্যে এলমে হাদীস, উসূলে হাদীস, মাবাদী এবং মাসায়েল এর বর্ণনা রয়েছে। কেননা শিক্ষার্থীরা যখন উপরোক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগতি লাভ না করবে তখন ইলমে হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেহেতু মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থকার এ সমস্ত বিষয়াবলীর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এ জন্য আমি মুকাদ্দিমায় তার বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।[৭২]

প্রথম অধ্যায়ে ইলমে হাদীসের পরিচয়, উপকারীতা, উসূলে হাদীসের পরিচয় বিষয়বস্তু, হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসের উপকারীতা, হিন্দুস্থানে ইলমে হাদীস, হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস সংগ্রহ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতির ব্যাখ্যার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন মাওলানা নজিবুল্লাহ। ফলশ্রুতিতে এটি মৌলিক গ্রন্থের পর্যায়ভূক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের শেষের দিকে সিহাহ সিত্তার ছয়টি হাদীস গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, "সিহাহ অর্থ বিশুদ্ধ, সিত্তাহ অর্থ ছয়, ইসলামের বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থ, জামে বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমীযী, সুনানে আবুদাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজা সিহাহ সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ।[৭৩] পরিশিষ্টে গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নামের তালিকা যেমন ইমাম বুখারী (র) (১৯৩হিঃ- ২৫৬হিঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) (২০৪হি - ২৬১হিঃ), ইমাম শাফেয়ী রঃ (১৫০-২০৪হিঃ), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রঃ) (১৬৪-২৪০হিঃ), ইমাম আবু হানিফা রঃ (৮০- ১৫০হিঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) (১১২-১৮২হিঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) (১৩২-১৮৯হিঃ), ইমাম তিরমিজী (রঃ) (২০৯-২৭০হিঃ) ইমাম নাসাঈ (রঃ) (২১৫-৩০২হিঃ) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৭৪] এরপর লেখক 'তরজুমাতুল মুছান্নিক' শীর্ষক শিরোণাম রচনা পূর্বক আলোচ্য গ্রন্থখানির সমাপ্তি টানেন।

আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনার পর উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি ইলমে হাদীস চর্চা এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইলমে হাদীসের গবেষকদের জন্য এটি একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ইলমে হাদীসের গবেষনার স্বার্থে আলোচ্য গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করা অতি জরুরী বলে আমরা মনে করি। উর্দূ ভাষায় রচিত গ্রন্থটি বাঙালী সবশ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী করতে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হোক এটাই আমাদের কাম্য।

পাঁচ . বেহতারীনে উর্দূ ইনশা (উন্নত উর্দূ রচনা)

উর্দু ভাষার ব্যকরণ, রচনা, চিঠিপত্র, দরখাস্ত, কথপোকথন ইত্যাদি বিষয়াবলী সমৃদ্ধ দুখন্ডে বিভক্ত আলোচ্য গ্রন্থটির ষষ্ঠ সংস্করণ ১৫ আগষ্ট ১৯৬৮ সালে হক প্রিন্টিং প্রেস বগুড়া কর্তৃক মুদ্রিত, আবুল ওয়াফা ওয়া বেরাদারান (মাদ্রাসা কোয়ার্টার, সুতরাপুর, বগুড়া) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তৎকালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দাখিল ও আলিম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত এবং হাইস্কুলের ৭ম হতে ১০ম শ্রেণীর (উর্দু বিষয়) জন্য প্রকাশিত।

উর্দু ভাষায় রচনা লেখার যে আধুনিক কলাকৌশল লেখক বর্ণনা করেছেন তা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। লেখনী পদ্ধতি না জানার কারণে অনেক বিজ্ঞ জনও উক্ত কর্ম সঠিক ভাবে সমাধা করতে পারেন না। কোন কিছু রচনা যেহেতু কোন সহজসাধ্য ব্যপার নয় সেহেতু রচনার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি কিরুপ হবে এ সংক্রান্ত সংকটের সমাধান লেখকের লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

> রচনার সমস্যা সংক্রান্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে এর সমাধান অনুসন্ধানে অন্তরে প্রশ্নের উদয় হয়েছে লেখার পদ্ধতিটা কিরুপ হবে ? দাড়ি কমার স্থান, মদ্দে মুত্তাসীল, মুনফাসিল এর স্থান কোথায় হবে? এ সংক্রান্ত গবেষণা করে কোথাও এর যথাযথ সমাধান একসাথে পাওয়া যায় নাই। বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো বিষয়াবলী একত্রিত করে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে লেখনীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি।[৭৫]

ইতোপূর্বে বিশেষ করে উর্দু ভাষার জন্য রচনার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পস্তক ছিল না। লেখক তাঁর ইতোপূর্বে রচিত 'বেহতারিনে উর্দ্দু ইনশা' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে নিজস্ব মেধা এবং অন্যান্য ব্যাকরণ পস্তকের সাহায্যে আলোচ্য গ্রন্থ খানি রচনা করেন। বেহতারীনে উর্দূ ইনশা তিনি ১৯৩২ সালে রচনা করেন যা উর্দু ভাষায় এ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ বলে লেখক দাবী করেন।

> শিক্ষা জীবনের শেষে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অনেক তাহকীক করে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ "কিতাব আল ইমলা ফীলকাওয়ানীন আল ইনশা" রচনা করা হয়। হিন্দস্তান ও পাকিস্তানে ইতিপূর্বে এ সংক্রান্ত কোন কিতাব ছিলনা। এ সংক্রান্ত এটিই প্রথম পুস্তক হিসেবে কিছু ভুল ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক।[৭৬]

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খন্ডে লেখক লিখন পদ্ধতি সংক্রান্ত কথোপকথন দিয়ে রচনা কর্ম শুরু করেন। যে পদ্ধতি আধুনিক ভাষা শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইংরেজী বিষয়ে ও উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ থেকেই বুঝা যায় লেখক কত আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

এরপর গ্রন্থকার আরবী ব্যকরণের বাক্য গঠনের নিয়ম কানুনের বিবরণ দিয়েছেন। বাক্য, বাক্যের প্রকার ভেদ, ইছম (বিশেষ্য) এর পরিচয়, প্রকার ভেদ, বর্ণ রীতি ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন।[৭৭]

প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক রচনার বিষয় সমূহ নির্বাচন এবং রচনা কৌশল সংক্রান্ত ১৭টি পয়েন্ট উল্লেখ করেন।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক কিছু রচনার নমুনা পেশ করেন বিভিন্ন শিক্ষানীয় বিষয় বস্তু এবং মহা মনিষীদের জীবনকর্ম ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে। এ পর্যায়ে তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা শীর্ষক রচনার মাধ্যমে অত্র মাদ্রাসার সাথে তাঁর আত্মার নিবিড় সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৭৯]

আলোচ্য গ্রন্থের ২য় খন্ডে লেখক রচনার প্রকার ভেদ আলোচনা করেন; এভাবে রচনার পরিধি হবে বর্ণনা মূলক, ঘটনা মূলক, চিন্তা মুলক।[৮০] প্রথম অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা মূলক রচনার নমুনা পেশ করেছেন, ২য় পরিচ্ছেদে ঘটনা মূলক তথা জীবনী ভিত্তিক রচনার নমুনা পেশ করেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে চিন্তামূলক রচনার নমুনা পেশ করেন। অত্র পুস্তকের ২য় খন্ডের ২য় পরিচ্ছেদে লেখক চিঠি ও দরখাস্তের আধুনিক রীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "অত্র অধ্যায়ে তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত পত্র, ২য় পরিচ্ছেদে দরখাস্ত লিখন পদ্ধতি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্য সবল প্রকার পত্র লিখন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।"[৮১]

১৮৩ পৃষ্ঠার আলোচ্য গ্রন্থখানি উর্দূ ভাষায় রচিত রচনাশৈলীর এক অনন্য আধুনিক কিতাব। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা ভাষা সহ অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হলে ভাষার সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক অবদান রাখবে বলে আমরা মনে করি। এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা রচনার আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ পূর্বক উন্নত লেখনী শক্তি অর্জনে সক্ষম হবে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ করা একান্ত আবশ্যক।

ছয়. বারাকাতে উর্দূ

মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক বিরচিত বাংলা ভাষাভাষী ছেলে-মেয়েদের জন্য সহজে ও রাংলার সাহায্যে অল্প সময়ে উর্দু শিক্ষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটি মৌঃ এ.বি.এম আব্দুল কুদ্দুস কর্তৃক, নূর কিতাবখানা, মাদ্রাসা কোয়ার্টার, সুত্রাপুর, বগুড়া হতে ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশিত। গ্রন্থটির ২য় সংস্করণের কপি আমাদের হাতে রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত, প্রাইমারী, জুনিয়র মাদ্রাসার ৩য় ও ৪র্থ এবং ওল্ডস্কিম মাদ্রাসার এবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য।[৮২] বাংলা ভাষাভাষী নন তারাও বিশেষ করে উর্দূ ভাষাভাষীরা এর সাহায্যে বাংলার সাথে পরিচিত হতে সক্ষম হবেন অতি সহজেই। কেননা এতে মূল উর্দূর বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ ও শব্দার্থ দেওয়া আছে। অত্র পুস্তকের প্রথম পাঠে উর্দু বর্ণে আকার বর্ণমালার বিভিন্ন. গ্রোপ. উর্দু হরফের বাংলা উচ্চারণ ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠে স্বর চিহ্ন যুক্তাক্ষর-বানান শিক্ষা. শব্দ শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে উর্দু ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান দান করেছেন। এরপর কিছু অনুচ্ছেদ. কবিতা ও রচনার মাধ্যমে উত্তম পদ্ধতিতে উর্দু ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লামা ইকবালের একটি বিশ্বজনীন ইসলামী ভাবধারার কবিতার মাধ্যমে আলোচ্য গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হয়।

চীন ও আরব আমাদের
পাক- ভারতও আমাদের
আমরা সবাই মুছলমান
জগৎময় আমাদের
তাওহীদেরই আমানত
বক্ষে মোরা ধারণ করি
সহজ নহে মিটায়ে দেওয়া
নাম- নিশান আমাদের।[৮৪]

সর্বশেষ একথা বলা যায় উর্দু ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক হিসেবে পুস্তকটি সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

সাত. নূরী খোতবাহ

বাংলা অনুবাদ সহ রাসূলের খুৎবা সম্বলিত মসজিদ বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা সমৃদ্ধ খুৎবার কিতাব মৌঃ এ.বি.এম আব্দুল কুদ্দুস (দি ফাইন আর্ট প্রেস. বগুড়া হতে মুদ্রিত) কর্তৃক নূর কিতাব খানা. মাদ্রাসা কোয়ার্টার সুত্রাপুর. বগুড়া হতে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কপি আমাদের হাতে রয়েছে। খুৎবার আকার কিরুপ হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের ভুমিকায়.

> বর্তমানে বাজারে প্রচলিত খোতবাহ সমূহ খুবই লম্বা. অতি দীর্ঘ। তিরমুজী কেতাবের ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে হুজুর (দঃ) এর খুতবাহ সমূহের স্তর মধ্যম ও উত্তম ছিল। শামী ১ম খন্ড ৭৫৮ পৃষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository

> আছে যে জুময়া'র মধ্যে দুইটি সহজ ও সংক্ষেপ খোতবাহ পড়া সুন্নত-- ---------- এ সুবিস্তারিত বর্ণনা ও প্রমাণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে নামাজ হইতে খুতবাহ বেশী লম্বা হওয়া মাকরুহ। অথচ বর্তমানে খুতবাগুলি সমস্তই দৈর্ঘ্য বহির্ভূত লম্বা। যাহা সাধারণতঃ ছুন্নতের খিলাফ ও মাকরুহ। এতদার্থে একটি সংক্ষিপ্ত খোতবার প্রয়োজন আছে। উক্ত প্রয়োজনের তাকীদে দ্বীনের উদ্দেশ্যে এই খাদেম অত্র খোতবাটি একত্রিত করণে ও রচয়ণ প্রণয়ণে প্রচেষ্টিত হইতে বাধ্য হয়।[৮৫]

কোন জাতীয় খুৎবা বেশী বরকতময় এবং ফলদায়ক তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ উল্লেখ করে বলেন,

> এতদভিন্ন আঁ হজরত (দঃ) মছজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া যে খোতবাহ গুলি পাঠ করিয়াছিলেন বা খোতবায় যে যে আয়াতগুলি সেই পবিত্র মুখে তেলাওৎ করিয়াছিলেন, তাহা অন্য সমস্ত লোকের খোতবাহ হইতে পবিত্রতর পবিত্রতম এবং সবচেয়ে অধিকতম ফলদায়ক ও বরকাতের বস্তু। এই মনে করিয়া আমি তাহার তাহকীক করতঃ অত্র খোতবায় উহাকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং পূর্ণ খোতবাহ যেখানে ছহী রেওয়াতে পাওয়া দুস্কর হইয়াছে তদস্থলে হুজুর (দঃ) যে সকল আয়াত খোতবায় পড়িয়াছেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।[৮৬]

খুৎবাহ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দ্বীনী দাওয়াত। কিন্তু উক্ত খুতবাহ বিশেষ করে জুমআর নামাযের পূর্বে আরবীতে হওয়ায় সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় না। ফলে উক্ত খুৎবাহ এর ভাষান্তর করে শ্রোতাদের শোনানো হবে কি না এ বিষয়ে উলামাগনের মধ্যে বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে। এবিষয়ের সমাধান কল্পে মাওলানা নজিবুল্লাহর প্রস্তাব হলো,

> সুতরাং এখতেলাফ না করিয়া খোতবার আজানের পূর্বে বা সমস্ত নামাজান্তে খুতবাহর অনুবাদ ও সারমর্ম মুছল্লিয়ানকে বুঝাইয়া দেওয়া হইলে যেমন উপকার হয়, তেমন শরিয়তের বিরুধিতা (বিরোধিতা) ও কায়াহাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।[৮৭]

এরপর লেখক খুতবার মাছআলা বর্ণনার পাশাপাশি মসজিদের মাসআলাও বর্ণনা করেন। কোন স্থানে মসজিদ হতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনার পর

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের আদব শীর্ষক শিরেনামের মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসল্লিদের এ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেন।[৮৮] আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকৃতি সম্পর্কে লেখক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন,"আমি অত্র খুতবায় ১২টি খুতবাহ একত্রিত করিলাম, এই বারোটি ১২ চাঁদে পাঠ করা যাইতে পারে এবং একটি খুতবায়ে ছানিয়া সর্বদার জন্য দেওয়া হইল। এবং অপর একটি বিবাহের খুৎবাহ তৎসঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইল।"[৮৯]

গ্রন্থকার প্রথম পাঁচটি খুতবাহ মহানবী (সাঃ) কর্তৃক মসজিদে নববীতে প্রদত্ত বরকত ময় খুতবাহ উপস্থাপন করেন। পরবর্তী খুতবা গুলো ঐ আঙ্গিকে কোরআনের ও রাসূলের হাদীস সন্নিবেশিত করে সংক্ষিপ্ত আকারে নূরী খোতবায় সংযোজন করেন।[৯০] সবশেষে তিনি ছানী খুতবাহ যার প্রথমাংশ হামদু সানা তিরমিযী শরীফ থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হুজুরের পঠিত খুতবার মাধ্যমে সূচনা করেন।[৯১] শেষাংশে উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণ ও মুসলিম জাতির অগ্রগতি ও আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

সবশেষে উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি আলোচ্য গ্রন্থটি নিছক একটি খুতবার কিতাব নয় বরং মসজিদ বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা- মাসায়েলের বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থখানি মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলা অনুবাদ সহ রাসুল প্রদত্ত খুৎবাহ সমুহ সাধারণ মুসল্লীদের জন্য অপূর্ব নেয়ামত এবং রাসুল (সঃ) প্রদত্ত ভাষনের স্বাধ থেকে সাধারণ পাঠক-শ্রোতাও বঞ্চিত হবে না। আলোচ্য গ্রন্থটির পুনঃ মুদ্রণ হওয়া প্রয়োজন।

আট. আল্লামা মওদুদীকে বা'য তাছনীফ পর সরসরী নযর (আল্লামা মউদুদী এর কতিপয় রচনার উপর দৃষ্টিপাত)

উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে লেখক সমকালীন জ্ঞান তাপস 'আল্লামা মওদুদী' এর কতিপয় মতবাদ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। স্বীয় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আল্লামা মওদুদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বিশেষতঃ আল্লামা মওদুদী কৃত "হুকুকুয ঝাওজাইন" (এস্তেকফাল প্রেস মুদ্রিত) গ্রন্থের ভেলায়েতে এজবার (জবরদস্তি মূলক অভিভাবকত্ব) বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য শুধু মাত্র বিরোধিতার জন্য বা কাউকে জন সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যও নয় বরং নিরেট সত্য উদঘাটনের প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়েছে, তাঁর এ মতবিরোধ প্রচেষ্টায়। মাওলানা নজিবুল্লাহর ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

> জনাব আল্লামা মউদুদী বর্তমানে পাকিস্তানের অন্যতম খ্যাতনামা চিন্তাশীল আলেম, তিনি তাঁহার লিখনের ভিতর দিয়া সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। একদল লোক সত্যই তাঁহার লিখনের ভাব-ভঙ্গি দার্শনিক দিকের গুরুত্ব পূর্ণ আলোকপাতের দ্বারা ইসলামকে বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার লেখায় কোন কোন স্থানে মশহুর মোহাক্কেক ওলামাগনের সর্ব্ববাদি সম্মত মতকে উপেক্ষা করায় তাহকীক সম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তিগনের নিকট তাঁহার সকল কথা ও মত একবাক্যে গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।[৯২]

সমালোচনা গ্রন্থ হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষকদের তত্ত্ব উদঘাটনে অনন্য সূত্র হিসেবে বিবেচিত।

নয়. কিতাব আল-ইলমা'ফী কাওয়ানীন আল ইনশা' (আরবী রচনার কায়দা কানুন বিষয়ে শ্রুত লিপি গ্রন্থ)

মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রচিত আরবী লেখার কলা কৌশল ও রচনা সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচী ছিল এবং এটিই উপমহাদেশে এ জাতীয় প্রথম পুস্তক হিসেবে দাবী করেন। তিনি উল্লেখ করেন কিতাব "আল ইলমা'ফী কাওয়ানীন আল ইনশা" হিন্দুস্তান ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক। এ জাতীয় কোন পুস্তক ইতোপূর্বে ছিলনা।[৯৩]

মাওলানা নজিবুল্লাহর মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনার পর আমরা একথা বলতে পারি তার গ্রন্থাবলীর মূল দর্শন ছিল ইসলামী দ্বীনী দাওয়াতের প্রচার প্রসার। এ লক্ষ্যেই তিনি মস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার (ডাবল টাইটেল) অধ্যক্ষের বিরাট দায়িত্ব পালন এবং মাদ্রাসাটিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাহকীক সমৃদ্ধ যুগোপযোগী যে গ্রন্থ সমূহ রচনা করেছেন তা গবেষকদের জন্য এ অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষনীয়, তিনি তার গোটা রচনাবলী বিক্রয়লব্ধ অর্থ লিল্লাহ ওয়াকফ করে গিয়েছেন। এখানেও তাঁর ইশায়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে মালী কুরবানীর মনোঃ বৃত্তি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রবন্ধ আলোচনা

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন ব্যস্ত ও কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। প্রাত্যহিক নানাবিধ কর্মকান্ডের পরেও যতটুকু ফুসরৎ পেতেন, দ্বীনী দাওয়াতের অংশ হিসেবে রচনা কর্মে আত্মনিবেশ করতেন। তিনি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেও দ্বীনী দাওয়াতের খেদমত করে গেছেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠ পোষকতায় বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে 'আল মুস্তাফা' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এবং বার্ষিক ম্যাগাজিন হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি নিজের উক্ত ম্যাগাজিনে লিখতেন এবং অন্যদের কে লিখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি উক্ত ম্যাগাজিন ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন পায় যার প্রমাণ মেলে জনৈক মিঞা মফিজুল হক এর পত্র থেকে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর মাওলানা নজিবুল্লাহকে লিখেছেন, "সংগ্রামে আপনার লেখা পড়েছি ----------।[৯৪]

এ থেকে বুঝা যায় মাওলানা নজিবুল্লাহ অন্যত্র ও লিখতেন। তাঁর সমস্ত লেখা প্রবন্ধ আমাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বহু অনুসন্ধানের পরে যে প্রবন্ধ গুলো তাঁর পুত্র, শুভাকাংখী, মস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার আলোচনা আমরা পর্যায় ক্রমে উপস্থাপন করবো। এক্ষেত্রে যথাযথ সংরক্ষণের অভাবেই মাওলানা নজিবুল্লাহর লেখা কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ থেকে আম জনতা বঞ্চিত হলো। আমরা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রবন্ধের যতটুকু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি তারই আলোচনা নিম্নরুপঃ

এক. পবিত্র ঈদ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহের ফলে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক "আল- মুস্তাফা" শীর্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালের মে মাসে অত্র ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যায় মাওলানা নজিবুল্লাহ "পবিত্র ঈদ" শিরোণামে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। যা আধুনিক কালে উদ্ভাবিত শরীয়ত সংক্রান্ত মাসআলার পর্যালোচনা।

পবিত্র ঈদে মুসলমানদের জীবনে যে প্রভাব পড়ে তার সাথে বিভিন্ন ইজমের তুলনা পূর্বক লেখক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। তবে তৎকালে রোজার চাঁদ এবং ঈদের চাঁদ দেখা এবং

Dhaka University Institutional Repository

উদযাপন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিত। অনেক সময় অনাকাংখিত ঘটনার জন্ম দিত। মাওলানা নজিবুল্লাহ এ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালান। তিনি বলেন,

"এই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের পর আমি কতকগুলি জরুরী শরিয়তের বিধান ও মাছায়েল আলোচনা করার চেষ্টা পাইব। যা জানিয়া রাখা মুসলমানগনের অবশ্য কর্তব্য। এবং সময় সময় তা নিয়া বাদানুবাদেরও সূত্রপাত হয়।"[৯৫] অতঃপর চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামদের উদ্ধৃতির আলোকে সমাধান দিয়েছেন। তবে রেডিও এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত পোষন করে বলেন, "রেডিও বা এরুপ অন্যান্য যন্ত্র দ্বারা যে খবর দেওয়া হয় তাহাও চাঁদের বেলায় মোতাব্বর নহে। -- ---------- সুতরাং রেডিওর খবর বা খবরের কাগজের খবর ইত্যাদিতে চাঁদের প্রমাণ হয় না।"[৯৬]

অবশ্য বর্তমানে চাঁদ দেখার জন্য সরকার কর্তৃক যে হেলাল কমিটি আছে তাঁদের কর্তৃক পরিবেশিত রেডিও সংবাদ চাঁদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলেই আমাদের দেশের আলেমগন সর্বসম্মত মত প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধটির কিছু অংশ পরবর্তীতে "মকছুদুল মুত্তাকীন" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দুই. মূল নীতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি আল মুস্তাফার ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এর মধ্যে "আল মুস্তাফা" ম্যাগাজিন প্রথম বর্ষ পূর্ণ করেছে সগৌরবে এবং আলোচ্য ম্যাগাজিনটি সর্বজন কর্তৃক সমাদৃত ও প্রশংসতি হয়েছে ইতোমধ্যেই। কেননা বাংলা ভাষায় ইসলামী পত্র পত্রিকার এমনিতেই অপ্রতুলতা ছিল। সেক্ষেত্রে 'আলমুস্তাফা' মুমিনদের গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা নজিবুল্লাহর নিজের লেখনীতে ফূটে উঠেছে

> আলহামদুলিল্লাহ- আল-মুস্তাফার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে আল মুস্তাফা জাতির খেদমতে যারপর নাই যশঃ কীর্ত্তণ লাভ করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই রহমত। পূর্ব্বানুরুপ এখনও নববর্ষের মোকারক বাদ ও ধন্যবাদ জানাইয়া, নতুন সওগাত মনের খোরাক হতে লইয়া আপনাদের দ্বারে উপনীত। পাঠক পাঠিকাগনের আদরই ইহার জীবনী শক্তি বৃদ্ধি লাভ করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য কথা।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ প্রবন্ধে 'মূলনীতি' শীর্ষক শিরোনামে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষন করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছড়ানোর কুট কৌশলের কথা বর্ণনা করে লেখক পাঠকের সামনে সমালোচনার মূলক প্রবন্ধ তুলে ধরে সমালোচনা গুলো কয়েক ভাবে বিভক্ত করেন। ষড়যন্ত্র কারীদের মুখোশ উম্মোচন করতে গিয়ে লেখক বলেন, " চতুর্থ দল যে কোন উপায়ই পাকিস্তানীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবার জন্য আদা লবণ খাইয়া সুকৌশলে ও গুপ্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইলে সহজেই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে"।[৯৮] মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অদূরদর্শী চিন্তাধারারই বহিঃ প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে। কতিপয় পাকিস্তানী শাসক চক্রের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে বাঙালীরা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়। এরপর গ্রন্থকার আদর্শ ইউরোপ, শিরোণামে রচনা করে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে হুশিয়ারিউচ্চারন করেন। ' একই প্রবন্ধে 'ব্রাহ্মণ-পুরোহিত' শিরেণামে মুসলমান সমাজে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ছায়া দেখতে পান। ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে হিন্দু, খ্রিষ্টানদের নীতিতে যেমন ব্রাহ্মণ কিংবা পুরোহিতরা পালন করে, মুসলিম সমাজে এহেন অবস্থা দৃষ্টে মাওলানা নজিবুল্লাহ হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

> প্রত্যেক মোছলেম (মুসলিম) নর নারীকে দ্বীনী জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভের জন্য আদশে করিয়াছেন এবং এই আদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে ফরজে আইন এবং কোন ক্ষেত্রে ফরজে কেফায়া - ---------- তাহা সাধারণ মুছলমানের (মুসলমানের) সম কর্তব্য। ব্রাহ্মনদের মত ওলামারাই ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করিবে, তাহার জ্ঞান লাভ করিবে, অন্য কাহারও যে ইহাতে থাকিবেনা এমন কোন কথা হাদিছ ও কোরানে কোথাও নাই।[৯৯]

এরপর 'ধর্মশিক্ষা' শিরোণামে ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার পর লেখক 'নারী জাতি ও ইছলাম (ইসলাম)' শীর্ষক শিরোনামে ইসলামে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নারী জাতিকে সম্মানের আসনে আসিন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, "ইসলাম নারী দিগকে যে সম্মান দিয়েছে, যে অধিকার ও হক প্রদান করেছে পৃথিবীতে তাহার কোন উদহারণ নাই।"[১০০] ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে লেখক নারী জাতির অবস্থান ও ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি আলোচনা করে নারীদের তাদের ন্যায্য সম্মান ও অধিকার প্রদানের আহবান জানিয়ে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> দুঃখের বিষয় নারীদের এই সমস্ত হক (যাহা লেখক তাঁর রচনায় বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন) ন্যায্যভাবে প্রদান করা হয়না। ইহা অতীব সত্য কথা। নারীদের এই হক প্রতিপালিত হওয়া এবং অত্যাচারী স্বামীদের হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইতেছেনা একমাত্র ইছলামী হুকুমতের অভাবে। ইছলামী হুকুমাত হইলে সত্যিকার ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার লাভ করিবে।[১০২]

এই ভাবে লেখক শিরোণাম হীন প্রবন্ধে অনেক গুলো বিষয়ের অবতারণা করেন। যা মুসলিম সমাজের দায়িত্বহীন ও দায়িত্ববান প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষানীয় বিষয় বহন করে।

তিন. ইসলামিজম

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর আলোচ্য প্রবন্ধটি আল মুস্তাফা ৩য় বর্ষ, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মানব জাতির ইতিহাস এ শিক্ষাই আমাদের দেয় ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন যাত্রার প্রয়োজনে নিত্ত-নতুন বিধি ব্যবস্থা ও আইন কানুনের প্রয়োজন হয়। মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে যুগে যুগে নবী রাসূলের আগমন ঘটে। কিন্তু মানুষ যখন আস্তে আস্তে নীতিভ্রষ্ট হয় তখনই আগমন ঘটে বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি মানবতার মুক্তি দান করেন। রাসূলের অনুসারীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম। ইউরোপ বাসীরা মুসলমানদের দূর্বলতার সুযোগে সারা বিশ্বব্যপি বিভিন্ন মতবাদ চালু করার প্রয়াস পায়। উপরোক্ত আলোচনাই বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। লেখক এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

> মোছলমানদের (মুসলমানদের) অভ্যুদয় কালে তাহারা সকলের সাথে অবাধ মেলামেশা করিয়াছিল, ইউরোপবাসী মুছলমানদের (মুসলমানদের) কাছ হইতে আলো লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু মানব চিন্তা ও থিওরী সীমাবদ্ধ। এখানেই প্রয়োজন দেখা দেয় "ওয়াহী ও

Dhaka University Institutional Repository

তানজীলের" আলোক বর্ত্তিকার, তাহারা উহা হইতে বঞ্চিত ছিল। কাজেই তাহারা ভুলের পথে প্লাবনের ন্যায় ধাবিত হইয়া চলিল।[১০৩]

আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখক পরবর্তীতে তাঁর 'ইসলামী সুষ্ঠু সামাধান' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত করেন।

চার. মত ও মন্তব্য

আলোচ্য প্রবন্ধটি আল মুস্তাফা ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা,১০ মার্চ,১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা মানবজীবনের তথা জাতীয় জীবনের এক পরম ও চরম সম্পদ। শিক্ষা শুধু ব্যক্তি জীবনের উন্নতি আনেনা; সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব রকমের উন্নতির মূলেও শিক্ষা। একথাই লেখক তার 'মত ও মন্তব্য' প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষা সমস্যা শিরোণামে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, "জাতির সমস্যাবলীর মধ্যে শিক্ষা সমস্যাই প্রধানতম সমস্যা। কারণ সবকিছুই একমাত্র শিক্ষা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে"।[১০৪] ইতোপূর্বে বৃটিশ কূটকৌশল নীতিতে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শিক্ষানীতি মালার উপর ভিত্তি করে মুসলমানরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল যার ফলে একদল ছিল মোল্লা অপর দল জেন্টেল ম্যান। এই অবস্থার অবসান কল্পে মাওলানা নজিবুল্লাহ কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন,

> পাকিস্তানী নাগরিককে এমন কোন শিক্ষা পদ্ধতি দেওয়া হইবে না যদ্বারা তাহারা পঙ্গু হইয়া পড়িবে ও রাষ্ট্রের ও নাগরিকের উপর বোঝার তুল্য হইয়া দাড়াইবে। যেমন পূর্বের মাদ্রাসা পাশদের অবস্থা ছিল। ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের মহা অবনতি সাধিত হইবে ও বিরাট অঙ্গহানী হইবে। বরঞ্চ প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে দেশের ও দশের শক্তিরুপে তৈয়ার ও উপার্জন সক্ষম হইতে পারে তাহার প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হইবে।[১০৫]

শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা মূলক এ প্রবন্ধে লেখক পাকিস্তানের শিক্ষার রুপ রেখা বর্ণনা করেন। তিনি পাকিস্তানের নাগরিকের শিক্ষার একই পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দান করেন। এতে সমাজ, রাষ্ট্র অধিক ভাবে উপকৃত হতে পারবে। শিক্ষার এ আধুনিক যুগোপযোগী পদ্ধতি সম্পর্কে তার নিজের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

> প্রাইমারী হইতে আরম্ভ করিয়া সেকেন্ডারী পর্যায়ে প্রত্যেক ছাত্রকেই একই প্রণালীর বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার পর যাহারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণেচ্ছুক তাহারা বিষয় নির্বাচন করতঃ উক্ত নির্ধারিত বিষয় উচ্চ জ্ঞান লাভ করিবে। যেমন যার ইচ্ছা, ইকনমিক নিয়া উচ্চ জ্ঞান লাভ করুক ইত্যাদি। এমতাবস্থায় মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা, ধর্মের ভাষা তুল্য রুপে শিক্ষা দিতে হইবে।[১০৬]

শিক্ষা সংক্রান্ত তার এই গবেষণা কর্মের বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্র শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেত। নীতি নৈতিকতা পূর্ণ প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে সমাজ থেকে নৈরাজ্য, অশ্লীলতা, অব্যবস্থা অনেকাংশেই দূর হতো বলে বিজ্ঞজন ও গবেষকরা তা মনে করেন।

এরপর লেখক 'আল্লামা মাউদুদী ও তাঁহার পুস্তকাবলী' শীর্ষক শিরোণামে সমালোচনা মূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেন করেন যা পরবর্তীতে লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মকছুদুল মুত্তাকীনে সংকলিত হয়েছে।

এরপর লেখক "দুনিয়াকে মুছলেম (মুসলিম) এক হো- যাও" শীর্ষক প্রবন্ধে বৃটিশ ঔপনিবেশ এবং তাদের কে প্রতিহত করে স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন ও মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমী সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান জন্মের পর শাসক শ্রেণী কোরান ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে দেশ শাসনের কৃত ওয়াদা বেমালুম ভুলে যাওয়ায় যার পর নাই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে। 'দুনিয়াকে মুছলেম এক হো-যাও' শীর্ষক শিরেণাম ও মকছুদুল মুত্তাকীনের তৃতীয় খন্ডে সংকলিত হয়েছে।

পাঁচ. মার্কসের একটি থিওরী

উল্লেখিত প্রবন্ধটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত আল মুস্তাফায় প্রকাশিত হয়।মাওলানা আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সমাজ, জাতি ও দ্বীনের খেদমত করে গেছেন আমৃত্যু। 'মার্কসের একটি থিওরী' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে লেখক সমাজতন্ত্রের ত্রুটিযুক্ত দিকগুলো গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আলোচ্য প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন। মার্কেসের রাষ্ট্র প্রথা সংক্রান্ত নীতিমালা, যেমন তিনি রাষ্ট্রীয় প্রথার বিলুপ্তি সাধন

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বক পুজীবাদিদের নিধনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করার যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধকার তাঁর সমালোচনা করে বলেন,

> কিন্তু বিবেচনার কথা হইবে এই যে, গণ আন্দোলন দ্বারা জয়যুক্ত হইয়া শ্রমিক রাষ্ট্র পরিচালন ও শাসন ক্ষমতা লাভ করিবেই। তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় প্রথার বিলুপ্তি হইলে কোথায়? তাহা তো থাকিলই? হাঁত বদল মাত্র --------- পক্ষান্তরে বিস্তার হইল শ্রমতন্ত্র।[১০৭]

সুতরাং উহাকে গণতন্ত্র নাম দেওয়া ধোকাবাজী মাত্র। কারন উপরোক্ত পদ্ধতিতে শ্রমিকতন্ত্র চালু হলে তারা পুজীবাদীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত সাধন করবে। সুতরাং যে নীতি অপর দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তা কখনও মঙ্গল জনক হতে পারে না। ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বন কারী একটি চিরকল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। এখানে সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষন থাকে। আর মার্কসের বক্তব্য রাষ্ট্র মাত্র গরীব ও দূর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। এ কথা অযুক্তিকর কল্পনা মাত্র। কেননা ইসলামী নীতি সব সমাজ থেকে দারিদ্রতা দূরীকরণ। আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর প্রদত্ত ভাষণ সে কথার প্রমাণ বহন করে এ বক্তব্যই তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর প্রাজ্ঞপূর্ণ যুক্তিযুক্ত বক্তব্য হলো,

> এছলামী আমলদারী (ইসলামী ব্যবস্থা) অত্যাচার অনাচার, নিবারণার্থেই জন্ম নিয়াছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির কবজ নিয়াই কোরানের আর্বিভাব। এমন কি আমাদের নামাজ যাহা একমাত্র এবাদৎ (ইবাদত) মাত্র, তাহার মধ্যেও দূর্বলের প্রতি সুবিচার ও শুভদৃষ্টি রাখার তীক্ষ্ণ আদেশ জারী করা হইয়াছে। যথা বোখারী ও মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, হে এমাম গন (ইমামগন) যখন তোমরা জামাতে নামাজ পড়িতে আরম্ভ কর, সংক্ষেপে কর, কারন মোকতাদীদের মধ্যে হয়তো কেহ দূর্বল থাকিবে; হয়তো কেহ অসুস্থ থাকিবে, না হয় কোন বৃদ্ধ থাকিবে। ইহা কি জলন্ত প্রমাণ নহে যে, এছলাম দূর্বলেরই সহায় মাত্র।[১০৮]

আলোচ্য প্রবন্ধটিও লেখক পরবর্তীতে তার "ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান" শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. যুগের বাণী

উপর্যুক্ত প্রবন্ধটিও আল মুস্তাফা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।ইহা ছিল ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ বর্ষের সপ্ম সংখ্যা।

তৎকালীন সময়ে রাশিয়ায় কম্যুনিজম এর নামে যে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার প্রচলন ছিল; দারিদ্রতার সুযোগে সর্বসাধারণের ধর্মীয় স্বাধীনতা কে হরণ করার যে নীতি সরকার গ্রহন করেছিল; অসহায় জনসাধারনের মনে যে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল তারই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে মাওলানা নজিবুল্লাহর 'যুগের বাণী' প্রবন্ধে 'এশিয়ায় ধর্ম্ম (ধর্ম) নিধন দজ্জাল শিরোণামে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এম.পি.এ. বেগম আনোয়ারা খাতুন এর রাশিয়া ভ্রমণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক তার প্রবন্ধে রাশিয়ার মুসলমানদের স্বাধীন ভাবে ধর্মীয় আচরণ পালন করতে না পারার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। বেগম আনোয়ারা রাশিয়া ভ্রমন কালে তিনি জানতে পারেন রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেতে হলে সেখানে মানুষকে কম্যুনিষ্ট হতে হয়। আর কম্যুনিষ্ট হতে হলে ধর্মীয় সংশ্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয়। সেখানে এক মহিলার সাথে তার সাক্ষাত হলে সে মহিলা কথা প্রসংগে ধর্মের প্রসংগে আমায় ব্যথিত কণ্ঠে বলেন,

> আপনি জানেন না বেগম খাতুন। সৃষ্টি কর্তাকে বিশ্বাস না করার বেদনা যে কি? যদি আমি আজ বিশ্বাস হারা না হতাম তাহলে বোধ হয় এর চেয়ে কিছুটা সুখি হতে পারতুম। জীবনে অনেক মুহূর্ত আসে তখন বিশ্বাসী লোকেরা সৃষ্টি কর্তার ভিতর এক প্রকারের শান্তনা খুজে পায়।[১০৯]

প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন সমাজতন্ত্রেরর ধোয়া তুলে রাশিয়া যে সমাজ ব্যবস্থা চালু করেছে তাতে অনাচার, অত্যাচার বৃদ্ধি পূর্ণ রাশিয়া একটি সামরিক দানবে পরিণত হয়েছে। শেষ কথায় লেখক বলেন, "সত্যকথা আমরাও বলিব যে ভাত কাপড়ের ভাঁওতা দিয়া ধর্ম্ম (ধর্ম) নিধন প্রথা প্রণয়ন করিয়া এশিয়াতে যে দজ্জাল নামিয়াছে তারাই কম্যুনিষ্ট, তাঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বুলি ভাঁওতাই মাত্র।"[১১০]

একই প্রবন্ধে 'পাক ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত' শীর্ষক শিরোণামে সংক্ষেপে ইংরেজ বিতাড়নের ইতিহাস ও পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান চিহ্নিত করেছেন। যা ইতোপূর্বে আমরা তাঁর রচিত 'ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান' গ্রন্থের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আলোচ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের ৩৩-৫৯ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ ভাগে লেখক 'ওলামায়ে কেরাম' শীর্ষক শিরোণামে নবীগনের ওয়ারিস আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং তাঁদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব কর্তব্য সঠিক ভাবে পালনের আহবান জানান।

সাত . গোড়ার কথা

আল মুস্তাফায় প্রকাশিত হয় 'গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি ১৯৬৬-৬৭ সালে।যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে ছিল তা থেকে শাসকবৃন্দ আস্তে আস্তে দূরে সরে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাওলানা নজিবুল্লাহ তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে। তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন দর্শন উল্লেখ করে বলেন,

> এরুপ ১৯৪৫ ইংরেজী সালে ঈদের পয়গম দিতে গিয়া তিনি (মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ) বলিয়াছেন; প্রত্যেক মুসলমান একথা জানে যে কোরানী শিক্ষা কেবল এবাদৎ (এবাদত) ও চারিত্রিক কার্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরঞ্চ কোরান কারীম মুছলমানের দ্বীন ও ঈমান এবং কানুনে হায়াৎ। অর্থাৎ ধর্ম্মীয়, সামাজিক পরস্পরের জীবন বিধান, ব্যবসা বাণিজ্য, সভ্যতা, সৈনিক, আদালত, ফৌজদারী যাবতীয় আহকামের সমষ্টির নাম কোরান। আমাদের রাসুল (স) এর আদেশ প্রত্যেক মুসলমানের নিকট একখানা কোরান থাকিবে যে সর্ব্বদা উহা চিন্তা সহকারে তেলাওয়াৎ করিবে। ইহাই তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে সরল পথের সন্ধান দিবে।[১১১]

মাওলানা নজিবুল্লাহর আজীবনের সাধনা ছিল রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল বিভিন্ন ভাবে। বিশেষ করে লেখনীর মাধ্যমে তিনি এ আন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্র দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের মুসলিম জন সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান "পিতার বাণী, আবে হায়াতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাহার মর্যাদা পূর্ণাঙ্গ রক্ষা করা, তাহাকে কাজে পরিণত করিতে যত্নবান হওয়া সন্তান সন্ততীর উপর অপরিহার্য কর্তব্য। মুরুব্বীদের ওছিয়ত বাণী সু সন্তান মাত্রই পালন করিয়া থাকে।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর এই প্রচেষ্টা নবীগনের ওয়ারিশ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাওলানা নজিবুল্লাহর আলোচ্য প্রবন্ধটিও পরবর্তীতে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান' গ্রন্থের ১০৩-১০৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে।

এরপর 'আল-মুস্তাফার গতিপথ ব্যহত হয়। কিছুদিন এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে নানাবিধ কারনে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অস্থীতিশীল রাজনীতিই এক্ষেত্রে দায়ী। পাকিস্তানী শাসক চক্রের রোষানল থেকে পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। আল-মুস্তাফাও তার গতিপথ ফিরে পায়। অনেক দিন বন্ধ থাকার পর নানা প্রতিবন্ধকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭৮ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়। মাওলানা নজিবুল্লাহর বক্তব্যে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায়।

> উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান 'বগুড়া মস্তাফাবিয়া ডবল টাইটেল মাদ্রাসা' হতে এবার তার বার্ষিকী 'আল-মস্তাফা' বের হতে চলেছে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশ ভাঙ্গা-গড়ার আগে আল-মস্তাফা নিয়মিত বের হচ্ছিল- তার ঝলমল করা স্বকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে। নানা কারণে তার প্রকাশনা গতিপথ বিরতি লাভ করে। 'আল-মুস্তাফা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার দিক দিয়ে এক নতুন প্রভাতের দিক দিশারী। এ কথা চিন্তাশীল সুধীজন আশা করি স্বীকার করে নেবেন। অপরিপক্ক হাতে পরিবেশ, বর্ণনা ভঙ্গি ও ভাষার দিক দিয়ে ত্রুটি থাকলেও ভাব ও চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমি আশা-পূলক শিহরণে অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকীত। বার্ষিকী হলো প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বহিমুখী বহিঃ প্রকাশ। এ প্রকাশ, উৎসাহ ও ভাবী অনুপ্রেরণায় মানসলোকে প্রস্তুতি যোগায়। সাধনার উর্বর ক্ষেত্র তৈয়ার করে, যা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ প্রসূত। আমি আমার 'আজিজ তালাবা' ও 'আল-মুস্তাফা' বার্ষিকীর মঙ্গল কামনা করি।[১১৩]

এ সংখ্যায় মাওলানা নজিবুল্লাহ শুধু অধ্যক্ষের বাণী'ই প্রদান করেন। অন্য কোন আলাদা প্রবন্ধ রচনা করেননি। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত আল মুস্তাফাতেও অত্র ম্যাগাজিনের সফলতা কামনা করে বাণী প্রদান করেন। ততদিনে তিনি অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তারে আল-মুস্তাফার যথাযথ ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> আমি আশা করি সাহিত্য পত্রিকা 'আল-মুস্তাফা' সেই মহান লক্ষ্যে বর্তমানের এক শ্রেণীর সঠিক মূল্যবোধহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন বস্তুবাদী ধর্ম উদাসীন সাহিত্যিকদের তথাকথিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে বেঈমানী, অন্যায়, অশ্লীলতা, অসংগতি, অনাচার, অপসংস্কৃতির গড়ে ওঠা প্রাসাদ ভেংগে (ভেঙ্গে) সুষ্ঠু, সুন্দর, সুস্থ, অনবদ্য, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিজয় দানে বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও লেখক সৃজনে আলোক বর্তিকা হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আল-মুস্তাফার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। আমি আল-মস্তাফার ক্রমোন্নতি, সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।[১১৪]

সর্বশেষ 'আল-মুস্তাফার যে সংখ্যাটি আছে সেখানে মাওলানা নজিবুল্লাহ অত্র বার্ষিকীর সমৃদ্ধি কামনা করেন 'হয়রত রেকটর সাহেবের দোয়া' শীর্ষক শিরোণামে।

> আল-মুস্তাফা আমাদের অতিপ্রিয় বার্ষিকী। আল হামদুলিলাহ ইহা ৩৬তম বর্ষে পদার্পন করিল। দ্বীন ইসলামের স্বার্থে নতুনদের কচি-কাঁচা হাত ধরে তাহদিগকে উপরে, অনেক উপরে পৌছাইয়া দেওয়ার মহান লক্ষ্যেই ইহার শুভ যাত্রা। ইহার পিছনে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল পুরাতনদের মুক্ত ও পাকা হাতের মহান জোগাড় ছাড়া ইহার এতদুর অগ্রসর হওয়ার কিছুতেই সম্ভব হয় নাই এবং হইবেওনা। পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে কামনা করি, আল মুস্তাফার পবিত্র অভিযান সুন্দর হউক এবং স্বার্থক হউক।[১১৫]

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে মাওলানা নজিবুল্লাহর এই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপসংস্কৃতির মোকাবিলায় এক দুর্গম দূর্গ। যে ম্যাগাজিনে লিখেছে মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও অসংখ্য শিক্ষার্থীরা যাদের অনেকেই আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংস্থার উচ্চাসনে সমাসীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর এত সাধের বার্ষিকী পত্রিকাটি আজ যথাযথ পৃষ্ঠ পোষকতার অভাবে প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে। আমরা আশা করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও দ্বীনদার মুমিনদের প্রচেষ্টায় পুনরায় পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.পান্ডুলিপি পর্যালোচনা

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন সমকালীন শীর্ষ ইসলামী সাহিত্য রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। প্রতুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন দৃষ্ট হয় তাঁর রচনায়। কুরআন হাদীসের রীতিতে গড়ে তোলা জীবনে কঠোর ভাবে শরীয়তের অনুসরণ করতেন। তবে তিনি গোঢ়া ছিলেন না একথা আমরা নির্দিধায় বলতে পারি। তাঁর জীবনালেখ্য ও রচনাবলী এসবেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমগ্রের পর্যালোচনা করেছি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধ সমূহ ছাড়াও তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের পান্ডুলিপি আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে তাঁর পান্ডুলিপি সমগ্রের পর্যালোচনা সংক্ষেপে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

এক. আচ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামুল হাম্মাম আল বুখারী (রঃ)

মাওলানা নজিবুল্লাহ রচিত ইমাম বুখারী (র)[১১৬] কর্তৃক নির্বাচিত হাদীসে ছুলাছিয়াত[১১৭] এর বিবরণ সম্বলিত পান্ডুলিপি যার নামকরণ করা হয়েছে 'আচ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামুল হাম্মাম আল বুখারী (র)' শীর্ষক শিরোনামে। এক পাতায় লিখিত উর্দূ ভাষায় রচিত এ পান্ডুলিপির পাতার মাপ ৯" x ৬.৭" এবং পাতা সংখ্য চৌদ্দ। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য পান্ডুলিপিটি ২৭ মার্চ ১৯৭৬ সালে লেখা আরম্ভ করেন এবং শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য নির্দেশানুযায়ী প্রমাণিত হয় আলোচ্য রচনা কর্মটি সম্পন্ন করেন ৮ এপ্রিল ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে। আলোচ্য রচনাকর্মটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেন, "এসংক্রান্ত অনেক বিজ্ঞ আলিমদের রচনাবলী আছে কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য। এই জন্য আমি ইমাম বুখারীর "ছুলছিয়াত" একত্রিত করার প্রয়াস গ্রহণ করি।[১১৮]

আলোচ্য পান্ডুলিপিটি লেখক দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে (১-৪পৃঃ) 'ছুলাছিয়াত' এর পরিচয়, ফযীলত ও গুরুত্ব আলোচনা পূর্বক 'ছুলাছিয়াতে বুখারী (রঃ)' এর প্রথম হাদীসের চিহ্নিত করণ তত্ত্ব প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছেন। ছুলাছিয়াতের প্রথম হাদিস সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী (র) এর উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ উল্লেখ করেন, "ছুলাছিয়াতে বুখারীর প্রথম হাদিসটি যা ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

আমি হাদিসটি বর্ণনা করছি মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম থেকে, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি বর্ণনা করেছি ইয়াযিদ ইবনে আবি উবাই থেকে তিনি বর্ণনা করেন ছালমা ইবনে আকুউ থেকে তিনি বলেন, আমি রাসুল (দঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এমন কথা বলে যা আমি বলি নাই সে তার বাসস্থান যেন জাহান্নামে তৈরী করে নেয়(কিতাবুল ইলম)।[১১৯]

আলোচ্য হাদীসটিই যে 'ছুলাছিয়াত' এর প্রথম হাদীস তা তিনি ফাতহুল বারী; ফায়জুল বারী; দারেমী; মা'আরিফাতি উলুমুল হাদীস প্রভৃতি সর্বজন পরিচিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[১২০]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে "তাফছীল আচ্ছুলাছিয়াত লীল বুখারী (র) মা-আল হাওয়ালাত (ইমাম বুখারীর ছুলাছিয়াত সম্পর্কে প্রচলিত সূক্ষ বিষয়াবলী) শীর্ষক শিরোণামে ছুলাছিয়াতে বুখারীর ২২টি প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে ১১টি হাদীস ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম থেকে; অন্যগুলো আবু আছেম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী; আছাম ইবন খালেদ; ইবন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১২১]

আলোচ্য পান্ডুলিপির শেষে লেখক ছুলাছিয়াতে বুখারীর ৫টি সনদ এবং বুখারী শরীফের কোন পৃষ্ঠা থেকে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে লেখকের গবেষনা ধর্মী এ রচনা কর্মটির ক্ষেত্রেও আধুনিক গবেষণা রীতি অনুসৃত হয়নি। ছুলাছিয়াতে বুখারীর তাৎপর্য মন্ডিত হাদীসগুলো মুসলিম মিল্লাতের ব্যপক গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বহন করে বিধায় আলোচ্য পান্ডুলিপিটির প্রকাশনা ও অনুবাদ জরুরী বলে আমরা মনে করি।

দুই. ইলমুত তাফসীর

বাংলা ভাষায় রচিত মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ইলমুত তাফসীরের আলোচ্য পান্ডুলিপিটি ১৪" x ৯" পরিমাপের কাগজের এক পাতায় রচিত যার পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। ইলমুত তাফসীরের এই পান্ডুলিপিটির রচনা কাল উক্ত পান্ডুলিপির কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। আলোচ্য পান্ডুলিপিটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ইলমে তাফসীর অর্থাৎ কুরআনের ভাষ্য বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ, তৎপরতা ও অভিজ্ঞতা যেখানে সেখানে পরিলক্ষিত হয় না। আর সাধারণ ভাবে ইহার আগ্রহশীলতাও নাই। এই বিরাট বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও তৎপরতা যদিও একেবারে শূণ্য নয় তবু সাধারণ ভাবে যতটুকু প্রয়োজন তার অনেক কম নজরে আসিতেছে। অথচ ইহাই হইল মূল সম্পদ আসল উৎস। এই কারণে এই দীন লেখক যৎসামান্য পুঁজি নিয়া এই বিষয়ের উপর অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করে জাতির সামনে তুলে ধরিতেছে।[১২২]

প্রথমে লেখক ইলমে তাফসীরের পরিচয় জ্ঞাপন পূর্বক বিভিন্ন প্রথিত যশাঃ লেখক যেমন হাজী খলীফা; আল্লামা হারেছ; আল্লামা জালাল উদ্দিন ছুয়ুতী; ইবনে কাছির; হাজী ইবন হাতিম ইত্যাদি প্রমূখ লেখকদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইলমে তাফসীরের আলোচ্য, উদ্দেশ্য, গরজ-ফায়েদাহ, ইলমে তাফসীরের গুরুত্ব ও সাধনা শীর্ষক আলোচান উপস্থাপন করেছেন।

এরপর 'মুফাচ্ছেরীন ভাষ্যকারদের স্তর' শীর্ষক শিরোনামে লেখক মুফাচ্ছিরদের স্তরের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। আল্লামা হাজী খলীফার 'কাশফুজ যুনন' ১ম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক বলেন,

> এই বিদ্যার ধারক ও বাহক যদিও সাধারনতঃ ছাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তবুও খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে হজরত আলী ইবনে আবি-তালেব এর সন্মন্ধ এই তাফসীর বিষয়ে অন্য তিনজন হইতে অধিকতর ছিল। অবসর কিম্বা হায়াতের অল্পতার জন্যই হউক কিম্বা পূর্ণ সতর্কতার জন্যই হউক ইহাদের নিকট হইতে তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনা অল্পই পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) (মৃত ৬৮ হিঃ)'তরজুমানুল কুরআন" 'হিরুল উম্মত' 'রাইছুল মুফাচ্ছেরীন' কি ছাহাবা বলে খ্যাত ছিলেন। এই জন্য যে হযরত রাছুলে পাক, (সঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন যে 'আল্লাহ তুমি ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান দাও এবং কুরআনের ব্যাখ্যার ইলম দাও। হযরত ফারুকে আজম ইহাকে বড় বড় ছাহাবাদের সাথে এবং ইনার তাফসীরকে সর্বাধিক অগ্রগণ্য করিতেন যাহা বোখারিতে লিপিবদ্ধ আছে।[১২৩]

সাহাবীদের স্তর বর্ণনার পর লেখক তাবেয়ীনদের স্তর বর্ণনা করেন। সর্বশেষ লেখক প্রসিদ্ধ সাতটি তাফসীরের কিতাবের নাম যেমন তাফসীরে ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

কাছির; তাফসীরে কাবীর; তাফসীরে বায়জাবী; আব্দুল্লাহ নছফীর তাফসীর; তাফসীরে জালালাইন; তাফসীরে কাশশাফ; তাফসীরে আল জাওয়াহের এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন। তিনি সর্বশেষ তাফসীর গ্রন্থটির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গির সমালোচনা করেন এবং হিন্দি ওলামাদের লিখিত তাফসির গ্রন্থের কথাও এখানে উল্লেখ করে বলেন,

> মিশরের অধিবাসী আল্লামা তানতাবী (তাফসীর আল জাওয়হেরের প্রণেতা) পরবর্তী মিছরী (মিশরীয়) ওলামাদের মধ্যে বিশেষ অন্যতম। পুরাতন পদ্ধতির সহিত নূতন পন্থার যোগ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান (বর্তমান) জ্ঞান বিজ্ঞান এর রং মিশ্রিত বর্ণনা ও বাক্যবলীতে নুতনত্বের বাড়াবাড়ী করিয়াছেন। হিন্দি ওলামাদের তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে 'ফাতহুল মান্নান' আরবী, তাফসীরে ফাতহুল আজীজ, ফারসী তাফসীরে হাক্কানী উর্দ্দু কিতাবও নাম করা।[১২৪]

লেখক প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের পরিচয় ও সমালোচনা প্রদান পূর্বক তাঁর আলোচ্য পান্ডুলিপির সমাপ্তি টানেন। ইলমে তাফসীর চর্চায় তাঁর এ পান্ডুলিপিটি বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে, বিশেষত বাঙালী মুসলমানদের তাফসীর সংক্রান্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করার নিমিত্তে তাঁর এ পান্ডুলিপিটির প্রকাশনা একান্ত জরুরী।

তিন. তারিখুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস)

ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত পান্ডুলিপিটির মূল লেখক মাওলানা নজিবুল্লাহ নয়। মূল লেখক আল্লামা আবুল ফজল মোহাম্মদ এহছানুল্লাহ আব্বাসী। এ সম্পর্কে মাওলানা নজিবুল্লাহর বক্তব্য হলো,

> আল্লামা আবুল ফজল মোঃ এহছানুল্লাহ হলেন 'তারিখুল ইসলামীর' লেখক; এছাড়াও তিনি 'ফেছানায়ে দিলফজীর' 'তারিখে মুছকামানুনান' 'তরজমানুল কুরআন' ইত্যাদি গ্রন্থর লেখক। তিনি জাতির সামনে ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আরবদের প্রাথমিক অবস্থা থেকে বর্ণনার পর রাসুল (সাঃ) এর জন্ম এবং তারপর ওয়ালিদ ইবন আঃ মালিকের খিলাফত পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে। তিনি পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত রুপে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইসলাম এবং ইসলামী হুকুমাতের অবস্থাও বর্ণনা করেন।[১২৫]

উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত আলোচ্য পান্ডুলিপিটি ১৩" x ৭.৭" পরিমাপের কাগজে লিখিত। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯২ এবং নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রচ্ছদ চিত্রে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য পান্ডুলিপিটির রচনা কাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। মাওলানা নজিবুল্লাহ যখন আলোচ্য পান্ডুলিপিটি প্রণয়ন করেন, তখন ইসলামের ইতিহাসের যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল তা ছিল দুষ্প্রাপ্য ও অতি কঠিন। তিনি 'তারিখে ইসলামের' আলোকে নিজস্ব স্টাইলে সহজ রীতিতে সহজ ভাষায় পান্ডুলিপিটি প্রণয়ন করেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ ও সম্পর্কে বলেন, "এ সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য ও কঠিন হওয়ায় আমি এ গ্রন্থটি নিজের মত করে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছি। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়নের প্রয়াস পেয়েছি সফল কাম হওয়ার জন্য।"[১২৬] তবে 'তারিখে ইসলাম' পান্ডুলিপিটি নিছক একটি সংকলন কর্ম নয়। বরং সংকলনের সীমা ছাড়িয়ে মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। কেননা লেখকের নিজস্ব আঙ্গিকে লিখিত এ পান্ডুলিপিটিতে নিজস্ব মত, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক সমালোচনা স্থান পেয়েছে। এ ব্যপারে লেখকের মত হলো,

> ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ ও গ্রন্থ রচনায় মানষে আমি এর তত্ত্ব অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করি। এ সম্পর্কিত অনেক পস্তক বিশ্লেষণ করার পর আমি যেটা পেয়েছি তা হলো আমীর হামজার পুথির মত পুস্তক কোনটা কাব্য ও জারী গানের মত। এরমধ্যে আমি আমার পছন্দ মত পস্তক আহছানুল্লাহ আব্বাসীর 'তারিখে ইসলাম' পাই। তবে এ গ্রন্থের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটনা ও অনেকাংশে দূর্বল বর্ণনাকারীর মত প্রকাশ করেছেন লেখক। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ঘটনা বা ইঙ্গিতও বিশ্লেষণ করেছি। আবার তিনি কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন এবং আমি তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। এক্ষেত্রে আমি তারিখে ইবনে খালদুন; সীরাতে নবী; তারিখে আল্লামা সূয়ুতী; আলম-মামুন; তারিখে মক্কা; তারিখে ইসলাম প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং উপরোক্ত কিতাব সমূহ বিশ্লেষন পূর্বক ব্যাখ্যা দান করেছি এবং জনসাধারনের উপকারের নিমিত্তে এ কর্ম সম্পাদন করেছি। এর সুচীপত্র নিজস্ব ও নতুন আঙ্গিকে ক্রমাধারা অনুযায়ী সাজিয়েছি।[১২৭]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য গরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর পাশাপাশি একজন মানুষকে ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কেননা মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণতা আনতে হলে অবশ্যই পূর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা জানতে হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের কথা ও ইতিহাস জানতে হবে এ লক্ষ্যেই লেখক আলোচ্য পান্ডুলিপিটি প্রণয়ন করেন। আলোচ্য পান্ডুলিপিটি প্রণয়নের কৈফিয়ত লেখক এ ভাবে দিয়েছেন,

> শিক্ষার সময় তাফসীর; হাদীস; ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের ন্যায় ইতিহাসের জ্ঞান ও আবশ্যক। নিজেকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে এ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যপক এ অর্থে এটা দ্বীন প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যমও বটে। ইহা ব্যতিত জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। ভ্রমণ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তথ্য জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছানো সম্ভব এ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে আমার অন্তরে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ জন্মায় প্রবল ভাবে। এলক্ষ্যে আমি ইতিহাসের জ্ঞান অন্বেষন ও এ সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখতে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হই।[১২৮]

প্রথম অধ্যায়ে লেখক হাকীকতে ইসলাম শীর্ষক শিরোনামে ইসলামের মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত এ অংশে সংক্ষেপে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন।[১২৯] আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের বিবরণ দান পূর্বক তৎকালীন সময়কাল পর্যন্ত মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার পর সাদা পৃষ্ঠায় 'লেখক সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক একটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। রেল গাড়ী ও উড়োজাহাজের সৃষ্টি সম্পর্কিত এ লেখাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদি পত্রিকা' ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ মোতাবেক ২৯শে ভাদ্র ১৩৪১ বাংলা সন থেকে উর্দ্ধৃত করেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। লেখক কি উদ্দেশ্যে এখানে অপ্রাসংগিক তথ্য সংযুক্ত করেছেন তা পরিস্কার নয়। তবে ধারণা করা যায় সাদা পৃষ্ঠায় এ মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন পাঠকের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে।

ইসলামের ইতিহাসের মূল্যবান অনন্য এ পান্ডুলিপিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যা গবেষকদের অজানা অনেক তথ্য প্রদানে সহায়ক বলে আমরা মনে করি। মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে আলোচ্য পান্ডুলিপির প্রকাশনা অতীব জরুরী। এবং বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করলে বাঙালী মুসলমানগণ ইসলামের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকাংশেই সম্ভব হবে। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত ও গবেষণারত ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ ও সূত্র বিধায় এ পাণ্ডুলিপিটির যথাযথ সংরক্ষন করা একান্ত জরুরী।

চার. তাজকিয়াতুল আমওয়াল (সম্পদের পরিশুদ্ধতা)

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত এ পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা বাদে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭। ৮.৫" x ৬.৫" পরিমাপের কাগজে লিখিত এ পাণ্ডুলিপির লেখা সমাপ্ত করেন ১২ আগষ্ট ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ; শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত তারিখ অনুযায়ী তাই প্রমাণিত হয়। 'আহকামুজ্জাকাত' তথা 'জাকাতের বিধানাবলী' শীর্ষক শিরোণামে লেখক জাকাত সম্পর্কিত বিষয়াবলী ২৯টি পয়েন্টে আলোচনা উপাস্থাপন করেন। প্রথম পয়েন্ট লেখক জাকাতের পরিচয় প্রদান করেন। ২য় ও ৩য় পয়েন্টে লেখক যাকাত কার উপর অপরিহার্য এবং কে জাকাতের হকদার তার বর্ণনা করেন।[১৩০] এরপর ক্রমান্বয়ে লেখক যাকাত আদায়ের পদ্ধতি, কোন কোন দ্রব্যের উপর যাকাত আদায় করতে হয় যাকাত আদায় না করার পরিণাম ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যেমন মাজমাউল বাহার, দুররুল মুখতার, হিদায়াহ, বাহরুত তাওরীজ, ফাওয়াযে ইমদাদিয়াহ, শামী প্রভৃতি ফিকহ্ গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর সহ উদ্ধৃতি প্রদান করেন। ফলে মাওলানা নজিবুল্লাহর এ গবেষণা কর্মটি একটি মূল্যবান ও অতি প্রয়োজনীয় রচনায় পরিণত হয়েছে।

উর্দূ ভাষায় রচিত এ পাণ্ডুলিপিটি সর্ব সাধারণের বোধগম্য নয় বিধায় আলোচ্য পাণ্ডুলিপির অনুবাদ ও প্রকাশনা একান্ত আবশ্যক।

পাঁচ. উছওয়াতুন হাছানাহ (উত্তম আদর্শ)

উর্দূ ভাষায় রচিত আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি ৮.৫" x ৬.৫" পরিমাপের কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯। তাছাড়া পরিশিষ্টে লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সহ অন্যান্য মুফতী কর্তৃক লিখিত পত্র সংযোজন করেন। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় লিখিত তারিখ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে পাণ্ডুলিপিটি লেখক আজ থেকে ৫৭ বছর পূর্বে ১৩৬৬ হিজরীতে রচনা করেন। লেখক সূচীপত্রের পূর্বে তাঁকে লেখা আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ) কর্তৃক লিখিত চিঠিটি নিজের হাতে লিখে সন্নিবেশিত করেন। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলী, গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মাসআলা ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা এ পাণ্ডুলিপির মূল বিষয় বস্তু সংক্ষেপে বুঝার স্বার্থে আমরা এ পাণ্ডুলিপির সূচিপত্র পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করলাম।[১৩২]

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	সুন্নত অনুসরণে হাকীমুল উম্মতের বাণী	১
২	সুন্নত কাকে বলে?	২
৩	সালমের বিধান	৭
৪	আল-কালাম ফী আহকামিচ্ছালাম	৭
৫	অনুমতি প্রার্থনা	১০
৬	মুসাফাহ ও মু'আনাকা	১২
৭	কিয়াম	১৩
৮		১৪
৯	বিসমিল্লাহ লেখা	১৪
১০	লিপি শৈলী	১৪
১১	ইসলামী লিপি	১৫
১৬	কাজার বিধান	১৫
১৭	কবরে আজাব	১৫
১৮	অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা	১৫
১৯	ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপার কোন মহত্ত্ব নেই	১৬
২০	স্ত্রীর হক আদায় করা	১৬
২১	আখিরাত মুখী পরামর্শ চাওয়া	১৬
২২	শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া।	১৬
২৩	ওয়াজ নসিহতের আলোচনা	১৬
২৪	উলামাদের সাথে উঠাবসা	১৬
২৫	গড়গড়া করা	১৭
২৬	এক অযুতে একাধিক নামাজ আদায় করা	১৭
২৭	আসরের পর কিছু খাওয়া	১৭
২৮	খানা খেয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছা	১৭
২৯	পরিবারের সাথে মিলেমিশে থাকা	১৭
৩০	প্রয়োজনের সময় দু'আ করা	১৭
৩১	উস্তাদের খেদমত	১৮
৩২	প্রয়োজনের সময় আল্লাহ ও রাসুলের স্মরণ	১৮
৩৩	প্রস্রাব পায়খানার সময় পর্দা করা	১৮
৩৪	প্রস্রাব পায়খানার স্থান নির্ণয় করা	১৮
৩৫	প্রস্রাব পায়খানার সময় কাপড় ঠিক রাখা	১৮
৩৬	ভাল কাজ ডান হাত দিয়ে করা	১৮
৩৭	ইসতিনজার পর দু'আ পড়া	১৮
৩৮	ইসতিনজার পর জমিনে হাত ধোয়া	১৯
৩৯	প্রস্রাব পায়খানার স্থান থেকে সরে পানি খরচ করা	১৯
৪০	ইসতিনজার পর লজ্জাস্থানে পানি ছিটানো	১৯
৪১	বসে পেসাব পায়খানা করা	১৯
৪৩	কুলুখ ব্যবহার করা।	১৯
৪৪	প্রস্রাব পায়খানার আদব রক্ষা	২২

Dhaka University Institutional Repository

৪৫	পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ	২২
৪৬	তাহাজ্জুতের সময় ও ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা	২৩
৪৭	ওযুর সুন্নত	২৫
৪৮	বিছমিল্লাহ বলতে ভুলে ২য় বার পাঠ করা	২৭
৪৯	গোসলের সুন্নত	২৮
৫০	স্ত্রীর আলিঙ্গনে শরীর গরম করা	৩০
৫১	মিলনের পর পবিত্রতা	৩০
৫২	গোসলের সুন্নত	৩১
৫৩	নামাযের সময়	৩১
৫৪	আযান	৩২
৫৫	নামাজের সময় আযান প্রদানের স্থান	৩৩
৫৬	নামাজে রাসূলের অনুসরণ	৩৪
৫৭	নামাজের বিধান	৩৫
৫৮	নামাজের পর জিকর	৪১
৫৯	ছুনান কাহান পর	৪১
৬০	বিস্তারিত বিশ্লেষণ	৪৩
৬১	ফরজ নামাজের পর চেহারা কোন দিকে রাখবে	৪৪
৬২	সুন্নাত নামাজের আলোচনা	৪৫
৬৩	চাশত এবং ইশরাকের আলোচনা	৪৬
৬৫	ঘরের নামাজের আলোচনা	৪৭
৬৬	ভুলের নামাজ	৪৭
৬৭	তাহাজ্জুদ কাজার বিধান	৪৮
৬৮	ইবাদাতে মুজাহাদা	৪৮
৬৯	আওয়াবীন (সালাত)	৪৯
৭০	তাহিয়্যাতুল মাছজীদ	৪৯
৭১	ওযু ও গোসল	৫০
৭২	সফরের নামাজ	৫০
৭৩	ইছতিখারার নামাজ	৫১
৭৪	শবে বরাতের নামাজ	৫১
৭৫	রাসূলের কিরআত	৫১
৭৬	সুবহি সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ওয়াজীফা	৫২
৭৭	দুআর মধ্যে হাত উঠানো	৫৪
৭৮	কিরআতের পদ্ধতি	৫৪
৭৯	জুমআর দিন	৫৫
৮০	ঈদাইন	৫৫
৮১	মুরাকাবা	৫৫
৮২	কথা কম বলা	৫৬
৮৩	আমলের ব্যপারে পরিবারের লোকের উৎসাহ দেয়া	৫৬
৮৪	আমলে স্থায়ী হওয়া	৫৬
৮৫	রাতের নামাজের পর দু'আ করা	৫৭
৮৬	কুনুতে নাজেলা	৫৭
৮৭	নামাজের পর দু'আ	৫৭
৮৮	কুছুফ এর ফুছুফ এর বর্ণনা	৫৮
৮৯	তাওয়াফের সময়	৫৮
৯০	বিজলী চমকানোর সময় কর্তব্য	৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৯১	রোগীর সেবা	৫৮
৯২	দূর্যোগের সময়	৫৯
৯৩	মুরদার আলোচনা	৫৯
৯৪	মৃত ব্যক্তির পরিবারে সান্তনা	৫৯
৯*৫	মৃত ব্যক্তিকে চুম্ব দেওয়া	৫৯
৯৬	কানানে সুন্নত	৫৯
৯৭	জানাযার নামাজ	৫৯
৯৮	জানাযার ঘোষনা	৫৯
৯৯	রাসূলের কবর	৬০
১০০	দাফনের নিয়ম	৬০
১০১	জমিনের মধ্যে কবর	৬০
১০২	মৃত ব্যক্তির উপর ক্রন্দন	৬০
১০৩	কবর জিয়ারত	৬১
১০৪	রাতে ভ্রমণ করা	৬১
১০৫	মৃত্যুর মুরাকাবা	৬১
১০৬	জিয়ারতের দু'আ	৬১
১০৭	সাহায্য, সাদ্কা ও নফল ইবাদত	৬২
১০৮	দ্রুত কোন বক্তব্য গ্রহণ না করা	৬২
১০৯	যাচাই বাছাইএর মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণ করা	৬২
১১০	গ্রহণের পদ্ধতি	৬২
১১১	উপরের হাত উত্তম	৬২
১১২	প্রয়োজন ব্যতিত সাহায্য না চাওয়া	৬২
১১৩	আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাতের গুরুত্ব	৬৩
১১৪	বেশী বেশী রোজা রাখা	৬৩
১১৫	নফল রোজা সম্পর্কে	৬৪
১১৬	সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা	৬৪
১১৭	আশুরার রোজা	৬৪
১১৮	আরাফাহ ও জ্বিলহজ্জের রোজা	৬৫
১১৯	শাওয়ালের রোজা	৬৫
১২০	এতেকাফের রোজা	৬৫
১২১	জন্মের সময় আযান	৬৫
১২২	ওয়াজিফা	৬৫
১২৩	হজ্জ ও ওমরাহ	৬৬
১২৪	হালাল	৬৬
১২৫	সন্দেহ থেকে বাঁচা	৬৬
১২৬	নসিহত গ্রহণ করা	৬৬
১২৭	সত্যবাদী ব্যক্তি	৬৭
১২৮	অজুর সময়	৬৭
১২৯	মুক্তাদির সতর্কতা	৬৭
১৩০	দ্বীন পালনে আধিক্য	৬৭
১৩১	খুশবু ও হাদিয়া গ্রহণ	৬৭
১৩২		৬৮
১৩৩	ওসীয়ত	৬৮
১৩৪	শাওয়াল মাসে বিবাহ ও অন্য মাসে বিবাহ না করা	৩৬৮
১৩৫	মোহর	৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬	ওয়ালিমা	৩৮
১৩৭	কন্যা বিবাহের প্রস্তাব	৬৯
১৩৮	শাইখাঈনের খুতবাহ	৬৯
১৩৯	স্ত্রীদের অধিকার ও বাসস্থান	৭২
১৪০	সফরের সঙ্গি হিসেবে স্ত্রী	৭২
১৪১	হাসান মু'আশিরাত বিদ-দলীল	৭২
১৪২	কন্যাদের আদব শিক্ষা	৭৩
১৪৩	পরিবারের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও হাসি রহস্য করা	৭৩
১৪৪		
১৪৫	বৃহস্পতিবার ভ্রমণ করা	৭৪
১৪৬		
১৪৭	তুরুকে জায়েল	৭৪
১৪৮	সফরে আমীরের অনুসরণ	৭৪
১৪৯	কল্যাণময়	৭৪
১৫০	খানার আদব	৭৪
১৫১	ব্যবহৃত সু-গন্ধী	৭৬
১৫২		৭৭
১৫৩		৭৭
১৫৪	মুচকি হাসা ও অট্টহাসা	৭৭
১৫৫	প্রফুল্লতা	৭৮
১৫৬	চুলের বিবরণ	৭৯
১৫৭	নবী করিম (সঃ) এর ঘুম	৭৯
১৫৮		৭৯
১৫৯	মহানবীর হাঁটা	৭৯
১৬০	তাওয়াদুউ	৭৯
১৬১	বিপদাবস্থায় খারাপ না ভাবা।	৭৯
১৬২	সম্মানার্থে দাড়ানো	৭৯
১৬৩	তাওয়াদুউ লী- আমালীল বাইতি	৭৯
১৬৪	সময় নিয়ন্ত্রণ	৮০
১৬৫	দাড়ানো ও বসা অবস্থায় আল্লাহর যিকর	৮০
১৬৬	মসজিদের আদব রক্ষা করা	৮১
১৬৭	রাসূলের জীবন চরিত	৮১
১৬৮	করমর্দ্দন	৮৩
১৬৯	পার্থিব উপকরণ কম ব্যবহার ও মুজাহাদা	৮৩
১৭০	দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা	৮৪
১৭১	পাপাচার থেকে বিরত থাকা ও দ্বীনের জন্য হিজরত করা	৮৪
১৭২	আপন জনকে প্রথমে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া	৮৪
১৭৩	ইবতেদামে বি ওয়াজছি ফিতনা	৮৪
১৭৪	সূরমা লাগানো	৮৪
১৭৫	চুলের বিধান	৮৫
১৭৬	নখ কাটা	৮৬
১৭৭	পোষাক	৮৭
১৭৮	পোষাক পরিধানের দু'আ	৮৮
১৭৯	পাগড়ী	৮৮
১৮০	টুপি	৯০

Dhaka University Institutional Repository

১৮১	জামা	৯০
১৮২	জুব্বাহ	৯১
১৮৩	চাদর	৯১
১৮৪	লুঙ্গি	৯১
১৮৫	মোজা পরিধান	৯২
১৮৬	কোমর বন্দ	৯৩
১৮৭	নতুন কাপড় পরিধান	৯৩
১৮৮	মাথার উপর রুমাল রাখা	৯৪
১৮৯	আয়না দেখা	৯৪
১৯০	লাঠি ব্যবহার	৯৪
১৯১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৯৫
১৯২	আঙ্গিনা পরিস্কার রাখা	৯৫
১৯৩	মেহমানদারী করা	৯৫
১৯৪	নিজের জন্য যা পছন্দ করা অন্যের জন্যও তা করা	৯৬
১৯৫	কম্বল ও মোটা কাপড় পরিধান	৯৬
১৯৬	রঙ্গিন কাপড় পরিধান	৯৬
১৯৭	নামাজের জন্য আলাদা কাপড়ের গুরুত্ব	৯৬
	বিবিধ বিষয়াবলী	
১৯৮	দাওয়াতকারীর খানা খাওয়ার পর দু'আ করা	৯৭
১৯৯	অপবাদ দেওয়া	৯৭
২০০	মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো	৯৮
২০১	ফিৎনাকে ভয় করা	৯৮
২০২	পরিপূর্ণতা জন্য গুরুত্ব সহকারে আত্মশুদ্ধি লাভ করা	৯৯
	পরিশিষ্ট	
	গবেষণা পদ্ধতি	
	সমাপনী	
	পত্র সংরক্ষণ	

এই ছিল আলোচ্য 'উছাওয়ায়ে হাছানাহ'র' আলোচিত মূল বিষয়াবলী। উপর্যুক্ত পান্ডুলিপি বিশ্লেষণ করলে এ কথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, প্রাত্যহিক জীবনের খুটিনাটি বিষয়াবলী, আধুনিক সমস্যাবলী, তাকওয়া অবলম্বনের পদ্ধতি পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তিকরে। উল্লেখ্য উপর্যূক্ত সূচী পত্রের মাঝে মাঝে যে ফাঁকা আছে তা মূল পান্ডুলিপিতেই নেই।

পরিশিষ্টে লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ) স্বহস্তে লিখিত পত্র পান্ডুলিপির সংযোজন পুস্তকটির সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। সর্বোপরী উর্দূ ভাষায় রচিত আলোচ্য এ পান্ডুলিপিটির অনুবাদ পূর্বক প্রকাশনা অতীব জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. ইফাদাত আল শাফীঈ ফী ইকামাতুত দ্বীন আল-রাফীঈ
(আল শাফীঈ মুফতী শফী রঃ এর প্রবাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে)

উর্দূ ভাষায় রচিত আলোচ্য পান্ডুলিপিটি ৮.৫" x ৬.৫" পরিমাপের কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় রচিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১। শরীয়াতের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত হয়েছে। টীকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আলোচ্য পান্ডুলিপিটির অনুবাদ ও প্রকাশনা ব্যপক গুরুত্ব বহন করে।

শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সাল অনুযায়ী জানা যায় যে আলোচ্য পান্ডুলিপির রচনা সাল ১৩৬৫ হিঃ।

মাওলানা নজিবুলল্লাহর গ্রন্থ, প্রবন্ধ পান্ডুলিপি পর্যালোচায় আমদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ মহৎ প্রাণ ও আলোকিত ব্যক্তিত্বটির জীবন দর্শনের মূল কথা ছিল 'সবার উপর দ্বীন সত্য'। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বত্রই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। এ জন্যই তাঁর সার্বিক জীবনাচার ও লেখক সত্তার কোন পর্যায়েই ব্যক্তিস্বার্থের কোন ছাপ নেই। রাজনৈতিক জীবনে মাওলানা মরহুম যে দলের মনোয়ন নিয়ে নির্বাচন করেছেন, লেখক হিসেবে সে দলেরই প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীর সাথে দ্বি-মত পোষণ -এবিষয়ে পুস্তিকা পর্যন্ত রচনা করেছেন। অবশ্য এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে এদ্বিমত পোষণের ক্ষেত্রে তিনি একজন গবেষকের সীমায় থেকেই একাডেমিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তাঁর প্রতি; তাঁর পান্ডিত্য- অবদান ইত্যাদির প্রতি যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করে স্বীয় বিবেচনায় সত্য উচ্চারণে ব্রতী হয়েছেন। একেই বলে- 'আলহুব্বু ফীল্লাহ ও আল - বুগযু ফীল্লাহ"।

এখানে আরো লক্ষনীয়, তিনি তাঁর গোটা রচনাবলী বিক্রয়লব্ধ অর্থ লিল্লাহ্ ওয়াকফ করে গিয়েছেন, যা আমরা ইতো পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মনোঃবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর ব্যবহৃত বাংলা বানানের ক্ষেত্রে (বর্তমান প্রেক্ষিতে) কিছুটা দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও ভাষা সাবলীল; সাধারণ পাঠকের বোধ উপযোগী। অন্যদিকে উর্দূ ভাষা ও বর্ণনা বাচন ভঙ্গী চমৎকার আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও তাঁর লেখনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. আবুনছর মোহাঃ নজিবুল্লাহ,মকছুদুল মুত্তাকীন,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯ পরিচয় ৩

২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯, পরিচয় ৩

৩. প্রাগুক্ত পরিচয়, ১

৪. প্রাগুক্ত পরিচয়, ২

৫. প্রাগুক্ত পরিচয়,

৬. প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ ৫

৭. দ্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২-৫, ২৩-৪৮, ৫০-৮১, ৮৫-১২১, ১২১-১৩৪, ১৩৪-১৪০, ১৪১-১৪৩, ১৪৬-১৫৫, ১৫৫-১৭১, ১৭২-১৮০

৮. আকায়েদ এ পরিচয় ঃ আকাইদ আরবী শব্দ। ইহা আকীদা শব্দের বহুবচন অর্থ বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাসায় আল্লাহ তালা, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, পরকাল, তাকদীর ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের এর উপর ঈমান আনাই ইসলামী আকীদা দ্র. মোঃ সালেহ ইবন ওসাইমীন, আহলুচ্ছুন্নাহ ওয়াল জামায়াদের আকীদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৯. শায়খ মোঃ সালেহ ইবনে ওছাইমীন, আহলুচ্ছুন্নাহ ও আল- জামাতের আকীদাহ (ভাষান্তর, মোঃ আব্দুল মতিন), (ঢাকা ঃ আরবী ভাষা ও ইসলামী চিন্তাধারা প্রচার ভবন' প্রকাশনা, ১৯৮৫), প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৬

১০. আবুনছর মোহাঃ নজিবুল্লাহ, মকছুদুল মুত্তাকীন, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮

১৩. আব্দুল খালেক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ঢাকা ঃ ই,ফা, বা, প্রকাশনা, ১৯৮৭), প্রথম প্রকাশ, পৃ, ১৯

১৪. সুরা মুযাম্মিল, আয়াত নং ২০

১৫. সুরা তাওবা, আয়াত নং ১০৩

১৬. মওদুদীর পরিচয় ঃ

১৭. যে পরিমাণ মাল থাকিলে যাকাত ফরয হয় ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে নিসাব বলে। দ্র, আঃ খালেক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, পর্বোক্ত, পৃঃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, রিছালায়ে দ্বীনিয়াত(অনুবাদ ঃ সৈয়দ আব্দুল মান্নান), (কুয়েত ঃ ইন্টাঃ ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, ১৩৬৮হিঃ), প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ১৪৫

১৯. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মকছুদুল মুত্তাকীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১-১৫২

২০. আব্দুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬

২১. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, অনুবাদ; মুহাম্মদ আব্দুল রহীম, (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০), ষষ্ট সংস্করণ, পৃঃ ২১০

২২. মকছুদুল মুত্তাকীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭

২৫. আবুনছর মোহাঃ নজিবুল্লাহ, মকছুদুল মুত্তাকীন (তিন খন্ড), ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১

২৮. মাওলানা জামিল আহমেদ, আশরাফুল হিদায়া, (ভারতঃ মকতবে থানবী, দেওবন্দ, তা-বি), পৃঃ ৬৫

২৯. মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম, মুখতাছার আল-কুদুরী, (চট্টগ্রাম ঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী কুরআন মানুল, তা-বি), পৃঃ ২৮৬

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭

৩১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীর মাআরিফুল কোরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিত আলী খান,(সউদী আরব ঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরান মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১০৭৫

৩২. আবুনছর মোহাঃ নজিবুল্লাহ, মকছুদুল মোত্তাকীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

৩৩. আশরাফুল হিদায়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, স্বামী স্ত্রীর অধিকার(অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা), (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৯৫

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩৭. মকছুদুল (মুত্তাকীন, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৪০. তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫২

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৪

৪২. দ্র. মকছুদুল মুত্তাকীন, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ১০০-১৩২

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. মকছুদুল মুত্তাকীন, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৮. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, বিভিন্ন সমস্যার যথাযোগ্য ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান, (বগুড়া ঃ হক প্রিন্টিং প্রেস,১৯৬৯) ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ - ৭

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫২. সৈয়দ আহমদ বেরলবী ঃ ১৭৮৬ সালে লক্ষ্ণৌ এর নিকটে রায় চেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দুই বৎসর দিল্লীতে শাহ আব্দুল আজিজের নিকট কুরআন ও হাদীস শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সুফীমত ও সংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি পিন্ডারী নেতা আমির খাঁর অধীনে সৈনিকের কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি দিল্লী ফিরে এসে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য তিনি মুসলমানদিগকে জিহাদ করিতে উপদেশ দেন। ১৮২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রণজিৎ সিংহের নিকট চরম পত্র প্রেরণ করে শিখরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৮৩১ সালের মে মাসে বালাকোটের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। দ্র. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

৫৩. ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০ - ৯০

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ - ১০২

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৬২. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মুকাদ্দিমা-ই-ইলমি তাফসীর, (বগুড়া ঃ কুতুব খানায়ে হামীদীয়া, ১৯৬৫), প্রথম সংস্করণ, দ্র, ৩১ 'তাআরুপ অংশ

৬৩. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১ - ১২

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ - ১৬

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ - ২০

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৬৮. মিসবাহুছ ছিয়াদাহ প্রথম খন্ড, পৃ. ২১৪. দ্র. মুকাদ্দিমা-ই-ইলমি তাফসীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫ - ২৬

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৭০. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, আল -মানহাজ আল-কাভী ফী শরহি আল-মুকাদ্দিমাহ লিল দিহলভী, (বগুড়া ঃ মাদ্রাসা লাইব্রেরী, হিঃ ১৩৪৭), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৭৪. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ১০৭ - ১১৬

৭৫. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, বেহতারীনে উর্দূ ইনশা, (বগুড়া ঃ আবুল ওয়াফা ওয়া বেরাদারান, মাদ্রাসা কোয়ার্টার, ১৯৬৮) ৬ষ্ঠ সংস্করণ, দ্র. ভূমিকা অংশ।

৭৬. প্রাগুক্ত,

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ - ১৬

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ - ২২

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ - ৬৪

৮০. প্রাগুক্ত ২য় খন্ড, পৃ. ৬৮

৮১. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৫

৮২. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, বরাকতে উর্দূ, (বগুড়া ঃ নূর কিতাবখানা, মাদ্রাসা কোয়ার্টার সুত্রাপুর, ১৯৬০), ২য় সংস্করণ।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১ - ১৮

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, নূরী খুতবাহ বা পাক-খুতবাহ, (বগুড়া ঃ নূরী কেতাব খানা, ১৯৬০), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১- ২

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৮৮. প্রাগুক্ত, দ্র. পৃ. ৫ - ৯

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ - ২৬

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৯২. মকছুদুল মুত্তাকীন, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৯৩. বেহতারীনে উর্দ্দু ইনশা, পূর্বোক্ত, দ্র ভূমিকা অংশ।

৯৪. মাওলানা নজিবুল্লাহ কে লেখা পত্র থেকে। বিস্তারিত দ্র. পরিশিষ্ঠ অংশে।

৯৫. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, পবিত্র ঈদ (প্রবন্ধ), সূত্র আল্‌মুস্তাফা, (বগুড়া ঃ মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত), ১ম সংখ্যা, মে ১৯৫২, পৃ. ১৩

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৯৭. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, প্রবন্ধ, (সূত্র ঃ- আল মস্তাফা ২য় বর্ষ, ১লা মার্চ ১৯৫৩), পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৯৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১ - ২

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ.

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ.৭

১০৩. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, ইসলামিজম (প্রবন্ধ), সূত্র আল-মুস্তাফা ৩য় বর্ষ ১৯৫৪, পৃ. ২

১০৪. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মত ও মন্তব্য (প্রবন্ধ), সূত্র আল-মুস্তাফা ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৫৬

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১০৭. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মার্কসের একটি থিওরী (প্রবন্ধ), সূত্র ঃ আল-মুস্তাফা, ১৯৫৫, পৃ. ১

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, যুগের বাণী, (প্রবন্ধ), সূত্র ঃ আল-মুস্তাফা, ১৯৫৭, পৃ. ৫৯

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১১১. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, গোড়ার কথা (প্রবন্ধ), সূত্র ঃ আল-মুস্তাফা, ১৯৬৬, পৃ. ২১

১১২. প্রাগুক্ত.

১১৩. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, অধ্যক্ষের বাণী, আল-মস্তাফা, ১৯৭৮

১১৪. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, রেকটরের বাণী, আল-মুস্তাফা, ১৯৮৭

১১৫. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, হযরত রেকটর সাহেবের দোয়া, আল-মুস্তাফা, ১৯৮৮

১১৬. ইমাম বুখারী (রঃ) : পূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম। ১৯৪ হিজরীতে উজবেকিস্তানের অন্তর্গত বুখারা অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন।বাগদাদে ইমাম হাম্বলের নিকট পড়াশুনা করেন।তিনি রাসূলের ৬লক্ষ হাদিস থেকে বাছই করে ৭৫২৫ টি গ্রহণ করে সংকলন করেন জামে আল মুসনাদ আল মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (সাঃ) মিন সুনানিহি ওয়া আয়্যামিহি।এটি ৩০ পারায় বিভক্ত।পবিত্র আল-কুরআনের পরেই ইহার স্থান।

১১৭. আচ্ছুলাছিয়াত ঃ যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা তিনজন রাবীর মাধ্যমে রাসূল পর্যন্ত পৌছেছে তাকে আচ্ছুলাছিয়াত বলে।

১১৮. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, আচ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামুল হাম্মাম আল বুখারী (রঃ) দ্রঃ ভূমিকা (পান্ডুলিপি),

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ - ১১

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ - ১৪

১২২. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, ইলমুত তাফসীর, পান্ডুলিপি(তা-বি), পৃ. ১

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১২৫. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, তারিখে ইসলাম, পান্ডুলিপি, ১৯৩০, দ্র. প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

১২৬. প্রাগুক্ত, দ্র. ভূমিকা অংশ

১২৭. প্রাগুক্ত

১২৮. প্রাগুক্ত

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১ - ৮

১৩০. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, তাজকিয়াতুল আমওয়াল, পাণ্ডুলিপি, ১৯৫০, দ্র. ১ - ২ পৃষ্ঠা

১৩১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)

১৩২. আবুনছর মোঃ নজিবুল্লাহ, উছওয়াতুন হাছানাহ, পাণ্ডুলিপি, ১৩৬৬ হিজরী, দ্র সূচীপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-চার

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর দ্বীনী দাওয়াত দর্শন

এক.অবতরণিকা

মাওলানা আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ দ্বীনী দাওয়াতের চরম উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন। দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যতগুলো কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব তিনি তা করে গেছেন। আমরা এ পর্যায়ে দ্বীনী দাওয়াতের স্বরুপ তথা দ্বীনী দাওয়াতের দর্শন আলোচনা পূর্বক মাওলানা নজিবুল্লাহ এর কর্ম নীতির সাথে তুলনা করার প্রয়াস পাবো। দাওয়াত বা দাওয়াহ শব্দের শাব্দিক অর্থ আহবান করা, প্রার্থনা করা,নিমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে দাওযাত বা দাওয়াহ হলো অন্যকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নির্দৃষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে সু-পরিকল্পিত কৌশলগত অবস্থান। ইসলাম হলো চরম কাঙ্খিত বিধান। এ বিধানবলীর প্রতি আকৃষ্ট করার কৌশলই দ্বীনী দাওয়াত।
ডঃ আব্দুর রহমান আনওয়ারী বলেন, "আল্লাহ পাকের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রতি আহবান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গরুপে মেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পদ্ধতিগত কার্যক্রম ই হলো ইসলামী দাওয়াত"[১]।

আল্লাহ পাক নবী রাসূলগনের মাধ্যমে দাওয়াতে দ্বীনের যে আঞ্জাম দিযেছেন তার পূর্ণতা ঘটে মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে।নবী করিম (সাঃ) জীবন ব্যাপি দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা করে গেছেন তাই হলো দ্বীনী দাওয়াত তথা ইসলামী দাওয়াতের মূলকথা।দ্বীনী দাওয়াতের স্বরুপ তথা দর্শন কি রুপ হবে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, " আল্লাহর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর আর বিতর্ক কর উত্তম উপায়ে"[২]

উপর্যুক্ত আয়াতের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় দ্বীনী দাওয়াতের প্রকৃতি কি রুপ হবে। দ্বীনী দাওয়াতের চরম ওপরম লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো কিভাবে মানুষকে

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর রাস্তায় বেশী আকৃষ্ট করা যায় ।কোন পদ্ধতিতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করা যায় ।[৩]

এ ক্ষেত্রে হিকমত তথা কৌশল অবলম্বন করার কথা বরা হয়েছে কুরআনুল কারীমে। যারা দাওয়াত দিবে তাদেরকে অবশ্যই মানুষের সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দিতে হবে। ইমাম গাজ্জালী বলেন,

> যারা বুদ্ধিমান তাদরেকে দাওয়াত দিতে হবে যুক্তিপূর্ণ দলীলের মাধ্যমে।সাধারন মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে। কেননা তারা দলীল বা প্রমাণ বুঝেনা যারা ইসলাম বিরোধী তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে যুক্তি তর্ক দিয়ে।কেননা নসীহত তাদের কোন ফলদায়ক হবেনা।[৪]

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে সৎ, সুন্দর, স্বার্থক ও অর্থবহ জীবনে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও পূর্ণতা আনয়নে ও মানব কল্যাণে ধর্মীয় বিধি বিধানের গুরুত্ব ব্যাপক। ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পরলৌকিক মুক্তি ও নিশ্চিত করে।চরম সত্য ও পরম সত্তা আল্লাহর প্রকৃত স্বরুপের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসই ইসলামী দাওয়াত দর্শনের মূলভিত্তি।পবিত্র কুরআনুল করিমে দ্বীনী-দাওয়াত দর্শনের মর্মবাণী উল্লি-খিত হয়েছে "বলুন আল্লাহ একক সত্তা। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই"।[৫]

আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন গোমরাহীর পথ থেকে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান তথা দ্বীনী দাওয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য। নবী-রাসূলের অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্ব বর্তায় নবীগণের ওয়ারিশ আলিমদের উপর। যেহেতু হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে "আলিমগন নবীগনের ওয়ারিশ"।[৬] শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ইনতিকালের পর কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুসারে ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বর্তায় আমাদের তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর। পবিত্র কুরআন মজিদে বলা হয়েছে,

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের (হেদায়াতের) জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে।"[৭]

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের এমন জাতি হওয়া দরকার যারা কল্যাণের দাওয়াত দিবে"।[৮] মহানবী (সাঃ) ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা লগ্ন থেকেই ইসলামী দাওয়াতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুগে যুগে সাহাবীগন, তাবেঈ, তাব-তাবেঈ, উলামা, পীর-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস, ফকীহ তথা দা'ঈগণ ইসলামী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করে আসছেন। এরকমই একজন দা'ঈ হলেন মাওলানা আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ। যিনি ইসলামী দাওয়াত প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর আজীবনের সাধনা ছিল আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা। উনি ইসলামী দাওয়াতের সব কৌশল গুলোই অবলম্বন করেছেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে। কুরআন মজীদে উল্লেখিত নির্ধারিত পন্থায় আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, তাবলীগ, ওয়াজ মাহফিল,মাজহাবী কোন্দল নিরসন,রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, ইলমে মারিফাতের চর্চা, বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা,ইসলামী সাহিত্য রচনা প্রভৃতি উপায়ে কুরআন হাদিসের নির্দেশিত পন্থায় দ্বীনী দাওয়াতের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দর্শন অতি আধুনিক ও ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক।

আমরা এ পর্যায়ে তাঁর 'দ্বীনী দাওয়াত দর্শন' শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো। কেননা দর্শন মানুষের অর্থ ও মূল্য নিরুপন করে। এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার বিচার ও সমালোচনা দর্শনের কাজ। ধর্ম (দ্বীন) মানুষের অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ দিক, সেহেতু এর দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।[৯] অর্থাৎ দার্শনিক থেকে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা এই মহা মনীষির দাওয়াতি দর্শন তথা কৌশলগত পদ্ধতি আলোচনা করে তাঁর অনুসৃত নীতির সঠিক মুল্যায়নের প্রয়াস পাবো। তিনি ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো।

১. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের (তাবলীগ,ওয়াজ,মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত
২. মাযহাবী কোন্দল নিরসনে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর প্রজ্ঞা এবং দ্বীনী দাওয়াতে সফলতা।
৩. রাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত
৪. ইলমে মারেফাত চর্চার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত
৫. বিশ্ব মুসলিম ঐক্য-প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত
৬. শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

Dhaka University Institutional Repository

৭. সাহিত্য চর্চা ও লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

২. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের (তাবলীগ,ওয়াজ, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্যে হলো মানব সত্ত্বাকে স্বাভাবিক যোগ্যতা সমূহের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর নেক ও সৎ বান্দা তৈরি করা। বান্দাহর মানসিক প্রবণতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে তাদের এমন উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকতে পারে এবং বিশ্বে তাঁর মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। এ জন্যই ইসলামে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কুরআন হাদীসের চর্চাই এই ইলমের মূল ভিত্তি। মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন এই ইলমের একজন ধারক ও বাহক। যিনি আমৃত্যু কুরআন হাদীসের চর্চা করে গেছেন। তিনি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁর স্বপ্ন ছিলো বর্তমান যুগোপযোগী চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া ও ইসলামের অতীত গৌরব গাথাকে উজ্জ্বল রুপে চিত্রিত করে মুসলমানদের সম্মুখে তুলে ধরা।[১০] এলক্ষ্যে তিনি তাফসীর ক্লাশে ও বুখারীর ক্লাশে ছাত্রদের মাঝে শিক্ষাদানের পাশাপাশি ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, মসজিদে কুরআন হাদিসের দারস ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসংগে প্রফেসর আবুল কালাম পাটওয়ারী[১১] বলেন, "কথা বলার সময় তাঁর হাসিমাখা মুখ হৃদয় স্পর্শ করতো"

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট অস্ত্র। উনি নিয়মিত কুরআন হাদিস দারস দিতেন তা দ্বারা মানুষ প্রভাবান্বিত হতো। তিনি বিভিন্ন মাহফিলে অংশ গ্রহন করতেন। বগুড়ার আশে পাশের ৩০/৪০টি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অনেক মাদ্রাসার কমিটির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। নিয়মিত সাতানী মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে তিনি নিয়মিত কুরআন হাদিসের দারস দিতেন আসরের নামাযের পর। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের সিলেবাস শেষ না হলে তিনি সাতানী মসজিদেই তাদেরকে শিক্ষাদান করতেন।[১২] পবিত্র কুরআন-হাদীসের চর্চাই ছিল তাঁর জীবনের মুল সাধনা। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রায়ই বলতেন,

Dhaka University Institutional Repository

> কুরআন মুছলমানগনের জীবনাদর্শ প্রণালী। ইহাতে ধর্ম্মীয়, সামাজিক, বিচার, আদালত, ফৌজদারী, সৈনিক, সামাজিক বিধি বিধান, পারস্পারিক জীবন যাপন সর্ব বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সমুদয় ব্যবস্থা উহার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। দল কেন্দ্রিক সমাধান ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় আইন উহাতে নিহীত আছে।[১৩]

সামাজিক দায়িত্ব বোধে তিনি বগুড়ার আশেপাশের মসজিদ গুলোতে পালাক্রমে প্রতি শুক্রবার নামাজ আদায় করতেন এবং সেখানে মূল্যবান বক্তব্য রাখতেন। মাওলানা আঃ কাদের বলেন,

"তিনি প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজ শহরের বিভিন্ন মসজিদে আদায় করতেন এবং সেখানে খুৎবার পূর্বে দ্বীনী নসীহত দিতেন।"[১৪]

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারনে মাওলানা নজিবুলাহ এর চিন্তা চেতনা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। বিশেষত বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অনভিপ্রেত দ্বি-মুখী শিক্ষানীতিতে জাতি ছিল দ্বিধা বিভক্ত। এমতাবস্থায় ব্যক্তিত্ব নৈতিক চরিত্র পরিগঠন, পরমত সহিতষ্ণুতার মানসিকতা সৃষ্টি তথা সুষ্ঠু মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান আহোরনে দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষা পরিহার পূর্বক ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে আধুনিক চিন্তা চেতনা সম্বলিত জ্ঞান আরোহন আবশ্যক। মানুষের পূর্ণ বিকাশ, মর্যাদা ও শান্তিপূর্ণ জীবনের পূর্বশর্ত ইসলামী শিক্ষা।আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতির কল্যাণের কথা মাওলানা নজিবুল্লাহ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

তিনি কুরআন হাদীসের আলোকে বাস্তব মুখী শিক্ষার গুরুত্ব দিতেন। তথাকথিত ধর্মান্ধতা তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি তৎকালীন সমস্ত মানুষের শিক্ষা নিয়ে ভাবতেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো,

> তখন বৃটীশ চালের উপর ভিত্তি রাখিয়া পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার পদ্ধতিকে বিভিন্ন রুপ প্রদান করা হইয়াছিল। ফলে স্থানীয় শিক্ষিতদের মধ্যে অন্তত পক্ষে দুইটি দল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, একদল মোল্লা অপর দল জেন্টেল ম্যান। যাহারা প্রত্যেকেই অপরকে যার পর নাই ঘৃণার পাত্র বলিয়া ধারণা করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

> এখন পাকিস্তানী নাগারিকগণকে পরস্পরের প্রধান অঙ্গতুল্য গঠন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করিতে হইবে।[১৫]

তিনি যুগোপযোগী শিক্ষার কথা ভাবতেন। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নিজেকে কোরবানী করেছেন।তাঁরই উদ্যোগে প্রতিবছর মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হত।[১৬] বিভিন্ন তাফসীর মাহফিলে জ্ঞানগর্ভ মূলক আলোচনায় তিনি অংশ নিতেন। তাঁর ভাষা ছিল স্বচ্ছ, বর্ণনা ছিল সাবলীল, সতেজ, চিত্তাকর্ষক। তাঁর যুক্তি যে রূপ ছিল যে পান্ডিত্য পূর্ণ সেরুপ গোঁড়ামি শূন্য ও বর্তমান ভাবধারার অনুসারী। তাঁর আধুনিক গভীর ধর্মতত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ কথা তাঁর উদার মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।[১৭] মোট কথা তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল একটা দাওয়াতি মিশন। যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই দ্বীনের খেদমতে কাজ করেছেন। পার্থিব মোহ তাঁকে কখনও দ্বীনী দাওয়াত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি নিজে তো দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করতেনই উপরোন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে স্ব স্ব এলাকায় দ্বীনী দাওয়াতের কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দিতেন।

তিনি ব্যাপক ভাবে দ্বীনী চর্চার মাধ্যমে মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি বলেন,

> ধর্মীয় শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আকায়েদ ও আমালের কতকগুলি নীতি ও বিধান সমষ্টির নাম হইল ধর্ম। যদি খোদা ও রাসূল প্রদত্ত বিধান গুলি স্বীকার করতঃ তাহারই অনুসরণে ধাবিত হয় তাহাকেই বলে মুসলমান। ইহা কোন জাতির কথা নয়। মুসলমানের ঘরে জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে মুসলমান হইবে, আমল তার যা ইচ্ছা তাই ইউক না কেন এমন ধারা ইসলামে নাই। যদি তাই হইত তবে হয়রত নূহ নবীর পুত্র কাফের হইত না।---------- অতএব বুঝা গেল মুসলমানের ঘরে জন্ম লাভ করিয়াও তাকে আকায়েদ ও আমল দুরস্ত করিতে হইবে। এবং খাটি মুসলিম জীবন যাপনের জন্য তাহাকে সাধনা করিতে হইবে।[১৮]

তিনি ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কারের জন্য বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে আর অপর শ্রেনী তাঁদের করুণার পাত্র হয়ে থাকবে তিনি এ নীতির অবসান ঘটাতে চেয়েছেন।তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> দুঃখের বিষয় ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামী জ্ঞান লাভের উপযুক্ত সুবিধা প্রদান করা হইতেছেনা। মরণ মুখী ২/৪ টা ভগ্ন টুটা ফাটা মদ্রাসায় ২০/২৫ টাকা সাহায্য করিলে উক্ত অভাব মোচন হয়না। হইতেও পারে না। এমতাবস্থায় স্থানীয় নেক মুসলমান ও ইসলামী গভর্ণমেন্টের আশু দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। অন্যথায় ইসলাম অচিরেই বিপন্ন ও বিলুপ্ত হইবে। সকলের সমবেত শুভ প্রচেষ্টা ব্যতিত এই রুপ প্রতিষ্ঠান গুলি পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবেই উপযুক্ত শিক্ষা সম্ভবপর হযনা। আশা করি জিন্দাপ্রাণ ঈমানদারগন উপযুক্ত রুপে মনোনিবেশ করিয়া আপন কর্তব্য সম্পাদনে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।[১৯]

তিনি ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সভা সমিতি, সেমিনারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ২৩শে জুলাই ১৯৬৯ বগুড়ায় "ধর্মীয় শিক্ষার সুষ্ঠ সমাধানের বিষয় চিন্তা ও গবেষণা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতি ছিলেন মাওলানা নজিবুল্লাহ। তিনি অত্র সেমিনারে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন মুসলিম জাতির স্বাধীন সত্ত্বা, কৃষ্টি, তাহজিব ও তমদ্দুন এবং ঐতিহ্য রক্ষা কল্পে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান। এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানে এই মূল মন্ত্রের দর্শনের মাধ্যমে সমাধা হবে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন না ঘটায় তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন,

> দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত নাই যে সুদীর্ঘ ২২ বছর আমাদের সরকার এই মূলমন্ত্রের চেতনা লাভ করিতে সক্ষম হইল না। তাহারা জাতির ওয়াদা পুরনে অক্ষমতার পরিচয়ই দিয়া আসিয়াছে শুধু তাই নয় ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়াছে।[২০]

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলমানদের পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ তাকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলেন,

> দুঃখের বিষয় তাহা দিগকে তাড়াইয়া তাহাদের ভাষা, কৃষ্টি, চাল-চলন, আইন-কানুন কে আমরা বুকে জড়াইয়া বসিয়া আছি। ইহা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর ইহা আমাদের চরম পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।[২১]

যে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় সমাসীন করতে জাতিকে বুকে গুলি ধারন করা হয়েছে তার প্রতি অবমূল্যায়ন তাঁকে জাতি হিসেবে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। তিনি কেবল আশ্বাস নয় বাস্তবতার ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় ইসলাম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর জন্য সরকারকে আহবান জানান। সাথে সাথে ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করে বলেন,

পূর্বের বহুবার বহুকমিশন শিক্ষা বিষয়ে নিয়োগ করা হইয়াছিল। কোন সরকারের কোন কমিশন এ বিষযে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই। পক্ষান্তরে সর্ব কালে সর্ব বিষয়েই এই শিক্ষার (মাদ্রাসা শিক্ষা) সহিত বিমাতা সূলভ ব্যবহার করা হইয়াছে। বরঞ্চ ইহাকে সম্পূর্ণ অকেজো বলিয়া আক্রমন করিয়া আসা হইতেছিল।[২২]

দ্বীনের প্রতি তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য বোধ তাঁকে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের আন্দোলনে শামিল করেছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষার ব্যবধান ঘুচাতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রণীত হয় আধুনিক যুগোপযোগী সিলেবাস। তিনিই মাদ্রাসা বোর্ডের মিটিং এ প্রচলিত শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান সমান করতে জোরালো দাবী রাখেন। আজকের মাদ্রাসা শিক্ষার সমমানের ক্ষেত্রে যে আংশিক বাস্তবায়ন ঘটেছে তা মাওলানার প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। মাওলানাই যে সমমান প্রণয়নের উদ্যোক্তা ছিলেন তার প্রমাণ মেলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর মুহা: মাহফুজুর রহমানের বক্তব্যে।

ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের চাকুরীর ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বিভিন্ন মহলে চেষ্টা করেছেন। তিনি বগুড়াতে মি: মোহাম্মদ আলী, আব্দুর রব মিশতার, সোহারাওয়ার্দী প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।তিনিই ছিলেন প্রথম স্তরের ব্যক্তিত্ব যারা মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন এবং সাধারণ শিক্ষার সমান প্রদানের জন্য মাদ্রসা বোর্ডের পরিচালনা পরিষদে (বোর্ড সভায়) বারবার তাগিদ দেন। আলিম ও ফাযিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ খোলায় তার অবদান সর্বাধিক। যখন আলিম ছিল ৮ম শ্রেণী ও ফাযিল ছিল ১০ম

Dhaka University Institutional Repository

> শ্রেণীর সমমান। আমার জানামতে একমাত্র মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসাতে ভোকেশনাল ও টাইপ রাইটিং কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছিল। আলেমদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক আয়বর্ধক শাখা সিলেবাস/ গ্রুপ খোলার এটাই পথিকৃত।[২৩]

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম দর্শন ছিল পরম ধর্ম সহিষ্ণু। ইসলামী বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রবারক হয়েও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। দ্বীনী-দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন নীতি অনুসরণ করায় বিধর্মী অনেকেই তাঁকে তাদের দেবতার মত ভক্তি করতো। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্র উপাধ্যক্ষ আবুল হোসেন বলেন,

> তিনি নিজ ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। তিনি কোন ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেননি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।তাঁর নিকট সম্ভ্রান্ত অনেক হিন্দুর যাতায়াত ছিল।তারা তাঁকে তাদের ঠাকুরের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করতো।[২৪]

বাঙালী মুসলমানদের তিনি ইসলামের উদার নীতির কথা স্মরণ করিয়ে বলেন,

"সংখ্যা লঘুর বেলায় ইসলাম যে উদারতা প্রদান করিয়াছে তাহাকে আমাদের স্মরণ রাখা বাঞ্চনীয়।[২৫]

এভাবে তিনি সমাজে শৃংখলা আনয়ণ পূর্বক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রভূত উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তিনি কুরআন হাদীস চর্চার পাশা-পাশি মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে আহবান জানিয়ে বলেন,

> আপনারা জানেন যে, ফরজ ওয়াজেব বিষয় বিস্তারিত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন ও ওয়াজেব। ধর্ম সংক্রান্ত বিস্তারিত পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা একদল লোকের উপর ফরজে কেফায়া। তাহারা كل فرقة فلولا نفر من অনুরুপ রসায়ন বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা চিকিৎসা শ্যাস্ত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন গনিত শাস্ত্রের পারদর্শিতা লাভ করা ইত্যাদি বিদ্যা ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন এটা শুধুজ্ঞান বিজ্ঞানের অভাবেই হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন,

> যাহোক মুসলিম জাহানের মূল মন্ত্র হওয়া উচিৎ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী কোরআন-সুন্নাহর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন। এবং পাশাপাশি এ আলোকে একটি দল মুসলিম মিল্লাতের খেদমতের জন্য দরকার যেমন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, শিল্পবিদ্যায় মহাপন্ডিত, ইত্যাদি।[২৭]

এভাবে তিনি তাঁর ইসলামী দাওয়াতের মিশনকে সুনিদৃষ্ট পন্থায় এগিয়ে নিতে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন।

দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মাওলানা নজিবুল্লাহর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। একমাত্র কুরআন হাদীস চর্চার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত সম্ভব। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিকল্প কোন পথ নেই। তিনি নিজে বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে তাদের প্রাজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে দ্বীনের খেদমত করেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো তিনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও একজন শিক্ষক। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ইলম অর্জন করে নিজেকে ধন্য করেছে। তাঁর জীবনের অন্যতম বড় সাফল্য হলো বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ও মাওলানা নজিবুল্লাহ একে অন্যের নামান্তর। তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার নামধারণ করে অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন চিরকাল। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। এখানে তার দ্বিরুক্তি করবো না। এখানে শুধু একটা কথাই বলবো। দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতের যে সফল দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করে ছিলেন তার সুফল উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র দেশ আজ পাচ্ছে। আর তাই তাঁর ইনতিকালে গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে দেশ। দৈনিক সাত মাথা (বগুড়ার আঞ্চলিক পত্রিকা) তার ইনতিকালের সংবাদ পরিবেশন করা হয়,

> উত্তর বঙ্গের আলিম সমাজের শিক্ষক, প্রতিভাধর পন্ডিত জনাব নজিবুল্লাহর ইনতিকালে আলিম সমাজের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বৃটিশ বেনিয়াদের ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় রামবাবুদের সহযোগিতায় মুসলমানরা ধর্মীয় দিক থেকে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার পশ্চাদপদ মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে যাদের অবদান অপরিসীম, উত্তর বাংলার এ মহান জ্ঞান তাপস তাদের অন্যতম।[২৮]

৩.মাযহাবী কোন্দল নিরসনে মাওলানার প্রজ্ঞা এবং দ্বীনী দাওয়াতে সফলতা

মাওলানা নজিবুল্লাহর নিজে ছিলেন একজন বড় মাপের ধার্মিক। দ্বীনি দাওয়াতকে সার্বজনীন রুপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তিনি ক্ষতিকারক দিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ধর্মীয় মত-পার্থক্য থাকবে এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে শক্তভাবে ধর কখনও বিচ্ছিন্ন হয়োনা"।[২৯] আল-কুরআনের এ মর্মবাণী সম্যক ভাবে উপলব্ধি করে তিনি মুসলিম সমাজ থেকে মাযাহাবী কোন্দল দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল ও হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে মাযহাবী কোন্দল বিশেষ করে হানাফী-মোহাম্মদী তথা হানাফী-আহলে হাদীস দ্বন্দ্ব প্রকট ভাবে দৃষ্ট হচ্ছিল এবং এটা এমন পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছিল যে একে অন্যকে বে-দ্বীন বলতে ও দ্বিধা করতো না। নজিবুল্লাহ অনেক সময় অনাকাংখিত ঘটনার ও জন্ম দিত। মাওলানা নজিবুল্লাহ তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা এ সমস্ত দ্বন্দ্ব দূরীকরণে সমর্থ হয়েছেন। একজন শিক্ষিত জন হলো সমাজের কর্ণধর। তিনি লক্ষ্য করলেন শিক্ষার্থীকে কুরআনের মর্মবাণী সঠিকভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ দ্বন্দ্ব দূর করা অনেকাংশেই সম্ভব। এ লক্ষ্যে তিনি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রসায় চালু করেন তাফসীর গ্রুপ। মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমানের লেখনীতে এ বাস্তবতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

> নজীবুল্লাহ হুজুরের প্রচেষ্টায় মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসাতে সর্বপ্রথম তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। এর পিছনে তাঁর সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন– ফিকহ বিভাগ সম্প্রসারিত হচ্ছে; কিন্তু উলুমুল কুরআন– যেটা ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য– সেটা গুরুত্বহীন থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া উত্তর বংগের একমাত্র কামিল মাদ্রাসায় (তৎকালীন সময়ে) ফিকহ মতবাদে বিশ্বাসী নয় এমন ছাত্রদের সংখ্যা ছিল অনেক। আহলে হাদীস ছাত্রদেরকে আলীয়া নেছাবে আকৃষ্ট করতে,

Dhaka University Institutional Repository

এবং মাযহাবী কোন্দলে নিরসনে তাফসীর গ্রুপ খোলার নেপথ্যে কাজ করেছে।[৩০]

শিক্ষার মাধ্যমে মাওলানা নজিবুলাহ এভাবে মাযহাবী কোন্দল নিরসনে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সমাজে অন্য একটা বিরাট অংশ এ চিন্তা চেতনার বাইরে থাকায় তিনি তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে মাযহাবী দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল হন। সে- সময়ে বহুল প্রচলিত একটা দ্বন্দ্ব দোয়াল্লীন, যোয়াল্লীন উচ্চারণ বিতর্ক তিনি এভাবে মিটিয়ে দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশেই বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিকতার টান দৃষ্ট হয়। সেখানে আরবী ভাষায় আঞ্চলিক ভাষা যেখানে আরো বেশী সেখানে উচ্চারণের ভিন্নতা লক্ষ্য করাটাই স্বাভাবিক। মুহা: মাহফুজুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন,

> মাওলানা নজীবুল্লাহ হানাফী মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন, পীর তরীকাতেও অনুগত ছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর উল্লেখ যোগ্য চার খলীফার মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি পীরবাদের কোন বিকাশ ঘটাননি। পীরদের হালকায়ে যিকিরে তিনি যোগদান করেননি, মিলাদ মাহফিলেও যাননি, ইসালে ছাওয়াবের অনুষ্ঠানেও যাননি।দোয়াল্লীন- যোয়াল্লীন বিতর্ক তথা তৎকালের বহুল বিস্তৃত হানাফী– মোহাম্মদী ঝগড়ার তিনি নিরসন করেন। তিনি তাঁর শিক্ষকদেরকেও মাযহাবী ফেতনায় জড়িত হতে নিষেধ করেন। বগুড়া জেলায় পীরদের প্রভাব কম হওয়ার পিছনে এটা একটা অন্যতম কারণ। ৩১

ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা হলো ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য। অনেক সময় এনিয়ে ভয়াবহ দাঙ্গারও সূত্রপাত ঘটতো। এ ব্যাপারে আলিমদের ঐক্যমত ও যুযোপযোগী সমাধান ছিল অত্যন্ত জরুরী। তাঁর ইমাম-মুআজ্জিন সমিতি প্রতিষ্ঠার পিছনে এটি অন্যতম কারণ। মুসলিম সমাজের এ জটিল সমস্যা নিরসনে আলিম সমাজের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,

> একটি বিষয় চিন্তা করার জন্য ওয়ারেসে নবীগনের আমি আরজ জানাইব এই যে, বর্তমান বহু সমস্যার মধ্যে কাল যুগের মধ্যে পরিবর্তনে জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে বহু জটিল সমস্যার উদ্রেগ হইতেছে। যেমন ব্যাংকিং সমস্যা, হেলাল (চাঁদ দেখা) এর প্রমাণ সমস্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে ওলমাগণ যদি একত্রিত হইয়া কোরআন ও সুন্নাহ

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক জাগ্রত মস্তিষ্ক ও স্বচ্ছ প্রসার দৃষ্টিতে তাহার সুরাহ করিতে সচেষ্ট না হন তবে সমাজের প্রধানঙ্গ বাহু হারা হইতে বসিবে। [৩২]

৪.রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

মাওলানা নজিবুল্লাহ রাজনীতিকে ইসলামের বাইরে না রেখে রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক অংগনেও ছিলেন সোচ্ছার। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। আল্লাহর জমীনে আলাহর আইন প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে যে দ্বীনী দাওয়াতের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয় একথা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ভারত পাকিস্তানের উপর হামলা চালালে তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনমত গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করেন। মুসলিম বিশ্বের নেতৃ বৃন্দের সাথে যোগাযোগের প্রচেষ্টা দ্বীনী-দাওয়াত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাঁর দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৬৯ সালে যখন একদিকে পাকিস্তানের বাংলাদেশ প্রতি বৈষম্য মূলক নীতির প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদের জন্ম, অন্যদিকে দ্বীনী দাওয়াতের চরম ক্ষতি সাধন ও বাঙালি মুসলিম সমাজে হিন্দু আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার ভয়ে বাঙালী ঈমানদার মুসলিম সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে মাওলানা নজিবুল্লাহ দূরে থাকতে পারেননি। ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা, বিধর্মী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তিনি ১৯৬৯ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পেশাগত কারণে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকলেও তিনি ইসলামী আন্দোলনকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন।

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর ভিতর মানবতাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি শ্রেণী বৈষ্যমের তীব্র বিরোধী ছিলেন। মানব কল্যাণে তিনি যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহন করেন, তেমনি সমাজ সেবাতেও রয়েছে তার বিশাল অবদান। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করার আন্দোলন চালিয়ে তিনি সফল হয়েছেন। সমাজের নি:স্ব অসহায় মানুষের সেবায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত নারীদেরকেও তিনি পূনর্বাসন করে গেছেন। সৃষ্টি করেছে 'বগুড়া দু:স্থ কল্যাণ সংস্থা' যা দেশে বিদেশে সর্বস্তরে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।তিনি অত্র সংস্থার আজীবন সদস্য এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় তিনি এ সংস্থাকে এগিয়ে নিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্টই ছিল মানবতা বোধ। মাওলানা আবুল হোসেন মাওলানার মানবতাবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্যক্ত করে বলেন,

> হুজুরের ছোট ছেলে আব্দুল হালিমের নতুন ইটের ভাটা উদ্বোধনকল্পে দু'আর অনুষ্ঠানে হুজুরসহ আমি যাই ফেরার পথে হুজুর কিছু কটকটি (বগুড়ার স্থানীয় জনপ্রিয় মিষ্টি জাতীয় খাবার) কেনেন। কয়েক ভাগে ভাগ করে নাতিদের দেন, আমাকে দেন, সাথে স্কুটারের ড্রাইভারকেও দেন। হুজুরের এহেন কর্ম দর্শনে আমার খারাপ লাগে যে ড্রাইভারকে এত খাতির করার কি দরকার? পরে আমার বোধগম্য হয় কি মানবতা বোধই না হুজুরের ভিতর কাজ করেছে।[৩৩]

এরকম হাজারো উদাহরণ আছে মানবতা বোধে, সমাজের অবহেলিত ইমাম মু'আজ্জিনদের সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে তিনি গঠন করেন ইমাম মু-আজ্জিন সমিতি।এসবই মাওলানা নজিবুলাহ এর সমাজ দর্শনের পরিচায়ক।এছাড়াও তিনি বিশ্ব ইসলামী মিশন, বগুড়া ইসলামী স্টাডিজ গ্রুপ প্রভৃতি সেবা মূলক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।

৫.ইলমে তাসাওউফ চর্চার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

মাওলানা নজিবুল্লাহ ইলমে তাসাউফ[৩৪] এর একজন বড় ছালেক[৩৫] ছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন বড় মাপের সুফী[৩৬] ছিলেন। যিনি ইসলামী দাওয়াতে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। যার পুরো জীবনটাই ছিল দ্বীন নিয়ে গবেষণা পূর্বক দ্বীনী দাওয়াতের উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা। আর সূফীতত্ত্বের গোড়ার কথাই হলো গবেষণা। কেননা পবিত্র কুরআনেই গবেষণা তথা দ্বীন চর্চার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।[৩৭] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে এবং দিন রাতের আবর্তনে সে সব বুদ্ধিমানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ও গঠন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, তারা বলে উঠে, আল্লাহ তুমি এসব কিছু বৃথা সৃষ্টি করনাই।[৩৮] বস্তুত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ইঙ্গিতেই

Dhaka University Institutional Repository

সুফীতত্ত্বের জন্ম। আমরা এ ক্ষেত্রে সুফীতত্ত্বের সামান্য পরিচয় প্রদানের প্রয়াস পাবো।

সূফী মতবাদ আল্লাহর প্রেম এবং ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূফী ব্যক্তি, ব্যক্তি চেতনা, প্রেম ও ধ্যানের মাধ্যমে অসীম চেতনার মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করার পর স্বীয় ব্যক্তি চেতনা উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট। পরম সত্যময় আল্লাহ সম্পর্কে পরম জ্ঞান লাভ করে পরমাত্মার মানে, একাত্মতা লাভ করাই সূফীর লক্ষ্য। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং বিজ্ঞান সূফী মতবাদের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। দার্শনিকগণ পরম সত্যকে জানতে চায় আর সূফী সেই সত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে চায়।[৩৯] আল্লাহ প্রেমিকগণ জাগতিক সকল কিছুর মোহমুক্ত। তাঁরা শরীয়তের বিধি প্রয়োজনানুপাতিক গ্রহণ করেন। শরীয়ত,[৪০] তরীকত[৪১], মারেফাত[৪২], হাকীকাত[৪৩] এক একটি পর্যায় সূফী সাধককে অতিক্রম করতে হয়। ফলশ্রুতিতে সাধক খাটি একজন মুমিন বান্দায় পরিনত হয়। তবে সূফীবাদ মানে বৈরাগ্য নয়। কেননা ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই। বরং জাগতিক ক্রিয়া কর্মের পাশা-পাশি আল্লাহ প্রাপ্তির সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দেয়ার নামই সূফীতত্ত্ব। ইহাতে আল্লাহর আশিস লাভের জন্য সাধকের ইচ্ছা শক্তি উদ্দীপ্ত হয়।[৪৪] আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণ আল্লাহ তায়ালা হতে ঐশীক্ষমতা প্রাপ্তে ধন্য। তারা জাগতিক সকল কিছুর মোহমুক্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুমিনগণ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।"[৪৫] এসম্পর্কে মাওলানা নজিবুল্লাহ উল্লেখ করেন,

> একটা এলমের নাম এলমে বাতেন বা এলমে ছুলুক ও এলমে মারেফাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে অস্বীকার কর যায় না। কুরআন হাদীসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। হাদীসে জিবরাইল যাহা বোখারী রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং মেশকাত শরীফের প্রথমাংশেই উল্লিখিত আছে হুজুর (সঃ) বলিয়াছেন, " এহছান তাহাকে বলে যে তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত এমন ভাবে করিবে যেন তুমি তাঁহাকে সচক্ষে দেখিতেছ।[৪৬]

মূলতঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে আধ্যত্মিক শক্তি অর্জন পূর্বক দ্বীনী দাওয়াতের চরম উৎকর্ষ সাধনই ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ লক্ষেই ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন ওয়ালিউল্লাহদের[৪৭] দরবারে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হয়রত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর দরবারে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এবং তিনি তাঁর নিকট বাইয়্যাত[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা নূরবক্স সাহেব যিনি নোয়াখালীর শর্শাদি হুজুর নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি থানবী (রঃ) এর তৃতীয় খলীফা[৪৯] ছিলেন। মাওলানা নজিবুল্লাহ তাঁর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তাঁর নিকটও বাইয়্যাত গ্রহন করেন। এবং তিনি শর্শাদির হুজুরের নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেন।[৫০] এছাড়া তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) এর দরবারেও নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এভাবে তিনি বহু ওলামা ও বুযুর্গদের সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেন। এবং আল্লাহর প্রেমে মত্ত থেকে পরম আত্মতুষ্টি লাভ করেন। এই প্রকার এলমের মাহাত্ম্য তিনি এভাবে বর্ণনা করেন,

> এতদ্ভিন্ন বলাবাহুল্য হইবে না যে, মিছরী খাইতে দেখা যায় কিন্তু খাওয়ার জিহবাতে যে স্বাদ অনুভব হয়, তাহা কেহ দেখেনা। কেবল মিষ্টলাগে এই বলিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র। কিন্তু মিষ্টি কিরুপ তাহা বলা কঠিন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েরা স্বামী স্ত্রীর মিলনের কথা কল্পনাও করিতে পারেনা। তাহাদেরকে বুঝাইবার চেষ্টা করা সম্ভব নহে। মাবুদের দরবারে হাত উঠাইয়া মন প্রাণে মুনাজাত করিতে যে মজা ও তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহা কি অপরকে বুঝানো যায়? [৫১]

মাওলানা নূরুবক্স সাহেবের খলীফা হিসেবে মাওলানা নজিবুল্লাহ ও একজন পীর সাহেব ছিলেন। সমগ্র উত্তরাঞ্চল সহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী। তবে ভক্তদের বেশীর ভাগই উত্তরাঞ্চলের। এখানে উল্লেখ্য মাওলানা নজিবুল্লাহ কখনও প্রথাগত পদ্ধতিতে পীর মুরিদি পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে কাউকে মুরীদ করেননি। শুধু মাত্র উস্তাদের আদব রক্ষার্থে এবং পীর-মুরীদি যে বৈধ সেটা প্রমানের জন্যই মাত্র দু জন ব্যক্তিকে প্রতীক মুরিদ করেন। তবে সেটা গোপনে এবং উক্ত মুরিদ দুজনের পরিচয় তিনি দিয়ে যাননি। এ জন্য তাঁর অসংখ্য ভক্ত আছে কিন্তু মুরিদ নেই।[৫২] পীরের নামে যারা ধোকাবাজী করে বেড়ায় তাদেরকে প্রতিহত করতে তিনি নির্দেশ দিতেন। তিনি এ জাতীয় পীরের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতেন। তিনি বলেন,

> তবে এই এলমের ঝান্ডা লওয়া একদল লোক বাজারে পাওয়া যায়, যাহারা ব্যবসায়ী মাত্র। তাহারা এলমে বতন(পেটের বিদ্যা) লইয়া ব্যবসায় লিপ্ত। ইহাদের সংখ্যাই আজকাল প্রায় ৯৫%। পীর-মুরিদী

Dhaka University Institutional Repository

> তাহাদের নিছক ব্যবসা, বয়াত ও জেকেরের ট্যাক্স আদায় করিয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের এই হীন ঘৃণার কাজ দেখিয়া মূল বস্তুকে অস্বীকার করা জ্ঞানী কাজ নহে।[৫৩]

তিনি নিজে কখনও হাদিয়া গ্রহণ করতেন না এবং কঠোর ভাবে নিষেধ করতেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুসারীদের সাক্ষাতে জানা গেছে কেউ তাঁকে কখনও হাদিয়া দিতে পারেননি। যদিও কদাচিৎ ক্রমে কখনও হাদিয়া গ্রহন করতেন তা তিনি সাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর খুব নিকটতম ভক্ত, ছাত্র আবুল হোসেন বলেন,

> হুজুর কখনও হাদিয়া গ্রহন করতেন না। হুজুরের খুব নিকটতম হওয়ার কারণে আমি কিছু হদিয়া দিলে ধমক দিতেন কিন্তু গ্রহন করতেন। হুজুরের কোন ভক্ত কিংবা ছাত্র তাঁর বাড়িতে গেছে, অথচ তিনি মেহমানদারী করেননি এমনটা কখনও হয়নি। হুজুরের একটা অভ্যাস ছিল আর তা হলো তিনি মেহমানকে রাহা খরচ অর্থাৎ পথ খরচ বাবদ নগদ অর্থও দিয়ে দিতেন।[৫৪]

তাকওয়া ও পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। মাদ্রাসার টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সব সময়ে রশিদ বই রাখতেন। মাদ্রাসার কোন দান তিনি বিনা রশিদে গ্রহন করতেন না। একবার মাদ্রাসার বেতন বিলে উনার নামে কিছু বেশী টাকা আসে। পরে তিনি হিসেব করে পরের মাসে ফেরৎ পাঠান। স্বল্প বেতনে কাজ করলেও তিনি সেটা কখনও কারো কাছে প্রকাশ করেননি। তাঁর কোন অভাব অভিযোগের কথাও কেউ শোনেনি। তিনি নিজে হজ্জ পালন করার পূর্বে অনেকেই বদলী হজ্জ করার জন্য তাঁকে পাঠাতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি যাননি। বলেছেন আমার নিজের হজ্জই তো পালন করতে পারলামনা অন্যেরটা কিভাবে করবো? উদারতার ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সমাজের উচু স্তরের মানুষের সাথে যেমন উঠা-বসা করতেন তেমনি অতি সাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতেন। মাওলানা নূরুল ইসলাম বলেন,

"হুজুর ছিলেন বিরাট অন্তরের মানুষ। তাঁকে দেখলেই আলাদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা চলে আসতো। সাধারণ অতি সাধারনের সাথেও তিনি মিশতেন। বিধর্মীদের সাথেও তিনি মধুর আচরণ করতেন"।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আপামর জন সাধারণ তাঁর ভক্তে পরিনত হয়। তিনি নিয়মিত তাঁর ভক্তদের তা'লীম দিতেন। এমনকি যখন তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় বিছানাগত হন তখনও তিনি তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম চালু রেখেছিলেন। আবুল ফরহাদ বলেন,

> এই মহান জ্ঞান তাপস, বাংলার ওলীয়ে কামেল অন্তিমকালীন বার্ধ্যক্যজনিত রোগাক্রান্ত অবস্থায় দ্বীনী খেদমত এবং দৈনন্দিন এবাদত গুজারিতে সময় অতিবাহিত করতেন। অসুস্থতার জন্য যখন বসতে পারতেন না, তখন শায়িত অবস্থায়ই পরিবার পরিজন ও দর্শনার্থী সাক্ষাৎ প্রার্থী সকলের প্রতি তালিম জারি রাখতেন। আজীবন তিনি সৎ আচরণাদির মাধ্যমে নিজেকে পুরোপুরি যোগ্য বলে প্রমানিত করেছিলেন। ফরজ নামাজ সমুহ জামাতে আদায় করা ছাড়াও রাত্রির শেষাংশ কাটিয়ে দিতেন নামাজের মুছাল্লাতেই। এ ভাবেই মহান স্রষ্টার সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রতি মুহুর্তেই প্রিয় আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারিত হতো তাঁর মুখে। স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনি বাস্তবায়িত করে ছিলেন তাঁর জীবনে।[৫৬]

তিনি সবাইকে বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার উপদেশ দিতেন। মসজিদে মসজিদে আল্লাহর যিকির চালু করেছিলেন। বগুড়াতে 'দুরুদে নারিয়া'[৫৭] নামক দু'আ চালু করেন। মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বড় মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদে এই দু'আ চালু করেন এবং নিয়মিত এর চর্চা হতো এবং এখনও হয়। দুনিয়াবী কোন সমস্যা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে প্রচলিত এ দু'আর ফল পাওয়া যায় তাৎক্ষনিক ভাবে। মূলত এ সব কিছুই ছিল তাঁর প্রভু প্রেমের ফল স্বরুপ। তিনি জাগতিক সকল কর্মকান্ডের সাথে ইলমে তাসাউফ শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিতেন। কেননা তিনি মনে করতেন অন্তরের কলুষতা দুর না হলে খাঁটি মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করতে ইলমে তাসাউফ এর গুরুত্ব ব্যাপক। তিনি বলেন,

> তাহা হইলে এই এলম শিখিবার জন্য ওস্তাদ ও গুরুর প্রয়োজন হইবেই। যেমন দর্জিগিরী শিখিতে হইলে একজন দর্জ্জির সহিত দীর্ঘদিন থাকিয়া। শিখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে।---------- ------- তদ্রুপ এই বিদ্যা শিখিবার জন্য ও গুরুর একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে অস্বীকার করা দিনে সূর্য্যকে অস্বীকার করার শামিল।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

৬.বিশ্ব মুসলিম ঐক্য-প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

মাওলানা নজিবুল্লাহ একজন উচুদরের দা'য়ী ছিলেন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার সাধনায় তিনি আজীবন লিপ্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর সময় থেকে ইসলামকে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়ার যে মিশন শুরু হয়েছিল তারই বাস্তবায়ন কল্পে মাওলানা নজিবুল্লাহর অবদানও ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তরবঙ্গ সহ সারা দেশে ইসলামের আলো বিচ্ছুরনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দ্বীনী দাওয়াতের সবগুলো হিকমতই অবলম্বন করেছেন। একদিকে যেমন শিক্ষা সংস্কার ও ইসলাম শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন অন্যদিকে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একদিকে যেমন গ্রন্থ; প্রবন্ধ রচনা করেছেন অন্যদিকে তেমন ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করেছেন। বিশ্বব্যাপি ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের এক কাতারে আনার যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন তা আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানীর[৫৯] বিশ্বব্যাপি ইসলামী দাওয়াতের মিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাওলানা নজিবুল্লাহ ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন।কাশ্মীরের মুসলমানদের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তাঁদের মুখোশ উন্মোচন করতে বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত সহ অন্যান্য মুসলিম নেতাদের কাছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিঠি-পত্র লিখে বিশ্বব্যাপি মুসলিম ঐক্যের আহবান জানান। তিনি এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন ।

যে মূলনীতির উপর পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সে মূলনীতি থেকে শাসকবৃন্দ দুরে সরে যাওয়ায় তিনি মুসলানদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানান। সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে পাকিস্তানের মুসলমানদের একাত্মা হয়ে ইসলামকে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃতি ঘটানোর আহবান জানান। শাসক বৃন্দের তীব্র সমালোচনা করে আপামর জনসাধারনের উদ্দেশ্যে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> কোরান ও সুন্নার নামে তাহাদের গাত্রে দাহের সৃষ্টি হয়। ইসলাম ও ইহার অনুগামীদের উপর এই মুসলমানদের ভোটে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিরা যে তীব্র সমালোচনা গণ পরিষদে দাঁড়াইয়া করেন । তাহা চিরদিন জগতের মুসলিমের স্মৃতিপটে চির জাগরিত থাকিবে এবং তাহাদেরকে চিনিয়া রাখিবে মুসলিম জাহান। ইহা ধ্রুব সত্য কথা।[৬০]

তিনি ভ্রান্ত বাতিলের পথ পরিত্যাগ করে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সারা বিশ্বের মুসলমানকে এক প্লাটফর্মে আসার আহবান জানিয়ে লেখেন 'দুনিয়াকে মোসলেম এক হো জাও' শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি আহবান জানান:

> অনুরপ কথাই হইল যে প্রতিনিধিগন আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তাহাদের নিকট কথা ছিল, আমাদের মক্কায় লইয়া যাইবার, কিন্তু তাঁহারা মস্কোর দিকে যাইবারই বদ্ধ পরিকর। এমতাবস্থায় মুসলিম নাগরিকদের জন্য আশু ফরজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। হুসিয়ার। হুসিয়ার। তাঁহাদিগকে ভুল পথ পরিত্যাগ করিয়া অনতি বিলম্বে ছেরাতাল মুসতাকিমের দিকে ধাবিত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সমস্ত ঈমানদার মুসলিমকেই পূর্বের কার সমুদয় নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজাম ইছলামের ছায়া তলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যে যে প্রতিষ্ঠানেই থাকেন না কেন, এক্ষনে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইছলাম পন্থী লোককেই এই নিজামে ইছলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।ইছলাম শ্রমিকদের ন্যায্য হক প্রদান করে, কৃষকদের অভাব অভিযোগ মোচন করে; ইছলাম গরীবদের আশ্রয় দাতা ও অনাথ অসহায়দের সহায়। ইহাতে সকলের সর্ব্বপ্রকারের অভাবের প্রতিকারের সুব্যবস্থা আছে। তাই বলি দুনিয়াকে মোসলেম এক হো জাও । শ্রমিক, মজুর, কৃষক, প্রজা সকলেই একদল হয়ে নিজামে ইসলামের ঝান্ডাতলে শান্তির ছায়া গ্রহণ কর- যদি তুমি হও মুসলিম, হও ঈমানদার।[৬১]

৭.শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

শিক্ষা একটি জাতির উন্নতি ও টিকে থাকার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষাহীন জাতী মেরুদন্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়। এ ধারণা সম্যক উপলব্ধি করেই মাওলানা নজিবুল্লাহ মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

মনযোগী হন। এ লক্ষ্যে তিনি বৃটিশ আমলে গড়ে ওঠা দ্বি-মুখী শিক্ষা নীতির অবসান ঘটিয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আধুনিক যুগোপযোগী ও নীতি নৈতিকতা সম্বলিত ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং প্রচলিত শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলেন,

> পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়। স্বার্থগত কারণে তাহা রূপায়িত ছিল। কোন স্বাধীন নাগরিকের উপযুক্ত ধারা তাহাতে সন্নিবেশিত ছিলনা।সুতরাং তাহা আমাদের ব্যবহার অযোগ্য এবং বর্জনীয়। তবে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রণালীটি সম্পূর্ন ভিন্নরূপে ঢালাই করিয়া নেওয়ার তাৎপর্যটি গভীর চিন্তা ভাবনার বিষয়।[৬২]

মাওলানা নজিবুল্লাহ তৎকালীন পাকিস্তানের জনসাধারণকে আধুনিক শিক্ষিত জনসম্পদে পরিণত করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।তিনি মুসলমানদিগকে সব ধরনের জ্ঞান অর্জনের আহবান জানিয়ে বলেন:

> যাহোক মুসলিম জাহান ও মুসলমানদের মূলমন্ত্র আল্লাহ ও রাসূলের বাণী কোরআন ও সুন্নাতের সুবিস্তার জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সমুদ্র তথা শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য একটি দলকে প্রস্তুত করিয়া লওয়ার ক্ষেত্র তৈয়ারের পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত দরকার। যেমন দরকার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিল্পবিদ্যায় মহাপন্ডিত, কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী দলের। ইত্যাদি। ইত্যাদি। এতদভিন্ন বিশ্বজোড়া মুসলিম জামাতের সহিত দৃঢ় বন্ধন স্থাপন জন্য কালেমায়ে শাহাদাত ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ' এর মূল আকৃতি কোরআন ও সুন্নতের ভাষাকে আয়ত্তাবদ্ধ করার জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।[৬৩]

মাওলানা নজিবুল্লাহ সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

> এমতাবস্থায় ধর্ম্মীয় শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আকায়েদ ও আমলের কতকগুলি নীতি ও বিধান সমষ্টির নাম ধর্ম্ম। যদি খোদা ও রাসূল প্রদত্ত বিধানগুলির স্বীকার করতঃ তাহারই অনুসরণে ধাবিত হয় তাহাকেই বলে মুসলমান। ইহা কোন জাতির কথা নয়। মুসলমানের ঘরে জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে মুছলমান হইবে, আমল তাহার যাহা ইচছা তাই

Dhaka University Institutional Repository

হউক না কেন এমন ধারা ইসলামে নাই। যদি তাহাই হইত তবে হজরত নুহ নবীর ছেলে কাফের হইতনা । স্বীয় ঔরষ জাত ছেলেকে 'ইয়া ইবনী' আমার পুত্র বলার দরুণ আল্লাহ পাকের ভীষণ ধমকী ও ডাট খাইতেন না। আল্লাহ বলিলেন তোমার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তার আমল, তার কাজ খারাপ হওয়ার দরুণ এখন সে পুত্রত্ব থেকে খারিজ হইয়া গিয়াছে। অতএব বুঝা গেল মুসলমানের ঘরে জন্ম লাভ করিয়াও তাকে আকায়েদ আমল দুরস্ত করিতে হইবে এবং খাটি মুছলিম জীবন যাপনের জন্য তাহাকে সাধনা করিতে হইবে।[৬৪]

তিনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক উন্নয়ন, নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত প্রগতিশীল শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করতে প্রচলিত শিক্ষার সংস্কার পূর্বক সর্বস্তরে উভয়মুখী(দুনিয়া ও আখিরাত) কল্যাণকর শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের আহবান জানান। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি একদল বিশেষ কর্মী বাহিনী তৈরীর আহবান জানিয়ে বলেন:

এতদ বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কিছু নাগরিককে উপযুক্ত করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়ার জন্য পৃথক স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তবে অবশ্য এটাও স্মরণযোগ্য যে, এই জামায়াত লোকের থাকা খাওয়ার প্রয়োজন হইবে, আল-আওলাদ থাকিবে। সুতরাং ইহকালে বসবাস করিবার জন্য তাহাদের আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সমুহের জ্ঞান এবং মান তাহাদিগকে দিতে হইবে। তাহাদিগকে ও নাগরিক অধিকার পাইতে হইবে।এই সূত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করতঃ তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা হইলে হইবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠ ও বলিষ্ঠ।[৬৫]

৮: সাহিত্য চর্চা ও লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াত

মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন একজন ইসলামী সু-সাহিত্যিক। বাংলার মুসলিম সমাজ যখন কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত সে সময়ে মাওলানা নজিবুল্লাহ কলম হাতে ঝাপিয়ে পড়েন ইসলামী দাওয়াত রক্ষার মিশনে।যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী সাহিত্য রচনা করে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর রচনা করে গেছেন মূল্যবান গ্রন্থ।তিনি শুধু নিজে লিখেই ক্ষান্ত হননি; ছাত্রদেরকেও তিনি লিখতে উৎসাহিত করতেন।তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মুস্তাফবিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

হত ' আল মুস্তাফা' ম্যাগাজিন।মুহাঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, '' হুজুর নিজেতো লিখতেনই আমাদেরকেও লেখার উৎসাহ প্রদান করতেন, লেখার নিয়ম-কানুন শেখাতেন। তারই অনুপ্রেরণায় আমরা প্রথম দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করি।''[৬৬] লেখনী একটি বিরাট শক্তি যা একটি জাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। মাওলানা এ দর্শনকে সামনে রেখেই ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার ও দ্বীনী দাওয়াতের উৎকর্ষ সাধন কল্পে লেখালেখীতে মনোনিবেশ করেন। আমরা ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে দ্বিরুক্তি করবোনা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মাওলানা নজিবুল্লাহ এর অনুসৃত নীতি ছিল একটা আধ্যাত্মিক দ্বীনী দর্শন। তিনি জীবন ব্যাপী নাস্তিকতা, কুফর, দ্বন্দ্ব, ফিতনা-ফাসাদ, দারিদ্র দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন যা শিক্ষার ভ্রান্ত নীতি, কুসংস্কার ও তাসাওউফ চর্চার অন্তরালে মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। অপরদিকে তাঁর জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টা ছিল সরকারের ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপের বিরোধীতা করা। যা মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে বিভ্রান্তিকর উৎসরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি যেমন নীতিগত ভাবে ইসলামী শিক্ষাকে সত্যিকার বাস্তবমুখী অবয়কে উজ্জীবিত করেন, তেমনি ভাবে সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বরূপকে বজায় রাখতে মুজাহিদ সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় কথা চিন্তাধারা, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমাজে যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দেয়, সে সব বিষয়ে তিনি সু-স্পষ্ট ধারণাও তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি একদিকে যেমন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন অন্যদিকে দিকে খিদমতে খালক্ব এর মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একদিকে শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলতা পেয়েছেন অন্যদিকে ইলমে তাসাউফে চর্চার মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে শরী'আত, তরীকাত, বিদআত, সুন্নাত ও ইজতিহাদ সম্পর্কে স্বীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে প্রমাণ করেন; যার বিরোধীতা করার উপায় নেই। আক্ষরিক অর্থে তিনি দার্শনিক না হলেও ব্যাপকার্থে তিনি ছিলেন দার্শনিক, দ্বীনি দাওয়াত দর্শনে তাঁর অনুসৃত নীতি সে কথারই প্রমাণ বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াতের পথে সমস্যা ও সমাধান(কুস্টিয়া: দাওয়াহ একাডেমী,১৯৯৭),প্রথম প্রকাশ,পৃ.২

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ২৩১নং আয়াত

৩ ডঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী,রসূল(সঃ) -এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম(কুষ্টিয়া,২০০২),প্রথম সংস্করণ,পৃ.১৩৮

৪ তথ্য সূত্র, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-ইখলাছ

৬ আল -হাদিস

৭ আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান, ১১০নং আয়াত

৮ আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান, ১০৪নং আয়াত

৯ প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত,ধর্মদর্শন(কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স,১৯৮৯),৩য় সংস্করণ,পৃ.৬

১০ আবুল ফরহাদ,আল্লামা নজিবুল্লাহ আল কাশেম নগরী(প্রবন্ধ),মাসিক মদীনা,প্রাগুক্ত,পৃ.৩২

১১ প্রফেসর আবুল কালাম পাটোয়ারী,প্রাক্তন ডীন ধর্মতত্ত্ব ওইসলামী শিক্ষা অনুষদ ওচেয়ারম্যান দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সাক্ষাৎকার প্রদান: ২১/১০/২০০১

১২ মোঃ আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

১৩ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,গোড়ার কথা(প্রবন্ধ),আল মুস্তাফা বার্ষিকী(বগুড়া:মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা,১৯৬৬-৬৭), পৃ.৫

১৪ মাওলানা আব্দুল কাদের, পূর্বোক্ত

১৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,মত ও মন্তব্য(প্রবন্ধ),আল মুস্তাফা বার্ষিকী(বগুড়া:মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা,১৯৫৬), পৃ.১

১৬ মাওলানা নুরুল ইসলাম,পূর্বোক্ত

১৭ আবুল ফরহাদ, মাসিক মদীনা,পূর্বোক্ত

১৮ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,আল মুস্তাফা বার্ষিকী(বগুড়া:মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা,১৯৬৬-৬৭), পৃ.৫

১৯ প্রাগুক্ত,পৃ.৫

২০ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, সভাপতির লিখিত বক্তব্য,'ধর্মীয় শিক্ষার শুষ্ঠ সমাধানের বিষয় চিন্তা ও গবেষণা' শীর্ষক সেমিনার, বগুড়া:২৩ জুলাই,১৯৬৯

২১ প্রাগুক্ত

২২ প্রাগুক্ত

২৩ মাওলানা নজীবুলাহ দীর্ঘদিন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত ক্ষমতার ' বোর্ড সভার' দীর্ঘকালীন প্রভাবশালী নীত নির্ধারক সদস্য ছিলেন। সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরের সমান আদায়, বিজ্ঞান মুখী শিক্ষা প্রবর্তন ও কর্মসূচী শিক্ষা প্রকরূপ বাস্তবায়নে মাওলানার দীর্ঘ মেয়াদী প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ করেছেন মাদ্রাসা বোর্ডের দীর্ঘদিনের পারিদর্শক মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দীর্ঘদিন উচ্চ পদে সমাসীন থাকায় মুহা: মাহফুজুর রহমান এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে উল্লেখ করেছেন সম্মান ও বিজ্ঞান কোর্স প্রণয়নের উদ্যোক্তাও ছিলেন মাওলানা নজিবুল্লাহ। সূত্র : মুহা: মাহফুজুর রহমান কর্তৃক লিখিত পত্র থেকে। প্রাপ্তি ২৭.১০.০২}

২৪ আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

২৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মত ও মন্তব্য,পূর্বোক্ত

২৬ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, সভাপতির লিখিত বক্তব্য,'ধর্মীয় শিক্ষার শুষ্ঠ সমাধানের বিষয় চিন্তা ও গবেষণা' শীর্ষক সেমিনার, বগুড়া:২৩ জুলাই,১৯৬৯

২৭ প্রাগুক্ত

২৮ দৈনিক সাতমাথা,১০ জানুয়ারী,১৯৯৬, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৯ আল- কুরআন.

৩০ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান কর্তৃক লিখিত সাক্ষাৎকার প্রদান। প্রপ্তি : ১২/১১/২০০২

৩১ প্রাগুক্ত

৩২ আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, যুগের বাণী (প্রবন্ধ), আলমুস্তাফা বার্ষিকী, (বগুড়া : মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা, ১৯৫৩), পৃ-৪ ।

৩৩ আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

৩৪ তাসাওউফ আরবী শব্দ, ইহা বাবে তাফাউলের ওজনে মূল সূফ হইতে উৎপন্ন। সূফ শব্দের অর্থ পশম। অন্য অর্থে সূফীবাদ, আধ্যাত্মবাদ, আধ্যাত্মিকতা। অতঃপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ।যিনি নিজেকে এরুপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সূফী নামে অভিহিত হন। দ্র.সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ তিনখন্ড(ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ,১৯৮৬),২য় সংস্করণ, পৃ.৪৫২

৩৫ পথ অবলম্বনকারী, পন্থী, আধ্যাত্মিক পন্থা অনুসরনকারী,তরীকাপন্থী অর্থাৎ ইলমে তাসাওউফ অর্জনকারী ব্যাক্তি।দ্র. ডঃ মুহাঃ ফজলুর রহমান,আরবী বাংলা ব্যাবহরিক অভিধান(ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী,১৯৯৮),প্রথম প্রকাশ,পৃ.৩৯১

৩৬ সূফ শব্দের অর্থ পশম। রাসূল (সাা) পশমী কাপড় ব্রবহার করতেন । এতদর্শনে মসজিদে নববীতে অবস্থান কারী একদল সাহাবী সাদা-সিদা পশমী কম্বল ব্যবহার করা শুরু করেন। এই হেতু তাঁদের আহলে সুফফা বা সূফী বলা হতো। হযর আব্দুল্লাহ খফিফ (রঁ) এর অভিমত: আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন এবং যা আত্মাকে পবিত্র করে দিয়েছেন তিনিই প্রকৃত সূফী । দ্র. ডাঃ কাজী আব্দুল মোনায়েম, ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা, (ঢাকা : কাশবন প্রকাশনা, তা.বি.) পৃ. ১৬

৩৭ মমতাজ দৌলতানা,ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞান, (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ১৯৯৭), ২য় প্রকাশ, পৃ. ৯৩

৩৮ সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং.১৯০-৯১

৩৯ মমতাজ দৌলতানা,পূর্বোক্ত,পৃ.১৭

৪০ শরীয়ত: ইসলামের প্রাথমিক স্তর ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, দ্র. মমতাজ দৌলতানা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯

৪১ তরীকত : মহানবীর অনুকরণে জীবন গঠন পদ্ধতি। প্রাগুক্ত

৪২ মারিফাত : প্রেম প্রীতি, ত্যাগ, ধৈর্য্য, পর্যবেক্ষন তথা আল্লাহ ও বান্দাহর নিগুঢ় তত্ত্ব সমুহ। প্রাগুক্ত

৪৩ হাকীকত: বাস্তব অনুভূতির মাধ্যমে সত্যতত্ত্ব ও দিব্য দর্শন লাভ পূর্বক আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা সত্ত্বায় স্বীয় সকল সত্তা বিলীন করে দেয়া। প্রাগুক্ত

৪৪ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫০

৪৫ সূরা আল-মায়ীদাহ, আয়াত নং.১১

৪৬ আবুনছর মুহাঃ নজিবুল্লাহ,মকছুদুল মুত্তাকীন, তিনখন্ড,(বগুড়া: আবুল ওফা ওয়া বেরাদারাণ প্রকাশনা, ১৯৬৭) ৩য় খন্ড, ২য় সংস্করন, পৃ.২১

৪৭ ওয়ালিউল্লাহ অর্থ আল্লাহর নিকটতম। যিনি আল্লাহকে জগতের সব কিছু হতে অধিক মহব্বত করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা বিলীন করে দিয়ে সদা তাঁর উপর নির্ভরশীল থাকেন।আল্লাহর নামে জীবিত থেকেও যিনি মৃত তিনিই ওয়ালিউল্লাহ। দ্র. ডাঃ কাজী আব্দুল মোনায়েম, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৮ বাইয়্যাত আরবী শব্দ, অর্থ চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ইলমে তাসাওউফের পরিভাষায় মুর্শিদের নিকট স্রষ্ঠার পরিচয় লাভের নিমিত্তে শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

৪৯ খলীফা আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ প্রতিনিধি। ইলমে তাসাওউফে পীরসাহেব সাহেব কর্তৃক তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি।

৫০ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, পূর্বোক্ত

৫১ আবুনছর মুহাঃ নজিবুল্লাহ,মকছুদুল মুত্তাকীন, ৩য় খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫২ মাওলানা আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

৫৩ আবুনছর মুহাঃ নজিবুল্লাহ,মকছুদুল মুত্তাকীন, ৩য় খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫৪ মাওলানা আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত

৫৫ মাওলানা নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত

৫৬ আবুল ফরহাদ, মাসিক মদীনা, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩

৫৭ দূরুদে নারিয়া : এক ধরনের বিশেষ দু আ। দু আটি ১১জন মুত্তাকী এবং পরহেজগার লোকজন এক বৈঠকে বসে চার হাজার চারশত চল্লিশবার পাঠ করে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে হয়। শুরুর পূর্বে দুই রাকায়াত নামায আদায় করতঃ দুনিয়া সকর কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে দু আ টি পাঠ করতে হয়। দ্র. আবু নছর মুহাঃ নজিবুল্লাহ, মকছুদুল মুত্তাকীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৫৯ জামালউদ্দিন আফগানি(১৮৩৮-১৯২৮): উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুসলিম বিশ্বে 'প্যান ইসলামিজম' এর প্রচারক জামালউদ্দিন আফগানিস্তানের সীমান্ত শহর হামাদানের নিকটবর্তী আসাদাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফারসী ভাষা, বিজ্ঞান গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, ইলমে হাদিস সহ অন্যান্য বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।বিশ্ব মুসলিম জাগরণে মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতির জন্য কাজ করে গেছেন। ১৮৯৭ সালের ৯ই মার্চ তিনি ইস্তাম্বুলে তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড

৬০ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ, মত ও মন্তব্য(প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ.৮

৬১ প্রাগুক্ত

৬২ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটি ভাষণ(বগুড়া জেলা জমিয়াতুল মুদাররেছিনের পক্ষ থেকে স্থানীয় জিন্নাহ হলে ২৬/০৭/১৯৬৯ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সেমিনারে সভাপতির ভাষণ), সূত্র: ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান, পূর্বোক্ত,পৃ.১১২

৬৩ প্রাগুক্ত,পৃ.১১৪

৬৪ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,ধর্ম্ম শিক্ষা(প্রবন্ধ), আল-মুস্তাফা,১লা মার্চ১৯৫৩,পূর্বোক্ত, পৃ.৪

৬৫ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ,আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটি ভাষণ, পূর্বোক্ত,পৃ.১১২

৬৬ মুহাঃ মাহফুজুর রহমান, স্মৃতিচারণ, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় মাওলানা নজিবুল্লাহ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন আলিম, সমাজ সংস্কারক, মুজতাহিদ, ইলমে তাসাওউফের একজন উচুমানের ছালেক, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। দ্বীনী দাওয়াতে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ইসলামী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত যার ছাত্র অবস্থা থেকেই। যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বের সামগ্রীক অবস্থায় দ্বীনী দাওয়াতের নতুন নতুন সমস্যা ও সংকট নিরসনে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাংলার অজ্ঞ মুসলমানদের হিদায়াতের সঠিক দিশা দিতে তাঁর ছিল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। একদিকে তিনি যেমন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন অন্যদিকে দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে, দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেশের সংকটময় মুহূর্তে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও অংশ গ্রহণকরেন শুধুমাত্র দ্বীনী দাওয়াতের খেদমতে।

তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, দ্বীনী দাওয়াতের গবেষণা কেন্দ্র। সমাজ সেবার মাধ্যমে তিনি বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের কল্যাণে সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বশলিতার প্রমাণ দিয়েছেন। মাযহাবী কোন্দল নিরসনে তিনি যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য। যার ফলে উত্তরাঞ্চল সহ অন্যস্থানে যে হানাফী-মোহাম্মদী দ্বন্দ্ব চলছিল তার অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। তাঁর জীবনের অনন্য কৃতিত্ব মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ডাবল টাইটেল খোলা এবং আল-কুরআনের গবেষণার জন্য তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় তাফসীর শাস্ত্রে কামিল শ্রেণী খোলা,এবং পরবর্তীতে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সরকারী পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্য রচনা করে যিনি সমাজ থেকে কু-সংস্কার, অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন।তিনি শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলার সুষ্ঠ সমাধানে দিয়েছেন। অনেক সময়ে কারো কারো সাথে তাঁর মত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে। প্রাজ্ঞপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে তিনি সঠিক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদীর সাথে কতিপয় শরীয়তী মাসআলার মত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী পদক্ষেপ।

মোট কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবন যাপন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে কুরআন হাদীসের বাস্তবায়ন করতে তাঁর আজীবনের প্রচেষ্টা অনুকরণীয় আদর্শ রূপে বিবেচিত। দ্বীনী দাওয়াতে তাঁর ঈমানী উদ্দীপনা, ইজতেহাদী চেতনা তাঁর দুরদর্শীতার পরিচয় বহন করে। একজন চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, আদর্শ শিক্ষক, সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর অধ্যাবসায় ও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে তিনি সবার কাছে অমর হয়ে আছেন। আজকের অস্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর অনুসৃত নীতির বাস্তবায়ন হলে আজকের ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআনুল করিম।

২. আল-হাদিস।

৩. আবুল আসাদ, কালো পাঁচশের আগে ও পরে (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯০), প্রথম প্রকাশ।

৪. ড: আব্দুর রহিম, ড: আব্দুল মমিন চৌধুরী, ড: এ.বি.এম. মাহমুদ, ড: সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান), ৮ম সংস্করণ।

৫. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল (অনুবাদ গ্রন্থ), অনুবাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালীবাদী (ঢাকা বুক সোসাইটি প্রকাশ, ১৯৮৪), দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬. মো: আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৩), প্রথম প্রকাশ।

৭. এ.এস.এম. আজিজুল হক, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮৭) প্রথম প্রকাশ।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, সূরা ফাতিহার তাফসীর (ঢাকা : খায়রুণ প্রকাশলী), প্রথম প্রকাশ।

৯. ড: আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), প্রথম প্রকাশ।

১০. আবু নাছর মো: নজিবুল্লাহ ক্যাসেম নগরী, মকছুদুল মত্তাকীন (বগুড়া : আবুল ওফা ওয়া বেরাদারান প্রকাশনা, ১৯৬৭), ২য় সংস্করণ।

১১. মুহাম্মদ আবু তালিব, ফকীর মজনু শাহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮), ৩য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আব্দুল খালেক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮৭), প্রথম প্রকাশ।

১৩. আব্দুল আ'লা মওদুদী, রিছালায়ে দ্বীনিয়াত (অনুবাদ : সৈয়দ আব্দুল মান্নান), কুয়েত : ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, ১৩৬৮ হি: প্রথম প্রকাশ।

১৪. আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী), ৬ষষ্ঠ সংস্করণ।

১৫. আবুল আ'লা মওদুদী, স্বামী স্ত্রীর অধিকার, অনুবাদ : মুহাম্মদ (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২), প্রথম প্রকাশ।

১৬. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, বিভিন্ন সমস্যার যথাযোগ্য সুষ্ঠ সমাধান (বগুড়া : হক প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯) ৩য় সংস্করণ।

১৭. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, মুকাদ্দিমা-ই-ইলমি তাফসীর (বগুড়া: কুতুব খানায়ে হামীদীয়া, ১৯৬৫), প্রথম সংস্করণ।

১৮. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, আল-মানহাজ আলকাভী ফী শরহি আল-মুকাদিদমাহ লীল দিহলভী (বগুড়া : মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ১৪৭ হি:), ৩য় সংস্করণ।

১৯. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, বেহতারীনে উর্দ্দূ ইনশা (বগুড়া : আবুল ওয়াফা ওয়া বেরাদারান, ১৯৬৮), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

২০. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, বারাকাতে উর্দ্দূ (বগুড়া : নূর কিতাব খানা, ১৯৬০) ২য় সংস্করণ।

২১. আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ, নূরী খুতবাহ (বগুড়া : নূরী কেতাব খানা, ১৯৬০), ১ম সংস্করণ।

২২. ডা: কাজী আব্দুল মোনায়েম, ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা, ঢাকা : কাশবন প্রকাশনা)।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের পথে সমস্যা ও সমাধান (কুষ্টিয়া : দাওয়াহ একাডেমী, ১৯৯৭), প্রথম প্রকাশ।

২৪. ড: মো: আবুল কালাম পাটওয়ারী, রসূল (স:) এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম (কুষ্টিয়া : ২০০২), প্রথম প্রকাশ।

২৫. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি (রংপুর: টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮), ষষ্ঠ সংস্করণ।

২৬. ড: আহমদ গালুশ, আদ দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ উসুলুহা-ওয়া-ইসলাহুহা (কায়রো : দারুল কিতাবুল মিসরী, ১৯৭৮), প্রথম প্রকাশ।

২৭. ড: এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম (ঢাকা : ই.ফা. বা. ১৯৯২), প্রথম প্রকাশ।

২৮. ড: এ.এক.এম. ইয়াকুব আলী, একটি বংশ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (বগুড়া : শাইখ ব্রাদার্স, ১৯৯৬), প্রথম প্রকাশ।

২৯. মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম, মুখতাছার আল-কুদুরী (চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী)।

৩০. ড: এম.এ. ওদুদ ভূইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন (ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৯৬) দ্বিতীয় সংস্করণ।

৩১. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী (অতীত ও বর্তমান), বগুড়া, ১৯৫৭, প্রথম প্রকাশ।

৩২. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), পঞ্চম সংস্করণ।

৩৩. মাওলানা জামিল আহমেদ, আশরাফুল হিদায়া, ভারত : মকতবে থানবী।

৩৪. তোফায়েল, নোয়াখালী বিষয়াবলী (ঢাকা : ১৯৭৫), প্রথম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস।

৩৬. নূরুর রহমান খান, সৈয়দ মুজতবা আলী জীবন কথা (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯০), প্রথম প্রকাশ।

৩৭. সম্পাদক, নূরুল আনোয়ার আহসান চৌধুরী, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৫), প্রথম প্রকাশ

৩৮. প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, ধর্ম দর্শন(কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স,১৯৮৯), ৩য় সংস্করণ

৩৯. ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯২), ২য় সংস্করণ।

৪০. মো: ফখরুল ইসলাম, বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস (নোয়াখালী: ১৯৯৮), প্রথম প্রকাশ।

৪১. মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ : স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬), ২য় সংস্করণ।

৪২. মাসুদুল হক, বাঙালী হত্যা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙন (ঢাকা : সূচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭), প্রথম প্রকাশ।

৪৩. এ.কে.এম. মহিউদ্দীন, চট্টগ্রামে ইসলাম (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৬), প্রথম প্রকাশ।

৪৪. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, আরবি বাংলা ব্যবহারিক অভিধান(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী,১৯৯৮),প্রথম প্রকাশ

৪৫. মমতাজ দৌলতানা, ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞান(ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী,১৯৯৮), প্রথম প্রকাশ।

৪৬. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১) প্রথম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), প্রথম প্রকাশ।

৪৮. এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা : ১৯৯৪), প্রতম প্রকাশ।

৪৯. রুহুল আমিন, জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ (ঢাকা : হীরা বুক মার্ট, ১৯৯১) প্রথম প্রকাশ

৫০. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তাফসীর মাআ রিফুল কুরআন (সউদী আরব: ১৪১৩হি) প্রথম প্রকাশ।

৫১. শিরীন মজিদ, শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৩) প্রথম প্রকাশ।

৫২. শায়খ মো: সালেহ ইবনে ওছাইমীন, আহলুচ্ছুন্নাহ ওয়া আল জামাআতের আকীদাহ (অনুবাদক আব্দুল মতিন), ঢাকা, ১৯৯৫ প্রথম সংস্করণ।

৫৩. সম্পাদক সিরাজুল হক, বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি-অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), প্রথম প্রকাশ

৫৪. হাছান আলী চৌধুরী, বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা, ১৯৮৬) প্রথম প্রকাশ।

৫৫. হাসান উজ্জামান, রাজনীতি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র (ঢাকা : বুক হাউজ প্রকাশন, ১৯৯০), প্রথম প্রকাশ।

৫৬. হাছান আলী চৌধুরী, বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা, ১৯৮৬) প্রথম প্রকাশ।

৫৭. হারুনুর রশীদ, খোলা চিটি (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯৩), প্রথম প্রকাশ

৫৮. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ,১৯৯৭, বা/এ, ঢাকা

৫৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,২য় খন্ড, ই.ফা.বা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত পত্র পত্রিকা

	পত্রিকার নাম	প্রকাশ
১.	দৈনিক সংগ্রাম	ঢাকা:১৮ জুন ১৯৯৫
২.	মাসিক মদীনা	ঢাকা:মে, ১৯৯৮
৩.	দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা	ঢাকা :৭ আগস্ট ১৯৯৮
৪.	দৈনিক ভোরের কাগজ	ঢাকা:২৪ আগস্ট ১৯৯৮
৫.	আল ইসতিফা	বগুড়া:১৯৮৩
৬.	আল-মুস্তাফা	বগুড়া:১৯৫২,১৯৫৩, ১৯৫৪,১৯৫৬,১৯৫৫, ১৯৫৭,১৯৭৮,১৯৮৭
৬.	স্মৃতি অম্লান	ঢাকা: তালাবায়ে আরাবিয়ার স্মরণিকা,১৯৯৯
৭.	আল-ইসতিফা	–
৮.	মুস্তাফাবিয়া টাইটেল মাদ্রাসার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা ১৭/১০/১৯৬৯	
৯.	আধার থেকে আলো, দুস্থ কল্যাণ স্মনণিকা ২১/১২/১৯৭০	
১০.	দৈনিক করতোয়া, বগুড়া:	১০,১৩,১৪,২১/০১/১৯৯৬
১২.	দৈনিক চাঁদনীর বাজার, বগুড়া :	১০/২১/১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৩. দৈনিক সাতমাথা, বগুড়া : ১০.২১.২৭/০১/১৯৯৬

১৪. দৈনিক উত্তর বার্তা, বগুড়া : ১০/০১/১৯৯৬

১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা : ৩০/০৩/২০০০

১৬. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, কুষ্টিয়া: ভলিয়াম-৭,২জুন ১৯৯৯

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর লেখা, তাঁকে লেখা এবং নজিবুল্লাহ সংক্রান্ত পত্রাবলী।

	পত্রদাতা	পত্র প্রেরণের তারিখ
১.	মোহা: হাছানাত আলী	১৬/১১/২০০২
২.	পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	২৮/০৫/১৯৬৫
৩.	পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	২৮/০৫/১৯৬৮
৪.	পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	২৫/০১/১৯৬৮
৫.	ধর্ম মন্ত্রণালয়	৩০/০৭/১৯৮২
৬.	বঙ্গভবন	০৯/০৭/ ১৯৮২
৭.	বঙ্গভবন	২৭/০৬/১৯৮৩
৮.	আবু নছর মো: নজিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত পত্র	২৫/১২/১৯৬৫
৯.	ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী	১২/১১/২০০২
১০.	মিঞামফিজ উদ্দিন কর্তৃক প্রেরিত পত্র	১৯৭০
১১.	আবুল ফরহাদ	২৭/০৭/২০০১
১২.	আমন্ত্রণ পত্র	২২/০১/১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মাওলানা নজিবুল্লাহ কর্তৃক আনোয়ার
সাদাত কে লেখা পত্র — তা-বি

১৪. মুফতী মুহাম্মদ শফীকে লেখা পত্র — তা-বি

১৫. কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা — ১৪/০৩/০১

১৬. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান — ২৭/১০/০২

১৭. মাওলানা কর্তৃক শিক্ষা সেমিনারে
প্রদত্ত ভাষণ পত্র — ২৬/০৭/১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০১

সাক্ষাৎকার গ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০১

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

মাওলানা নজিবুল্লাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। তা নিচে দেয়া হলো

ক্রমিক	নাম ঠিকানা	পেশা	সম্পর্ক	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১.	মো: আ:.রহমান ফকির, বগুড়া (সাবেক এম.পি)	রাজনীতিবিদ	ছাত্র	/২০০২
২.	মো: আবুল হোসেন, বগুড়া	অধ্যাপনা	ছাত্র	০৯/০৩ /২০০১
৩.	আবুল ফরহাদ	চাকরী	পুত্র	২৫/০৭/২০০১
৪.	হাফেজ কায়সার	ছাত্র	নাতি	০৫/০৩/২০০১
৫.	রফিকুল ইসলাম মুক্ত	যুগ্ম সম্পাদক, ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুফ	ছাত্র	১১/০৭/২০০২
৬.	ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	অধ্যাপক	ছাত্র	২৮/১০/২০০২
৭.	এফ.এম.এ.এইচ. তাকী চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।		ছাত্র	১০/১২/২০০২
৮.	মো: হাছানাত আলী, হিসাব বিজ্ঞান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	সহযোগী অধ্যাপক	ছাত্র	২০/১১/২০০২

Dhaka University Institutional Repository

৯.	ডা: আতাহার আলী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক	ছাত্র	২৯/১১/০২
১০.	ড: মফিজ উদ্দীন, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সহযোগী অধ্যাপক	গুণগ্রহী	২৮/১১/২০০২
১১.	মাওলানা আব্দুস কাদের, ইমাম, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বগুড়া	–	ছাত্র	১১/০৭/২০০২
১২.	আরিফ বিল্লাহ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বগুড়া	হেড মুআজ্জিন	সুহৃদ	১০/০৭/২০০২
১৩.	মাওলানা আবিদুর রহমান সোহেল, কাহলু রহমানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, বগুড়া	রাজনীতিবিদ ও শিক্ষক	ছাত্র	১৯/০৭/২০০২
১৪.	মাওলানা আব্দুল মালেক, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ বগুড়া হাজরা দীঘি কলেজ	শিক্ষক	ছাত্র	১৯/০৭/২০০২
১৫.	মাওলানা আ: কুদ্দুস, বগুড়া	অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ	বড় পুত্র	১২/০৭/২০০২
১৬.	মাওলানা আলমগীর হোসাইন, খতীব, নূর মসজিদ, বগুড়া	রাজনীতিবিদ	ছাত্র	১২/০৭/২০০২
১৭.	মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক	শিক্ষকতা	ছাত্র	২৩/০৭/২০০২
১৮.	মাওলানা নূরুল ইসলাম, সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ	ছাত্র	১৩/০৭/২০০২
১৯.	আবুল কালাম মো: আফতাব উদ্দীন, সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	সহ-অধ্যাপক	ছাত্র	১৩/০৭/২০০২
২০.	ড: আবুল কালাম পাটোয়ারী, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক	নাতি জামাই	৩/১১/২০০১ ১৫/০৭/২০০২ ২০/১০/২০০২
২২.	ড: বেলাল হোসেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়		ছাত্র	
২৩.	.মো: মাহফুজুর রহমান অবসর প্রাপ্ত ইন্স পেক্টর, মাদ্রাসা বোর্ড		ছাত্র	২৯/১০,১১/১১/০২
২৪.	আবুল হাছানাত মো: আব্দুল হাই ..... বগুড়া		পুত্র	১৩/০৭/২০০২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০২

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর পান্ডুলিপির নমুনা

১. আচ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামিল হাম্মাম আল বুখারী (রঃ)

২. ইলমুত তাফসীর

৩. তারিখুল ইসলাম

৪. তাজকিয়াতুল আমওয়াল

৫. উছওয়াতুল হাছানাহ

৬. ইফাদাত আল শাফী ফী ইকামাতিত দ্বীন আল রাফীঈ

৭. মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর নিজের লেখা জীবনী

Dhaka University Institutional Repository

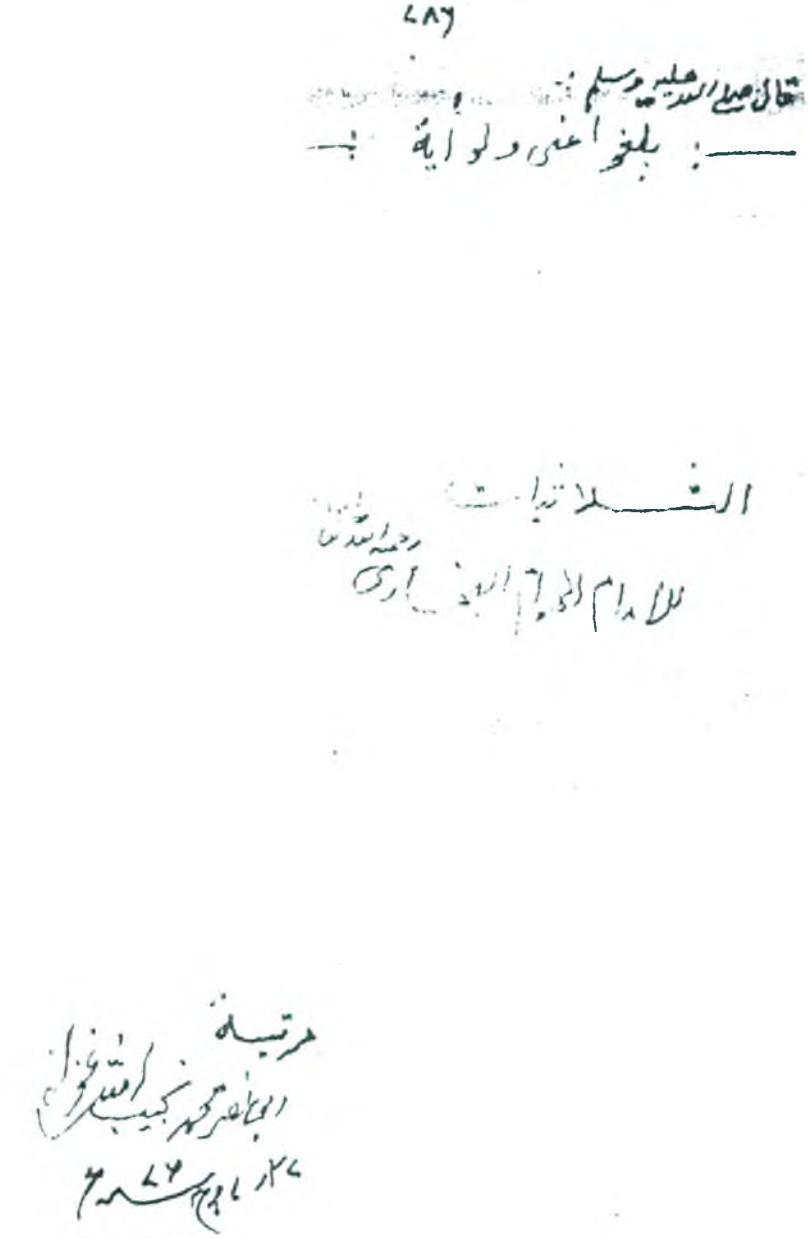

মাওলানা নজিবুল্লাহ- এর আছ্ছুলাছিয়াত লীল ইমামিল হাম্মাম আল বুখারী (রঃ) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এর নমুনা।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اما بعد :-

لا يخفى ان فضل الثلاثيات مشهور عند المحدثين كما سيأتي .
وهو من خصائص الامام البخاري رح - وفي الباب للعلماء تصانيف ،
لكن اكثرها بعيد عن الايادي ، فاردت ان اجمع ثلاثيات الامام
البخاري مع ذكر الرموزات - فالله هو الموفق والمعين

فصل - ما قال الشراح في فضل الثلاثيات :-

قال العلامة احمد بن محمد القسطلاني القاهري المتوفى ٩٢٣ هـ
في مقدمة كتابه المشهور :-

ووقع له اي للبخاري اثنان وعشرون حديثا
ثلاثيات الاسناد والله سبحانه الموفق والمعين -
(قسطلاني مصري صـ $\frac{٢٨}{١ ج}$)

قال العلامة العيني بعد ما نقل اول الثلاثيات للبخاري
(جلد اول صفحة ٢١) حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي
عبيد عن سلمة بن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار ؟
(كتاب العلم)

Dhaka University Institutional Repository

بيان لطائف الاسناد ... منها المكي بن ابراهيم من اصحاب الامام ابي حنيفة رح، دخل الكوفة سنة اربعين، وكان امام البلخ — الخ

منها انه من ثلاثيات البخاري رح، وهو اول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه اعلى من الثلاثيات، ويبلغ جميعها اكثر من عشرين حديثا ومنه فضل البخاري على غيره. (عيني جلد اول صـ ٨٥٥)

قال العلامة العسقلاني في شرح الحديث المذكور:
وهذا الحديث اول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه اعلى من الثلاثيات عند البخاري وقد افردت فبلغت اكثر من عشرين حديثا (فتح الباري جلد اول صـ ١٦٣)

قال صاحب فيض الباري بعد نقل الحديث:
وهذا اول الثلاثيات عند البخاري، وهي اثنان وعشرون عند الدارمي مثله، فان الدارمي اكثر منها ... الخ (جلد اول صـ ٢٠٢)

قال الشيخ عبد الحق (محدث دهلوی) في علو الاسناد اعلى واقرب اسناد بخاري احاديث جامع صحيح او آنست كه ميان او و پيغمبر صلى الله عليه وسلم سه واسطه است وبيست و دو حديث مع المكررات ازين قبيل هست (اشعة اللمعات جلد اول صـ ١١)

Dhaka University Institutional Repository

فصل : بحث علو الاسناد =

عن عبد الله بن المبارك : لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء (مقدمة صحيح مسلم) (معرفة علوم الحديث صفحة ٦)

قال ابو عبد الله (الحاكم) فهذا الراكب انما كان يركب في طلب عالي الاسناد (كتاب مذكور صفحة ٦)

وقال ابو عبد الله (الحاكم) فاما معرفة العالية من الاسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس ان الاسانيد مما وجد وانهما اقرب ... يتوهمونه اعلى (معرفة علوم الحديث صفحة ٩)

وقال في صفحة (١١) والعالي من الاسانيد التي تعرف بالفهم لا بعدد الرجال غير هذا (الخ)

قال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ومصطلحه صفحة ٢٥٠ بحث العالي والنازل :

مضى الورعون من العلماء يرجحون الاخذ ممن علا اسناده وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم معتقدين ان قرب الاسناد قربة الى الله " الخ

... نقرب الاسناد ليس كذالك ...... فالاسناد العالي هو ما قرب رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددهم اذا قيسوا بسند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير الخ

Dhaka University Institutional Repository

وفي المقدمة للشيخ عبد الحق الدهلوي في بيان فضيلة الإمام الدارمي على غيره: قال إن له أي للدارمي أسانيد عالية وثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري (مقدمة صحيح)

قال العلامة المحدث الشهير علي بن سلطان محمد القاري المتوفي سنة ١٠١٤هـ في المرقاة شرح المشكاة ج ١ ص ١٧ في تذكرة الإمام البخاري:

وأعلى أسانيد أحاديثه وأقربه إليه عليه الصلاة والسلام ما يكون الواسطة ثلاثة ووجد فيه من هذا القبيل في صحيحه مع المكرر اثنان وعشرون حديثا وبإسقاط المكرر ستة عشر حديثا. وقد أفرده بعض العلماء.

الحمد لله هذا أنا قد جمعت الثلاثيات للبخاري اتباعا للقدماء. والله الموفق والمعين.

Dhaka University Institutional Repository

(٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

تفصيل الثلاثيات للبخاري مع الحوالات (نور محمد كراچي)

① اول الثلاثيات ... قال البخاري حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة هو ابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار (بخاري ج ١ صفحة ٢١ باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب العلم)

② ثاني الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها (بخاري ج ١ صفحة ٧٢ باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة)

③ ثالث الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلوة عند هذه الاسطوانة قال فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلوة عندها (بخاري ج ١ صفحة ٧٢ باب الصلوة الى الاسطوانة)

④ رابع الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب (بخاري ج ١ صفحة ٧٩ باب وقت المغرب)

⑤ خامس الثلاثيات — قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل (بخاري ج ١ صفحة ٢٥٧ باب اذا نوى بالنهار صوما)

Dhaka University Institutional Repository

(٦) سادس الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم ثنا يزيد بن هو ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء (بخاري ج ١ ص ٢٦٨-٢٦٩ باب صيام عاشوراء)

(٧) سابع الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين فقالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلثة دنانير فصلى عليها ثم اتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه (بخاري ج ١ ص [illegible] باب اذا حال دين على رجل)

(٨) ثامن الثلاثيات — حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه (بخاري ج ١ ص ٣٠٦ باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع)

[قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين]

(٩) تاسع الثلاثيات — حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال على ما توقد هذه النيران قالوا على الحمر الانسية قال اكسروها واهرقوها قالوا الا نهريقها ونغسلها قال اغسلوها قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس

Dhaka University Institutional Repository

يقول الحمر الانسية بنصب الالف والنون ... البخاري ج ٢ ص ٨٣٠ / ٨٢٣
باب غسل كسر الدنان التي فيها الخمر (؟)

(١٠) العاشر من الثلاثيات — حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري ثنا حميد ان انسا
حدثهم ان الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا
الارش وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم
فامر بالقصاص فقال انس بن النضر اتكسر ثنية الربيع
يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قال يا انس
كتاب الله القصاص - فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره - زاد الفزاري
عن حميد عن انس فرضي القوم وقبلوا الارش - البخاري
ج ١ ص ٣٧٢ باب الصلح في الدية

(١١) الحادي عشر من الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم ثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة
قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما
خف الناس قال يا ابن الاكوع الا تبايع قال قلت قد بايعت
يا رسول الله قال وايضا فبايعته الثانية فقلت له يا ابا مسلم
على اى شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت - البخاري
ج ١ ص ٤١٥ باب البيعة في الحرب

Dhaka University Institutional Repository

(١٢) الثاني عشر من الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم انا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة انه اخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا ~~الى~~ نحو الغابة حتى اذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال اخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها قال غطفان و فزارة فصرخت ثلاث صرخات اسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوها فجعلت ارميهم واقول انا ابن الاكوع — اليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا ~~فاقبلت~~ فاقبلت بها اسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش فابعث في اثرهم فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجح ان القوم يقرون في قومهم (بخاري ج ١ صفحة ٤٢٧ باب من راى العدو فنادى باعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس)

٢ عطاش (عطاش) واني اعجلتهم ان يشربوا سقيهم

(١٣) الثالث عشر من الثلاثيات — حدثنا عصام بن خالد ثنا حريز بن عثمان انه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض — (بخاري ج ١ صفحة ٥٠٢ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم)

(اقول هذا ما ذكر من ما في المجلد الاول من الصحيح البخاري فقط و الباقي ياتي من المجلد الثاني — هذا والحمد لله تعالى)

Dhaka University Institutional Repository

(١٤) الرابع عشر من الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم ثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربة في ساق سلمة فقال يا ابا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة اصابتها (اصابتنا) يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة (بخاري ج ٢ صـ ٦٠٥ باب غزوة خيبر)

(١٥) الخامس عشر من الثلاثيات — حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا (بخاري ج ٢ صـ ٦١٢ باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد الى الحرقات من جهينة)

(١٦) السادس عشر من الثلاثيات — حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص (بخاري ج ٢ صـ ٦٤٦ تفسير باب يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)

(١٧) السابع عشر من الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم ثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال لما امسوا يوم فتح خيبر اوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم علام اوقدتم النيران قالوا لحوم الحمر الانسية قال اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك – (بخاري ج ٢ صـ ٨٢٦ باب آنية المجوس والميتة)

Dhaka University Institutional Repository

(١٨) الثامن عشر من الثلاثيات — حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة
وبقي في بيته منه شيء - فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله
نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا
فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا
فيها - (بخاري ج ٢ صفحه ٨٣٥ باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي
وما يتزود منها -)

(19) التاسع عشر من الثلاثيات — حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة
قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل
منهم اسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا بهم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر فقال رحمه
الله فقالوا يا رسول الله هلا امتعتنا به فاصيب
صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما
رجعت وهم يتحدثون ان عامرا حبط عمله فجئت الى
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك ابي وامي
زعموا ان عامرا حبط عمله فقال كذب من قالها ان له
لاجرين اثنين انه لجاهد مجاهد واي قتل يزيده
عليه (بخاري ج ٢ صفحه ١٠١٧-١٠١٨ باب اذا قتل نفسه
خطأ فلا دية له)

Dhaka University Institutional Repository

(٢٠) العشرون من الثلاثيات - حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس ان ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. (بخاري ج ٢ صفحہ ١٠١٨ باب السن بالسن)

(٢١) الحادي والعشرون من الثلاثيات - حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة الا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الاول قال وفي الثاني (بخاري ج ٢ صفحہ ١٠٦٩ باب من بايع مرتين)

(٢٢) الثاني والعشرون من الثلاثيات - حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش فاطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء (بخاري ج ٢ صفحہ ١١٠٤ باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم)

(فائدة مهمة) اقول قال محشي البخاري المطبوع بعد نقل الحديث المذكور الاخير "هذا هو الثاني والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر ثلاثياته كذا في ... " (بخاري صفحہ ١١٠٤ حاشيه نمبر ٣)

(الحمد لله حمدا لا ... وصلى الله على ... وآله وسلم)

Dhaka University Institutional Repository

فصل فی ذکر اللطائف الواقعة فی ثلاثیات الامام البخاری رح —

اولها ان ثلاثیاته کلها منحصرة فی خمسة اسانید فقط واساتذة الامام الموصوف ایضا خمسة فقط بصورته کذلک —

المسند الاول عن المکی بن ابراهیم عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رض —

روی بهذا المسند لواحد

① اول الثلاثیات	المذکور فی الجامع	ج اول	ص ٢١
② ثانی الثلاثیات	"	"	ص ٢٤
③ ثالث الثلاثیات	"	"	ص ٤٢
④ رابع "	"	"	ص ١٠٧
⑤ سادس "	"	"	ص ٢٦٨
⑥ سابع "	"	"	ص ٣٠٥
⑦ الحادی عشر "	"	"	ص ٤١٥
⑧ الثانی عشر "	"	"	ص ٤٢٤
⑨ الرابع عشر "	"	ج ٢	ص ٦٠٥
⑩ السابع عشر "	"	"	ص ٨٢٦
⑪ التاسع عشر "	"	"	ص ١٠١٤

المسند الثانی عن ابی عاصم الضحاک بن مخلد عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رض

① خامس الثلاثیات	بخاری جلد اول	—	ص ٢٥٤
② ثامن "	"		ص ٣٠٦
③ تاسع "	"		ص ٣٣٦
④ الخامس عشر "	"	ج ٢	ص ٦١٢

Dhaka University Institutional Repository

⑤ الثامن عشر من الثلاثيات المذكور في البخاري ج ٢ ص ٨٣٥

⑥ الحادي والعشرون " " " ص ١٠٢٠

والطبقة الجملة المجموعة (١٧) سبع عشرة مروية من سلمة بن الاكوع رضي الله عنه

الذي معدود من زمرة الصحابة المشهورين رضي الله عنهم اجمعين ...

١١ وبطريق ابي عاصم ٦ = ١٧

السند الثالث - عن محمد بن عبد الله الانصاري عن حميد ...

① العاشر من الثلاثيات المذكور في البخاري ج ١ ص ٣٤٦

② السادس عشر " " " ٢٥٠ ص ٦٤٦

③ العشرون " " " " ص ...

والطبقة المجموعة = ٣٠

واللطيفة الاخرى ان هذه الثلثة المذكورة بالاسناد الزائد مروية

عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

السند الرابع - عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر ...

① الثالث عشر من الثلاثيات المذكور في البخاري ج ١ ...

السند الخامس عن خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن انس رضي ...

① الثاني والعشرون من الثلاثيات المذكور في البخاري ج ...

المجموعة = ٢٢ ثلاثيات -

... تمت الثلاثيات للبخاري رحمه الله ...

Dhaka University Institutional Repository

اللطيفة الخاصة عشر: ان الثلاثيات المذكورة مروية

بطريق خمس فقط منها عن سلمة رض ١٧ وعن انس رض ٤ وعن

عبد الله بن بسر رض ١ (١٧ + ٤ + ١ = ٢٢) ثلاث من الصحابة رض

والرواة عن سلمة يزيد بن ابي عبيد ، وعن انس حميد الطويل

وعيسى بن طهمان وعن عبد الله حريز بن عثمان فقط والسلام

اخذت من الاصل يوم ٨ ابريل ١٩٨٣م

كتبه ابو نصر محمد ...

Dhaka University Institutional Repository

ইলমুত-তাফসীর

[illegible]

২৩৪ মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর ইলমুত তাফসীর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এর নমুনা।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

[illegible] । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য

[illegible] লিখিয়াছেন:- [illegible]

[illegible] (পৃঃ ১২: ৭৭৪) [illegible]

[illegible] লিখিয়াছেন:- [illegible]

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ১৭২ পৃঃ লিখিয়াছেন:- [illegible]

[illegible] ।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতের, আল্লামা [illegible] তফসীরের (৪/৮) টিপ্পনীতে:- [illegible] [illegible] 'ইমাম' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / উক্ত [illegible] [illegible] ১৭৩ খৃঃ টিপ্পনীতে: ইমাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (রাঃ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] /

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] /

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪৩০ খৃঃ, এই [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (রাঃ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (মৃঃ ৯৪৩হিঃ) [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (মৃঃ ৮৫৪ হিঃ) [illegible] [illegible] /

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

[illegible] (কমল ২২৪নং পৃ: ৩০৫নং) [illegible]

[illegible]

[illegible]

৭. [illegible] (পৃ: ৭৭৫/২:) [illegible]

২/ [illegible]

৩- [illegible]

৪/ [illegible] ([illegible])

৫ [illegible]

৬/ [illegible]

৭/ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

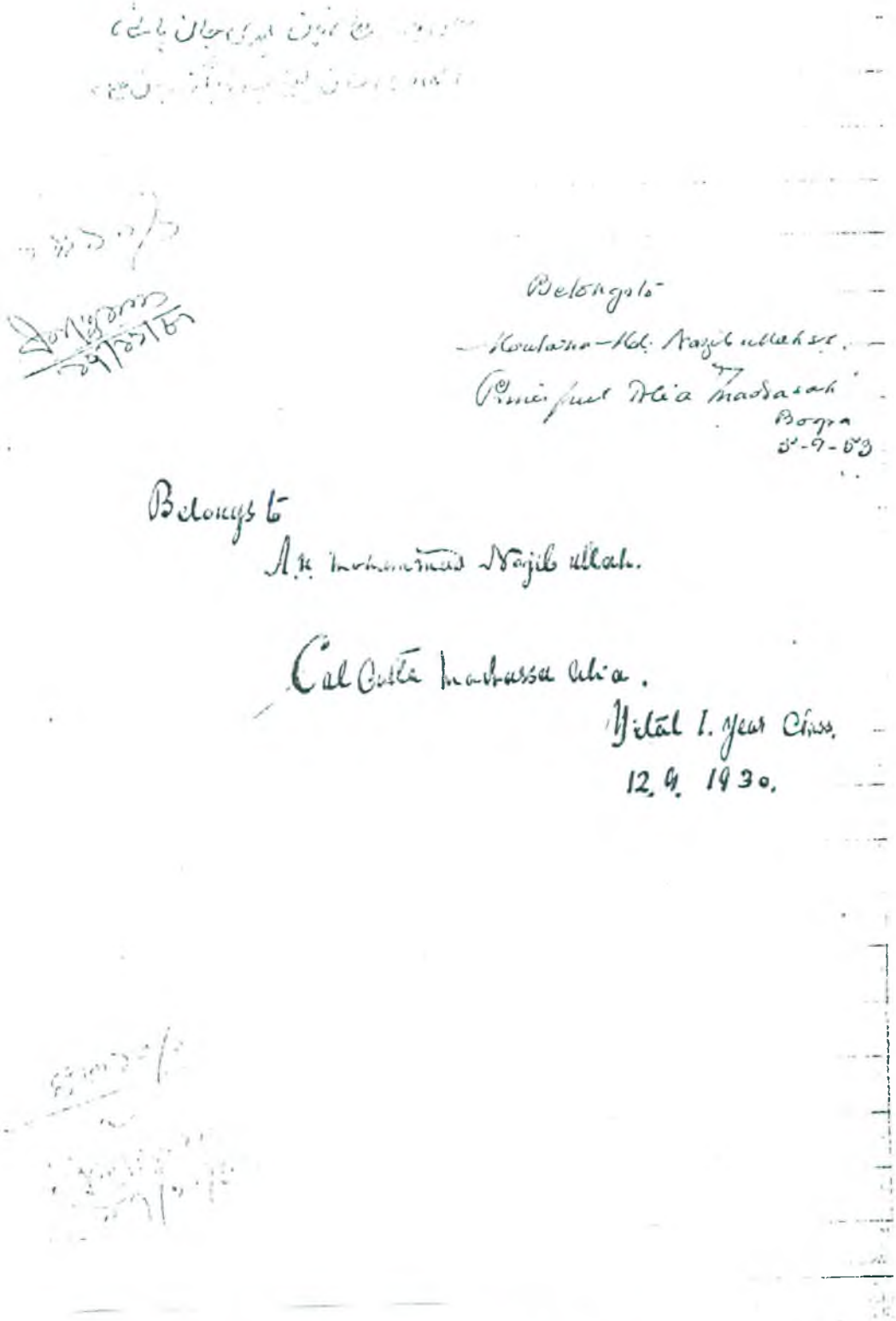

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর তারিখুল ইসলাম গ্রন্থের পান্ডুলিপি এর নমুনা।

Dhaka University Institutional Repository

یارب

مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب

مسلمان ہونا تو کئی صدی پہلے سے نادر الوجود تھا اور صرف مسلمانوں کی سی صورت بنانے کا دستور چلا آتا تھا۔ اب وہ بھی نادر ہے۔ مذہبی نقال بھی بننا معیوب ہے۔ ہاں نکبت کی بدولت یہ زیادہ سماعت میں آتا ہے کہ "پدرم سلطان بود" لیکن واقعات کی ناواقفیت سے یہ پارٹ بھی پوری طور پر ادا نہیں ہوتا اس لئے

زمانہ حال کے مذاق میں

علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ العباسی

مؤلف و مصنف

الاسلام - زاہد - المجاہد - فسانۂ دلپذیر - تاریخ حکمائے یونان - ترجمہ قرآن

تحفۃ الاراذل وغیرہ وغیرہ

نے

تاریخ الاسلام

قوم کے سامنے پیش کی

جس میں عرب کی ابتدائی کیفیت کے بعد آنحضرت محمد رسول اللہ صلعم کی ولادت سے ولید بن عبد الملک کی خلافت تک بالتفصیل اور پھر اس کے بعد بالاجمال زمانہ حال تک کے اسلام اور اسلامی سلطنتوں کے حالات ہیں

۱۹۱۷ء میں

Dhaka University Institutional Repository

ابتدائے ریل گاڑی و جہاز

جہاں میں سب سے پہلے ۱۸۲۵ء مورخہ ۲۷ ستمبر میں ریل گاڑی چلنے کا شروع ہوا۔ انگلینڈ کا سٹاکٹن نامی مقام سے ڈارلینگٹن نامی جگہ تک پہلا پہل یہ لائن کھولا گیا ہے۔ اسی روز جارج سٹیفنسن نے چار سو پچاس آدمیوں کی سواری ایک فی گھنٹہ بارہ میل کے حساب سے ریل گاڑی چلایا ہے۔ اسکے تھوڑے سال کے قبل امریکہ کے فولٹن نامی انجینئر نے ہوائی یا بھاپ کے سہارے ندی میں جہاز چلایا تھا۔ ۱۸۰۷ء مورخہ ۱۱ اگست ہڈسن ندی کا اوپر سے انہوں نے البینی تک جہاز کو بہہ دیا۔ اسوقت اسوقت اس جہاز میں چالیس آدمی سواری تھے۔ اور باقاعدہ یہ جہاز ۱۸۳۸ء میں بحر اٹلانٹک کو طے کیا ہے۔ اور نیو یارک میں آن پہونچا ہے۔

ریل گاڑی بعد کو فی گھنٹہ ۱۰۰ میل کرکے چلائی گئی ہے جیسا کہ جرمن کے بارلین سے ہامبرگ تک ایک سو ۷۸ میل کا فاصلہ کو دو ہی گھنٹوں میں طے کیا گیا۔

آج سے ۳۵ سال کے قبل یعنی انیسویں صدی کے اخیر میں ہوائی جہاز کا ایجاد ہوا۔ اور حالیہ جنگ عظیم کا زمانہ سے چلتا ہے۔ ماخوذ از محمدی ہفتہ وار مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۳۶ء مطابق ۲۹ جمادی الاول ۱۳۵۵ھ

کتبہ ابوالفرح محمد عبد اللہ

Dhaka University Institutional Repository

تمہید محررہ

ضبط کن تاریخ را پایندہ شو .... از نفس ہائے رمیدہ زندہ شو

یلوح الخط فی القرطاس دھرًا

وکاتبہ رمیم فی التراب

الحمد للہ الذی انعم علی الخلق والانام والصلوٰۃ علی اھلہا والسلام علی السلام

امابعد .... علوم دین تفسیر۔ حدیث۔ فقہ وغیرہ کیطرح فن تاریخ بھی ایک لابدی اور ضروری شی ہے۔ اپنے اخلاق اور عادات کی درستگی اور شستگی کیلئے ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت۔ چاہے بچے ہو یا بڑے علم تاریخ کیطرف محتاج اور سخت محتاج ہے۔ ایک حیثیت سے اس فن کو اگر رکن دین کہنا بھی بیجا نہین بلکہ زیبا ہے۔ کلیت وجزیت کی جہت سے علم تاریخ بھی یقینًا مصداق طلب العلم الحدیث مین شامل ہے۔

علاوہ ازین بشہادت عقل سلیم یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی ہر امور مین دنیاوی چاہے اخروی۔ فن سیر اور علم اخبار سے اپنے کو درجۂ کمال مین پہونچا کر ثمرۂ مراد سے بامراد اور باکام ہو سکتا ہے۔ سیاست اور پولیٹکس مین تو اس سے کافی مادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس قسم کے خیالون نے میرا دل مین تاریخ کے ذوق۔ شوق کو اور دو بالا کر دیا۔ پس مین اسکی تلاش اور اسکی جستجو اور تفحص کے درپے ہوا۔

مگر مین بعض کتابون کو لوسن فن کی ناول پایا۔ اور بعض کو امیر حمزہ کی پوتھی اور بعض کو ایجاز واختصار کی لڑی پایا۔ ہان علامہ احسان اللہ عباسی کی نادرۂ روزگار تاریخ الاسلام۔ گرچہ بہت سارے واقعات اسمین بھی ناقابل لحاظ۔ لچر۔ لوہیچ اور بعض روایات ضعیف ذرا بھی شک نہین۔ چنانچہ اپنی تحریری کتاب مین حق پرستی اور صداقت شعاری کے جوش وتپاک سے مجبور ہو کر مین نے بعض بعض مقام مین حقیقت اور اصل واقع کیطرف اشارہ بھی کر دیا۔ اور بعض مقام مین انکے بیجا اختصار کو معیوب سمجھ کر ابو الفداء ابن خلدون۔ تاریخ فرشتہ۔ سیرۃ النبی۔ تاریخ علامہ سیوطی۔ المامون۔ تاریخ مکہ۔ تاریخ الاسلام امیر علی وغیرہ وغیرہ کتابون کے حوالہ سے کچھ اضافہ بھی کیا۔ اور مزید علیہ فوائد وعوائد کو شفاء الاسقام کے نام سے موسوم کیا۔ اور فہرست کو بھی نئی طرز اور جدید فیشن سے مین نے ترتیب دی ہے۔ فوائد زوائد کو فہرست مین حرف شفاء الاسقام کر کے درج کیا۔

پھر بھی جامعیت کے لحاظ سے اور ایجاز یا مجاز کی حیثیت سے یہ کتاب قابل قدر اور مفید ثمر ہے۔ چنانچہ میرے بعض اساتذہ کرام نے بھی مجھے اسکی طرف ہدایت کی ہین۔ لیکن اسکے زمانہ مین یہ کتاب کلیۃً نایاب تو نہین کمیاب اور گران بہا ضرور ہے۔

Dhaka University Institutional Repository

تمہید محرر

مگر بری طرح عسرت شعار کو اسکی دستیابی کے یسرت وثار کہاں سے نصیب ہو۔
اسی وجہ سے میں نے اس نادرۂ روزگار کو اپنی تحریر کے احاطہ میں لانیکی
کوشش کی۔ اور مضمون "لیس للانسان الا ما سعیٰ" کے عملی میدان
میں غور و فکر کرکے اپنے عزم مصمم کو بالغیب ...... قد افلح وفاز کی
بشارت دیتا ہوں۔ اور الحمد للہ و المنۃ علی اھلہا
آج ہی میں اپنی مراد سے بامراد اور مقصود سے باکام ہوا۔

میں اس قلمی کتاب کے مطالعہ کنندگان سے گذارش کرتا ہوں کہ حضرات میرے والدین
مکرمین اور میری نجات و فلاح کیلئے دعائے خیر فرمائینگے۔

اس مقام میں اور ایک بات کو ظاہر کر دینا میں اپنے لئے باعث ناز اور موجب
موجب فخر سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں نے اپنے اس مہم اور اہم امر میں محبی
مولانا المولوی عبد الباری خان صاحب مد ظلہ پاروی (نواکھالی) کی
خاص تائید پائی ہے۔ خدا دونوں جہان میں انکو جزائے خیر دے۔ میں تہ
دل سے انکا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہوں۔
والسلام

الراقم
سراپہی رحمت رحمان
محمد نجیب اللہ غفر اللہ
ولوالدیہ المعظمین

متعلم ایم اے سال اول گروپ حدیث۔
مدرسہ عالیہ کلکتہ
مورخہ ۱۲ ستمبر سنہ ۱۹۳۰ء
مطابق سنہ ۱۳۳۷ بنگلہ

Dhaka University Institutional Repository

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب اول

حقیقت اسلام

حمد باری　دنیا کی ہر ایک چیز نمونۂ قدرت الٰہی ہے۔ ذرے ذرے سے صنعت کردگار ہویدا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے؟ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر۔ دریا۔ پہاڑ۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات نباتات۔ جمادات وغیرہ وغیرہ کمال خود تماشا ہیں۔ اور بجائے خود مظہر صنعت خالق اکبر ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم سب صرف آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں غور کرنے والے نہیں ہیں۔

تغیر موسم چھوٹی سی بات ہے مگر یہ بھی ایک آئینۂ حیرت ہے۔ ابھی گرمی تھی۔ سارا جسم پھنکا جاتا تھا۔ کہ دفعۃً ہوا چلی۔ ابر گھرا۔ مینہ برسنے لگا زمین سے آسمان تک کرہ نار تھا۔ اور دو ایک منٹ میں طبقۂ زمہریر ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ اول زمین پر سطح آب نظر آئی۔ پھر نباتات نے اپنے سر نکالے۔ بوٹے ابھرنے بیج دھرتی چادر روز زمین میں جم گئے۔

اور سبزۂ زمردیں سے تمام زمین ہری ہو گئی۔ درختوں میں نئی نئی کونپلیں نکلیں۔ اور جامۂ سبز پہن کر وہ اکڑنے لگے۔

شعر۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔
ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار۔

برسات کے بعد جاڑے کا موسم شروع ہو گیا۔ اور جاڑے کے بعد گرمیاں آئیں۔ جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو پیاری تھیں۔ وہ گرمیوں میں خود بخود بیکار ہو کر نظروں سے گر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا۔ کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شب شبنم کی وجہ سے نصف برسات ہے۔

لیکن پھر بھی سبزہ زار اپنی زندگی سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی ٹہنیاں کھڑی

موسم بہار پر ماتم کر رہی ہے۔ یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کیلئے برہنہ تن خوابگاہ سے دوڑی چلی آئی ہیں۔

اقر　جاڑے میں شبنم کا جو کچھ آسرا تھا۔ اب جیت کے خشک ہوا نے اسے بھی کھو دیا۔ زمین جیسے دن کو خشک تھی ویسے ہی رات کو خشک ہے۔ بکھرا ہوا سطح زمین کو سوکھی راکھ سے مشابہ بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے۔ کہ اب چند مہینوں تک پھر میں نہ آئیگا۔ کہ دفعۃً تغیر موسم نے اپنا زور دکھایا۔ اور موسم برسات سے بھی کہیں زیادہ خوشنما حالت میں سروں پر پھولوں کے رنگ برنگے نئی پتیاں نمودار ہوئیں۔ دنیا کے انقلابات کے اسباب جو نظر آتے ہیں۔ وہ سب محض تسکین قلب کے لئے ہیں۔ کوئی کلیہ نہیں اور اگر ہو بھی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جو حالت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اسکیلئے رائے قائم کرنے کیلئے کوشش کرتا ہے۔

Dhaka University Institutional Repository

اور اس حجوتے موٹے کی رائی زنی کو وہ انتہائے علم باکمال دانش سمجھتا ہے - لیکن جو شخص جتنا ہی سمجھدار ہے اتنا ہی وہ معاملات دنیا میں اپنی رائے کو ناقص اور عقل کو ناکافی محض سمجھتا ہے -

علم طب کے پڑھنے والے اور علم تشریح کے ماہر دنیاوی کاروبار کے فرصت سے مستفید نہیں ہو سکتا اور فرصت نہیں پاتے کہ غور کریں ورنہ صنعت کردگار کے معائنہ سے وہ دیوانے ہو جاتے - انسان پیدا ہوا - بڑھا - بوڑھا ہوا - کمزور ہوا اور مر گیا - اور کبھی کبھی چلتے چلتے گرا اور مر گیا - اس دوران اسکے بے انتہا تغیرات ہوتے جاتے ہیں - جنمیں سے اکثر ایسے محسوس نہیں ہوتے - خود اسکی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور ایسی ایسی حکمتیں ہیں - کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان اپنے کو پہچان نہیں سکتا - اور نہ اپنے جسم کی باتوں کا مدرک کامل بن سکتا -

اللہ اللہ کیا ٹھکانا ہے - جسطرح آنکھ کے تل میں تمام عالم سمایا ہوا ہے - اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے - اور دوسرے معنوں میں لیجئے تو وہ قادر مطلق کی بے انتہا صفتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے - یا باغ عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے -

بہرحال انتظام عالم پر غور کیا جائے - خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے - دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر بنظر فلسفی دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں میں کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہوگا - اگر اسباب پر غور کیا جائے - تو ہر ایک کو اور یہ معلوم ہوا ہوگا - کہ اسی قوت سے چیزوں کا وجود قائم ہے - پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے معیار کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ لیگا -

سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوتوں کو جدا جدا خالق ماننے کی جرات نہ کرینگے - اور نہ یہ کہ سکینگے کہ یہ سب اسباب باہم ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں - اب یہ قوتیں بحیثیت مجموعی یا یہ اسباب بہ شکل واحد کسی قوت اور سبب پر خواہ مخواہ منتہی ہونگے - پس اسی علت العلل کو اسلام میں الخالق سے تعبیر کرتے ہیں - اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق رب رحیم رزاق وغیرہ پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں -

وحدانیت　اسلام کیلئے سے یہ سکھایا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو - اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو - وہ یہ ضرور مانتا ہے - کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم یا وجود کیلئے اسباب تیار کئے ہیں - علمی طور پر ان اسبابت خلاف نہیں ہوتا - ان اسباب پر فکر و غور کرنا انسان پر فرض ہے - بلکہ اکثر کی یہ کبھی عبادت ہے - لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا - کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا - دنیا کا کورکھ دھندا بنا کر وہ خود ہمیشہ معطل ہو بیٹھا - تاکہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا - کہ وہ اسباب سے قطع نظر کر کے ہر وقت اپنے اختیار تمیزی کو نافذ کرتا رہے - علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا - لیکن یہ کہنا کہ وہ چاہے جب بھی نہیں کر سکتا - سمجھ کا پھیر بڑی بات

خدا کو واحد اور قادر مطلق مانتے ہیں جو مصلحت ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں - ان کے لئے ایک ایک سبب ہوتا ہے - سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اسکو یا دیں الفاظ میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ سکتا ہے یا ایسا ہے کہ انسان عقل اسکے ادراک سے عاجز ہے - لہٰذا اکثر صورت میں بسا اوقات انسان کمزوری گمراہی کی طرف منتج ہوتی ہے مثلاً بیمار کیفیت میں طبیب کے پاس جانا - عطار سے دوا مانگنا - خدا کی خوشامد کرنا بیجا نہیں ہے - کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے اسباب کا محتاج ہونا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہے - لیکن بیماری کو خدا کا سمجھ کر اسباب ظاہری سے چشم پوشی کیجائے - اور کسی جاہل کے -

Dhaka University Institutional Repository

تنقیحات

باب اول

کہنے سے بچا رہنے ... کہ بڑ پر دھاگا باندھ کر بیل کے درخت میں لپیٹ دے اور یہ امید رکھے کہ بیل شفا
بخشے میں دنیا زہر و مکہا ہیگا — تو یہ عملاً کفر ہے یا معبود ہے — اور اسلام اسے شرک قرار دیتا ہے — اور قرآن
صاف کہتا ہے کہ ان اشیاء کو مضبوں کے مشابہ کہنے میں زیادہ تر ضروری سمجھا گیا ہے کیونکہ یہ یعنی اسباب
ظاہرہ ہونے ہیں کہ کسی شئی کو بے وجہ قادر مانا یا قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے — اور اسی کو
اصطلاح شرع میں کفر کہتا ہے — یا ایسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کی صفات میں سمجھ لینا شرعی
اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے — اب یہ سمجھنا چاہئے کہ کفر و شرک نوع انسان کیلئے کیوں منکر ہیں؟
جس طرح عالم اسباب ظاہر میں لیسا اوقات حاکم وقت کی اطاعت لازم ہوتی ہے — بغیر اسکے
انسان کو آرام میسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسباب مخفیہ میں ایک قوت (اللہ) کو قادر
مطلق ماننا صبر، قناعت — دلجمعی، اطمینان کا سبب ہوتا ہے — اور لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر
ان باتوں کا سچی خوشی جسکی احتیاج ہے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا — کسی طرح حاصل نہیں ہوتی
یہاں ان مذاہب اور لادینیوں سے مقابلہ کرنا نہیں ہے — بلکہ صرف اسباب کو دیکھنا اور دکھانا ہے کہ
کافر یا مسلم کیا شئی ہے — اس لئے اس بحث پر صرف اسقدر لکھنا کافی ہے جسقدر اسلام
کی ماہیت دریافت کرنے میں نفس مذہب کا مفہوم جاننا ضروری ہے — وہ اللہ ایک ہے یعنی
(لا الٰہ الا اللہ) اسکا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ — دو تین اللہ نہیں — بلکہ مطلب یہ ہے کہ —
دنیا میں جتنی باتیں ہوتی ہیں — ہو رہی ہیں — یا ہونگی ہیں ان سب کا سبب صرف اسی قوت
ہستی کو مسلمان اللہ کہتے ہیں — اور چونکہ وہ ایسی قوت یا اسباب الاسباب ہیں جہاں تمام
قوتیں اور اسباب منتہی ہوتے ہیں اسی لئے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازمی ہے —
اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے ہیں — جبتک اسکے شریک اور ہمسر کا وجود ممتنع نہ ہو —
معنی ہے لا الٰہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی میں اللہ ہی سبب سمجھا جائے
خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو — عملی طور پر یہ دیکھا دیا جائے — کہ کلمہ گو کے
دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع ہٹا — اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور
یقین کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دیتی — مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ
ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے — بے جا خوشامد بے موقع چاپلوسی — ناروا نمائش یہ
سب اہل اسلام کا شعار نہیں ملا — ہاں ہمیشہ اہل اسلام جائز امور میں فرمانرواؤں کے وقت
کے مطیع اور زیر حکم رہنے کو بطور طیبار رہتے ہیں — اور سمجھتے ہیں کہ اس خصوص میں نص قرآنی
ہے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ — یہ تاویل کی گنجائش نہیں رکھتی اسلام
جو شجاعت تعلیم کرتا ہے — اسکا اقتضا یہ ہے کہ اگر لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن میں
نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت مصائب سے حفاظت کا بکھیڑا لئے — شیر کے منہ میں کود پڑتے ڈال دیتے
یا آگ میں کود پڑتے میں ذرا بھی دریغ نہ کرتے — غرضیکہ توحید دین کی شان میں سے ہے
کہ وہ ہر دم اور ہر لحظہ اور ہر آن میں اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھیں — اور یہی ان تمام ترقیوں
اور کمالات کی جڑ ہے — جو صحیح مسلمانوں کیطرف منسوب کئے جاتے ہیں — ہندوستان
کے نزدیک تحصیلدار مالگزاری خداے حاکم سمجھا جاتا تھا — لیکن جب تحصیل کیلئے
کوئی اسما مجسٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت میں آجائے تب دیکھے کہ تحصیلدار بھی کہ اونی
چیز اس کی وقعت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا — تھوڑی دیر کیلئے اسکی حالت بدل جاتی ہے
مشعل کے آگے چراغ کی روشنی زائل ہو بغیر نہیں رہتی — دن میں سورج کے سامنے مشعل کی مجال نہیں کہ اپنی لو
پھیلا سکے اور یہ تو ضرب المثل ہے کہ نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے بس اسی طرح سمجھنا چاہئے

لا الٰہ الا اللہ

Dhaka University Institutional Repository

کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر ناظر ہوتا اور مطلق جاننے والوں کو یا کوئی دوسری شی قابل لحاظ معلوم نہیں ہوتی ایسے لوگ نہ خوف سے جا کو قریب آنے دیتے نہ ناحق کی طمع دل میں رکھتے - جھوٹ چوری زنا غیبت کبر بغض حسد وغیرہ وغیرہ اخلاقی مذموم اوصاف اس طرح فرار کرتے ہیں جس طرح تاریکی شمع کے نور اور حرارت آفتاب سے شبنم منہ سے موحد بنجانا تو آسان ہے لیکن دل سے اور یقین سے موحد ہونا ذرا مشکل ہے اور اس مرتبہ میں تو بہت ہی مشکل ہے -

اسلام نے یہ سمجھایا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ آج ماں کے پیٹ سے نکلا - توحید اگر محض زبان سے تو کوئی چیز نہیں ہے - لیکن سچے دل سے اگر وہ مان جائے تو آدمی کی ماہیت اس سے بدل جاتی ہے - سانپ جس طرح کینچل سے نکل کر نئی حالت پیدا کر لیتا ہے اسی طرح انسان کلمہ توحید پڑھنے سے ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے - اس توحید کے [illegible] اور خدا کے [illegible] پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا - [illegible] نیا جلوہ دیکھتا تھا کہ جس میں جاتا رہتا - اور محبت بڑھتی گئی دل و دماغ میں قوت آ گئی [illegible] تازگی اور شادابی ہوتی چلی - حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی - تاریکی خیالات زائل ہوتی رہی - مختصر یہ کہ اسلام قبول کرتے ہی دفعۃً موعبت ہی بدل جاتی ہے کسی گاؤں کے دہقان [illegible] ایک کاشتکاری کے قطعہ میں گھر پر چھوڑ دیا جائے - اور چھوٹا کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم پانے کیلئے انگلینڈ بھیج دیا جائے - اب اٹھ دس برس کے بعد چھوٹا بھائی آتے گلا دو بس آئے تو ظاہر ہے کہ اسکے بھائی سے اسے کوئی نسبت نہ ہوگی -

انگلینڈ کی تعلیم اور صحبت بچے لڑکے پر ایسا اثر ڈال دیگی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئیگی اس سے کہیں زیادہ حیرت افزا وہ ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت [illegible] عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی - مسلمانوں کو صحبت [illegible] ان باتوں میں زبانی کا فرق ہو جاتا تھا - سبب صرف یہ تھا کہ [illegible] سمجھتے تھے - اور اس پر دل یقین کرتے تھے - اور [illegible] کم [illegible] صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل ہو کر تصدیق رسالت کیساتھ [illegible] کلمہ توحید کا کہنا اور دل سے اسکا یقین کرنا اسلام کیلئے کافی ہوتا - یہ تو ایک [illegible] - اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق بالقلب کیا چیز ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ [illegible] بغیر انفعال بڑے بڑے دعاوی کا مرتکب ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے - اور [illegible] کہ خدا کو سچے دل سے مان اور ناظر سا نیند اور دل کی آنکھ سے اسکا دیکھنا اور [illegible] ہی نہیں کر سکتا - اگر کسی قدر اثر ہے یا دیوانہ وار جو کی قسم سے وہ حاضر [illegible] سمجھ لیا تو خدا کا خیال اس پر ایسی حالت پر فرد کھینچ لائیگا - اس بازگشت کو اصطلاح شرع میں توبہ کہتے ہیں - ایک شخص منہ سے کلمہ پڑھے لیکن [illegible] افعال بالکل مسلمانوں کے نہیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو رسول اللہ کے زمانہ میں منافق کسے تھے - منافق وہ تھے جو ظاہر [illegible] کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن انکے دل میں کچھ اسلام کا خیال نہ تھا [illegible] اپنی طبیعتوں پر حذر کریں - کہ کلمہ کو محض [illegible] کلمہ گو تھے یہ [illegible] تقلید کرنا [illegible] خود [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

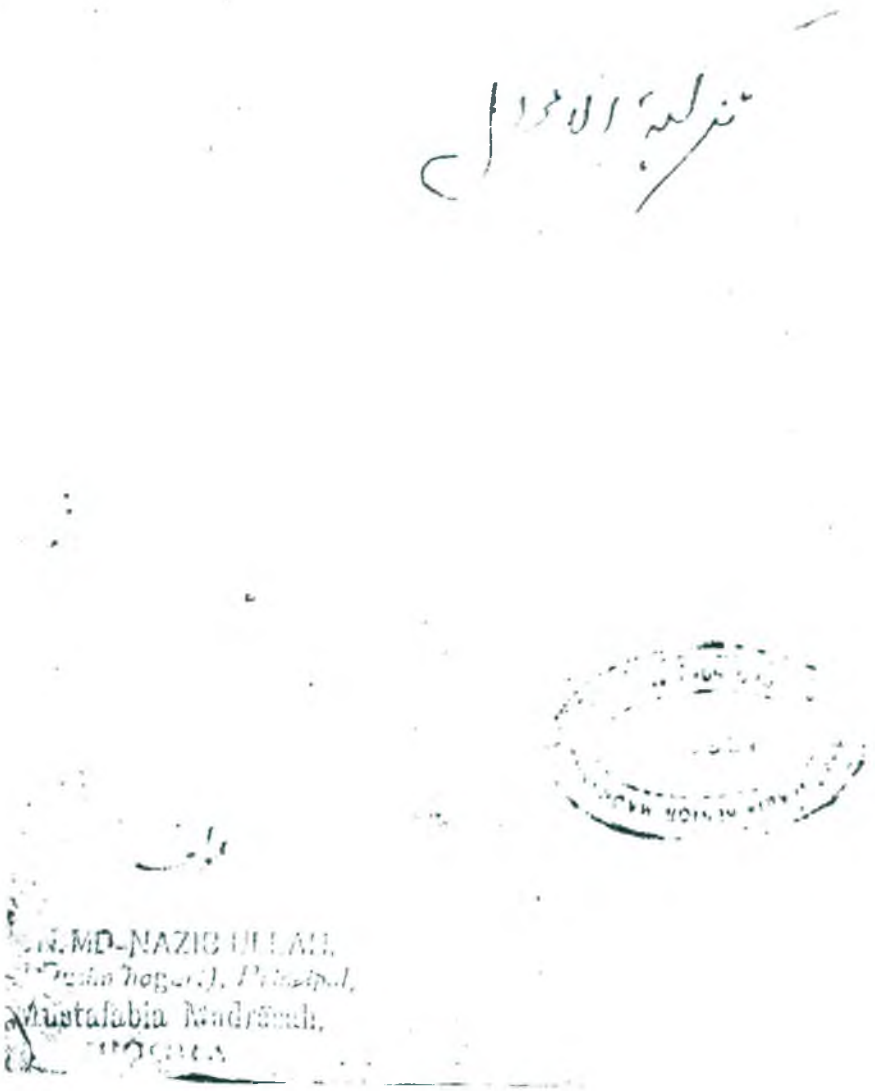

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর তাজকিয়াতুল আমওয়াল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এর নমুনা।

Dhaka University Institutional Repository

احکام الزکوٰۃ

الزکوٰۃ لغۃً الطھارۃ والنماء والبرکۃ والمدح ۔۔۔۔ وال قوا ... ھم للزکوٰۃ فاعلون
فالزکوٰۃ طھرۃ للاموال وزکوٰۃ الفطر طھارۃ للبدن (مجمع البحر ...)
وشرعاً ھی تملیک جزء مال عینہ الشارع من مسلم فقیر غیر ھاشمی ولا مولاہ مع قطع المنفعۃ عن المملک من کل وجہ للہ تعالیٰ (در المختار کتاب الزکوٰۃ برحاشیہ رد المختار ج ۲ ص ۳)

یعنی لغۃً زکوٰۃ کے معنی طہارت و پاکی و بالیدگی و برکت و مدح ہیں الی قولہ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون ۔ پس زکوٰۃ اموال گویا مالوں کی پاکی ہے اور زکوٰۃ الفطر بدن کی پاکی ہے ۔

اور شرعاً زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ شارع نے مال کا جو حصہ معین کیا ہے اس کو کوئی ایسے مسلمان فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جو نہ ہاشمی ہو نہ اسکے مولیٰ اور یہ مالک کرنے والا کسی طرح کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ۔

مسئلہ ۔ الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملک نصاباً ملکاً تاماً وحال علیہ الحول (ہدایہ جلد اول ص ۱۴۳)

یعنی زکوٰۃ حر پر واجب ہے (عبد و غلام پر نہیں) عاقل پر واجب ہے (مجنون پر نہیں) بالغ پر واجب ہے (نابالغ پر نہیں) مسلم پر واجب ہے (کافر پر نہیں) جب وہ مالک نصاب تام ہو اور اس پر حولان حول

Dhaka University Institutional Repository

١ — وقالا اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن ابي حنيفة رح

٢ — بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال اذا وطئ فان لم يوجد ذلك ...

وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد ذلك .... الخ وقالا اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن ابي حنيفة رح وهو قول الائمة الثلثة (ہدایہ ج ۳ ص ۳۵۰ کتاب الحجر) والفتوی علی قولهما

یعنی لڑکے اگر اسکا احتلام ہوا ہو یا وطی کی سبب انزال یا احبال ہو جاوے تو بالغ قرار دئے جاوینگے اگر یہ علامتیں نہوں تو اسمیں ائمہ کا اختلاف ہے ۔ اسیطرح لڑکیوں کا بلوغ حیض واحتلام وحبل سے سمجھا جاویگا اگر یہ علامتیں نہوں تو اختلاف ہے ...

٥ — صاحبین نے کہا ہے کہ اگر لڑکے و لڑکیوں کی عمر پندرہ سال کی ہوگی تب انہیں بالغ قرار دے جاوینگے یہ ہدایہ ج ۳ ص ۳۵۰ کتاب الحجر میں ہے اور کافی میں ہے کہ صاحبین کے قول پر فتوی ہے ۔

٦ — پہننے چاندی کے زیور اور برتن اور سچا گوٹہ سب پر زکوۃ واجب ہے چاہے پہنتی رہتی ہو یا بند رکھے ہوں اور کبھی نہ پہنتی ہو

Dhaka University Institutional Repository

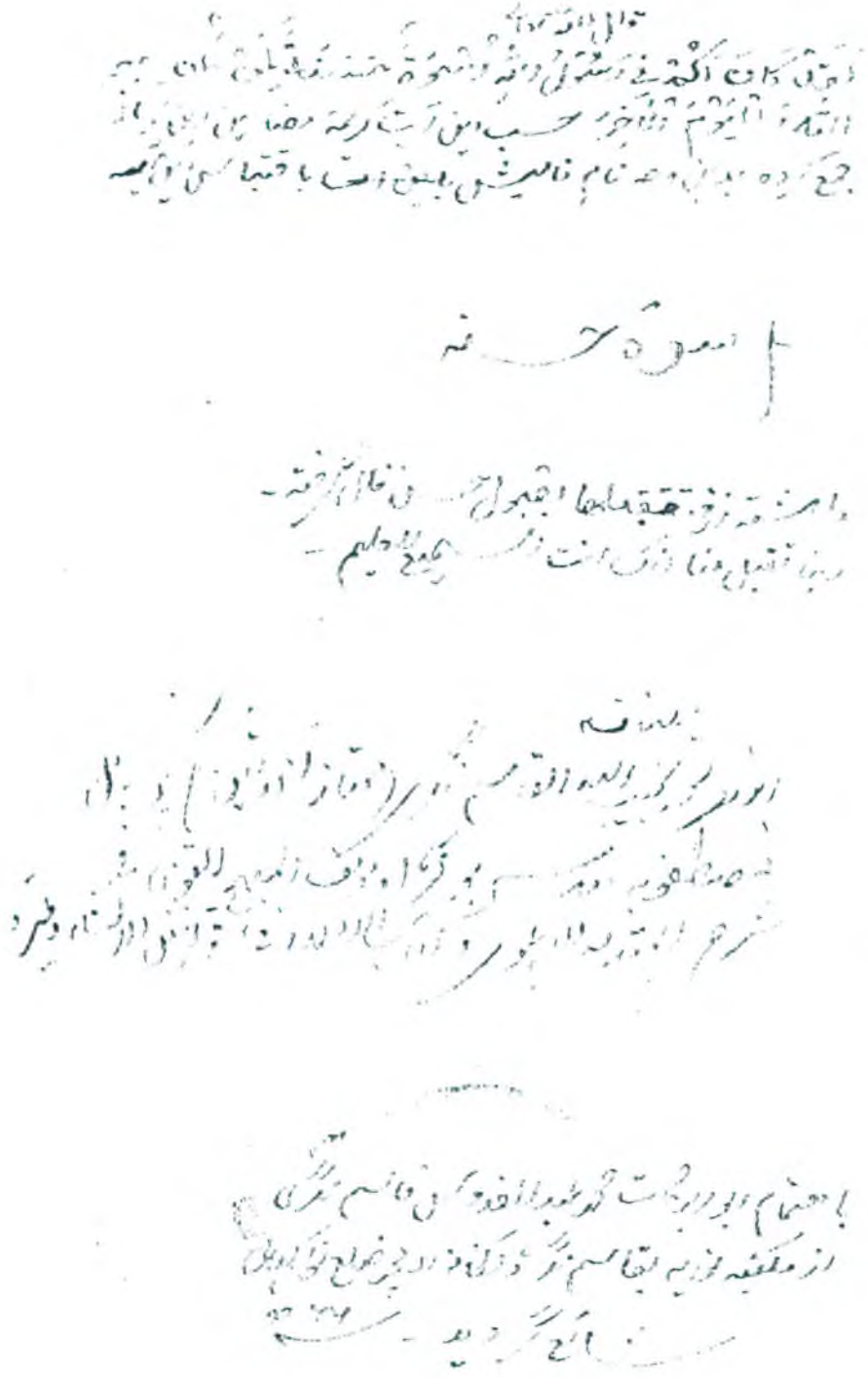

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর উছওয়াতুন হাছানাহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এর নমুনা।

Dhaka University Institutional Repository

امام المحققین رأس المدققین حضرت العلامہ محمد شفیع صاحب دیوبندی
(دامت برکاتہم) مفتی دار العلوم دیوبند کے گرامت نامہ۔
(نقل بالفاظہ)

مورخہ ۲۸ ر جمادی الاولی ۱۳۷۶ھ

مولانا المحترم دام فیوضکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہونگے۔ [illegible]
اور اب بحمد اللہ [illegible] ضعف کا سلسلہ
ہنوز باقی ہے۔ مشکور ہوں کہ آپ کے رسائل طیبہ کے مطالعہ میں بہت
دیر لگی اور پھر ان میں صرف ایک رسالہ جو احقر کے مکتوبات سے جمع کیا ہے
[illegible] دیکھ سکا دوسرے رسالہ پر سرسری نظر ڈالی
پہلے رسالہ میں نظر ثانی کرنے کے بعد متعدد مقامات میں تغیر و حذف
و ازدیاد کی ضرورت محسوس ہوئی جو جا بجا کر دی گئی ہیں۔
اور دوسرے رسالہ پر سرسری نظر کرنے سے اتنا تو معلوم ہوا کہ
مسائل مندرجہ سب بہت ضرورت کے اور ان کی اشاعت ان شاء
اللہ مفید ہے لیکن ان مسائل پر تفصیلی نظر کرنا بڑی محنت اور فرصت
کو چاہتا ہے جس پر اس وقت قدرت نہ ہوئی۔ رسالے آپ کی دعا کے
ساتھ واپس کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ آپ کو صحیح خدمت دین و علم دین
کی توفیق کامل عطا فرماویں اور زلات سے محفوظ رکھیں اور
رسائل مذکورہ کو شرف قبول عطا فرماویں والسلام

بندہ محمد شفیع عفی عنہ

دیوبند

Dhaka University Institutional Repository

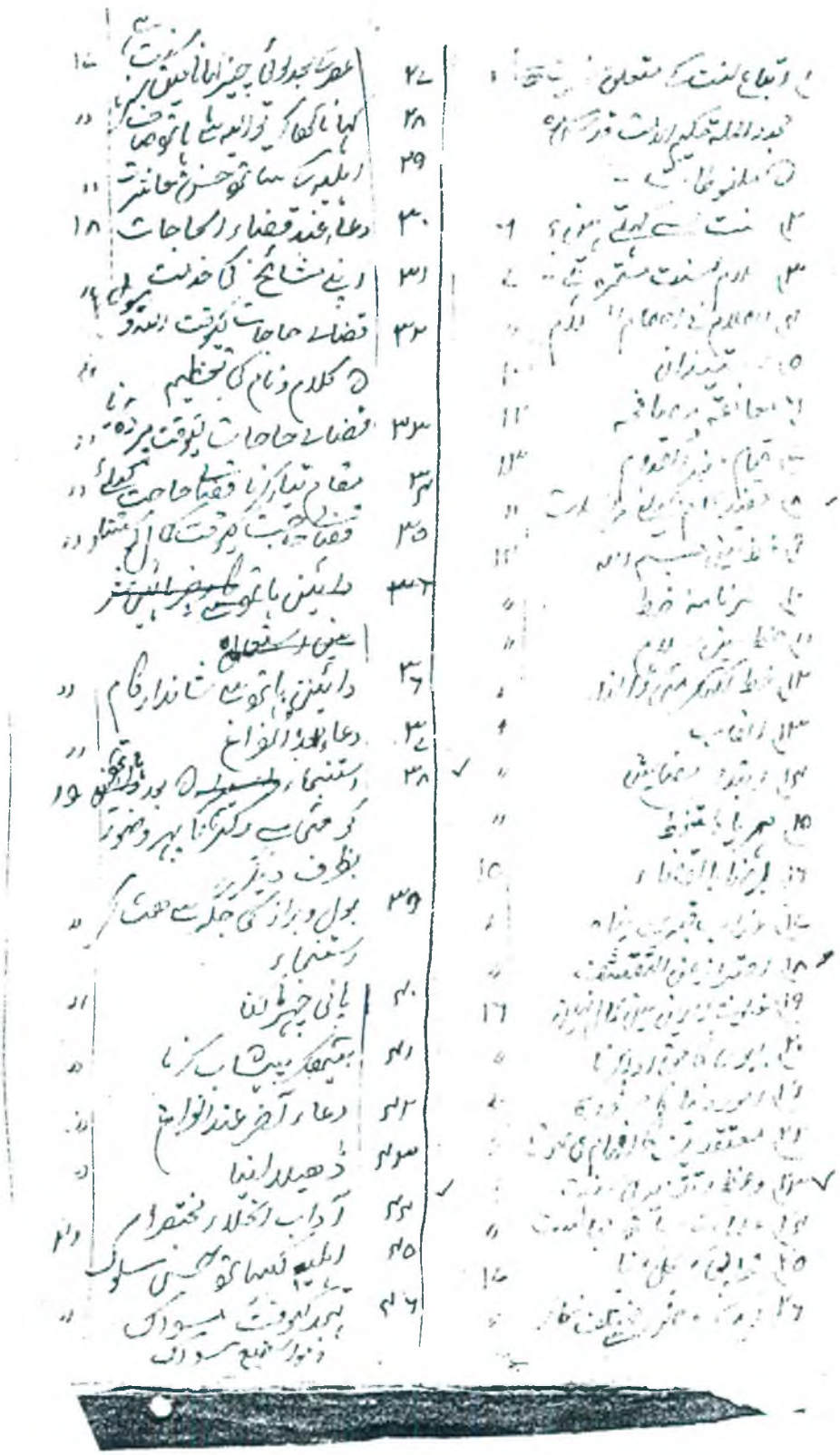

Dhaka University Institutional Repository

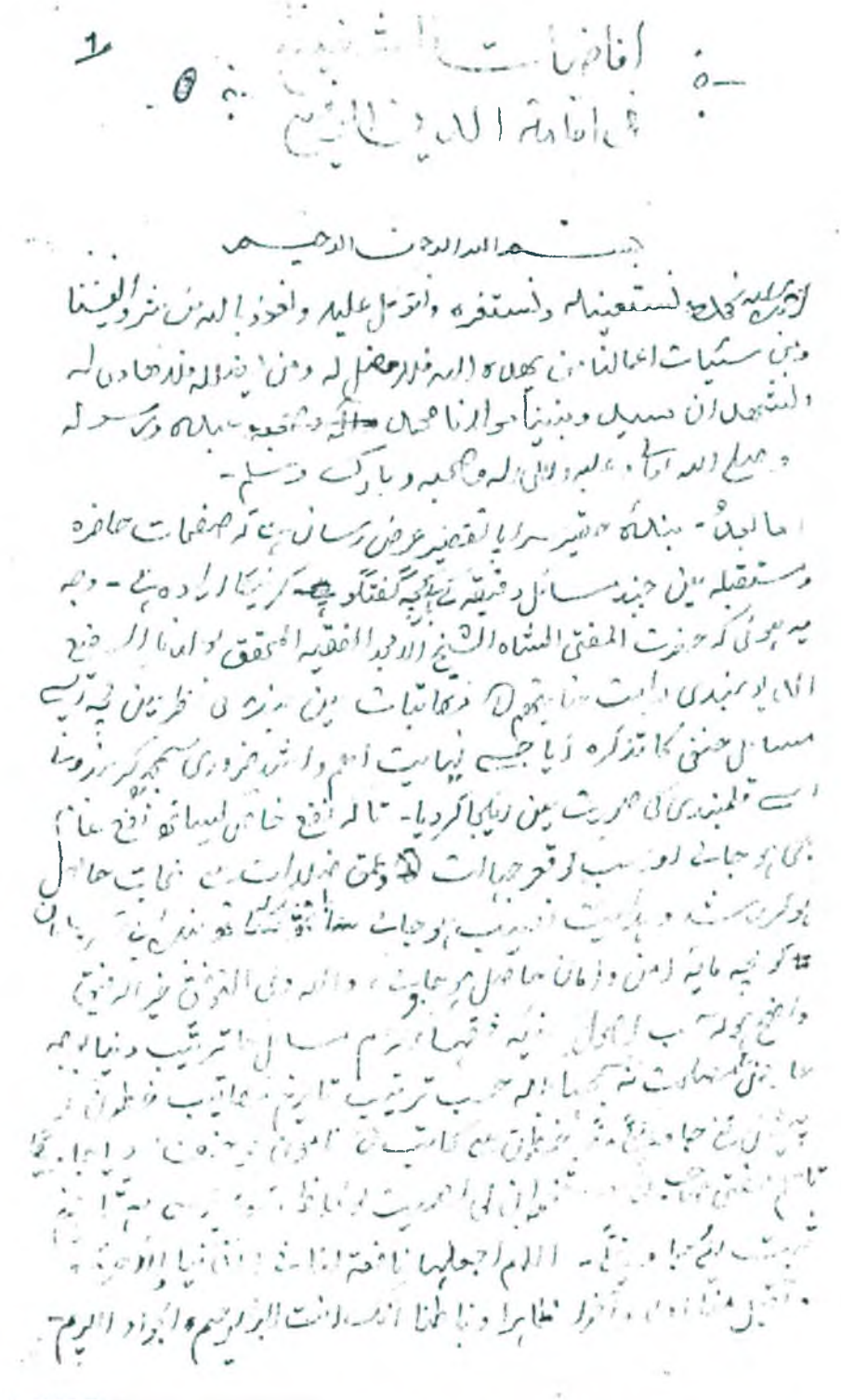

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর ইফাদাত আল শাফী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এর নমুনা।

Dhaka University Institutional Repository

۱۰

از مقام نگارن

مورخہ ۱۳ / جمادی الاخریٰ ۷۲ھ

بگرامی خدمت اعلیٰ حضرت سیدی سندی مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم ۔

مفتی مدرسہ دار العلوم دیوبند ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اما بعد ۔ خدمت عالیہ مقدسہ میں دست بستہ عرض ہے کہ ....

کچھ فقہی مسائل کی تحقیق کی ضرورت سے یہ درخواست پیش خدمت

مقدسہ ہے ....

سوالات ۔

(۱) بہشتی زیور میں قانون خطوط کے مسلسلہ میں مذکور ہے کہ ایک لفافہ کے اندر مختلف آدمیوں کا خط بھیجنا جائز نہیں ۔ جب بجلوریہ مسئلہ بطور روایت کے معلوم ہوا ہمیں نے خیال کیا کہ یہ حکم ڈاکخانہ کے قانون پر مبنی ہے ۔ یہ تحقیق کرنی چاہیئے اب اصل قانون کیا ہے ۔ اگرچہ بعد تحریر آنحضرت اور اس کی بھی ضرورت نہ تھی ۔ پھر بھی مزید تحقیق کی نیت کی امید ہے ۔ بعد از تحقیق معلوم ہوا کہ نئے اکال قانون میں ایسی کوئی قید نہیں ہے (جو پیشتر تھی) اب تردد زیادہ ہو گیا اسلئے اپنے شفیق مہربان مربی .... کی طرف رجوع کیا انہوں نے ہدایت فرمائی کہ جناب مفتی شفیع صاحب سے اسکے متعلق تفصیلاً درخواست کیجائے مجھکو ان رسمیں تردد ہے میرے متعلقین میں اکثر تو ایسے ہیں کہ باپ و بیٹا ، زوج وزوجہ ، چند طالب العلم کہ ایک ہی مدرسہ میں پڑھتے ہیں

جوابات

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(۱) ایک لفافہ میں متعدد خطوط رکھنے کی ممانعت جو بہشتی زیور میں مرقوم ہے وہ سابق قانون پر مبنی تھی اب تو منسوخ ہے اسلئے بلا شبہ جائز ہے ۔ رہا یہ خیال کہ ڈاکخانہ کا نقصان ہے ۔ سو اسکا کوئی اعتبار نہیں جب خود ڈاکخانہ کا قانون اجازت دیتا ہے اسکو نقصان نہیں کہہ سکتے واللہ اعلم

Dhaka University Institutional Repository

اگر اب بھی لفافہ سے کوئی شئ زائد خط کے
تو اسمیں تخفیف ہوتی ہے " اس ارشاد
کے بعد اتفاق سے مدلل بہشتی زیور دیکھنے
کا موقع ہوا - اسمیں قانون مذکور
کے حاشیہ پر لکہا ہوا ہے کہ یہ قانون
آگے تھا اب نہیں اس پر بندہ کو ازحد
مسرت ہوئی کہ پہلے کا قانون ہی پر آنحضرت
کا بیان مبنی ہے - اب چونکہ وہ منسوخ ہو گیا
اس حکم میں بھی تغیر ہو گیا - بار دیگر اس کو تفصیل
کو ہی جناب ممدوح سے عرض کیا انہوں نے
ارشاد فرمایا کہ اب جائز ہے مگر بعد ازاں
جب حاضری خدمت کا اتفاق ہوا انہوں نے
فرمایا کہ حاشیہ کے بیان کے مطابق جائز تو
ہے - تاہم شبہ ہے کہ ڈاک والوں کا عذر تو ہو
رہا ہے - اسلئے خیانت کے شبہ سے بچنے کا
لئے جناب مفتی ممدوح سے تحقیق کر لیں

. . . .

(۳) زید برائے تحصیل معاش جہاں ملازم ہے
وہاں کو روانہ ہوا - چونکہ ضروری کتابوں
کا ساتھ رکہنا ہوتا اسلئے اسے ساتھ لیتا
ہے یا وہاں کے لوگ کچھ ہدیہ وغیرہ دینے
کیلئے کوئی چیز ساتھ لیتا ہے اس صورت
میں سفر ریل وغیرہ میں مال کا محصول لگا کر اسے
دینا ہوگا یا نہیں اگرچہ بیس سیر سے زائد نہ ہو

. . . .

(۲) جہاز و ریلوں کے قانون میں جس قدر
وزن کی اجازت ~~[illegible]~~ بلا کرایہ
ساتھ لینے کی ہو مثلاً ۲۵ سیر اسمیں
ان کو اختیار ہے خواہ اپنا وزن ساتھ
لے یا کسی اور کا اور کتاب یا سامان
سب بلا کرایہ لیجا سکتا ہے اسمیں کوئی
شبہ نہ کریں واللہ سبحانہ اعلم
محمد شفیع عفا عنہ دیوبندی
از تھانہ بھون ۱۲ ربیع جمادی الثانیہ ۱۳۴۲ھ

Dhaka University Institutional Repository

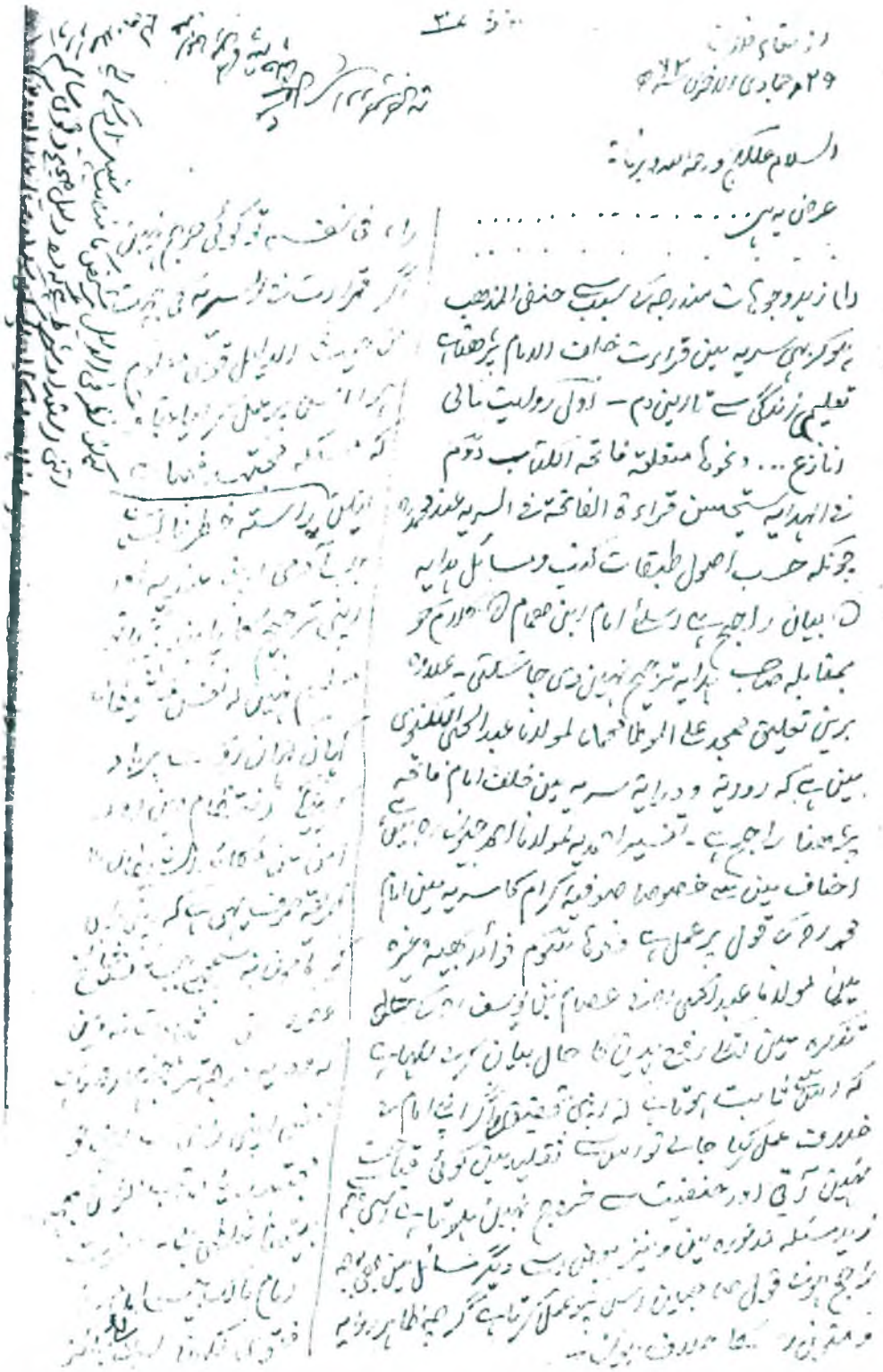

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর নিজের লেখা জীবনী এর পান্ডুলিপি নমুনা।

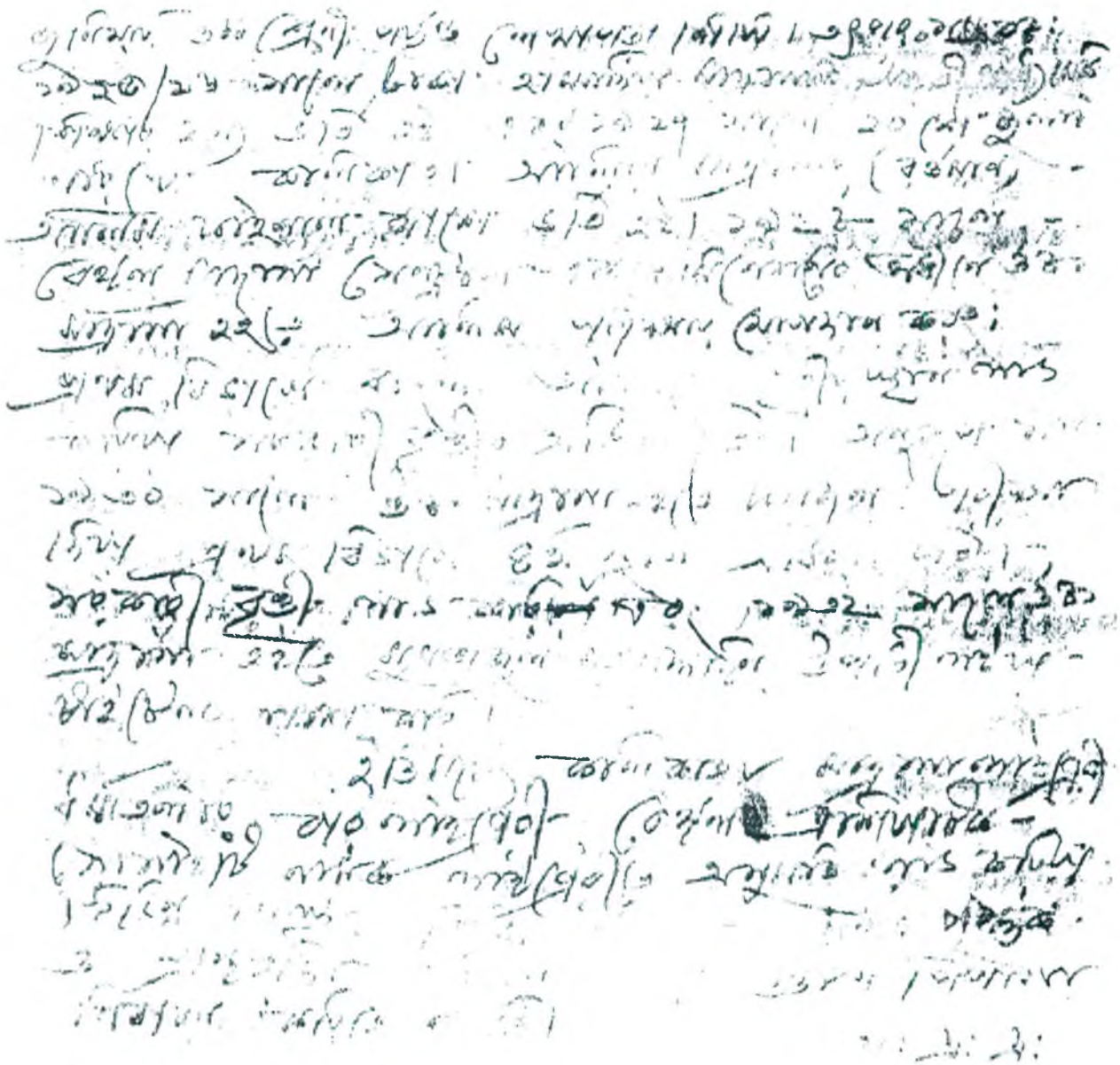

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় ও লেখনী: [illegible]

[illegible] ১৯১৫ সালে [illegible] ৪৭ নং [illegible]

[illegible]

অনুলিপিকার: [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০৩

মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর পত্রাবলী

১. মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে লেখা মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর চিঠি

২. আইয়ূব খাঁনের মিটিং-এ পঠিত মাওলানার অভিনন্দন পত্র

৩. মুফতি মুহাম্মদ শফী (রঃ) এর চিঠি

৪. শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

৫. মাওলানার পদত্যাগ পত্র

৬. মাওলানাকে লেখা মিয়া মফীযুল হক এর চিঠি

৭. শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত চিঠিপত্র

৮. যাকাত বোর্ডের নথিপত্র

৯. বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের গঠনতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

العالية
من العبد الضعيف ابو نصر محمد نجيب الله مهتمم المدرسة المصطفوية ~~العالية~~ ببخرا
(من مضافات الباكستان الشرقي) وصدر جمعية المدرسين وصدر المشائخ والعلماء
الى ذي ~~الجلالة~~ الابهة العالية صاحب الشان العظيم والشوكة صدر العرب الجمهورية
المولى السيد انور السادات [illegible] الله شانه وعزه كما ينبغي ويليق

~~السيدي~~ المعظم والمكرم ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد السلام المسنون في الاسلام والتحيات الاسلامية والتمنيات [illegible]
الدائمة يلقى الحقير اليكم كلمات ضرورية وعرضية نصيحة صغيرة والرجاء
منكم تقبلون بالاستماع وتحسنون بالقبولية والاستجابة فانها سنة المحسنين و
الصالحين - غير ان الامر من حقوق الاخوان فالمعروف ان المسلمين اخوة وبيننا وبينكم
ربط الكلمة الطيبة والتوحيدية - وجعلنا الرابطة القوية حضر العبد الى بابكم الرفيع
والوسيع الفسيح -

وذلك ان الحضرة ملكنا ملك الباكستان الذى تولد في السنة السابعة
والاربعين بعد التاسعة عشر (١٩٤٧م) بتقسيم الهند - فانه ملك المسلمين
اخرج من ظلم الهنود والهند ولكن - ولو قسم قبل مدة طويلة فان الهند بين الانقسام
ولن [illegible] ينظر خالص [illegible] حلقة بالحسد والبغض عند التقسيم البريطاني -
الى الان فيحتالون كيفما يمكن ويكون بانفسنا والباكستان [illegible] اهل المسلمين
بخدع ومكر وكيد [illegible] - ولا يخفى ان مسلمي هند الهنا لمقهورون
مظلومون ويعذبون بايدي [illegible] ابدا ابدا - واهرق دم المسلمين هناك امر يجرى دائما -
في هذه السنة وقع هناك الانتخاب العام فان الهنود واهل الهند انفقوا اموالا
كثيرة وما الاعطيات ~~[illegible]~~ لاعانة فرقة باغية مفسدة - فلما غلبوا اعانوهم
بالسلاح والالات الحربية حتى كان الباكستان ان يفنى ابدا والحمد لله المنان
المتعال فان صدر باكستان [illegible] حتى عرف الامر واستحق وانفذ الحكم فورا
حتى خرج جيوش الاسلام [illegible] الايمان الى الصحارى والبلاد والامصار والقرى
بلواء الاسلام الباكستاني حتى فتحوا ونجى الملك بفضل الله العظيم
ولا يخفى ان الهند كانت هي امرأة [illegible] بعض الاسلام والموحدين
فانها [illegible] الى خلافه فانها مشركة عابدة الاصنام [illegible]
للاهل الدين الحق والايمان -

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে লেখা মাওলানা নজিবুল্লাহ-এর চিঠি

Dhaka University Institutional Repository

فانها للانزال تغلاد وتسعى في حصول المرام بالمكائد بارسال الفساقين والقاتلين الذين يجاورون في حدود الباكستان ويأخذون الاموال الثمينة والماليات حتى يجاورون وان بأن الشركة عائلة الاعتناء تتساقط بين المملكة في الباكستان وتنظيم المحبة والمراعات باهل الاسلام ومملكة الاسلام تريد ان تعلو على الاكتفاء فالحذار والاحتراز انما كيد الكافرين ومكرهم وما كيد الكافرين الا في ضلال

فالحاصل انك مسلم وتوحد من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن الاخوان بالقرآن مربوطون بكلمة التوحيد فلنا المرابطة القوية التوحيد بالله والاتحاد الظاهرة بالتمسك بالمساعدة لعذالخيق اللازمة -

وصلارنا اغا محمد يحيى على الحق كما ان نحن على الحق، فالمسئول الاستعانة والمسلم على المسلم حق كثير بالسنة فهو المطلوب والمقصود

فلكم الشكر والمنة على ما احسنتم بالافضال والاعانة والاكرام

ونحن ايضا بامر القبلة وبيت المقدس ودعوى الفلسطينيين معكم الى ما في مثل هذا الباب واحد متحد مجتمع ولو كانت الاشياء من منتشرة على الافق

والسلام عليكم عند ختام الكلام بالتحيات والتحفيات اللائقة

كتبه العبد الحقير
الولي محمد حبيب الله عفى له

Dhaka University Institutional Repository

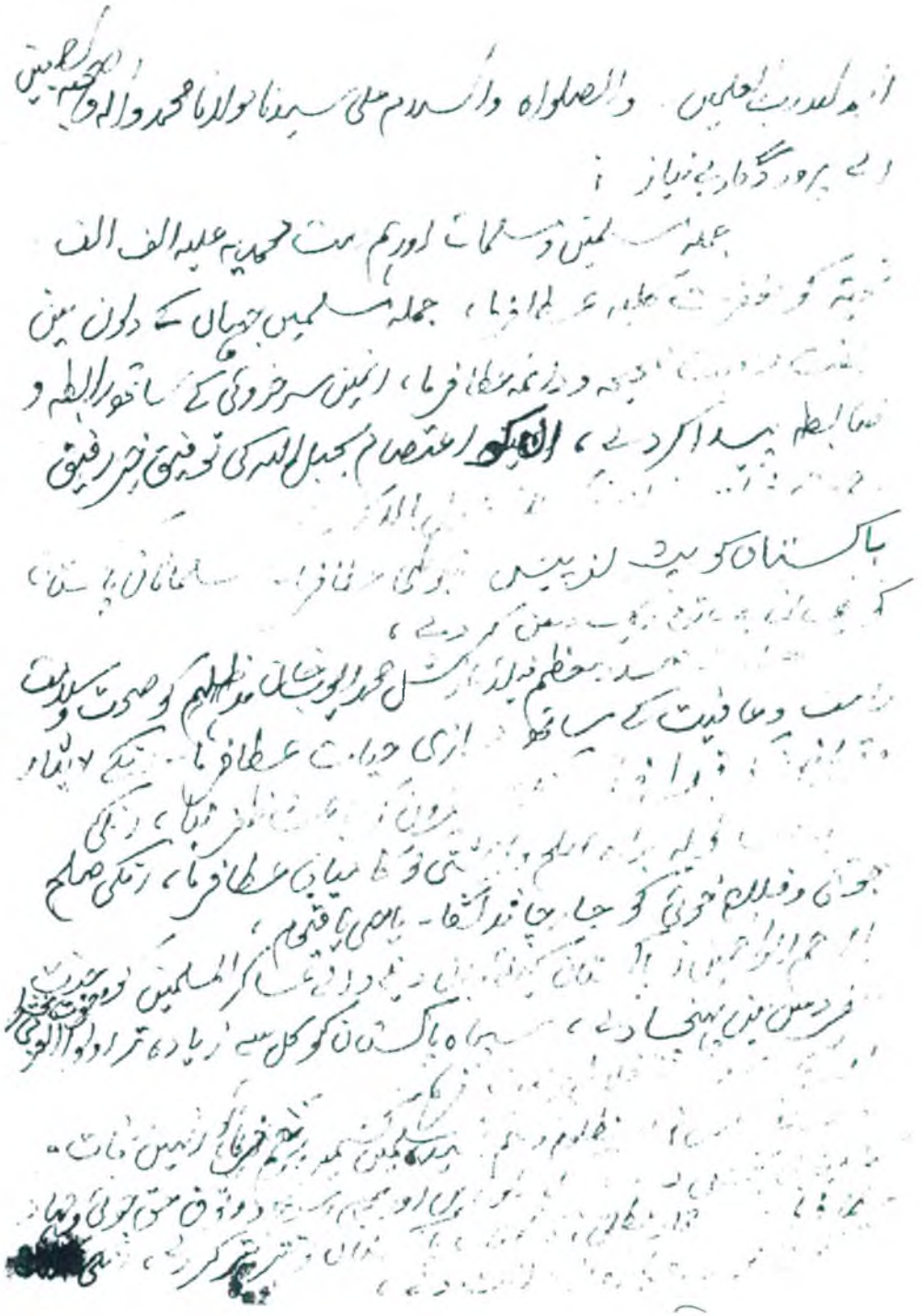

আইয়ুব খাঁনকে মাওলানার অভিনন্দন পত্র

یا اللہ ، پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے دلوں میں

جذبات و ولولہ پیدا کر، [illegible] دشمنوں کو برباد کر،

ہمارے [illegible] صدر [illegible] مقاصد [illegible] فائز المرام

بفضلك ومنك وبرحمتك العظيم العميم وكرمه

بجاه [illegible] نبي الامين محمد وآله وصحبه اجمعين

آمين ثم آمين ثم آمين

مصطفیٰ [illegible]

[illegible] ستمبر ۶۵ء

ساڑھے گیارہ بجے دن

Dhaka University Institutional Repository

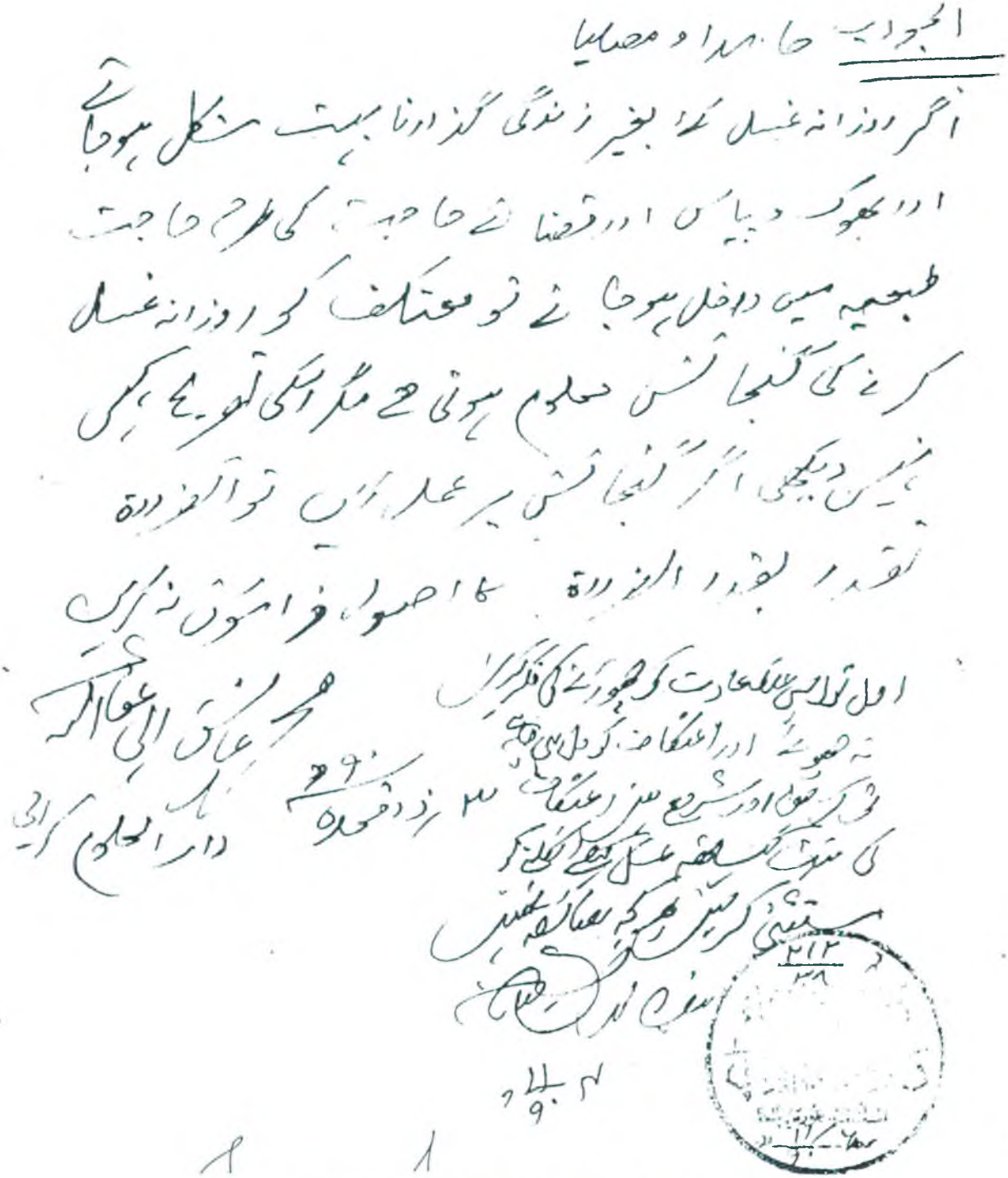

মাওলানাকে লেখা মুফতী মোঃ শফি(রঃ)এরচিঠি

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

[illegible]

কৃষকের সমস্যা [illegible] সমস্যা।

[illegible]

[illegible]

[illegible] পৃষ্ঠা ২০—২১)

[illegible]

[illegible]

Recd. [illegible] 15/10/70

To
The Deputy Commissioner Bogra &
President Governing Body Mustafulia Title Madrasah – Bogra
Dt. Bog. 15th October 1970

Sir,

সবিনয় নিবেদন এই যে আমি [illegible]

[illegible] ২৪ [illegible]

[illegible] ১৫/১০/৭০ ইং

বিনীত—

[illegible]

নির্বাচন প্রাক্কালে মাওলানার পদত্যাগ পত্র

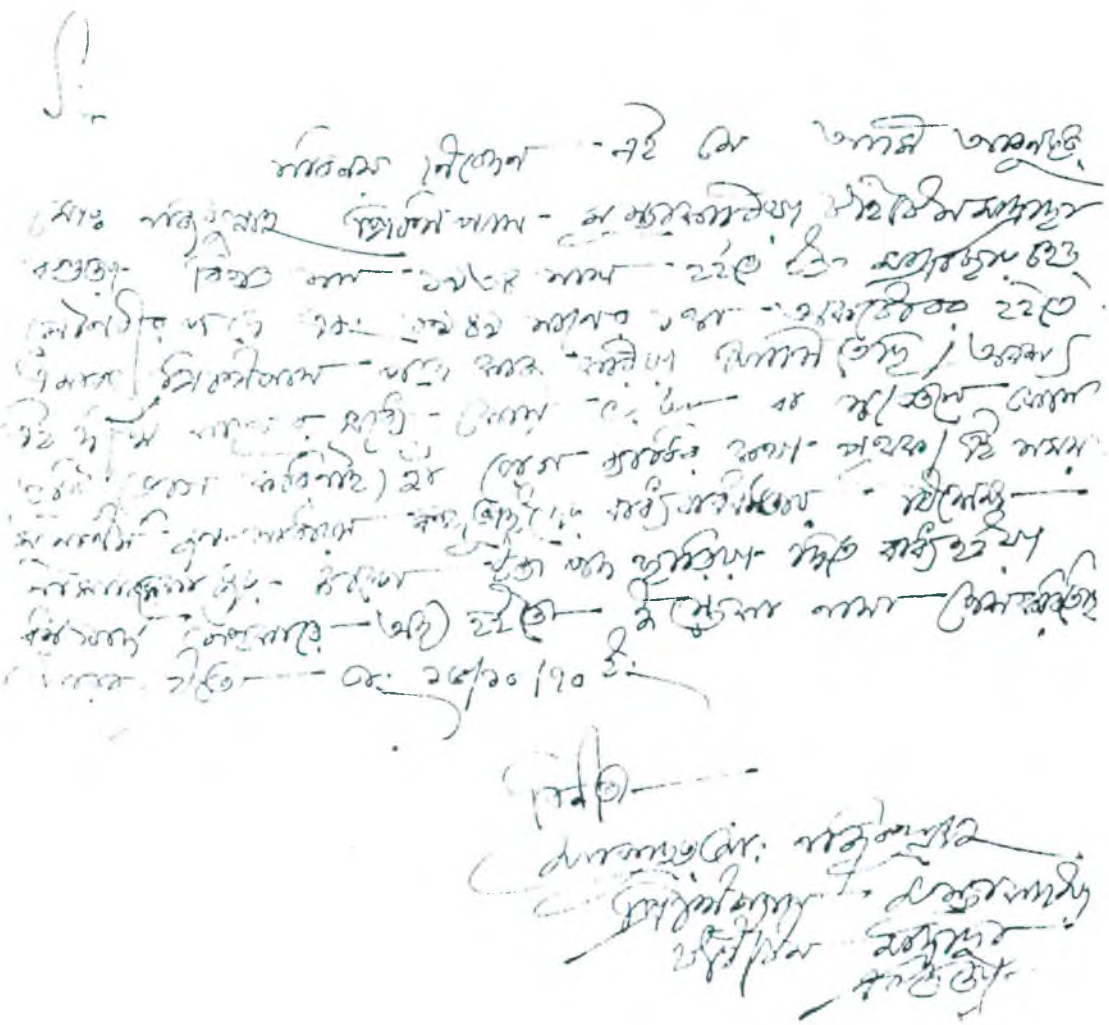

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়তে
ইত্তেহাদুল ওলামা পাকিস্তান
পূর্ব পাকিস্তান দফতর
৬৬/১৪, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২

جمعیت اتحاد العلما' پاکستان
دفتر مشرقی پاکستان
۶۶/۱۴ صدیق بازار، ڈھاکہ

66/14, SIDDIQUE BAZAR, DACCA-2
East Pakistan

Ref.

Date 21. 12. [illegible]

মোহতারম জনাব প্রিন্সিপাল সাহেব
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

[illegible]

মিয়া মুফীযুল হক

 মাওলানাকে লেখা মিয়া মফীযুল হকের চিঠি

Dhaka University Institutional Repository

Govt.of East Pa·istan.
Education Deptt.Section-VII.

No. SVII/250(17)Edn.dt.27th.April,1968.

From:Mr.A.N.M.Eusuf,C.S.P.,
Dy.Secy.,Education Deptt.

শিক্ষা বোর্ডের চিঠি পত্র

Sir,

With reference to this office No. SVII/69/1(18)Edn.dt.1.2.68, I have the honour to send herewith the names of the non-official members approved forthe Committees for selection of Mosques and their Imams for information and immediate necessary action.

Your obedient servant.

Sd/-A.N.M.Eusuf.
Dy.Secy.

Memo.No.2916-78 Pry.dt.1st.May,1968.
Copy forwarded to the (1) S.D.O.,Bogra for information and necessary action.This has the reference to this office Memo.No. 800-91 Pry.dt.30.1.68.

Sd/-Md.Moksud Ali.
For Director of Public Instration,
East Pakistan.

.....

Memo.No. 3031/Ext. 28/5 1968.

Copy forwarded to:-

1. Moulana Mohammad Nazibullah,Principal,Mostafabia Title Madrasha,Bogra and

2. Alhaj Sheikh Abdur Rahman,Secretary,Bogra Motor Association for Information and necessary action.

28/5/68

Sub-Divisional Officer,Bogra.

290

28/5/68

Dhaka University Institutional Repository

BANGLADESH MADRASAH EDUCATION BOARD
2, ORPHANAGE ROAD, BAKSHIBAZAR, DACCA.

N O T I F I C A T I O N

No 6571/7 /C-131 Dated 26-1- 1980.

In terms of section 5 of the First Regulation appended to the Madrasah Education Ordinance,1978 (Ord.No.IX of 1978),the Curricula and Courses of Studies Committee for the Quran,Hadith,Fiqh & Usul-i-Fiqh is constituted with the following members :-

(1) Chairman (Ex-Officio).

(2) Registrar (Ex-Officio).

(3) Mr. Md. Isa,
Inspector of Madrasahs, B.M.E.B., Dacca.

(4) Moulana Ubaidul Huq,
Head Moulana, Madrasah-i-Alia, Dacca.

(5) Moulana Matiur Rahman Nizami,
Muhaddith, Darul Ulum Alia Madrasah, Chittagong.

(6) Moulana Abdul Hamid,
Superintendent, Gopalganj Senior Madrasah, Faridpur.

(7) Moulana Ahmadullah,
Muhaddith, Darus Sunnat Alia Madrasah,Sarsina, Barisal

(8) Moulana A.K.M. Abdus Salam,
Principal, Ahmadia Alia Madrasah, Madaripur, Faridpur.

(9) Moulana A.N.M. Nazibullah,
Principal, Mustafabia Title Madrasah, Bogra.

Sd/- Md. Baaqui Billah Khan.
Chairman,
Bangladesh Madrasah
Education Board, Dacca.

No 6541/7 /C-131 Dated 26-1- 1980.

Copy forwarded for information and guidance to :-

(1) Moulana A.K.M. Abdus Salam,
Principal, Ahmadia Alia Madrasah, Madaripur, Faridpur.

(2) Moulana A.N.M. Nazibullah,
Principal, Mustafabia Title Madrasah, Bogra.

(3) Moulana Matiur Rahman Nizami,
Muhaddith, Darul Ulum Alia Madrasah, Chittagong.

(4) Moulana Ubaidul Huq
Head Moulana, Madrasah-i-Alia, Dacca.

(5) Moulana Abdul Hamid,
Superintendent, Gopalgonj Senior Madrasah, Faridpur.

(6) Moulana Ahmadullah,
Muhaddith, Darus Sunnat Alia Madrasah, Sarsina, Barisal.

(7) Mr. Md. Isa,
Inspector of Madrasahs,
B.M.E.B., Dacca.

(Md. Abdul Khaleque) 25.1.80
Registrar,
Bangladesh Madrasah
Education Board, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন, সমবায় ও
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
যাকাত বোর্ড।
=========

গত ১১ই জুন, ১৯৮৩ ইং তারিখে বংগভবনে যাকাত বোর্ডের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও যাকাত বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহ্সান উদ্দিন চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(ক) ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল বারী, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

(খ) জনাব সায়রুল আনাম ছিদ্দিকী, সচিব, ধর্ম বিষয়ক বিভাগ।

(গ) ডঃ সিরাজুল হক, প্রফেসার ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।

(ঘ) ডঃ এ, কে, এম, আয়ুব আলী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা।

(ঙ) মাওলানা আবু নছর মোঃ নছির উল্লাহ্, রেক্টর, মোস্তাফাবিয়া ডবল টাইটেল মাদ্রাসা, বগুড়া।

(চ) জনাব আ, ফ, ম, ইয়াহিয়া, মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

(ছ) ব্রিগেডিয়ার এ, কে, এম, সামসুল ইসলাম, প্রশাসক, যাকাত বোর্ড।

বিশেষভাবে আমন্ত্রিত :-

(জ) জনাব ইত্তাদুর রহমান, মহা-ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, ঢাকা।

(ঝ) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মহা-ব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক, ঢাকা।

২। পবিত্র কোরাণ তেলাওয়াতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চেয়ারম্যান, যাকাত বোর্ড উপস্থিত সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তায়ালা যেন সবাইকে সুস্থ রাখেন এবং পবিত্র রমজান মাসে সিয়াম পালন করার তৌফিক দান করেন।

৩। প্রশাসক, যাকাত বোর্ড, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চেয়ারম্যান যাকাত বোর্ডের অনুমতিক্রমে ৩১শে মে, ১৯৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। মাননীয় সদস্য ডঃ আব্দুল বারী ও ডঃ সিরাজুল হক কার্যবিবরণীর ৪নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব রাখেন। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনার পর বোর্ড সংশোধনী রাখেন যে যাকাত রুলস ১৯৮২ অনুচ্ছেদ ৩-এ (যাহা আইন মন্ত্রণালয় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন) বিধিতে রাখা হোক। পূর্বে অনুমোদিত যাকাত রুলস ১৯৮২, ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যাকাত ফান্ডে কেন্দ্রীয় খাতে সংগৃহীত অর্থ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ব্যয় শরীয়ত সম্মত বিধায় উক্ত ধারা যাকাত বিধিতে অপরিবর্তিত রাখা হোক। আইন মন্ত্রণালয় জেলা যাকাত কমিটিতে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী সহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্য আলেম হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন জেলা যাকাত কমিটিতে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

পৃঃ দ্রঃ ....

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(ধর্ম বিষয়ক বিভাগ)

৯/৭/৮২ তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত জাকাত বোর্ডের প্রথম সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তবলী।

উপস্থিত সদস্যগণ :

১।	ডঃ আবদুল মজিদ খান,	মন্ত্রী,	শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২।	জনাব আবুল ফজল চৌধুরী,	অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত সচিব),	ধর্ম বিষয়ক বিভাগ।
৩।	ডঃ মুহম্মদ আবদুল বারী,	চেয়ারম্যান,	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৪।	ডঃ সিরাজুল হক,	প্রফেসর,	ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫।	ডঃ আফতাব আহমেদ রহমানী,	প্রফেসর,	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৬।	ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী,	প্রাক্তন অধ্যক্ষ,	আলিয়া-ই-মাদ্রাসা, ঢাকা।
৭।	জনাব আ, ন, শামসুল আলম,	মহাপরিচালক,	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৮।	মাওলানা আবু নছর মোঃ অহিদুল্লা,	অধ্যক্ষ,	মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া
৯।	আলহাজ্ব মৌলানা বশিরুল্লাহ আতহারী	পেশ ইমাম	কসাই জামে মসজিদ, বরিশাল।

সদস্যগণ ছাড়াও সোনালী এবং জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদ্বয় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং জাকাত বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী। জাকাত বোর্ডের এই প্রথম সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সভাপতি সাহেব সকল সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে ধন্যবাদ দেন। তারপর তিনি বর্তমান সরকার কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম জাকাত দানের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমানে আমাদের দেশের মুসলমানগণ প্রতি বছর ব্যক্তিগতভাবে জাকাত আদায় করেন এবং তারা সমাজের গরীব মিসকিনদের বিচ্ছিন্নভাবে জাকাতের টাকা দ্বারা সাহায্য করে আসছেন। কিন্তু তাতে দেশের গরীব মিসকিনদের স্থায়ী উপকার হচ্ছেনা। সামাজিক অর্থনীতিতে এরূপ জাকাত বিতরণের কোন শুভ বা স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। তাই জাকাতকে জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিত উপায়ে আহরন করে সুপরিকল্পিত পন্থায় শরিয়তের বিধান মতে খরচ করে সামাজিক অর্থনীতিতে এর শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এবং ইহা থেকে স্থায়ী ফল পাওয়ার লক্ষ্যে সরকার জাকাত ফান্ড গঠন করেছেন। তিনি আরও বলেন যে এই জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠার এবং এই ফান্ডে টাকা প্রাপ্তির সফলতা নির্ভর করবে বোর্ডের কর্ম দক্ষতার উপর।

সভাপতির বক্তব্যের পর জাকাত আদায় এবং খরচের উপর বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মৌলানা বশিরুল্লাহ আতহারী, ডঃ মুহম্মদ আবদুল বারী, মৌলানা আবু নছর মোঃ অহিদুল্লাহ, ডঃ সিরাজুল হক এবং ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী প্রমুখ প্রখ্যাত আলেমগণ। সোনালী এবং জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদ্বয় ব্যাংকে জাকাত ফান্ডের হিসাব রাখার উপর বক্তব্য ও প্রস্তাব রাখেন। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জাকাত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেন।

পরের পাতায় :

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(ধর্ম বিষয়ক বিভাগ)

নং: ৫/ধর্ম/৩-১/৮২/১০৬ তারিখ: [illegible]

প্রেরক:- মোঃ মজিবর রহমান
সেকশন অফিসার

প্রাপক:- [illegible]

[illegible]

বিষয়:- জাকাত বোর্ডের প্রথম সভা।

নির্দেশিত হয়ে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে ১৯৮২ সালের ৬নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকার একটি জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকার এই অধ্যাদেশের ৫নং ধারার ক্ষমতাবলে আপনাকে জাকাত বোর্ডের [illegible] নিযুক্ত করেছেন। [illegible] পাঠানো হচ্ছে।

আগামী ৯/৫/৮২ তারিখ বেলা [illegible] রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব জনাব বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসান উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে [illegible] বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে সভায় উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ [illegible]।

(মোঃ মজিবর রহমান)
সেকশন অফিসার

Dhaka University Institutional Repository

ZAKAT BOARD MEETING 11 JUNE 10 A.M.

AT BANGABHABAN PLEASE ATTEND

ADMINISTRATOR
ZAKAT BOARD

- -

Not to be Telegraph

Administrator
Zakat Board
Bangabhaban, Dhaka

Memo No. যা/প্র-১(১)/৮২/১৫৬(৬) Dt. 6-6-1983

Copy by post for confirmation to :-

1. Dr. Aftab Ahmed Rahmani
   Prof. Deptt. of Arabic
   Rajshahi University
   Rajshahi

2. Moulana A.B.M. Nazibullah
   Rector
   Mostafabia Alia Madrasa
   Bogra

3. Moulana Bashirullah Athari
   Pesh Imam
   Kashai Jame Masjid
   Barisal

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(ধর্ম বিষয়ক বিভাগ)

নং শাঃ৫/ধর্ম/জ-১/৮২/ তারিখঃ ৩/৭/৮২

বিজ্ঞপ্তি

সরকারীভাবে জাকাত আহরন এবং মুসলিম শরিয়ত অনুসারে তাহা বন্টনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮২ সনের ৬নং অধ্যাদেশ বলে একটি জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জাকাত ফান্ডের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এই অধ্যাদেশের ৫নং ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি জাকাত বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই মুহুর্ত থেকে এই বোর্ড কার্যকরী হইবে।

১।	আলহাজ্ব জনাব জাস্টিস আ, ফ, ম, আহসান উদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি	চেয়ারম্যান
২।	ডঃ আবদুল মজিদ খান, মন্ত্রী, শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক বিভাগ (পদাধিকারবলে)	"
৪।	ডঃ আবদুল বারী, চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	"
৫।	ডঃ সিরাজুল হক, প্রফেসার, ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
৬।	ডঃ আফতাব আহমেদ রহমানী, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	"
৭।	ডঃ আইয়ুব আলী, সাবেক অধ্যক্ষ, আলিয়া-ই-মাদ্রাসা, ঢাকা	"
৮।	মহা পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (পদাধিকারবলে)	"
৯।	জাকাত ফান্ডের প্রশাসক (পদাধিকারবলে)	সদস্য-সচিব
১০।	মাওলানা নজিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ, মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া	"
১১।	মাওলানা বশিরুল্লাহ আথাহারী, ইমাম কশাই জামে মসজিদ বরিশাল	"

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশক্রমে,

স্বাঃ-
(আবুল ফজল চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত সচিব)

নং শাঃ ৫/ধর্ম/জ-১/৮২/ (৬০ তারিখঃ ৩/৭/৮২

অবগতি এবং বাংলাদেশ গেজেট-এ প্রকাশের জন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসার, সরকারী মুদ্রণালয় তেজগাঁও, ঢাকাকে অনুলিপি দেওয়া হইল।

[illegible]
(মোঃ মজিবর রহমান)
সেকশন অফিসার

নং শাঃ ৫/ধর্ম/জ-১/৮২/ [illegible] তারিখঃ ৩/৭/৮২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাকাত ফান্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর একটি কপি সহ [illegible] কে অনুলিপি দেওয়া হইল।

[illegible]
(মোঃ মজিবর রহমান)
সেকশন অফিসার

বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ

(স্থাপিত- ১৯৩৮)

গঠনতন্ত্র

ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ ভবন

বগুড়া

ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ হইতে ১৪২৬ হিজরী সনে প্রকাশিত এবং বগুড়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, শেরপুর রোড, (কানছগাড়ী) কর্তৃক মুদ্রিত।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ, বগুড়া।

১৩-৬-৭৮ তারিখের সভায় গঠিত,
গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদ।

১। জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২। জনাব জহীরুল কাইয়ুম	সদস্য
৩। ডাঃ এ, করিম	"
৪। ডাঃ মোঃ ইয়াসিন	"
৫। জনাব গোলাম মর্তুজা চৌধুরী	"
৬। জনাব এনামূল হক	"
৭। জনাব রেজাউল বারী (ডিনা)	"
৮। জনাব আলহাজ্ব কে. এ. মোনায়েম	"

১৩-৬-৭৮ তারিখের সভায় গঠিত
সাধারণ পরিষদ।

১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন)।
৫। মহকুমা প্রশাসক, বগুড়া সদর।
৬। মহকুমা প্রশাসক, জয়পুর হাট।

সাধারণ পরিষদ

৭। অধ্যক্ষ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ।
৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি, ডাবলিউ, ডি।
৯। সেক্রেটারী, জেলা পরিষদ, বগুড়া।
১০। ডাঃ মোজাফফর রহমান।
১১। জনাব বি, এম, ইলিয়াস।
১২। জনাব জহুরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট।
১৩। মৌলানা এ, এন, নজিবুল্লাহ।
১৪। জনাব কে, এম, শমশের আলী।
১৫। জনাব ডাঃ এ, করিম।
১৬। " ডাঃ মোহাম্মদ ইয়াসিন।
১৭। " ওয়াজেদ হোসেন তরফদার, এ্যাডভোকেট।
১৮। " আবুল কালাম আজাদ (টুলু মিয়া)।
১৯। " জহীরুল কাইয়ুম।
২০। " মজিবর রহমান, এ্যাডভোকেট।
২১। " গোলাম মর্তুজা চৌধুরী, এ্যাডভোকেট।
২২। " মাসুদ উদ্দিন আহমদ।
২৩। অধ্যক্ষ বয়েন উদ্দিন আহমদ।
২৪। জনাব সিরাজুল হক (মরিস)।
২৫। " আবদুল করিম, এ্যাডভোকেট।
২৬। " মোজাম্মেল হক, ইমাম জামে মসজিদ।
২৭। " আবদুল আলিম, এ্যাডভোকেট, জয়পুরহাট।
২৮। " এনামুল হক, এ্যাডভোকেট।
২৯। জনাব রেজাউল বারী (ডিনা)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০৪

সনদ ও কতিপয় আলোক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

Calcutta Madrasah Form No. 15 (46 A/VI).

Bengal Madrasahs Central Examination.

No. 3

Calcutta,

The 11th October 1928

Certified that Muhammad Najibullah (Calcutta ...) has passed by the Lower Standard in Arabic, Persian Literature, English Literature and Muhammadan Law according to the New Course at the Annual Examination at Calcutta in April 192[illegible], and that he has been placed in the ... Division.

Registrar Central Board of Examiners Madrasahs

Director of Public Instruction.

A.C.J.D. ... 28—4164—25

298

Dhaka University Institutional Repository

Central Madrasah Examination

Calcutta.

No. 0 The 18th [illegible] 19[illegible]

Certified that Muhammad Nazibulla[illegible], son of [illegible], obtained the degree of Fāzil Examination held by the Central Madrasah Examination Board in the year 193[illegible] and that he was placed in [illegible] Division.

[illegible signature]

Registrar,
Central Madrasah Examination Board
and Principal, Calcutta Madrasah.

[illegible signature]

Director of Public Instruction, Bengal.

২৮০

Dhaka University Institutional Repository

D. O. No.

14th. Septr. 32

Telephone: [illegible]

Certified that Maul Abu [illegible] Md. Najibullah is known to me. He studied in this Madrasah from June 1928 to April 1932. He passed the Alim and Fazil Examinations both in the First Division, in 1930 with scholarships and also the "[illegible] dithin" (Title Examination) held in [illegible]. He comes of a respectable family of Noakhali District, in Bengal. [illegible] active and bears an excellent moral character.

I strongly recommend him for the post prayed for.

Principal,
Calcutta Madrasah.

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী

আলহাজ আবু নছর মোঃ নজিবুল্লাহ
(সভাপতি)

নজেম উদ্দিন আহম্মদ
(সাধারণ সম্পাদক)

মাহমুদুল হাসান খাঁন
(সহ-সভাপতি)

ডাঃ মোঃ টি আহমেদ

মোঃ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

will be pleased to address a Public meeting on the 25th December,1965 at 11 A.M. in the Zilla School ground.

You are requested to attend the meeting and take your place in the enclosure by 10-30 A.M.

(H. Zaman)
Deputy Commissioner, Bogra.

To
Maulana...Nazibullah

Government of East Pakistan.
Office of the Addl.Deputy Commissioner(Rev) &
Returning Officer,Bogra.

17(15) /Elec. Dated, 27 /10/70.

Nasar Md. Nazibullah
Sultanganj P.O. Bogra
Dist. Bogra

The design of prescribed symbol "SCALE" allocated to the party represented by you is sent herewith as specimen for your electioneering purposes.

Please acknowledge receipt of the same.

Encls: 1(one) specimen of symbol.

Addl.Deputy Commissioner(Rev)
&
Returning Officer,Bogra.

মাওলানা নজিবুল্লাহ এর নির্বাচনী — প্রতীক

PRESIDENT'S RECEPTION COMMITTEE
BOGRA.
1965
MEMBER
Mr./Mrs./Miss Maulana Nazibullah
268
H. ZAMAN
DEPUTY COMMISSIONER, BOGRA.
Valid for 25th December, 1965 only.
(Please see instructions over-leaf)

SPECIAL PASS

Dhaka University Institutional Repository

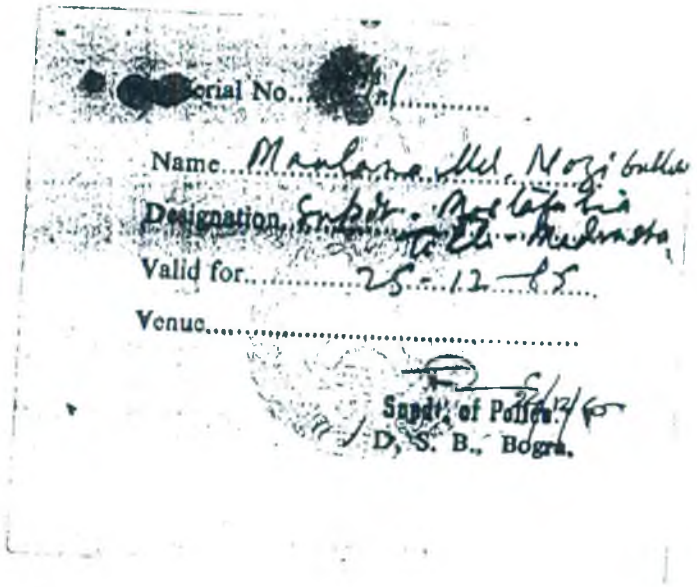

[redacted]rial No...[redacted]/............

Name...Maulana Md. Mozibulla

Designation...Supdt. ... Madrasha

Valid for..............25-12-85....

Venue..

Supdt. of Police. [illegible]/12/85
D. S. B., Bogra.

INSTRUCTIONS

1. Please produce this card at the Heliport Gate and Circuit House Gate.

2. Please be present at the Heliport by 1-30 P.M. punctually.

3. Please enter the meeting ground ~~through Circuit House Gate~~ and take seat by 2-~~30 P.M.~~
10-30 A.M.

আইয়ুব খাঁনের মিটিং এর-সেখানে পাস